শ্রীল জীবগোস্বামি প্রণীতঃ

পরমাত্মসন্দর্ভঃ

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নানুবাদিত

শ্রীশিবপ্রসাদ দাসগুপ্ত
কর্তৃক ভূমিকা সম্বলিত

শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্ত্তী কর্তৃক পরিমার্জ্জিত

পণ্ডিত শ্রীরঘুনাথদাসাচার্য্য কৃত সঙ্গসংস্করণ
ব্যাকরণ,বেদান্তদর্শন,শ্রীধাম বৃন্দাবন
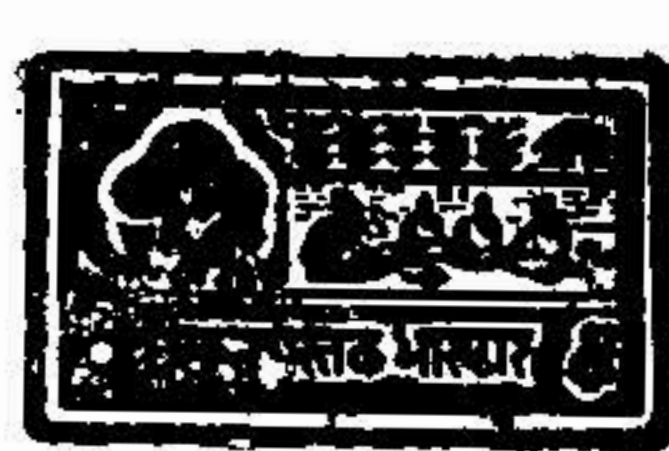
সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮, বিধান সরণী, কলিকাতা-৭০০ ০০৬

ভূমিকা

এই পরমাত্মসন্দর্ভ গ্রন্থখানি ষোড়শ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে শ্রীবৃন্দাবনধামে শ্রীজীবগোস্বামিপাদ রচনা করেন। তিনি ষড়্‌গোস্বামির অন্তর্গত কনিষ্ঠ-তম গোস্বামিপাদ ছিলেন। তাঁর বহুবিধ বৈষ্ণব ধর্মগ্রন্থাদির মধ্যে ছয়খানা দর্শনগ্রন্থ ষট্‌সন্দর্ভ নামে বিখ্যাত। এই ছয়খানা গ্রন্থ হল ঃ—(১) তত্ত্ব-সন্দর্ভ, (২) ভগবৎসন্দর্ভ, (৩) পরমাত্মসন্দর্ভ, (৪) কৃষ্ণসন্দর্ভ, (৫) ভক্তি-সন্দর্ভ এবং (৬) প্রীতিসন্দর্ভ। এই ষট্‌সন্দর্ভের অন্তর্গত তৃতীয় গ্রন্থখানা হল পরমাত্মসন্দর্ভ গ্রন্থ।

একই বিষয়গত পরস্পর সঙ্গতিপূর্ণ মতামত, সিদ্ধান্ত এবং শাস্ত্রীয় বচনসমূহের সংগ্রহমূলক প্রামাণিক গ্রন্থকে সাধারণতঃ "সন্দর্ভ" আখ্যা দেওয়া হয়। এই বিষয়ে বলা হয়ে থাকে—

গূঢ়ার্থপ্রকাশশ্চ সারোক্তিঃ শ্রেষ্ঠতা তথা।
নানার্থবত্বং বেদ্যত্বং সন্দর্ভঃ কথ্যতে বুধৈঃ॥

অস্যার্থ—গুহ্য বিষয়ের অর্থাবলীর ব্যাখ্যা, বিষয়বস্তুর সারাংশের প্রকাশ, তাদের শ্রেষ্ঠতা জ্ঞাপন, নানাপ্রকার অর্থের বৈশিষ্ট্য এবং জ্ঞানের উদ্‌ঘাটন যে গ্রন্থে থাকে, তাকে পণ্ডিতগণ "সন্দর্ভ" এই আখ্যা দিয়ে থাকেন।

শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ তাঁর ছয়টি সন্দর্ভে মূলতঃ শ্রীমদ্ ভাগবত পুরাণ এবং শ্রীমদ্ ভগবদ্‌গীতা থেকে বেশিরভাগ প্রামাণ্য বাক্যাদি সন্নিবিষ্ট করে তাঁর সিদ্ধান্তগুলি উপস্থাপিত করেছেন। তাছাড়া এই ষট্‌সন্দর্ভে অন্যান্য বহু শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে যথা প্রয়োজন শ্লোকাদি উদ্ধার করে তাঁর মতামত পরিস্ফুট করেছেন। বিশেষতঃ শ্রীমদ্ ভাগবত পুরাণকে উপজীব্য করার প্রধান কারণ হল এই যে সমস্ত বেদ, বেদান্ত, মহাভারত এবং গায়ত্রী-মন্ত্রাদির মর্মার্থ ইহাতে প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। কথায় বলা হয়ে থাকে যে, এক শ্রীমদ্ভাগবতে সমগ্র বেদ ও ইতিহাসের সারাংশ সন্নিবিষ্ট হয়েছে। প্রধানতঃ এই শ্রীমদ্ ভাগবতের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার-বিমর্শ করার পর শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ ছয়খানি ব্যাখ্যা গ্রন্থ বা সন্দর্ভ রচনা করে-ছিলেন বলেই এই গ্রন্থসমষ্টিকে 'ভাগবৎসন্দর্ভ'ও বলা হয়ে থাকে।

(কেবলং জ্ঞানং ব্রহ্মেতি শব্দ্যতে)। আর সেই তুলনায় অন্তর্যামী, প্রভৃত মায়াশক্তিবিশিষ্ট এবং চিৎশক্তির অংশবিশিষ্ট পদার্থ হলেন পরমাত্মা (অন্তর্যামিত্বময়-মায়াশক্তিপ্রচুর-চিচ্ছক্ত্যাংশবিশিষ্টং পরমাত্মা)। শ্রীভগবানের জীবশক্তির আশ্রয়স্বরূপ পরমাত্মা সমস্ত জীবকূলের অন্তর্যামী পুরুষ হিসাবে প্রত্যেক জীবাত্মাকে পরিচালিত করছেন (সর্বান্তর্যামী পুরুষ এব······পরমাত্মত্বেন নির্দিষ্টঃ)। এই কারণে শ্রীজীবগোস্বামিপাদ পরমাত্মাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ—এই আখ্যা দিয়েছেন (মুখ্যং ক্ষেত্রজ্ঞত্বং পরমাত্মন্যেব)। যেহেতু পরমাত্মা সমস্ত জীবাত্মারই অন্তর্যামীরূপে বর্তমান, সেই জন্য তাঁকে সমষ্টিক্ষেত্রজ্ঞ বলা হয়ে থাকে। সেই তুলনায় যেহেতু জীবাত্মা কেবল একটিমাত্র একটি জীবের অন্তরে থাকেন বলে তাঁকে ব্যষ্টিক্ষেত্রজ্ঞ আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে।

এই পরমাত্মার প্রকাশ সাধারণতঃ তিনটি পর্যায়ে সংঘটিত হয়, যা ব্যূহতত্ত্ব নামে অভিহিত। ভগবৎপূজার্থীর নিকট পরমাত্মা সাধারণতঃ তিনটি মূর্তিতে ধরা দেন। যথা—প্রথম মূর্তি হলেন সংকর্ষণ বা মহাবিষ্ণু রূপী। তিনি সমস্ত জীব এবং প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে প্রকটিত হন (মহাসমষ্টিজীবপ্রকৃত্যোরেকতাপন্নযোর্দ্রষ্টৈত্যেক এব)। এই প্রকাশে জীবাত্মা এবং প্রকৃতি বিচ্ছিন্নভাবে থাকে। আবার এবম্বিধ প্রকাশে পরমাত্মা জীবের অন্তর্যামী নিয়ন্ত্রণকর্তা হিসাবে অতিসূক্ষ্ম অবস্থায় থাকেন। তখন তাঁকে প্রদ্যুম্ন এই আখ্যা দেওয়া হয়। আবার পরমাত্মা স্থূল অবস্থায় মূর্ত হয়ে উঠলে তাঁকে বলা হয় অনিরুদ্ধ। এই অনিরুদ্ধ রূপ তৃতীয় প্রকাশ রূপে পরমাত্মা প্রতিটি পৃথক পৃথক ব্যষ্টিরূপী জীবের ভিতর অন্তর্যামী পুরুষরূপে অবস্থান করেন (ব্যষ্ট্যন্তর্যামী)। এইভাবে শ্রীজীব গোস্বামিপাদ ভগবৎশক্তির ব্যূহতত্ত্ব এই গ্রন্থে বিশেষভাবে বিচার করেছেন।

এই প্রকারে শ্রীজীবগোস্বামিপাদ পরমাত্মার প্রকৃত স্বরূপ ইত্যাদি গূঢ়তত্ত্বের বিশেষ আলোচনা এই সন্দর্ভগ্রন্থে নিপুণভাবে করেছেন। গ্রন্থকার পরমাত্মার সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির এবং জীবতত্ত্বের কি সম্বন্ধ, তা বিস্তারিত করেছেন। তা ছাড়া, জীবের প্রকৃত তত্ত্বটি কি তথা মায়ার স্বরূপই বা কি, তার বিচার এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। আত্মার সগুণত্ব-নির্গুণত্ব বিচার, শ্রীভগবানের লীলাপ্রসঙ্গ ইত্যাদি বিষয়ও আলোচ্য পরমাত্মসন্দর্ভে

সুন্দরভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। এ কথাও বলা হয়েছে যে, জীবশক্তি পরমাত্মার অংশ হলেও ভগবদ্‌বিমুখ কিংবা ভগবদুন্মুখ জীব এবং পরমাত্মার অভেদত্ব যে মোটেই বিচারসহ নয়, তাও এতদ্‌গ্রন্থে পরিস্ফুট হয়েছে। সমস্ত জীবজগৎ যে মায়াশক্তিরই পরিণামবিশেষ তা শ্রীজীবগোস্বামিপাদ প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই প্রসঙ্গে বিস্তৃত সূচীপত্রটি অনুধ্যান করলে উহার প্রতিপাদ্য বিষয় জানা যাবে। আসলে ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং শ্রীভগবান্ এই তিনটি শব্দের দ্বারা (ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে) পরমতত্ত্বের নির্দেশ শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণে থাকলেও উহারা যে সমার্থক নয়, তা শ্রীজীবগোস্বামিপাদ বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন এবং ব্রহ্ম ও পরমাত্মতত্ত্বে শ্রীভগবানের অংশমাত্র খ্যাপিত হয়েছে, তা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আলোচ্য গ্রন্থে পরমাত্মার স্বরূপব্যখ্যান অতিপ্রাঞ্জলভাবে করে সন্দর্ভকার সমস্ত বৈষ্ণব-জগতের মহদুপকার করেছেন।

শ্রীজীবগোস্বামিপাদ বিরচিত ষট্‌সন্দর্ভ গ্রন্থটি বৈষ্ণব-সমাজে বহু সমাদৃত হলেও, প্রকৃতপক্ষে এই খণ্ডগুলি এতদ্দেশে মোটেই সহজলভ্য ছিল না। পরবর্তীকালে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী নাগরী অক্ষরে এবং শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন মহাশয় বহরমপুরের রাধারমণ যন্ত্রে বঙ্গাক্ষরে অনুবাদসহ এই সন্দর্ভখণ্ডগুলি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেন। তাছাড়া মুর্শিদাবাদ, নবদ্বীপ, কুমিল্লা এবং অন্যান্য প্রত্যন্ত স্থান থেকে কোনো কোনো সন্দর্ভখণ্ড সময় সময় বিচ্ছিন্নভাবে বঙ্গাক্ষরে অনুবাদসহ প্রকাশিত হয়েছে, যা এখন অপ্রাপ্য। ইদানীংকালে সত্তরের দশকে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ষট্‌সন্দর্ভের খণ্ডগুলির মূলমাত্র নাগরী অক্ষরে পুনঃপ্রকাশিত হয়েছে, যা প্রকৃতপক্ষে সাধারণ বঙ্গীয় পাঠকসমাজে দুরতিগম্য।

এই পরিপ্রেক্ষিতে সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডারের দেবাশিসের স্বচেষ্টায় এই পরম বৈষ্ণবীয় গ্রন্থাবলী প্রকাশ যে অতীব প্রশংসনীয়, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নেই। ইতিমধ্যেই তাঁরা শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ (১৪০৩ সন) এবং তত্ত্বসন্দর্ভ (১৪০৩ সন) প্রকাশিত করাতে বিদ্বজ্জন সমাজ অতি উল্লসিত হয়েছেন। বর্তমানে এই পরমাত্মসন্দর্ভ গ্রন্থ প্রকাশের মাধ্যমে পুস্তক ভাণ্ডারের এই নবতম প্রচেষ্টার সার্থকতাই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হল। এতদঞ্চলে পরমাত্মসন্দর্ভ গ্রন্থটি ১৮১২ শকাব্দে (১৮৯০ খৃষ্টাব্দে) কলকাতা থেকে

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী মহোদয় প্রথম নাগরী অক্ষরে প্রকাশ করেন। বর্তমান গ্রন্থটি শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন এবং মুর্শিদাবাদ (বহরমপুর) হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা কর্তৃক প্রকাশিত রাধারমণ যন্ত্রে মুদ্রিত দ্বিতীয় সংস্করণের অনুলিপিমাত্র। হুবহু অনুলিপি হওয়ার ফলে এই মুদ্রণে অনেক স্থলে শব্দাবলীর বানানসমূহ আধুনিক রীতিনীতি অনুযায়ী পরিবর্তন করা সম্ভব হয়নি। সহৃদয় গুণগ্রাহী পাঠক তা নিজগুণে ক্ষমা করে নেবেন। বর্তমান সংস্করণে বিস্তৃত একটি বিষয়সূচী সন্নিবিষ্ট করে দেওয়া হল, যা মূল বহরমপুর সংস্করণে ছিল না। এতে পাঠক সাধারণের কিছুটা সহায়তা হবে আশা রাখি। অলমতিবিস্তরেণ।

রাখী পূর্ণিমা
১৪০৫

শিবপ্রসাদ দাশগুপ্ত

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

পরমাত্ম সন্দর্ভঃ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবো জয়তি ॥
তৌ সন্তোষয়তা সন্তৌ শ্রীল রূপসনাতনৌ।
দাক্ষিণাত্যেন ভট্টেন পুনরেতদ্বিবিচ্যতে ॥ ১ ॥
তস্যাদ্যং গ্রন্থনালেখং ক্রান্তব্যুৎক্রান্তখণ্ডিতং।
পর্য্যালোচ্যাথ পর্য্যায়ং কৃত্বা লিখতি জীবকঃ ॥ ২ ॥
অথ পরমাত্মা বিব্রিয়তে ॥
যদ্যপি পরমাত্মত্বং বৈকুণ্ঠেপি প্রভোরপি তদপিচ
ভগবত্তাঙ্গং তৎস্যাদিত্থং জগদ্গতং বাচ্যং ॥ ৩ ॥
তত্র তং জগদ্গত জীবনিরূপণ
পূর্বকং নিরূপয়তি দ্বাভ্যাং।
ক্ষেত্রজ্ঞ এতা মনসো বিভূতী
জীবস্য মায়া রচিতস্য নিত্যাঃ।
আবির্হিতাঃ ক্বাপি তিরোহিতাশ্চ
শুদ্ধো বিচষ্টেহ্যবিশুদ্ধকর্ত্তুঃ ॥ ৪ ॥

সেই সুপ্রসিদ্ধ সাধু শ্রীল রূপসনাতনের সন্তোষকারী দক্ষিণ দেশীয় শ্রীগোপাল ভট্ট পুনরায় এই গ্রন্থ বিস্তার করিতেছেন ॥ ১ ॥

জীব নামক কোন ব্যক্তি তাঁহার আদ্য লিখিত গ্রন্থ পর্য্যালোচনা করিয়া ক্রমব্যতিক্রম খণ্ডন পূর্ব্বক পর্য্যায়ক্রমে লিখিতেছেন ॥ ২ ॥

অথ পরমাত্মাকে বিস্তার করিতেছেন যথা—

যদ্যপি পরমাত্মা বৈকুণ্ঠে আছেন এবং ভু (সমর্থ) হইলেও তাঁহার ভগবদঙ্গত্ব অর্থাৎ তিনি ভগবানের অঙ্গ স্বরূপ। এই প্রকার হওয়াতে তিনি জগদ্গত বলিয়া কথিত হইয়াছেন ॥ ৩ ॥

তন্মধ্যে অর্থাৎ ভগবদঙ্গত্ব ও জগদ্গত এই দুইয়ের মধ্যে ঐ পরমাত্মাকে জগদ্গত জীবই নিরূপণ পূর্ব্বক দুই শ্লোক দ্বারা নিরূপণ করিতেছেন। (৫ স্কন্ধের ১১ অধ্যায়ে ১২। ১৩ শ্লোকে) ॥

রহূগণকে জড় ভরত কহিলেন হে রাজন্। মনঃ যাহা মায়ারচিত জীব অর্থাৎ জীবোপাধি এবং অবিশুদ্ধ কর্ত্তা (পাপাচারী) ঐ সকল বৃত্তি তাহার বিভুতি, তৎসমুদায়ে প্রবাহরূপে অবিচ্ছিন্ন কখন কখন জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় আবির্ভূত হয়,

ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ
সত্যঃ স্বয়ং জ্যোতিরজঃ পরেশঃ।
নারায়ণো ভগবান্ বাসুদেবঃ
স্বমায়য়াত্মন্যবধীয়মানঃ॥ ৫॥

যঃ শুদ্ধোঽপি মায়াতঃ পরোঽপি মায়ারচিতস্য বক্ষ্যমাণস্য সর্ব্ব-ক্ষেত্রস্য ময়য়া কল্পিতস্য মনসোঽন্তঃকরণস্যৈতাঃ প্রসিদ্ধা বিভূতী বৃত্তি র্বিচষ্টে বিশেষেণ পশ্যতি পশ্যং স্তত্রাবিষ্টো ভবতি। স খল্বসৌ জীবনামা স্ব শরীরদ্বয় লক্ষণ ক্ষেত্রস্য জ্ঞাতৃত্বাৎ ক্ষেত্রজ্ঞ উচ্যতে ইত্যর্থঃ॥ ৬॥

তদুক্তং॥

যয়া সংমোহিতো জীব ইত্যাদি। তস্য মনসঃ কীদৃশ তয়া মায়া-রচিতস্য তত্রাহ জীবোপাধিতয়া জীবতাদাত্ম্যেন রচিতস্য ততশ্চ তত্তয়ো-

---

কখন সুষুপ্তিদশায় তিরোহিত থাকে, ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা সাক্ষী, একারণ সকল অবস্থাতেই ঐ সকলকে দেখিতে পান॥ ৪॥

হে মহারাজ! ক্ষেত্রজ্ঞ দুই প্রকার এক যুষ্মদ্ শব্দের বাচ্য জীব, দ্বিতীয় তৎপদার্থের প্রতিপাদ্য ঈশ্বর, এই দুইয়ের মধ্যে জীবের স্বরূপ পূর্ব্বে নিরূপণ করিয়াছি এক্ষণে দ্বিতীয়ের অর্থাৎ ঈশ্বরের স্বরূপ বলি শ্রবণ কর। তিনি আত্মা সর্ব্বব্যাপি, পুরুষ অর্থাৎ পরিপূর্ণ স্বরূপ, পুরাণ অর্থাৎ জীবের কারণ ভুত, সাক্ষাৎ অর্থাৎ অপরোক্ষ কিন্তু স্বয়ং প্রকাশ। অপর তাঁহার জন্মাদি নাই এবং তিনি পর যে ব্রহ্মাদি তাঁহাদেরও প্রভু। অপিচ তিনি নারায়ণ অর্থাৎ জীব সমূহ তাঁহার অয়ন (অবস্থান) এবং তিনি ভগবান অর্থাৎ ষড়্বিধ ঐশ্বর্য্যশালী। অপর তিনি বাসুদেব অর্থাৎ সকল ভুতের আশ্রয় এবং আপনার অধীন যে মায়া তাহার দ্বারা আত্মাতে অর্থাৎ জীবে নিয়ন্তৃত্ব রূপে বর্ত্তমান থাকেন।॥ ৫॥

তাৎপর্য্য (সন্দর্ভব্যাখ্যা) যিনি শুদ্ধ ও মায়ার পর হইয়াও মায়ারচিত বক্ষ্যমাণ সকল ক্ষেত্রের মায়া দ্বারা কল্পিত মনের অর্থাৎ অন্তঃকরণের এই প্রসিদ্ধ বিভুতি অর্থাৎ বৃত্তি সকলকে “বিচষ্টে” অর্থাৎ বিশেষ রূপে দর্শন করিতেছেন, কেবল দেখিতেছেন এমত নহে কিন্তু দর্শন করিয়া তাহাতে আবার আবিষ্ট হইয়াছেন। সেই প্রসিদ্ধ এই জীবনামা স্বীয় শরীরদ্বয় রূপ ক্ষেত্রের জ্ঞাতা প্রযুক্ত ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন॥ ৬॥

এই বিষয় ১ স্কন্ধের ৭ অধ্যায়ে ৫ শ্লোকে কথিত হইয়াছে যথা॥

“যয়া সংমোহিত জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকং
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎ কৃতঞ্চাভিপদ্যতে॥”

পচর্য্যমাণস্যেত্যর্থঃ। ততশ্চ কীদৃশস্য অবিশুদ্ধং ভগবদ্বহির্মুখং কর্ম্ম করোতীতি তাদৃশস্য ॥ ৭ ॥

কীদৃশী বিভূতীঃ নিত্যাঃ অনাদিত এবানুগতাঃ তত্রচ কীদৃশীরিত্যপেক্ষায়ামাহ জাগ্রৎ স্বপ্নয়োরাবিভূর্তাঃ সুষুপ্তৌ তিরোহিতাশ্চেতি ॥৮॥

যস্তু পুরাণো জগৎ কারণভূতঃ পুরুষঃ আদ্যোবতারঃ পুরুষঃ পরস্য ইত্যাদিনা দ্বিতীয়াদৌ প্রসিদ্ধঃ সাক্ষাদেব স্বয়ং জ্যোতিঃ স্বপ্রকাশঃ নতু জীববদন্যাপেক্ষয়া। অজো জন্মাদি শূন্যঃ পরেষাং ব্রহ্মাদীনামপীশ্বরঃ।

নারং জীবসমূহঃ স নিষম্যত্বেন অয়নং যস্য সঃ
ভগবান্ ঐশ্বর্য্যাদ্যংশবান্ ভগবদংশত্বাৎ।

বাসুদেবঃ সর্ব্বভূতানামাশ্রয়ঃ স্বমায়য়া স্ব স্বরূপয়া শক্ত্যা আত্মনি স্বস্বরূপে অবধীয়মানঃ অবস্থাপ্যমানঃ কর্ম্ম কর্ত্তৃ প্রয়োগঃ মায়ায়াং

অস্যার্থঃ। যে মায়ায় সংমোহিতে জীব সকল স্বয়ং গুণাতীত হইয়াও আপনাকে ত্রিগুণাত্মক জ্ঞান করে এবং গুণ কৃত কর্তৃত্বাদি প্রাপ্ত হয় ব্যাসদেব তাহাও দেখিতে পাইলেন॥

অনন্তর মায়া দ্বারা রচিত সেই মন কি প্রকার এই প্রশ্নে কহিতেছেন। জীবোপাধিতা অর্থাৎ জীবতাদাত্ম্য দ্বারা রচিত, সেই হেতু তত্তয়া অর্থাৎ জীব রূপে উপচারিত (আরোপিত)। পুনরায় সেই মনঃ কি প্রকার এই প্রশ্নে কহিতেছেন, মন অবিশুদ্ধ কর্ত্তা অর্থাৎ ভগবদ্বহির্মুখ কর্ম্ম করে একারণ মলিন হইয়াছে ॥ ৭ ॥

বিভূতি সকল কি প্রকার এই প্রশ্নে কহিতেছেন, বিভূতি সকল নিত্য অর্থাৎ অনাদিকাল হইতে মনের অনুগত। পুনরায় ঐ বিভূতি সকল কি প্রকার এই অপেক্ষায় কহিতেছেন, মনের ঐ সকল বিভূতি জাগ্রৎ ও স্বপ্নে আবিভূর্ত হয় কিন্তু সুষুপ্তি দশায় আর থাকে না, বিলয় হইয়া যায় ॥ ৮ ॥

পরন্তু যিনি পুরাণ অর্থাৎ জগতের কারণ স্বরূপ পুরুষ যিনি, ২ স্কন্ধের ৬ অধ্যায়ে "আদ্যোবতারঃ পুরুষঃ পরস্য" ইত্যাদি ৪০ শ্লোকে* প্রসিদ্ধ যে পুরুষ তিনি সাক্ষাৎ স্বয়ং জ্যোতিঃ অর্থাৎ স্বপ্রকাশ, জীবের ন্যায় অন্যের অপেক্ষা করেন না। তিনি অজ অর্থাৎ জন্মাদি শূন্য। পরেশ অর্থাৎ পর যে ব্রহ্মাদি তাঁহাদেরও ঈশ্বর।

---

*আদ্যোবতারঃ পুরুষঃ পরস্য কালঃ স্বভাবঃ সদসন্মনশ্চ।
দ্রব্যং বিকারো গুণ ইন্দ্রিয়াণি বিরাট্ স্বরাট্ স্থাস্নু চরিষ্ণু ভূম্নঃ ॥

অস্যার্থঃ। প্রকৃতি প্রবর্ত্তক যে পুরুষ, তিনিই পরম ব্রহ্ম ভগবানের আদ্য অবতার, অপর কাল, স্বভাব, কর্ম্ম কারণ রূপা প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার তত্ত্ব, সত্ত্বাদিগুণ ইন্দ্রিয় সকল, সমষ্টি শরীর স্বরূপ বিরাড়্ দেহ, স্বরাট—অর্থাৎ বৈরাজ পুরুষ, স্থাবর, জঙ্গম ॥

মায়িকেঽপ্যন্তর্যামিত্বেন প্রবিষ্টোঽপি স্বরূপশক্ত্যা স্বরূপস্থ এব নতু সংসক্ত ইত্যর্থঃ। বাসুদেবত্বেন সর্ব্বক্ষেত্র জ্ঞাতৃত্বাৎ সোঽপরঃ মায়ামোহিতঃ জীবঃ মায়ারহিতঃ শুদ্ধঃ ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা পরমাত্মেতি। তদেবমপি মুখ্যং ক্ষেত্রজ্ঞত্বং পরমাত্মন্যেব ॥ ৯ ॥

তদুক্তং ॥

সর্ব্বং পুমান্ বেদ গুণাংশ্চ তজ্‌জ্ঞো
ন বেদ সর্ব্বজ্ঞমনন্তমীড়ে ইতি ॥ ১০ ॥
তথা শ্রীগীতোপনিষৎসু ॥
ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদেযা বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ ইতি তদ্বিদঃ।

নার শব্দের অর্থ জীব সমূহ, ঐ সকল নিয়ম্য অর্থাৎ নিয়মাধীনরূপে যাঁহার আশ্রয় হইয়াছে। ভগবান্ শব্দের অর্থ ঐশ্বর্য্যাদি অংশ বিশিষ্ট, যে হেতু তিনি ভগবানের অংশ স্বরূপ। বাসুদেব শব্দের অর্থ তিনি সকল ভূতের আশ্রয়। স্বমায়য়া অর্থাৎ স্বীয় স্বরূপ শক্তি দ্বারা, আপনাতে অর্থাৎ স্বীয় স্বরূপে, অবধীয়মান অর্থাৎ অবস্থাপ্য মান হইয়াছেন। এস্থলে কর্ম্ম কর্তৃ প্রয়োগ অর্থাৎ কর্ম্ম হইয়া কর্ত্তা হইয়াছে। যিনি মায়াতে ও মায়িকে অন্তর্যামিত্ব রূপে প্রবিষ্ট হইয়াও স্বরূপ শক্তি দ্বারা স্বরূপস্থই হইয়াছেন কিন্তু তিনি মায়া ও মায়িক পদার্থে সম্যক্ রূপে আসক্ত হয়েন নাই। তিনি বাসুদেব প্রযুক্ত সকল ক্ষেত্রের জ্ঞাতা হইয়াছেন সেই জীব অপর অর্থাৎ মায়া-মোহিত। আর যিনি মায়া রহিত শুদ্ধ, তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ, আত্মা শব্দের অর্থ পরমাত্মা, অতএব এই প্রকার হইলেও মুখ্যক্ষেত্রজ্ঞত্ব পরমাত্মাতেই বর্ত্তে ॥ ৯ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ ষষ্ঠ স্কন্ধের ৪ অধ্যায়ে
২০ শ্লোকে কথিত হইয়াছে যথা ॥
"দেহোঽসবোঽক্ষা মনবো ভূত মাত্রা
নাত্মানমন্যঞ্চ বিদুঃ পরং যৎ।
সর্ব্বং পুমান্ বেদ গুণাংশ্চ তজ্‌জ্ঞো
নবেদ সর্ব্বজ্ঞমনন্তমীড়ে।"

অস্যার্থঃ। অহো! দেহ, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ, পঞ্চভূত, পঞ্চতন্মাত্র, ইহারা আত্মাকে অর্থাৎ স্বরূপকে অন্য ইন্দ্রিয় বর্গকে এবং ঐ দুইয়ের শ্রেষ্ঠ দেবতাবর্গকে জানিতে পারে না, যদিও পুরুষ অর্থাৎ জীব এই তিন এবং এই তিনের মূলীভূত গুণ সকলকেও জানেন তথাচ তিনি ঐ রূপ জ্ঞাতা হইয়াও যে সর্ব্বজ্ঞ ভগবানকে জানিতে পারে না আমি সে ভগবান্ অনন্তদেবকে স্তব করি ॥ ১০ ॥

ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি সৰ্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্রক্ষেত্রয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্‌জ্ঞানং মতং মমেতি ॥ ১১ ॥

অত্র খলু ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধীতি সৰ্ব্বেষ্বপি ক্ষেত্রেষু মাঞ্চ ক্ষেত্রজ্ঞং বিদ্ধি নতু জীবমিব স্ব স্ব ক্ষেত্র এবেত্যেবার্থঃ ইতি। নচ জীবেশয়োঃ সামানাধিকরণ্যেন নিৰ্ব্বিশেষ চিদ্বস্ত্বেব জ্ঞেয় তয়া নির্দ্দিশতি সৰ্ব্বক্ষেত্রেষ্বিত্যস্য বৈয়র্থ্যাপত্তেঃ।

জ্ঞেয়ং যত্তং প্রবক্ষ্যামীত্যাদিনা সৰ্ব্বতঃ পাণিপাদং
তদিত্যাদিনা সবিশেষস্যৈব নির্দ্দেক্ষ্যমাণত্বাৎ।
অমানিত্বমিত্যাদিনা জ্ঞানস্যচ তথোপদেক্ষ্যমাণত্বাৎ।

তথা শ্রীভগবদ্গীতার ১৩ অধ্যায়ে ১।২ শ্লোকে যথা॥

ভগবান্ কহিলেন হে অর্জ্জুন! এই শরীর ক্ষেত্র বলিয়া কথিত হয়, ইহাকে যিনি জানেন তাঁহাকে (আত্মাকে) তত্ত্বিষয়ের জ্ঞানি লোকেরা ক্ষেত্রজ্ঞ কহেন॥

হে ভারত! আমাকে সকল ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে ও ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞের যে জ্ঞান তাহাই আমার সম্মত হয়॥ ১১ ॥

এস্থলে সকল ক্ষেত্রেই আমাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জান, ইহাতে নিজ নিজ ক্ষেত্রে জীবের ন্যায় জ্ঞাতা নহেন এই অর্থ বুঝাইল। জীব ও ঈশ্বরের সমানাধিকরণ হইলেও নির্ব্বিশেষ চিদ্বস্তুকেই জ্ঞেয় রূপে নির্দ্দেশ করিতেছেন নতু বা "সৰ্ব্ব ক্ষেত্রেষু" এই অর্দ্ধ শ্লোকের ব্যর্থতা হয়।

অপর ঐ শ্রীভগবদ্গীতার ১৩ অধ্যায়ে ১২।১৩ শ্লোকে অর্থাৎ।

"জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বা মৃতমশ্নুতে।
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাস উচ্যতে॥
সৰ্ব্বতঃ পাণিপাদন্তে সৰ্ব্বতোঽক্ষি শিরো মুখং।
সৰ্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সৰ্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥"

অস্যার্থঃ। ভগবান্ কহিলেন হে অর্জ্জুন! যাহা জ্ঞেয় তাহা কহিতেছি এবং তাহা জ্ঞাত হইলে অমৃত ভোগ হয়, আদি রহিত পরব্রহ্ম সৎ এবং অসৎ পদের বহির্ভূত কথিত হয়েন॥

অপর, যাঁহার সকল দিকে হস্ত, পদ, চক্ষু, মস্তক, মুখ এবং কর্ণ হইয়াছে এবং যিনি সকলকে আবরণ করিয়া বাস করিতেছেন॥

ইত্যাদি প্রমাণ দ্বারা সবিশেষেরই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অপর অমানিত্ব ঐ গীতায় ১৩ অধ্যায়ের "অমানিত্ব" ইত্যাদি ৮ শ্লোক* দ্বারা যে হেতু জ্ঞানেরই সবিশেষ তা রূপে উপদেশ করিবেন॥

---

*অমানিত্বমদাম্ভিত্বমহিংসাক্ষা ন্তিরার্জ্জবং।
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহং॥

কিন্তু ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপীত্যত্র তত্ত্বমসীতি বৎ সামানাধিকরণ্যেন তন্নির্ব্বিশেষ জ্ঞানে বিবক্ষিতে ক্ষেত্রজ্ঞেশ্বরয়োর্জ্ঞান মিত্যেবানুদ্যেত নতু ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানমিতি।

কিন্তু ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরিত্যস্যায়মর্থঃ ॥
দ্বিবিধয়োরপি ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্যজ্
জ্ঞানং তন্মমৈব জ্ঞানং মতং ॥ ১২ ॥
অন্যার্থস্তু পরামর্শ ইতি ন্যায়েন
মজ্জ্ঞানৈক তাৎপর্য্যকমিত্যর্থঃ।
জ্ঞেয়স্যৈকত্বেনৈব নির্দ্দিষ্টত্বাৎ যোগ্যত্বাচ্চ ॥

নচ নিরীশ্বর সাংখ্যবৎ ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ মাত্র বিভাগাদত্র জ্ঞানং মতং মামিত্যনেন ঈশ্বরস্যাপক্ষিতত্বাৎ। নচ বিবর্ত্তবাদবদীশ্বরস্যাপি ভ্রমমাত্র প্রতীত পুরুষত্বং। তদ্বচন লক্ষণন্য বেদ গীতাদি শাস্ত্রাণামপ্রামাণ্যাদ্বৌদ্ধবাদাপত্তেঃ। তস্যাং সত্যং বৌদ্ধানামিব বিবর্ত্তবাদিনাং তদ্ব্যাখ্যানাযুক্তেঃ।

আরও। ১৩ অধ্যায়ে "ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি" এই দ্বিতীয় শ্লোকে, "তত্ত্বমসি" অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম তুমি হও, এই শ্রুতির সামানাধিকরণ্য হেতু তাঁহার নির্ব্বিশেষ জ্ঞানের কথনেচ্ছা হইলে ক্ষেত্রজ্ঞ ও ঈশ্বরের জ্ঞান ইহাই অনুবাদ করিতেন, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞান অনুবাদ করিতেন না ॥

কিন্তু ঐ অধ্যায়ের "ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ" এই ৫৪ শ্লোকের অর্থ এই যে, দুই প্রকারই ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের যে জ্ঞান তাহাই আমার জ্ঞান বলিয়া সম্মত হইয়াছে ॥১২॥

ব্রহ্মসূত্রের ১ অধ্যায়ের ৩ পাদের "অন্যার্থশ্চ পরামর্ষঃ" অর্থাৎ যাহাকে প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় রূপ দ্বারা জীব অভিন্নরূপে নিষ্পন্ন হয়েন তিনি এই আত্মা পরমাত্মা রূপে বিবেচিত হয়েন ॥

এই ১৭ সূত্রের ন্যায় হেতু আমার জ্ঞানই কেবল তাৎপর্য্য হইয়াছে অতএব জ্ঞেয় বস্তু এক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ও যোগ্য হইয়াছে। নিরীশ্বর সাংখ্যের ন্যায় ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ মাত্রের বিভাগ প্রযুক্ত এস্থলে জ্ঞান সম্মত হয় নাই। যে হেতু আমাকে এই পদ দ্বারা ঈশ্বর অপেক্ষিত হইয়াছেন। বিবর্ত্তবাদের ন্যায় অর্থাৎ রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় ....

অস্যার্থঃ। অমানিত্ব, অদম্ভিত্ব, অহিংসা, ক্ষমা, ও সরলতা, আচার্য্যের উপাসনা, স্থিরতা ও আত্মবিনিগ্রহ।

নচ তস্য সত্য পুরুষত্বেঽপি নির্বিশেষ জ্ঞানমেব মোক্ষ সাধনমিতি তদীয় শাস্ত্রান্তরতঃ সমাহার্য্যং ॥ ১৩ ॥

এবং সতত যুক্তা যে ইত্যাদি পূর্ব্বাধ্যায়ে
নির্বিশেষ জ্ঞানস্য হেয়ত্বেন বিবক্ষিতত্বাৎ।
তত্রৈবচ ॥
যেতু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণীত্যাদিনাঽনন্য ভক্তানুদ্দিশ্য।
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাদিত্য
নেন তজ্ জ্ঞানাঽপেক্ষাঽপি নাদৃতেতি ॥ ১৪ ॥

ঈশ্বরের পুরুষত্ব ভ্রম মাত্র প্রতীত হয় নাই। ঈশ্বরের বচন স্বরূপ বেদের সহিত গীতাদি শাস্ত্র সকলের অপ্রামাণ্য প্রযুক্ত বৌদ্ধ বাদের আপত্তি হয়। বৌদ্ধবাদের আপত্তি হইলে বিবর্ত্তবাদির ন্যায় ঐ ব্যাখ্যা যুক্তি সিদ্ধ হয় না।

সেই ঈশ্বরের পুরুষত্ব সত্য হওয়াতে নির্ব্বিশেষের জ্ঞান মোক্ষের সাধন হয় না। ইহা তদীয় অর্থাৎ ঈশ্বর সম্বন্ধীয় শাস্ত্রান্তর দ্বারা সমাপন করিতেছেন ॥ ১৩ ॥

শ্রীভগবদ্গীতার ১২ অধ্যায়ে ১ শ্লোকে ॥
"এবং সতত যুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ ॥"

অস্যার্থঃ। অর্জ্জুন কহিলেন হে ভগবান্! এই রূপ সতত সমাহিত হইয়া যে ভক্ত আপনার উপাসনা করেন এবং যাঁহারা আপনাকে অক্ষর ও অব্যক্ত বোধ করেন তন্মধ্যে কাহারা শ্রেষ্ঠ যোগী হয়েন ॥

এই প্রমাণ দ্বারা ভগবদ্গীতার পূর্ব্বাধ্যায়ে যে নির্ব্বিশেষ জ্ঞানের হেয়ত্ব বিবক্ষিত হইয়াছে।

ঐ ১২ অধ্যায়ে ৬ শ্লোকে ॥
"যেতু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥"

অস্যার্থঃ। যাঁহারা সমস্ত কর্ম্ম আমাতে সমর্পণ করিয়া নিষ্ঠা সহকারে অনন্য ভক্তিযোগ দ্বারা আমার ধ্যান ও উপাসনা করেন ॥

এই প্রমাণে অনন্য ভক্তগণকে উদ্দেশ্য করিয়া।

তথা ঐ অধ্যায়ের ৭ শ্লোকে ॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিত চেতসাং ॥

তদুক্তমেকাদশে স্বয়ং ভগবতা ॥
যৎ কর্ম্মভি র্যত্তপসেত্যাদি ॥
মোক্ষধর্ম্মে চ ॥
যা বৈ সাধন সম্পত্তিঃ পুরুষার্থ চতুষ্টয়ে।
তয়া বিনা তদাপ্নোতি নরোনারায়ণাশ্রয় ইতি ॥
অত্রতু পূর্ব্বাধ্যায়ে বিশ্লাঘিতং তদেবা
বৃথা কর্ত্তুং সবিশেষতয়া নির্দ্দিশ্য।
ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চোক্তং সমাসতঃ।

মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ইত্যন্তেন ভক্তি সম্বলিত তয়া সুকরার্থ প্রায়ং কৃতং অতএবাত্র ব্যষ্টি ক্ষেত্রজ্ঞ এব ভক্তত্বেন নির্দ্দিষ্টঃ সমষ্টি ক্ষেত্রজ্ঞস্তু জ্ঞেয়ত্বেনেতি ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞানাভ্যাং সহ জ্ঞেয়স্য পাঠাদনুস্মার্য্য তদনন্তরঞ্চ তস্য তস্য জীবত্বমীশ্বরত্বঞ্চ ক্ষরং নেতি দর্শিতং ॥১৫॥

অস্যার্থঃ। হে পার্থ! সেই মচ্চিত্ত ভক্তিপরায়ণ সাধুগণকে আমি মৃত্যুময় সংসার রূপ সাগর হইতে অচির কাল মধ্যে উদ্ধার করিয়া থাকি ॥

এই প্রমাণ দ্বারা সেই নির্ব্বিশেষ জ্ঞানের অপেক্ষাও আদৃত হয় না ॥ ১৪ ॥

এই বিষয় ১১ স্কন্ধে ২০ অধ্যায়ে ৩২ শ্লোকে ॥
"যৎ কর্ম্মভি র্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ।
যোগেন দানধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি ॥"

অস্যার্থঃ। ভগবান্ কহিলেন কর্ম্ম দ্বারা, তপস্যা দ্বারা, জ্ঞান দ্বারা, বৈরাগ্য দ্বারা, যোগ দ্বারা, দান ধর্ম দ্বারা বা অন্য তীর্থযাত্রা ব্রতাদি শ্রেয়ঃ সাধন দ্বারা যাহা কিছু লাভ হয় ॥

মোক্ষ ধর্মেতেও ॥

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই পুরুষার্থ চতুষ্টয়ে যে সাধন সম্পত্তি তাহা ব্যতিরেকে নারায়ণাশ্রিত নর ঐ চারি পুরুষার্থ প্রাপ্ত হয়েন ॥

পরন্তু শ্রীভগবদ্গীতার ১১ অধ্যায়ে যে অনাদৃত নির্ব্বিশেষ জ্ঞান তাহাকেই সত্য করিবার নিমিত্ত সবিশেষ রূপে নির্দ্দেশ করিয়া ॥

শ্রীভগবদগীতার ১৩ অধ্যায়ে ১৮ শ্লোকে ॥

এই রূপ সংক্ষেপতঃ ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয় বর্ণিত হইল আমার ভক্ত ইহা জানিয়া আমার প্রকৃত ভাব অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রাপ্তির যোগ্য হয়েন এই শেষ প্রমাণ দ্বারা ভক্তি সম্বলিত জ্ঞান হইলে প্রায় অনায়াস সাধ্য হয়। অতএব এস্থলে যিনি ব্যষ্টি ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ এক

যতঃ পুরুষঃ প্রকৃতিস্থোহি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্। কারণং গুণসঙ্গোহস্য সদসদ্যোনি জন্মস্বিতি জীবস্য প্রকৃতিস্থত্বং নির্দ্দিশ্য স্বতস্তস্যাপ্রাকৃতত্ব দর্শনয়া স্ফুট মেবাক্ষরত্বং জ্ঞাপিতং ॥১৬॥

উপদ্রষ্টাহনুমন্তাচ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।

পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পর ইতি জীবাৎ পরত্বেন নির্দ্দিষ্টস্য পরমাত্মাখ্য পুরুষস্য তু কৈমুত্যেনৈব তদ্দর্শিতং ॥১৭॥

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এবচ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোহক্ষর উচ্যতে।
উত্তমঃ পুরুষস্তন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।

যোলোকত্রয়মাবিষ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বর ইত্যত্র জীবস্যাপ্য ক্ষরত্বং কণ্ঠোক্তমেব। তত্র উপদ্রষ্টা পরম সাক্ষী অনুমন্তা তত্তৎ কর্ম্মানুরূপ প্রবর্ত্তকঃ। ভর্ত্তা পোষকঃ ভোক্তা পালয়িতা মহেশ্বরঃ সর্ব্বাধিকর্ত্তা পরমাত্মা সর্ব্বান্তর্যামীতি ব্যাখ্যেয়ং।

দেহ স্থিত আত্মা ভক্তত্ব রূপে আর যিনি সমষ্টি ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ সর্ব্বান্তর্যামী তিনি জ্ঞেয়ত্ব রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞানের সহিত জ্ঞেয় বস্তুর পাঠ প্রযুক্ত অনুস্মরণ করাইয়া তদনন্তর সেই সেই বস্তুর জীবত্ব ও ঈশ্বরত্ব দেখান হইল, কিন্তু ক্ষর অর্থাৎ বিনাশিত্ব দেখান হয় নাই ॥ ১৫ ॥

শ্রীভগবদ্গীতার ১৩ অধ্যায়ে ২০ শ্লোকে ॥

যে হেতু পুরুষ প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রকৃতি জন্য গুণ সমূহকে ভোগ করেন, সেই কারণে উহার গুণ সঙ্গই সৎ অসৎ যোনিতে জন্মের প্রতি কারণ হয় ॥

ইহা দ্বারা জীবের প্রকৃতিস্থত্ব নির্দ্দেশ করিয়া ঈশ্বরের স্বতঃ সিদ্ধ অপ্রাকৃতত্ব দেখাইবার নিমিত্ত স্পষ্টই তাঁহার অক্ষরত্ব অর্থাৎ অবিনাশিত্ব জানাইয়াছেন ॥ ১৬ ॥

শ্রীভগবদগীতার ১৩ অধ্যায়ে ২২ শ্লোকে ॥

এই দেহে পরম পুরুষ ভগবান্ উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা, ভর্ত্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর এবং পরমাত্মা বলিয়া কথিত হইয়াছেন ॥

এই প্রমাণ হেতু জীব হইতে শ্রেষ্ঠত্ব রূপে নির্দ্দিষ্ট পরমাত্মাখ্য পুরুষের কৈমুত্য ন্যায় দ্বারাই (অক্ষরত্ব) দর্শিত হইল ॥ ১৭ ॥

শ্রীভগবদ্গীতার ১৫ অধ্যায়ে ১৬ । ১৭ শ্লোকে ॥

লোকেতে ক্ষর ও অক্ষর দুই পুরুষ আছেন, প্রাণি সকল ক্ষর (বিনাশী) কূটস্থ চৈতন্য স্বরূপ পরমাত্মা অক্ষর (অবিনাশী) বলিয়া কথিত হয়েন ॥

উত্তর পদ্যয়োস্তু কূটস্থ এক রূপ তয়া তু যঃ কালব্যাপী স কূটস্থ ইত্যমরকোষাদবগতার্থঃ ॥১৮॥

অসৌ শুদ্ধ জীব এব উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্য ইত্যুত্তরাৎ।

তদেবমত্রাপি ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ সর্ব্বক্ষেত্রজ্ঞা উক্তাঃ।

তত্রচোত্তরয়োরন্য ইত্যনেন ভিন্নয়োরেব সতোরক্ষরয়োর্ন তত্তদ্রূপতা পরিত্যাগঃ সম্ভবেদিতি ন কদাচিদপি নির্ব্বিশেষ রূপেণাবস্থিতিরিতি দর্শিতং। তস্মান্মদ্ভা বায়োপপদ্যত ইতি যদুক্তং তদপি তৎসার্ষ্টি প্রাপ্তি তাৎপর্য্যকং ॥

কিন্তু পরমাত্মা শব্দের বাচ্য অন্য যে অব্যয় ঈশ্বর স্বরূপ উত্তম পুরুষ তিনি লোকত্রয়ে প্রবিষ্ট হইয়া ঐ লোকত্রয় পালন করিয়া থাকেন॥

এস্থলে জীবেরও অক্ষরত্ব কণ্ঠোক্ত অর্থাৎ তাৎপর্য্যার্থে কথিত হইল।

তত্র অর্থাৎ ১৩ অধ্যায়ের ২২ শ্লোকে যে উপদ্রষ্টা বলা হইয়াছে তাহার অর্থ সাক্ষী, অনুমন্তা শব্দের অর্থ সেই সেই কর্ম্মের অনুরূপ প্রবর্ত্তক। ভর্তা শব্দের অর্থ পোষক। ভোক্তা শব্দে পালয়িতা, মহেশ্বর শব্দে সকলের উপর কর্ত্তা, পরমাত্মা শব্দের অর্থ সর্ব্বান্তর্যামী, এই রূপ ব্যাখ্যা করা কর্ত্তব্য ॥

পরন্তু উত্তরে পদ্যদ্বয়ে যে কূটস্থ শব্দ তাহার অর্থ এই যে এক রূপে যিনি কাল ব্যাপী তিনি কূটস্থ অমরকোষের এই অর্থ অবগত হইবে ॥ ১৮ ॥

এই শুদ্ধ জীবই কূটস্থ, যে হেতু পর শ্লোকে উত্তমঃ পুরুষ স্তন্য অর্থাৎ উত্তম পুরুষ পৃথক্ ইহা উক্ত হইয়াছে ॥

অতএব এই প্রকার এস্থলেও ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ এবং সর্ব্ব ক্ষেত্রজ্ঞ উক্ত হইল ॥

তাহাতে উত্তর শ্লোকের ক্ষর ও অক্ষর এই দুইয়ের অন্য এই পদ দ্বারা ভিন্ন হইয়াও বিদ্যমান অক্ষরদ্বয়ের সেই সেই অক্ষর রূপের পরিত্যাগ কখনই নির্ব্বিশেষ রূপে অবস্থান সম্ভবে না, ইহা দর্শিত হইল। অতএব শ্রীভগবদ্গীতার ১৩ অধ্যায়ে ১৮ শ্লোকে * আমার ভাব অর্থাৎ স্বরূপ প্রাপ্ত হইবার যোগ্য হয়, এই যাহা কথিত হইয়াছে তাহাও তাঁহার সার্ষ্টি অর্থাৎ সমান ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তি তাৎপর্য্য ॥

অতএব এই প্রকার দুইয়ের অক্ষরত্ব রূপে সাম্য হইলেও মায়া বিশিষ্ট জীবের হীন শক্তিত্ব প্রযুক্ত মায়া নিবৃত্তির নিমিত্ত ঈশ্বরই ভজনীয় রূপে জ্ঞেয় হইয়াছেন, ইহাই ভাবার্থ ॥

---

* "ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চোক্তং সমাসতঃ।
মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥"

অস্যার্থঃ। এই রূপ সংক্ষেপত ক্ষেত্র এবং জ্ঞান ও জ্ঞেয় বর্ণিত হইল, আমার ভক্ত ইহা জানিয়া আমার প্রকৃত ভাব অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রাপ্তির যোগ্য হয়েন।।

তদেবং দ্বয়োরক্ষরত্বেন সাম্যেঽপি জীবস্য হীনশক্তি তাৎ প্রকৃত্যা-বিষ্টস্য তন্নিবৃত্ত্যর্থমীশ্বর এব ভজনীয়ত্বেন জ্ঞেয় ইতি ভাবঃ ॥

তস্মাদিদং শরীরমিত্যাদিকং পুনরিত্থং বিবেচনীয়ং।

ইদমিতি স্বস্বাপরোক্ষমিত্যর্থঃ।

শরীরক্ষেত্রজ্ঞয়োরেকৈকত্বেন গ্রহণমত্র ব্যক্তি পর্য্যবসানেন জাতি পুরস্কারেনৈবেতি গম্যতে। সর্ব্বক্ষেত্রে ষ্বিতি বহু বচনেনানুবাদাৎ ॥

এতদ্যোবেত্তীত্যত্র দেহোঽসবোঽক্ষা মনব ইত্যাদৌ সর্ব্বং পুমান্ বেদ গুণাংশ্চ তজ্জ্ঞ ইত্যুক্তদিশা। ক্ষেত্রজ্ঞ এতা মনসো বিভূতীরিত্যুক্ত-দিশাচ জানাতীত্যর্থঃ। ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধীত্যত্র মাং ভগবন্তমেব সর্ব্বেষ্বপি সমষ্টি ব্যষ্টি রূপেষু ক্ষেত্রেষু নতু পূর্ব্ব ক্ষেত্রজ্ঞ বৎ নিজ নিজ ক্ষেত্র এব ক্ষেত্রজ্ঞস্ত বিদ্ধীতি ॥ ১৯ ॥

সেই হেতু শ্রীভগবদ্গীতার ১৩ অধ্যায়ে ১ শ্লোকে ॥

"ইদং শরীরং" **ইত্যাদি শ্লোকে পুনর্ব্বার এই রূপ বিচার করিয়াছেন।

ইদমিতি ইহার অর্থ এই যে নিজ নিজ পরিদৃশ্যমান শরীর, শরীর ও ক্ষেত্রজ্ঞ এই দুইয়ের এক এক রূপে যে গ্রহণ তাহা ব্যক্তি পর্য্যবসান হেতু জাতি পুরস্কার দ্বারাই বোধ হইতেছে।

১৩ অধ্যায়ের ২ শ্লোকে "সর্ব্ব ক্ষেত্রেষু" এই বহু বচন দ্বারা অনুবাদ প্রযুক্ত। ১৩ অধ্যায়ের ১ শ্লোকে "এতদ্যোবেত্তি"। অর্থাৎ ইহাকে জানেন তাঁহাকে (আত্মাকে) তদ্বিষয়ের জ্ঞানী লোকেরা ক্ষেত্রজ্ঞ কহেন। ইত্যাদি প্রমাণে।

৬ স্কন্ধের ৪ অধ্যায়ে ২০ শ্লোকে ॥

দেহোঽসবোঽক্ষা মনবো ভুতমাত্রা
নাত্মানমন্যঞ্চ বিদুঃ পরং যৎ।
সর্ব্বং পুমান্ বেদ গুণাংশ্চ তজ্জ্ঞো
ন বেদ সর্ব্বজ্ঞমনন্তমীড়ে ॥

অস্যার্থঃ। অহো! দেহ, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ, পঞ্চভূত, পঞ্চতন্মাত্র ইহারা আত্মাকে অর্থাৎ স্বরূপকে অন্য ইন্দ্রিয়বর্গকে জানিতে পারে না, যদিও পুরুষ অর্থাৎ জীব এই তিন এবং এই তিনের মূলীভুত গুণ, সকলকেও জানেন তথাচ তিনি ঐ রূপ

** "ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যাভিধীয়তে।
এতদেযাবেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ।।"

অস্যার্থঃ। ভগবান্ কহিলেন হে অর্জ্জুন! এই শরীর ক্ষেত্র বলিয়া কথিত হয়, ইহাকে যিনি জানেন, তাঁহাকে (আত্মাকে) তদ্বিষয়ের জ্ঞানিলোকেরা ক্ষেত্রজ্ঞ কহেন ॥

তদুক্তং ॥

বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগদিতি।

যত্র গত্যন্তরং ন বিদ্যতে তত্রৈব লক্ষণাময় কষ্টমাশ্রিয়তে। তথাপি তেন সামানাধিকরণ্যং যদি বিবক্ষিতং স্যাৎ তর্হি ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চ মাং বিদ্ধীত্যে-তাবদেব তঞ্চ মাং বিদ্ধীত্যেতাবদেব বা প্রোচ্যেত কিন্তু ক্ষেত্রজ্ঞ এতা মনসো বিভূতীরিত্যাদিবৎ ক্ষেত্রজ্ঞদ্বয়মপি বক্তব্যমেব স্যাৎ ॥ ২০ ॥

তথাচ ব্রহ্মসূত্রং ॥

গুহাং প্রবিষ্টাবাত্মানৌ হি তদ্দর্শনাদিতি ॥ ২১ ॥

জ্ঞাতা ইহয়াও যে সর্ব্বজ্ঞ ভগবানকে জানিতে পারেন না আমি সেই ভগবান অনন্ত-দেবকে স্তব করি ॥

এই দিগ্‌দর্শন হেতু। ৫ স্কন্ধের ১১ অধ্যায়ে "ক্ষেত্রজ্ঞ এতা মনসো বিভুতীঃ" এই উক্ত দিগ্‌দর্শন দ্বারা জানিতেছেন।

শ্রীভগবদগীতার ৩ অধ্যায়ে "ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি" এই ২ শ্লোকে আমাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ জান, এস্থলে আমি স্বয়ং ভগবান সমস্ত সমষ্টি ব্যষ্টি রূপ ক্ষেত্র সকলে ক্ষেত্রজ্ঞ হইয়াছি। পূর্ব্ব ক্ষেত্রজ্ঞের ন্যায় নিজ নিজ ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ নহি ইহা জানিহ ॥১৯॥

এই বিষয় শ্রীভগবদ্‌গীতার ১০ অধ্যায়ে ৪২ শ্লোকে ॥

হে অর্জ্জুন! ইহাই নিশ্চয় জান যে এই জগৎ আমার একাংশে অবস্থিতি করিতেছে ॥

যে স্থানে অন্য গতি না থাকে সেই স্থানে লক্ষণা রূপ কষ্ট আশ্রয় করিতে হয়। তথাপি যদি তাঁহার সহিত সমানাধিকার বলিতে ইচ্ছা হইত তবে ক্ষেত্রজ্ঞ আমাকে জান এই রূপ বলিতেন, সেই আমাকে জানিও ইহাই বা কহিতেন। কিন্তু ৫ স্কন্ধের ১১ অধ্যায়ে ১২ শ্লোকে "ক্ষেত্রজ্ঞ এতা মনসো বিভুতীঃ" ইত্যাদির ন্যায় দুই ক্ষেত্রজ্ঞই বক্তব্য হইল ॥ ২০ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ ব্রহ্মসূত্রের ১ অধ্যায়ে
২ পাদে ১১ সূত্রে ॥

"গুহাং ও অসৎ" এই দুই উপরোক্ত ব্রহ্মসূত্রের অর্থ যথা বিষ্ণুরূপ দুইটী পক্ষী অর্থাৎ জীব ও পরমাত্মা রসপান করিবার নিমিত্ত গুহা অর্থাৎ শরীরে প্রবেশ করিয়াছেন যেহেতু সর্ব্বতোভাবে দুইয়ের এক ধর্ম্ম সেই হেতু দ্বৈবিধ্যকে ব্যাপ্ত হইয়াছেন তম্মধ্যে জীব পুষ্টিকে প্রাপ্ত হইয়াছে ইত্যাদি দ্বারা দর্শন হেতু বৃহৎ সংহিতায় যথা। এক হরি আত্মা ও পরমাত্মা দুই রূপে অবস্থিত হইয়াছেন! হৃদয়ে নিবিষ্ট হইয়া কর্ম্ম জন্য রসকে পান করিতেছেন।

তৎ দ্বৈবিধ্যমেব চোপসংহৃতং পুরুষং প্রকৃতিস্থোহি ইত্যাদিনা। তস্মাদুপক্রমার্থস্যোপসংহারাধীনত্বাদেষ এবার্থ সমঞ্জসঃ ॥

যথোক্তং ব্রহ্মসূত্রকৃদ্ভিঃ ॥

অসদ্ব্যপদেশাদিতিচেন্ন ধর্ম্মান্তরেণ বাক্যশেষাদিতি ॥২২॥

অত্র ক্ষেত্রক্ষেত্রয়োর্জ্ঞানমিত্যত্র যৎ ক্ষেত্রে জ্ঞানেন্দ্রিয় গতং চেতনাগতঞ্চ জ্ঞানং দর্শয়িষ্যতে।

যচ্চ পূর্ব্বত্র ক্ষেত্রজ্ঞে নিজ নিজ ক্ষেত্রজ্ঞানং দর্শিতং।

তত্তন্মজ্জ্ঞানাংশস্য ক্ষেত্রেষু ছায়ারূপত্বাৎ ॥

ক্ষেত্রজ্ঞেষু যৎ কিঞ্চিদংশাংশ তয়া প্রবেশান্মম এব জ্ঞানং মতমিতি। তস্মাৎ সাধুক্তং মুখ্যং ক্ষেত্রজ্ঞত্বং পরমাত্মন্যেবেতি ॥

পদ্মপুরাণে যথা ॥

তন্মধ্যে পরমাত্মা হরি শুভ রসকে পান করেন অশুভ রসকে পান করেন না, পূর্ণানন্দময় সেই হরির চেষ্টা কোথাও কেহ জানিতে পারেন না, গুহাতে অর্পিত বস্তুকে যিনি জানেন ইত্যাদি দ্বারা প্রসিদ্ধকে হি শব্দ দ্বারা দেখাইতেছেন ॥ ২১ ॥

এই বিষয় ব্রহ্মসূত্রের ২ অধ্যায়ের ১ পাদের ১৮ সূত্রে সূত্রকর্ত্তা শ্রীবেদব্যাস কহিয়াছেন যথা ॥

দ্বিতীয় সূত্রের অর্থ সৎ অসৎ অর্থাৎ স্থূল সূক্ষ্ম কার্য্যকারণ কিছুমাত্র ছিল না এই হেতু সকলের অবিদ্যমান ব্যপদেশ কহিয়াছেন, যদি ইহা না হইত তবে মায়া বশীভূতাদি ধর্ম্মান্তরের দ্বারা তাঁহাকে কহিতেন না, যে হেতু তিনি আছেন এই বাক্য শেষ হইয়াছে ॥ ২২ ॥

অনন্তর ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞান এ স্থলে যে ক্ষেত্রে জ্ঞানেন্দ্রিয় গত ও চেতনাগত জ্ঞানও দেখাইবেন। যাহা পূর্ব্বে ক্ষেত্রজ্ঞে নিজ নিজ ক্ষেত্র জ্ঞান দর্শিত হইয়াছে তাহাও আমার জ্ঞানাংশের ক্ষেত্র সকলে ছায়ারূপ প্রযুক্ত ক্ষেত্রজ্ঞ সকলে যৎ কিঞ্চিৎ অংশাংশতা দ্বারা প্রবেশ হেতু আমরে জ্ঞান বলিয়া সম্মত হইয়াছে ॥

অতএব পরমাত্মাতেই মুখ্য ক্ষেত্রজ্ঞত্ব, ইহা ভাল বলা হইয়াছে ॥ ২৩ ॥

এ স্থলে শ্রীভগবানের পরমাত্ম রূপে আবির্ভাবও ১০ স্কন্ধের ৮৭ অধ্যায়ে ২৬ শ্লোকে যথা ॥

"অপরিমিতা ধ্রুবা স্তনুভৃতো যদি সর্ব্বগতা
তর্হি ন শাস্যতেতি নিয়মো ধ্রুব নেতরথা।
অজনিচ যন্ময়ং তদবিমুচ্য নিযন্তৃ ভবেৎ
সমমনুজানতাং যদমতং মত দুষ্টতয়া ॥"

ওঁ অত্র শ্রীভগবতঃ পরমাত্মরূপেণাবির্ভাবোঽপি অর্জ্জুন চ যন্ময়ং তদবিমুচ্য নিয়ন্তৃ ভবেদিত্যুক্তদিশা শক্তি বিশেষালিঙ্গিতাৎ যস্মাদেবাংশাজ্জীবানামাবির্ভাবস্তেনৈবেতি জ্ঞেয়ং ॥

তদুক্তং তত্রৈব বিষ্টভ্যাহমিত্যাদি ॥২৪॥
শ্রীবিষ্ণুপুরাণে।
যস্যাযুতাংশাংশে বিশ্বশক্তিরিয়ং স্থিতা।
পরব্রহ্মস্বরূপস্য প্রণমাম তমব্যয়মিতি ॥
পূর্ণ শুদ্ধশক্তিস্তু কলাকাষ্ঠানিমেষাদীত্যনেন দর্শিতা।
তথাচ নারদপঞ্চরাত্রে।
শ্রীনারদ উবাচ।
শুদ্ধসর্গমহং দেবজ্ঞাতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ।
সর্গদ্বয়স্য চৈবাহস্য যঃ পরত্বেন বর্ত্ততে।
অত্রৈতৎ পূর্ব্বোক্তঃ প্রাধানিকঃ
শাক্তশ্চেত্যেতৎ সর্গদ্বয়স্যেতি জ্ঞেয়ং ॥২৫॥

অস্যার্থঃ। হে ধ্রুব! অর্থাৎ হে নিত্য! যদি জীব সকল বস্তুতঃ অনন্ত, নিত্য ও সর্ব্বব্যাপী হয়, তাহা হইলে আপনার সহিত সাদৃশ্য প্রযুক্ত আপনাতে আর নিয়ন্তৃত্ব থাকে না, যে হেতু ঔপাধিক রূপে বিকারময় জীব উৎপন্ন হইয়া অনুস্যূত রূপে কারণতা পরিত্যাগ না করিয়া স্বীয় বিকারের নিয়ন্তা হয়, অতএব যাঁহারা বলেন আপনার স্বরূপ জানি তাঁহারা জানেন না, যে হেতু আপনি অবিষয়, আপনাকে জানি বলাতে দোষ হয় ॥

এই উক্ত দিগ্‌দর্শন দ্বারা শক্তি বিশেষের সহিত আলিঙ্গন প্রযুক্ত, যে অংশ হইতে জীবের আবির্ভাব হইয়াছে, সেই শক্তি বিশেষের সহিত আলিঙ্গন জানিতে হইবে ॥

এ বিষয় শ্রীভগবদ্গীতার ১০ অধ্যায়ে ৪২ শ্লোকে ॥
"বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥"

অর্থাৎ হে অর্জ্জুন ইহাই নিশ্চয় জানিও যে, এই জগৎ আমার একাংশে অবস্থিতি করিতেছে ইত্যাদি প্রমাণে ॥ ২৪ ॥

শ্রীবিষ্ণুপুরাণেতেও ॥

যে পরব্রহ্ম স্বরূপের অযুত অংশের অংশে এই বিশ্ব সৃষ্টিকারিণী শক্তি অবস্থিত হইয়াছেন সেই অব্যয় পুরুষকে আমরা প্রণাম করি ॥

পূর্ণ শুদ্ধ শক্তিও কলা কাষ্ঠা ও নিমেষাদি, এতদ্দ্বারা দর্শিত হইয়াছে ॥

শ্রীভগবানুবাচ ॥
যঃ সর্ব্বব্যাপকোদেবং পরং ব্রহ্ম চ শাশ্বতং।
চিৎসামান্যং জগত্যস্মিন্ পরমানন্দলক্ষণং।
বাসুদেবাদভিন্নং তু বহ্ন্যর্কেন্দুশতপ্রভং।
বাসুদেবোঽপি ভগবান্ তদ্ধর্ম্মা পরমেশ্বরঃ।
স্বাং দীপ্তিং ক্ষোভয়ত্যেব তেজসা তেন বৈ যুতং।
প্রকাশরূপো ভগবানচ্যুতং চাসৃজদ্দ্বিজ।
সোঽচ্যুতোঽচ্যুততেজাশ্চ স্বরূপং বিতনোতি বৈ।
আশ্রিত্য বাসুদেবঞ্চ খস্থোমেঘোজলং যথা ॥২৬॥
ক্ষোভয়িত্বা স্বমাত্মানং সত্যভাস্বর বিগ্রহং।
উৎপাদয়ামাস তদা সমুদ্রোর্ম্মি জলং যথা।
স চিন্ময়ঃ প্রকাশাত্মা উৎপাদ্যাত্মানমাত্মনা।
পুরুষাখ্যমনন্তঞ্চ প্রকাশপ্রসরং মহৎ ॥২৭॥
সচ বৈ সর্ব্বজীবানামাশ্রয়ঃ পরমেশ্বরঃ।
অন্তর্যামী স তেষাং বৈ তারকানামিবাম্বরং।
সেন্ধনঃ পাবকোযদ্বৎ স্ফুলিঙ্গ-নিচয়ং দ্বিজ।
অনিচ্ছাতঃ প্রেরয়তি তদ্বদেষ পরঃ প্রভুঃ।
প্রাগ্বাসনা নিবন্ধানাং বন্ধানাঞ্চ বিমুক্তয়ে।
তস্মাদ্বিদ্ধি তদংশাংস্তান্ সর্ব্বাংশং তমজং প্রভুমিতি ॥২৮॥

এই বিষয় নারদপঞ্চরাত্রে যথা ॥

নারদ কহিলেন হে দেব! এই সৃষ্টিদ্বয়ের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ রূপে বর্ত্তমান আছেন আমি সেই শুদ্ধ সৃষ্টিকে যথার্থ রূপে জানিতে ইচ্ছা করি ॥

এ স্থলে পূর্ব্বোক্ত প্রাধানিক অর্থাৎ প্রধান (প্রকৃতি) কৃত সৃষ্টি এবং শক্তি অর্থাৎ মায়া কৃত সৃষ্টি এই দুই সৃষ্টিকে জানিতে হইবে ॥ ২৫ ॥

ভগবান্ কহিলেন হে দ্বিজ! যিনি সর্ব্ব ব্যাপক দেব, পরম ব্রহ্ম, শাশ্বত এবং এই জগতের যিনি সামান্য চিৎ (জ্ঞান) স্বরূপ, পরমানন্দময়, যিনি বাসুদেব হইতে অভিন্ন, যিনি অসংখ্য অগ্নি, সূর্য্য ও চন্দ্র তুল্য প্রভাশালী, পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেব ও তদ্ধর্ম্ম বিশিষ্ট হইয়া আপনার তেজকে ক্ষোভিত করেন, পরে ভগবান্ প্রকাশ রূপে ঐ তেজ যুক্ত অচ্যুতকে সৃষ্টি করেন ॥

অতএব যত্তু ব্রহ্মাদৌ প্রদ্যুম্নস্য মন্বাদৌ শ্রীবিষ্ণো রুদ্রাদৌ শ্রীসংকর্ষণস্যান্তর্যামিত্বং শ্রূয়তে তন্নানাংশমাদায়াবতীর্ণস্য তস্যৈব তত্তদংশেন তত্তদন্তর্যামিত্বমিতি মন্তব্যং। অতএব রুদ্রস্য সংকর্ষণ প্রকৃতিত্বং পুরুষ প্রকৃতিত্বঞ্চ ইত্যুভয়মপি আম্নাতং।।

প্রকৃতিমাত্মনঃ সংকর্ষণসংজ্ঞাং ভব উপধাবতীত্যাদৌ।

আদাবভূচ্ছতধৃতিরিত্যাদৌচ এষ এব ভূতাত্মাচেন্দ্রিয়া-

অনন্তর সেই অচ্যুত তেজা অচ্যুত যেমন মেঘ আকাশস্থ হইয়া জল বিস্তার করে, তাহার ন্যায় বাসুদেবকে আশ্রয় করিয়া স্বীয় রূপকে বিস্তায় করিলেন।। ২৬।।

অনন্তর আপনার আত্মাকে ক্ষোভিত করিয়া যেমন সমুদ্র তরঙ্গ জল উৎপাদন করে তাহার ন্যায় নিত্য তেজোময় বিগ্রহ উৎপাদন করিলেন, সেই প্রকাশাত্মা চিন্ময় পুরুষ আপনা দ্বারা আপনাকে উৎপন্ন করিয়া মহৎ প্রকাশশালি অনন্ত পুরুষাখ্য রূপ ধারণ করেন।। ২৭।।

হে ব্রহ্মন্! যেমন আকাশ তারকা সকলের আশ্রয় তদ্রূপ ঐ পরমেশ্বর সকল জীবের আশ্রয় এবং তাহাদের অন্তর্যামী।

হে দ্বিজ। ইন্ধন (কাষ্ঠ) যুক্ত অগ্নি যে প্রকার স্ফুলিঙ্গ সকল অনিচ্ছায় প্রেরণ করে তাহার ন্যায় এই প্রভু পরমেশ্বর পূর্ব্ব বাসনা নিবন্ধ বদ্ধ জীব সকলের বিমুক্তির নিমিত্ত নানা অবতার হয়েন একারণ সেই জীব সকলকে তাহার অংশ বলিয়া জান এবং অজ প্রভুকে সকলের অংশী রূপে অবগত হও।। ২৮।।

অতএব ব্রহ্মাদিতে প্রদ্যুম্নের ও মন্বাদিতে শ্রীবিষ্ণুর, রুদ্রাদিতে শ্রীসঙ্কর্ষণের যে অন্তর্যামিত্ব শ্রুত হইতেছে তাহা নানা অংশ গ্রহণ করিয়া অবতীর্ণ সেই পুরুষেরই তত্তৎ অংশ দ্বারা সেই প্রদ্যুম্নাদির অন্তর্যামিত্ব মানিতে হইবে।।

অতএব সঙ্কর্ষণের অংশ পুরুষের রুদ্রান্তর্যামিত্ব প্রযুক্ত রুদ্র সঙ্কর্ষণপ্রকৃতি এবং পুরুষপ্রকৃতি এই উভয় প্রকৃতি বলিয়া কথিত হইয়াছেন। ভব (রুদ্র) আপনার সঙ্কর্ষণ সংজ্ঞা প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছেন।।

তথা ১১ স্কন্ধের ৪ অধ্যায়ে ৫ শ্লোকে।।

আদাবভূচ্ছতধৃতি রজসাস্য সর্গে
বিষ্ণুঃ স্থিতো ক্রতুপতি র্দ্বিজধর্ম্মসেতুঃ।
রুদ্রোপ্যয়ায় তমসা পুরুষঃ স আদ্য
ইত্যুদ্ভব স্থিতিলয়াঃ সততং প্রজাসু।।

অস্যার্থঃ। ৪ শ্লোকে আদিকর্ত্তা বলা প্রযুক্ত অন্য কর্ত্তা সূচিত হইল অতএব ভিন্ন কর্ত্তা দেখাইবার নিমিত্ত গুণাবলী।

ত্মাচ প্রধানাত্মাচ তথা ভবান্ আত্মাচ পরমাত্মাচ ত্বমেকঃ
পঞ্চধা স্থিত ইত্যাদৌ বিবৃতঃ ॥ ২৯ ॥
তস্মাৎ সর্ব্বান্তর্যামী পুরুষ এব ব্রহ্মেতি পরমাত্মেত্যাদৌ
পরমাত্মত্বেন নির্দ্দিষ্ট ইতি স্থিতং।
ব্যাখ্যাতঞ্চ স্বামিনা ॥
তস্মৈ নমো ভগবতে ব্রহ্মণে পরমাত্মনে
ইত্যত্র বরুণস্তুতৌ।
পরমাত্মনে সর্ব্বজীব নিয়ন্ত্রে ইতি ॥ ৩০ ॥
অস্য পরমাত্মনো মায়োপাধিতয়া পুরুষত্বং ত্বুপচারিতমেব ॥
তদুক্তং বৈষ্ণব এব।
নান্তোঽস্তি যস্য নচ যস্য সমুদ্ভবোঽস্তি
বৃদ্ধির্ন যস্য পরিণাম বিবর্জ্জিতস্য।

গুণাবতার দ্বারা চরাচর সৃষ্ট্যাদি কর্ত্তৃত্ব বলিতেছেন। মহারাজ! এই জগতের সৃষ্টি কার্য্যের নিমিত্ত যাঁহার রজোগুণ দ্বারা প্রথমতঃ ব্রহ্মা উৎপন্ন হয়েন ইহার পালনের নিমিত্ত যাঁহার সত্ত্বগুণ হইতে যজ্ঞফলদাতা ও দ্বিজ ধর্ম্মপালক বিষ্ণু জন্ম গ্রহণ করেন, আর ইহার নাশের নিমিত্ত তমোগুণ দ্বারা রুদ্র আবির্ভূত হয়েন, এইরূপ ক্রমে যাহা হইতে প্রজাগণের সতত সৃষ্টি স্থিতি হয়, তিনিই আদ্য পুরুষ ॥

ইত্যাদি প্রমাণেও রুদ্র সঙ্কর্ষণ প্রকৃতি সুস্পষ্ট হইয়াছে ॥

অপর ভূত স্বরূপ, ইন্দ্রিয় স্বরূপ, প্রধান স্বরূপ, তথা আত্মা ও পরমাত্মা এই এক আপনিই পঞ্চ প্রকারে স্থিত হইয়াছেন, ইত্যাদি প্রমাণে বিস্তারিত হইয়াছে ॥ ২৯ ॥

অতএব সর্ব্বান্তর্যামী পুরুষই ১ স্কন্ধের ২ অধ্যায়ে ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি এই ১১ শ্লোকে পরমাত্মা রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন ইহাই স্থিত হইল। এই বিষয় শ্রীধরস্বামী ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

১০ স্কন্ধের ২৮ অধ্যায়ে ৫ শ্লোকে বরুণ স্তবে ॥

বরুণ কহিলেন প্রভো! আপনি ভগবান্ (নিরতিশয় ঐশ্বর্য্যশালী) ব্রহ্ম (পূর্ণ স্বরূপ) পরমাত্মা (সর্ব্ব জীব নিয়ন্তা) আপনাকে নমস্কার করি ॥

পরমাত্মা শব্দের অর্থ সর্ব্বজীবনিয়ন্তা ॥ ৩০ ॥

এই পরমাত্মার মায়োপাধি প্রযুক্ত পুরুষত্ব উপচার মাত্র ॥

যাঁহার অন্ত নাই, যাঁহার উদ্ভব নাই, যাঁহার বৃদ্ধি বা পরিণাম নাই এবং যিনি অপক্ষয় শূন্য, অবিকারী ও বিকল্প রহিত বস্তু সেই আদ্য স্তবনীয় পুরুষোত্তমকে আমি নমস্কার করি ॥

নাপক্ষয়ঞ্চ সমুপৈত্যবিকল্প বস্তু
যস্তং নতোঽস্মি পুরুষোত্তম মাদ্যমীড্যং ॥
তস্যৈব যোঽনুগুণ ভুগ্বহুধৈক এব
শুদ্ধোঽপ্যশুদ্ধ ইব মূর্ত্তিবিভাগভেদৈঃ।
জ্ঞানান্বিতঃ সকল সত্ত্ব বিভূতি কর্ত্তা
তস্মৈ নতোঽস্মি পুরুষায় সদাঽব্যয়ায়েতি ॥ ৩১ ॥
তস্যৈবানু পূর্ব্বোক্তাৎ পরমেশ্বরাৎ সমনন্তরং।
বহুধা ব্রহ্মাদি রূপেণ।
অশুদ্ধ ইব সৃষ্ঠ্যাদিষ্বাসক্ত ইব।
মূর্ত্তিবিভাগানাং দক্ষাদিরূপাণাং ভেদৈঃ সর্ব্ব সত্ত্বানাং
বিভূতিকর্ত্তা বিস্তারকৃদিতি স্বামী।
তত্র গুণভুগিতি ষাড়্গুণ্যানন্দভোক্তেত্যর্থঃ ॥
যত্তৎ সূক্ষ্মমবিজ্ঞেয়মব্যক্তমচলং ধ্রুবং।
ইন্দ্রিয়ৈরিন্দ্রিয়ার্থৈশ্চ সর্ব্বভূতৈশ্চ বর্জ্জিতং।
সহ্যন্তরাত্মা ভূতানাং ক্ষেত্রজ্ঞশ্চেতি কথ্যতে।
ত্রিগুণ ব্যতিরিক্তোবৈ পুরুষশ্চেতি কল্পিত ইতি
মোক্ষধর্ম্মেঽপি নারায়ণীয়োপাখ্যানে ॥ ৩২ ॥
শ্রুতয়োঽপ্যেনং শুদ্ধত্বেনৈব বর্ণয়ন্তি।

অপর সেই পরমেশ্বরের অবতার পুরুষ যিনি এক হইয়াও ব্রহ্মাদি বহুরূপে প্রকৃতির গুণকে ভজিয়াছেন, যিনি শুদ্ধ হইয়াও অশুদ্ধের ন্যায় সৃষ্ট্যাদি কার্য্যে আসক্ত এবং যিনি জ্ঞানান্বিত হইয়া দক্ষাদি ও মন্বাদি মূর্ত্তি ভেদ দ্বারা সকল প্রাণির বিস্তার কর্ত্তা হইয়াছেন সেই অব্যয় পুরুষকে সর্ব্বদা নমস্কার করি ॥ ৩১ ॥

সেই পরমেশ্বরেরই অনু অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত পরমেশ্বরের অনন্তর বহুধা অর্থাৎ ব্রহ্মাদি রূপ দ্বারা অশুদ্ধের ন্যায় অর্থাৎ সৃষ্ট্যাদিতে আসক্তের ন্যায় মূর্ত্তি বিভাগ অর্থাৎ প্রাণি সকলের বিভূতি কর্ত্তা অর্থাৎ বিস্তারকারী, ইহাই শ্রীধরস্বামীর ব্যাখ্যা। তন্মধ্যে গুণভুক্ অর্থাৎ ষাড়্গুণ্য আনন্দ ভোক্তা, যিনি সূক্ষ্মের ন্যায় অবিজ্ঞেয়, অপ্রকাশ, অচল, নিত্য, ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ার্থ শব্দাদি এবং আকাশাদি সর্ব্ব ভূত বর্জ্জিত, যিনি ভূত সকলের অন্তরাত্মা, তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া কথিত হয়েন মোক্ষধর্ম্মের। নারায়ণীয়োপাখ্যানে পুরুষ ত্রিগুণাতীত ইহাই বর্ণিত হইয়াছেন ॥ ৩২ ॥

শ্রুতি সকলও এই পুরুষকে শুদ্ধত্ব রূপে
বর্ণন করিয়াছেন যথা ॥

একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ। অজামেকাং লোহিতকৃষ্ণশুক্লাং বহ্বীং প্রজাং জনয়ন্তীং স্বরূপাং। অজোহ্যেকোজুষমাণোঽনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্য ইত্যাদ্যাঃ ॥

তস্মাৎ সাধু ব্যাখ্যাতং ক্ষেত্রজ্ঞ এতা ইত্যাদি পদ্যদ্বয়ং ॥

৫। ১১॥ শ্রীব্রাহ্মণো রহুগণং ॥ ৩৩॥

অথাঽস্যাবির্ভাবে যোগ্যতা প্রাগ্বৎ ভক্তিরেব জ্ঞেয়া।
আবির্ভাবস্তু ত্রিধা যথা নারদীয়তন্ত্রে ॥
বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ।
প্রথমং মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং ত্বণ্ডসংস্থিতং।
তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে ইতি।
তত্র প্রথমো যথাঽগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি স
ঐক্ষতেত্যাদ্যুক্তঃ॥

এক দেব সকল ভূতে গূঢ় হইয়া সর্ব্বব্যাপী ও সকলের অন্তরাত্মা, কর্ম্মের অধ্যক্ষ, সকল ভূতে অধিষ্ঠিত, সাক্ষী, চৈতন্য স্বরূপ, কেবল ও নির্গুণ হইয়াছেন ॥

এক অজা অর্থাৎ মায়া, রক্ত শুক্ল ও কৃষ্ণ স্বরূপা, তিনি আপনার গুণত্রয় রূপ বহু প্রজা উৎপন্ন করিয়াছেন। এক অজ অর্থাৎ জীব ইহার গুণ সকলকে ভোগ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন, অন্য একজন অজ অর্থাৎ পুরুষ ইহাকে উপভোগ করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন ইত্যাদি ॥

অতএব ৫. স্কন্ধের ১১ অধ্যায়ের "ক্ষেত্রজ্ঞ এতা" এই দুই শ্লোক উত্তমরূপে ব্যাখ্যা করা হইল ॥ ৩৩॥

এই পরমাত্মার আবির্ভাব যোগ্যতা পূর্ব্বের ন্যায় ভক্তিই জানিতে হইবে ॥

আবির্ভাব তিন প্রকার।

নারদীয় তন্ত্রে যথা ॥

বিষ্ণুর পুরুষ নামক তিনটী রূপ আছে এক মহত্তত্ত্বের স্রষ্টা, দ্বিতীয় অণ্ড মধ্যে সংস্থিত এবং তৃতীয় সকল ভূতে অধিষ্ঠিত, এই তিন পুরুষে জানিতে পারিলে সংসার হইতে মুক্ত হয় ॥

তন্মধ্যে প্রথম পুরুষ যথা ॥

যেমন অগ্নি হইতে ক্ষুদ্র ২ বিস্ফুলিঙ্গ অর্থাৎ অগ্নি কণা সকল উর্দ্ধে গমনশীল হয়। "স ঐক্ষত" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা উক্ত অর্থাৎ সেই পুরুষ প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। এক ভাবাপন্ন মহাসমষ্টি জীব ও প্রকৃতির প্রতি দ্রষ্টা, ইনিই এক মাত্র ॥

মহাসমষ্টি জীব প্রকৃত্যোরেকতাপন্নয়োর্দ্রষ্টত্যেক এব।
অয়মেব সঙ্কর্ষণ ইতি মহাবিষ্ণুরিতিচ ॥ ৩৪ ॥
ব্রহ্মসংহিতায়াং যথা ॥
তল্লিঙ্গং ভগবান্ শম্ভুর্জ্যোতী রূপং সনাতনং।
তস্মিন্নাবিরভূল্লিঙ্গে মহাবিষ্ণু র্জগৎপতিঃ।
সহস্রশীর্ষা পুরুষ ইত্যারভ্য।
নারায়ণঃ স ভগবানাপস্তস্মাৎ সনাতনাৎ।
আবিরাসন্ কারাণার্ণোনিধিঃ সঙ্কর্ষণাত্মকঃ।
যোগনিদ্রাং গতস্তস্মিন্ সহস্রাংশঃ স্বয়ং মহান্।
তদ্রোমবিল জালেষু বীজং সঙ্কর্ষণস্যচ।
হৈমান্যণ্ডানি জাতানীত্যাদি ॥ ৩৫ ॥

লিঙ্গমিতি যস্যাযুতাযুতাংশাংশে বিশ্বশক্তিরিয়ং স্হিতেত্যনুসারেণ তস্য মহাভগবতঃ শ্রীগোবিন্দস্য পুরুষোৎপাদবত্বাৎ লিঙ্গমিব লিঙ্গং যঃ খলু অংশ বিশেষ স্তদেব শম্ভুঃ শম্ভুশব্দস্য মুখ্যায়া বৃত্তেরাশ্রয় ইত্যর্থঃ।
লিঙ্গে ভগবত এবাঙ্গ বিশেষ ইতি তৎ প্রকরণ লব্ধং ॥৩৬

ইনিই সঙ্কর্ষণ এবং মহাবিষ্ণু বলিয়াও কথিত হয়েন ॥৩৪

ব্রহ্মসংহিতার ৮ শ্লোকে যথা ॥

নিত্য সত্য পরব্রহ্ম ভগবান্ শম্ভু লিঙ্গ রূপী হয়েন। সেই লিঙ্গে জগৎপতি মহাবিষ্ণু আবির্ভূত হইয়াছেন। "সহস্র শীর্ষা পুরুষঃ" এই ১১ শ্লোক আরম্ভ করিয়া "নারায়ণঃ স ভগবান্" ইত্যাদি ১২ শ্লোকে, ঐ ভগবান্ নারায়ণ, তাঁহা হইতে প্রথমে যে জলের উৎপত্তি হয়, সেই জল রাশিকে কারণার্ণব অর্থাৎ কারণ সমুদ্র বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণনা করেন, সেই কারণার্ণব সঙ্কর্ষণাত্মক অর্থাৎ সম্যক্ বিশ্বাকর্ষক নারায়ণ হইতে ঐ কারণ সমুদ্রের উৎপত্তি হয়। অনন্তর সহস্র অংশ বিশিষ্ট আদি পুরুষ নারায়ণ সেই কারণার্ণবে যোগ নিদ্রাগত অর্থাৎ স্বরূপ আনন্দ সমাধি প্রাপ্ত হইয়া অবস্থিত হইলেন, তৎপরে কারণ জলে ভাসমান সঙ্কর্ষণ নামক ঐ আদি পুরুষের প্রত্যেক লোমকূপে সংসারের বীজ স্বরূপ অপঞ্চীকৃত মহাভুতে আবৃত বহু বহু স্বর্ণ বর্ণ অণ্ড অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড সকল উৎপন্ন হইল ॥ ৩৫ ॥

লিঙ্গমিতি অর্থাৎ যাঁহার অযুত অযুতের অংশের অংশে এই বিশ্বশক্তি অবস্থিতি করিতেছেন, এই প্রকরণের ২৫ অঙ্ক ধৃত বিষ্ণুপুরাণের বচনানুসারে সেই মহাভগবান্ শ্রীগোবিন্দের পুরুষোৎপাদকত্ব প্রযুক্ত লিঙ্গের ন্যায় লিঙ্গ যে অংশ বিশেষ তিনিই শম্ভু অর্থাৎ শম্ভু শব্দের মুখ্য বৃত্তির আশ্রয় ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। লিঙ্গ শব্দে ভগবানের অংশ বিশেষ ইহাই প্রকরণ লব্ধ হইল ॥ ৩৬ ॥

অথ দ্বিতীয়ঃ পুরুষ স্তৎস্রষ্টা তদেবানুপ্রাবিশদিত্যাদ্যুক্তঃ সমষ্টি জীবান্তর্যামী তেষাং ব্রহ্মাণ্ডাত্মকানাং বহু ভেদাদ্বহু ভেদঃ তত্রৈব সূক্ষ্মান্তর্যামী প্রদ্যুম্নঃ স্থূলান্তর্যামী অনিরুদ্ধ ইতি ক্বচিৎ !

অনেন মহাবৈকুণ্ঠস্থাঃ সঙ্কর্ষণাদয়স্তদংশিনঃ।
যেতু চিত্তাদ্যধিষ্ঠাতারোবাসুদেবাদয়স্তে
তদংশা এবেত্যাদি বিবেচনীয়ং ॥ ৩৭ ॥
তৃতীয়োঽপি পুরুষো দ্বাসুপর্ণা সযুযা
সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
একস্তয়োঃ খাদতি পিপ্পলান্নমন্যো
নিরশ্নন্নভি চাকশীতীত্যাদ্যুক্তো ব্যষ্ট্যন্তর্যামী
তেষাং ভেদাদ্বহু ভেদাঃ ॥ ৩৮ ॥
তত্র প্রথমস্য আবির্ভাবো যথা ॥
আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য ইতি ॥ ২ ॥

অথ দ্বিতীয় পুরুষ যথা

সেই সকল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া পশ্চাৎ তৎ সমুদায়ে প্রবেশ করিয়াছেন ইত্যাদি শ্রুত্যুক্ত দ্বিতীয় সমস্ত জীবের অন্তর্যামী, সেই ব্রহ্মাণ্ডাত্মক বহু ভেদ প্রযুক্ত বহু ভেদ হইয়াছে।

কোন গ্রন্থে বলেন সেই সমষ্টি জীবে সূক্ষ্মান্তর্যামী অনিরুদ্ধ, এতদ্দ্বারা মহা-বৈকুণ্ঠস্থ সঙ্কর্ষণাদি তাঁহাদের অংশী অর্থাৎ পুরুষ সকল ঐ সঙ্কর্ষণাদির অংশ হইয়াছেন। পরন্তু যাহারা চিত্তের অধিষ্ঠাতৃ বাসুদেবাদি তাঁহারাও সঙ্কর্ষণাদির অংশ ইহা বিবেচনা করিতে হইবে ॥ ৩৭ ॥

তৃতীয় পুরুষ যথা

দুইটি চিৎ স্বরূপ পক্ষী যাঁহারা পরস্পর অবিযোগ এবং এক ভাবাপন্ন প্রযুক্ত সখ্যত্ব বিধান করিয়াছেন, তাঁহারা এককালীন দেহ রূপ বৃক্ষে আসিয়া অবস্থিতি করিলেন, ঐ দুইয়ের মধ্যে যিনি জীব, তিনি দেহজনিত কর্মফল ভোগ করিতে লাগিলেন, অন্য যে পরম তিনি দেহোৎপন্ন কর্মফল ভোগ না করিয়া অতিশয় রূপে প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণে তৃতীয় পুরুষ ক্ষীরোদশায়ী প্রত্যেকের অন্তর্যামী, তাঁহাদেরও বহু ভেদ প্রযুক্ত বহু ভেদ হইয়াছে ॥ ৩৮ ॥

তন্মধ্যে প্রথম পুরুষের আবির্ভাব যথা ॥
২ স্কন্ধের ৬ অধ্যায়ে ৪০ শ্লোকে
শ্রীনারদের প্রতি ব্রহ্মা কহিয়াছেন।

টীকাচ ॥

পরস্য ভূম্নঃ পুরুষঃ প্রকৃতিপ্রবর্ত্তকঃ।
যস্য সহস্র শীর্ষেত্যাদ্যুক্তো লীলাবিগ্রহঃ।
স আদ্যোঽবতার ইত্যেষা অত্রচান্যত্রচাবতারত্বং
নাম একপাদ বিভূত্যাবির্ভাবত্বং জ্ঞেয়ং ॥
২। ৬। শ্রীব্রহ্মা নারদং ॥ ৩৯ ॥

দ্বিতীয়স্য যথা ॥

কালেন সোঽজঃ পুরুষায়ুষাঽভিপ্রবৃত্তযোগেন বিরূঢ়বোধঃ।
স্বয়ং তদন্তর্হৃদয়েঽবভাতমপশ্যতাপশ্যত যন্ন পূর্ব্বং।
মৃণালগৌরায়তশেষভোগপর্য্যঙ্ক
একং পুরুষং শয়ানমিত্যাদি ॥ ৩ ॥

"আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য
কালঃ স্বভাবঃ সদসন্মনশ্চ।
দ্রব্যং বিকারো গুণ ইন্দ্রিয়াণি
বিরাট্ স্বরাট্ স্থাস্নু চরিষ্ণু ভূম্নঃ ॥"

অস্যার্থঃ। প্রকৃতির প্রবর্ত্তক যে পুরুষ তিনিই পরম ব্রহ্ম ভগবানের আদ্য অবতার, অপর কাল, স্বভাব, কার্য্য কারণ রূপা প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, মহাভূত, অহঙ্কার তত্ত্ব, সত্ত্বাদি গুণ, ইন্দ্রিয় সকল, সমষ্টি শরীর স্বরূপ বিরাড়্ দেহ, স্বরাট্ অর্থাৎ বৈরাজ পুরুষ, স্থাবর জঙ্গম ॥ ২ ॥

শ্রীধরস্বামির টীকা যথা ॥

পর অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপক পুরুষ প্রকৃতির প্রবর্ত্তক, যাঁহার সহস্র অর্থাৎ অসংখ্য মস্তক ইত্যাদি প্রমাণোক্ত যে লীলাময় বিগ্রহ তিনিই আদ্য অবতার।

এস্থলে ও অন্যত্র অর্থাৎ প্রথম পুরুষ, দ্বিতীয় পুরুষ ও তৃতীয় পুরুষে যে অবতারত্ব তাহা একপাদ বিভূতির আবির্ভাব জানিতে হইবে ॥ ৩৯ ॥

দ্বিতীয়ের আবির্ভাব যথা ॥
৩ স্কন্ধের ৮ অধ্যায়ে ২৩ শ্লোকে বিদুরের
প্রতি শ্রীমৈত্রেয়ের বাক্য ॥

পুরুষের আয়ুঃ পরিমিত কালে অর্থাৎ শতবৎসর অতীত হইলে তাঁহার যোগ সুসম্পন্ন এবং জ্ঞান হইল তাহাতে ব্রহ্মা পূর্ব্বে অন্বেষণ করিয়াও যাঁহাকে দেখিতে পান নাই তাঁহাকে হৃদয় মধ্যে স্বয়ং প্রকাশমান দেখিতে পাইলেন ॥

অর্থাৎ তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল যুগান্ত সলিলে মৃণালের ন্যায় গৌরবর্ণ অথচ বিস্তীর্ণ শেষ নাগের শরীর রূপ শয্যায় একটি পুরুষ শয়ন করিয়া রহিয়াছেন এবং

অয়ং গর্ভোদকস্থঃ সহস্রশীর্ষানিরুদ্ধ এব।
পুরুষায়ুষা বৎসর শতেন যোগো ভক্তিযোগঃ।
এতদগ্রেঽপ্যব্যক্তমূলমিত্যত্র অব্যক্তং প্রধানং
মূলমধোভাগো যস্যেত্যর্থঃ।
ভুবনাঙ্ঘ্রপেন্দ্রমিতি।
ভুবনানি চতুর্দ্দশ তদ্রূপা অঙ্ঘ্রপাস্তেষামিন্দ্রং
তন্নিয়ন্তৃত্বেন বর্ত্তমানমিত্যর্থঃ॥
৩। ৮। শ্রীমৈত্রেয়ো বিদুরং॥ ৪০॥
তৃতীয়স্যাবির্ভাবো যথা।
কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে
প্রাদেশ মাত্রং পুরুষং বসন্তং।
চতুর্ভুজং কঞ্জরথাঙ্গ শঙ্খ
গদাধরং ধারণয়া স্মরন্তীত্যাদি॥ ৪॥
প্রাদেশ স্তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠয়োর্বিস্তারস্তৎপ্রমাণং।
হৃদ্যপেক্ষয়া তু মনুষ্যাধিকারত্বাদিতি ন্যায়েন॥
২। ২॥ শ্রীশুকঃ॥ ৪১॥

ঐ শেষ নাগের ফণারূপ আতপত্রে সর্ব্বতোভাবে যুক্ত যে সমস্ত মস্তক তত্রস্থ রত্ন নিচয়ের প্রভা দ্বারা ঐ জলরাশি হতান্ধকার হইয়া রহিয়াছে॥৩॥

ইনি গর্ভোদশায়ী সহস্র শীর্ষা পুরুষ অনিরুদ্ধ, "পুরুষায়ুষা" অর্থাৎ পুরুষের পরমায়ুঃ শতবৎসর। যোগ শব্দের অর্থ ভক্তিযোগ। ইহার অগ্রেও অর্থাৎ ৩০ শ্লোকে "অব্যক্ত মূলং" এই পদে অব্যক্ত শব্দের অর্থ প্রধান (প্রকৃতি) মূল অর্থাৎ যাঁহার অধোভাগ। "ভুবানাঙ্ঘ্রপেন্দ্র" অর্থাৎ ভুবন রূপ যে সকল বৃক্ষ তিনি সেই সকলের শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ তাহাদের নিয়ন্তারূপে বর্ত্তমান॥ ৪০॥

তৃতীয়পুরুষের আবির্ভাব যথা॥

২ স্কন্ধে ২ অধ্যায়ে ৮ শ্লোকে পরীক্ষিতের
প্রতি শ্রীশুকদেবের বাক্য॥

হে রাজন্! কতকগুলি লোকে স্ব ২ দেহের অভ্যন্তরে যে হৃদয় রূপ অবকাশ আছে তাহাতে বাসকারি প্রাদেশ মাত্র পরিমাণ পুরুষেরই প্রতি মনোধারণ করিয়া তাহারই স্মরণ করিয়া থাকেন। সেই পুরুষ চতুর্ভুজ এবং তাহার ভুজ চতুষ্টয়ে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম বিরাজমান॥ ৪॥

প্রাদেশ শব্দের অর্থ তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের যে বিস্তার তৎপরিমাণ। হৃদয় শব্দ অপেক্ষা প্রযুক্ত মনুষ্যের অধিকার হইয়াছে, এই ন্যায় জানিতে হইবে॥৪১॥

এবং পুরুষস্যানেকবিধত্বেঽপি দৃষ্টান্তেনৈক্যমুপপাদয়তি।

যথাঽনিলঃ স্থাবর জঙ্গমানামাত্ম স্বরূপেণ নিবিষ্ট ঈশেৎ।

এবং পরো ভগবান্ বাসুদেবঃ ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মেদমনুপ্রবিষ্টঃ ॥৫

আত্মস্বরূপেণ প্রাণরূপেণ নিবিষ্টঃ ঈশেৎ ঈশেত নিয়ময়তি ইদং বিশ্বং। শ্রুতিশ্চ বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টঃ রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব ॥

এক স্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপোবহিশ্চেতি কাঠকে ॥ ৫। ১১ ॥ শ্রীব্রাহ্মণো রহুগণং ॥ ৪২ ॥ তথা ॥

এক এব পরোহ্যাত্মা সর্ব্বেষামিহ দেহিনাং।

নানেব গৃহ্যতে মূঢ়ৈর্যথাজ্যোতির্যথা নভঃ ॥ ৬ ॥

দেহিনাং জীবনাং আত্মা পরমাত্মা।

১০ ॥ ৫৪ ॥ শ্রীবলদেবঃ শ্রীরুক্মিণীং ॥ ৪৩ ॥

এই প্রকার পুরুষ অনেক হইলেও তিনি যে এক হইয়াছেন তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইতেন ॥

৫ স্কন্ধের ১১ অধ্যায়ে ১৪ শ্লোকে

রহুগণের প্রতি ব্রাহ্মণ বাক্য যথা ॥

জড়ভড়ত কহিলেন রাজন্! যেমন বায়ু প্রাণরূপে শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া স্থাবর জঙ্গমাদি ভুত সকলের উপরে আধিপত্য করে, সেইরূপ ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা পরম পুরুষ ভগবান্ বাসুদেব জগতে অনুপ্রবেশ করিয়া তাহার উপরে আধিপত্য করিয়া থাকেন ॥ ৫ ॥

তাৎপর্য্য। আত্মাস্বরূপে অর্থাৎ প্রাণরূপে প্রবিষ্ট হইয়া এই বিশ্বকে নিয়মিত করেন।

কাঠক শ্রুতির ৫ বল্লীর ১০ অঙ্কে ॥

যেমন এক বায়ু ভবনে প্রবিষ্ট হইয়া নানারূপে নানারূপ ধারণ করে, সেই রূপ এক সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, রূপে রূপে ভিন্ন রূপ হইরাছেন এবং অবিকৃতও আছেন ॥৪২॥

তথা ১০ স্কন্ধের ৫৪ অধ্যায়ে ২৬ শ্লোকে ॥

রুক্মিণীর প্রতি শ্রীবলদেবের বাক্য যথা ॥

বলদেব কহিলেন হে রুক্মিণি! পরমার্থতঃ সমুদায় দেহি মাত্রের বিশুদ্ধ আত্মা একমাত্র, অথচ মূঢ় ব্যক্তিরা তাঁহাকে নানার ন্যায় জ্ঞান করে, যেমন জলে চন্দ্র সূর্য্যাদিকে ও ঘটাদিতে আকাশকে নানা করিয়া দেখে ॥ ৬ ॥

দেহী অর্থাৎ জীবসকলের আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা ॥ ৪৩ ॥

এবং। এক এব পরোহ্যাত্মা ভূতেষ্বাত্মন্যবস্থিতঃ।
যথেন্দুরুদপাত্রেষু ভূতান্যেকাত্মকানিচ ॥ ৭ ॥
ভূতেষু জীবেষু এক এব পর আত্মা নত্বসৌ জীববত্তত্র তত্র লিপ্তো ভবতীত্যাহ আত্মনি স্বরূপ এবাবস্থিতঃ। ভূতানি জীবদেহা অপি যেন কারণ রূপেণ একাত্মকানীতি ॥ ১১। ১৮॥ শ্রীভগবানুদ্ধবং ॥ ৪৪ ॥
এবমেকস্য পুরুষস্য নানাত্বমুপপাদ্য তস্য পুনরংশা বিব্রিয়ন্তে ॥
তত্র দ্বিবিধা অংশাঃ স্বাংশা বিভিন্নাংশাশ্চ
বিভিন্নাংশা স্তটস্থ শক্ত্যাত্মকা জীবা ইতি বক্ষ্যতে।
স্বাংশাস্তু গুণ লীলাদ্যবতারভেদেন বিবিধাঃ।
তত্র লীলাদ্যবতারাঃ প্রসঙ্গ সঙ্গত্যা
শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে বক্ষ্যন্তে ॥ ৪৫ ॥
গুণাবতারা যথা ॥
আদাবভূচ্ছতধৃতী রজসাস্য সর্গে
বিষ্ণুঃ স্থিতৌ ক্রতুপতিদ্বি জধর্ম্মসেতুঃ।

এই প্রকার ১১ স্কন্ধের ১৮ অধ্যায়ে
৩১ শ্লোকে উদ্ধবের প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্য যথা ॥

ভগবান্ কহিলেন উদ্ধব ! নানা উদক পাত্রে প্রতি বিম্বিত সূর্য্যের ন্যায় সর্ব্বভূতে ও আত্মাতে অবস্থিত পরমাত্মা একই মাত্র এবং ভূত সকলেও কারণ রূপে একাবয়ব মাত্র ॥ ৭ ॥

তাৎপর্য্য, ভূত অর্থাৎ জীব সকলে একমাত্র পরমাত্মা ইনি জীবের ন্যায় সেই সেই ভূত সকলে লিপ্ত হয়েন না, এই অভিপ্রায়ে কহিতেছেন, ইনি আত্মাতে অর্থাৎ স্বরূপেই অবস্থিতি করিতেছেন, ভূত অর্থাৎ জীবদেহ সকলও যে কারণরূপে এক স্বরূপ হইয়াছে ॥ ৪৪ ॥

এই প্রকার এক পুরুষের নানাত্ব উপপাদন করিয়া পুনরায় তাঁহার অংশ বিস্তার করিতেছেন ॥

তম্মধ্যে স্বাংশ বিভিন্নাংশরূপে অংশ দুই প্রকার হয়। বিভিন্নাংশে তটস্থ শক্তি স্বরূপ জীব ইহা পরে বলা হইবে। পরন্তু স্বাংশ, গুণ ও লীলাদি ভেদে দুই প্রকার হয় ॥

এই দুইয়ের মধ্যে যে সকল লীলাবতার তৎসমুদায় প্রসঙ্গ সঙ্গতিক্রমে শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে বলা হইবে ॥ ৪৫ ॥

তম্মধ্যে দ্বিতীয় পুরুষের গুণাবতার সকল
১১ স্কন্ধের ৪ অধ্যায়ে ৫ শ্লোকে যথা ॥

রুদ্রোঽপ্যায় তমসা পুরুষঃ স আদ্য
ইত্যুদ্ভব স্থিতি লয়াঃ সততং প্রজাসু ॥ ৮ ॥

স যুগপৎ গুণাধিষ্ঠাতা আদ্যঃ পুরুষঃ পৃথক্ পৃথগপি তত্তদ্গুণাধিষ্ঠান লীলয়ৈব আদৌ রজসা অস্য জগতঃ সর্গে বিসর্গে কার্য্যে শতধৃতি ব্রহ্মাঽভূৎ। স্থিতৌ বিষ্ণুঃ সত্ত্বেনেতি শেষঃ অত্র সাক্ষাৎ গুণানুক্তিশ্চ তস্যা তিরোহিতস্বরূপতয়া তৎসম্বন্ধোপচারস্যাপ্যুট্টঙ্কনমযুক্তমিত্যভিপ্রায়েণ পালন কর্ত্তৃত্বেন ক্রতুপতি সতৎফল দাতা। যজ্ঞরূপস্তু লীলাবতার মধ্য এব শ্রীব্রহ্মণা দ্বিতীয়ে গণিতঃ ॥

---

৪ শ্লোকে আদিকর্ত্তা বলা প্রযুক্ত অন্য কর্ত্তা সূচিত হইল অতএব ভিন্ন কর্ত্তা দেখাইবার নিমিত্ত দ্রবিড় নিমি রাজাকে গুণাবতার দ্বারা চরাচর সৃষ্ট্যাদি কর্ত্তৃত্ব বলিতেছেন, মহারাজ! এই জগতের সৃষ্টি কার্য্যের নিমিত্ত যাঁহার রজোগুণ দ্বারা প্রথমতঃ ব্রহ্মা উৎপন্ন হয়েন, ইহার পালনের নিমিত্ত যাঁহার সত্ত্ব গুণ হইতে যজ্ঞফলদাতা ও দ্বিজ ধর্ম পালক বিষ্ণু জন্মগ্রহণ করেন, আর ইহার নাশের নিমিত্ত তমোগুণ দ্বারা রুদ্র আবির্ভূতও হয়েন, এইরূপ ক্রমে যাঁহা হইতে প্রজাগণের সতত সৃষ্টি স্থিতি লয় হয় তিনিই আদ্য পুরুষ ॥ ৮ ॥

তাৎপর্য্য, সেই আদ্য পুরুষ পৃথক ২ হইয়াও সেই সেই গুণের অধিষ্ঠান লীলা দ্বারাই এককালীন গুণত্রয়ের অধিষ্ঠাতা হইয়াছেন। প্রথমে রজোগুণ দ্বারা এই জগতের সর্গে অর্থাৎ বিসর্গে (বিশেষ সৃষ্টি কার্য্যে) শত ধৃতি অর্থাৎ ব্রহ্মা হইয়াছেন। তথা ভুত সকলের স্থিতি নিমিত্ত সত্ত্ব গুণ দ্বারা বিষ্ণু রূপে আবির্ভূত হয়েন। এস্থলে সাক্ষাৎ যে সত্ত্ব গুণের উল্লেখ হয় নাই তাহা তাঁহার অতিরোহিত স্বরূপ প্রযুক্ত তাঁহাতে সত্ত্বগুণ সম্বন্ধের উপচারেরও উট্টঙ্কন যুক্ত নহে, এই অভিপ্রায়ে তিনি পালন কর্ত্তৃত্ব রূপে ক্রতু পতি অর্থাৎ যজ্ঞফল দাতা ভগবানের যে যজ্ঞ রূপ তাহা লীলাবতারের মধ্যেই পরিগণিত। ২ স্কন্ধে ৭ অধ্যায়ে ২ শ্লোকে* ব্রহ্মা গণনা করিয়াছেন ॥

---

* জাতো রুচেরজনয়ৎ সুযমান সুযজ্ঞ
আকুতিসূনুরমরানথ দক্ষিণায়াং।
লোকত্রয়স্য মহতীমহরদ্ যদার্ত্তিং
স্বায়ম্ভুবেন মনুনা হরিরিত্যনুক্তঃ ॥"

অস্যার্থঃ। প্রজাপতি রুচির ভার্য্যা আকুতির গর্ব্ভে সুযজ্ঞ নামে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, পরে আপনার ভার্য্যা দক্ষিণার গর্ব্ভে সুযম প্রভৃতি দেবগণকে উৎপন্ন করেন এবং স্বয়ং ইন্দ্র হইয়া ত্রিলোকের দুঃখ হরণ করিয়াছিলেন, তাহাতে যদিও পূর্ব্বে সুযজ্ঞ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন তথাচ মাতামহ স্বায়ম্ভুব তদবধি তাঁহার নাম হরি বলিয়া রাখিলেন ॥

দ্বিজানাং ধর্ম্মাণাঞ্চ সেতুঃ পালক ইত্যর্থঃ।
তমসাত্বস্যাপ্যয়ায় রুদ্রোঽভুৎ ইত্যনেন
প্রকারেণ উদ্ভব স্থিতি লয়া ভবন্তীতি ॥ ৪৬ ॥
অত্র ব্রহ্মরুদ্রয়োরবতারাবসরঃ মোক্ষধর্ম্মে বিবিক্তোঽস্তি। যথা।
ব্রাহ্মে রাত্রিক্ষয়ে প্রাপ্তে তস্য হ্যমিততেজসঃ।
প্রসাদাৎ প্রাদুরভবৎ পদ্মং পদ্মনিভেক্ষণ।
ততো ব্রহ্মা সমভবৎ স তস্যৈব প্রসাদজঃ।
অহ্নঃ ক্ষয়ে ললাটাচ্চ ততো দেবস্য বৈ তথা।
ক্রোধাবিষ্টস্য সংজজ্ঞে রুদ্রঃ সংহারকারক ইতি ॥৪৭ ॥
শ্রীবিষ্ণোস্তু তৃতীয়ে দৃশ্যতে ॥
তল্লোকপদ্মং স উ এব বিষ্ণুঃ
প্রাবীবিশৎ সর্ব্বগুণাবভাসং।
তস্মিন্ স্বয়ং বেদময়ো বিধাতা
স্বয়ংভুবং যং স্ম বদন্তি সোঽভূদিতি ॥ ৪৮ ॥

ঐ ভগবান্ দ্বিজ ও ধর্ম্ম সকলের সেতু অর্থাৎ পালক। এবং তিনি তমোগুণ দ্বারা এই জগতের সংহার নিমিত্ত রুদ্র রূপে আবির্ভূত হয়েন, এই প্রকারে উদ্ভব, স্থিতি ও লয় হইয়া থাকে ॥ ৪৬ ॥

এস্থলে ব্রহ্মা ও রুদ্র এই দুইয়ের যে অবতারের অবসর তাহা মোক্ষধর্ম্মে বিস্তার আছে যথা ॥

হে পদ্মলোচন ! ব্রহ্মা সম্বন্ধীয় রাত্রির ক্ষয় হইলে অমিত তেজা পুরুষের প্রসন্নতা হইতে একটী পদ্ম উৎপন্ন হয়, ঐ পদ্ম হইতে আবার তদীয় প্রসাদে ব্রহ্মা উৎপন্ন হয়েন। পরে ব্রহ্মদিনের অবসানে ক্রোধাবিষ্ট সেই দেবের ললাট হইতে সংহার কর্ত্তা রুদ্রের উদ্ভব হয় ॥ ৪৭ ॥

শ্রীবিষ্ণুর অবতারাবসর ॥
৩ স্কন্ধের ৮ অধ্যায়ে ১৬ শ্লোকে
দৃষ্ট হইতেছে যথা ॥

সেই পদ্মই লোক স্বরূপ এবং জীবভোগ্য সমস্ত গুণ অর্থাৎ গুণকার্য্য জীবের ভোগযোগ্য স্বরূপ স্বর্গ নরকাদির প্রকাশক, তাহা যে গর্ভোদশায়ী বিষ্ণু হইতে উৎপন্ন হইল সেই বিষ্ণু অবিলুপ্ত শক্তি হইয়া অন্তর্যামি রূপে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বিষ্ণুর অধিষ্ঠান হইলে ঐ পদ্ম হইতে বেদময় ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলেন। জনক দৃষ্ট না হওয়াতে পণ্ডিতেরা যাঁহাকে স্বয়ম্ভু বলিয়া থাকেন, অর্থাৎ কল্পান্তে ব্রহ্মা নারায়ণের সহিত একীভুত হইয়াছিলেন তৎপশ্চাৎ নারায়ণ প্রবুদ্ধ হইলে

অস্যার্থঃ।

তৎ লোকাত্মকং পদ্মং সর্ব্বগুণান্ জীবভোগ্যানর্থান্ অবভাসয়-তীতি তথা তৎ। যস্মাজ্জাতং স শ্রীনারায়ণাখ্যঃ পুরুষ এব বিষ্ণুসংজ্ঞঃ সন্ স্থাপন রূপান্তর্যামিতায়ৈ প্রাবীবিশৎ প্রকর্ষেণ অলুপ্ত শক্তিতয়ৈবা-বীবিশৎ। স্বার্থে ণিচ্।

তস্মিন্ শ্রীবিষ্ণুনা লব্ধ স্থিতৌ পদ্মে পুনঃ সৃষ্ট্যর্থং স্বয় মেব ব্রহ্মাভূৎ। স্থিতস্যৈব মৃদাদে র্ঘটাদিতয়া সৃষ্টেঃ। অতএব স্থিত্যাদয়ে হরি বিরিঞ্চি হরেতি সংজ্ঞা ইত্যন্যত্রাপি ॥ ১১।৪। শ্রীদ্রবিড়ো নিমিং ॥ ৪৯ ॥

এবং। যো বা অহঞ্চ গিরিশশ্চ বিভূঃ স্বয়ং চেত্যাদৌ। ত্রিপাদিতি ॥ ৯ ॥

পাদ্মকল্পে ব্রহ্মাও পদ্ম দ্বারা অভিব্যক্ত হইলেন এনিমিত্ত স্বয়ম্ভু বলিয়া কথিত হয়েন ॥ ৪৮ ॥

তাৎপর্য্য। সেই লোক স্বরূপ পদ্ম সর্ব্ব গুণ অর্থাৎ জীব সকলের ভোগ্য অর্থ সকলকে প্রকাশ করিতেছে। ঐ পদ্ম যাঁহা হইতে জন্মিয়াছে তিনি নারায়ণাখ্য পুরুষ, বিষ্ণু সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া স্থাপন রূপ অন্তর্যামিতাতে প্রবেশ করিয়াছিলেন অর্থাৎ প্রকৃষ্ট রূপে অবিলুপ্ত শক্তি দ্বারা প্রবেশ করিয়াছিলেন। এস্থলে স্বার্থে ণিচ প্রত্যয়।

সেই পদ্মে বিষ্ণু কর্ত্তৃক স্থিতি লাভ হইলে পুনরায় সৃষ্টির নিমিত্ত ঐ পদ্মে ব্রহ্মা স্বয়ং আবির্ভূত হয়েন। যে হেতু স্থিত মৃত্তিকারই ঘটাদি রূপে সৃষ্টি হইয়া থাকে। অতএব ১ স্কন্ধের ২ অধ্যায়ে ২৩ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। এক পরম পুরুষ বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি লয়ের নিমিত্ত হরি বিরিঞ্চি হর এই তিন সংজ্ঞা ধারণ করেন ॥ ৪৯ ॥

এই প্রকার ৩ স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে ১৬ শ্লোকে
ব্রহ্মা শ্রীগর্ভোদশায়িকে স্তব করিয়াছেন ॥

"যো বা অহঞ্চ গিরিশশ্চ বিভুঃ স্বয়ঞ্চ
স্থিত্যুদ্ভব প্রলয় হেতব আত্মমূলং।
ভিত্ত্বা ত্রিপাদ্ববৃধে এক উরু প্ররোহ
স্তস্মৈ নমো ভগবতে ভুবনদ্রুমায় ॥"

অস্যার্থঃ। হে ভগবন্! তুমি ভুবনাকার বৃক্ষ, এই বৃক্ষ, তুমি স্বয়ং যে মূলের অর্থাৎ প্রকৃতির অধিষ্ঠান সেই প্রকৃতিকে ভেদ করিয়া সত্ত্ব, রজঃ, তম রূপ তিন গুণে বিভক্ত হইয়া যথাক্রমে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের নিমিত্ত আমি (ব্রহ্মা) শিব এবং বিষ্ণু

টীকাচ ॥

যো বৈ একস্ত্রিপাৎ ত্রয়ো ব্রহ্মাদয়ঃ পাদাঃ স্কন্ধা যস্যে ত্যেষা। বৃক্ষ-রূপত্বেন তদ্বর্ণনাদেষাং স্কন্ধত্বং ॥ ৩। ৯ ॥

ব্রহ্মা শ্রীগর্ভোদশায়িনং ॥ ৫০ ॥

তেষামাবির্ভাবো যথা ॥

তপ্যমানং ত্রিভুবনং প্রাণায়ামৈধসাঽগ্নিনা।
নির্গতেন মুনে মূর্দ্ধ্নঃ সমীক্ষ্য প্রভবস্ত্রয়ঃ।
অপ্সরো মুনি গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ বিদ্যাধরোরগৈঃ।
বিতায়মান যশস স্তদাশ্রমপদং যযুরিত্যাদি ॥ ১০ ॥

মুনেরত্রেঃ ॥ ৪। ১ ॥ শ্রীমৈত্রেয়ঃ ॥ ৫১ ॥

যথা বা ॥

আমাদের তিন জনকে তিনটী পাদ স্বরূপে ধারণ করত ত্রিপাদ হইয়া বৃদ্ধিশীল হইয়াছে। প্রভো। ঐ তরুর তিনটি পাদ বটে কিন্তু উহার প্রত্যেকে মরীচি প্রভৃতি মুনিগণ এবং মনু সকল ভূরি ভূরি শাখা প্রশাখা আছে অতএব হে প্রভো! ভুবন দ্রুম স্বরূপ যে তুমি তোমাকে নমস্কার করি ॥ ৯ ॥

ইত্যাদি স্থলে ত্রিপাৎ ইতি ইহার

—শ্রীধরস্বামির টীকা যথা ॥

যিনি এক হইয়া ত্রিপাৎ অর্থাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এই তিন জন যাঁহার পাদ অর্থাৎ স্কন্ধ হইয়াছেন। বৃক্ষরূপে শ্রীগর্ভোদশায়ির বর্ণন হেতু ঐ সকল ব্রহ্মাদির স্কন্ধত্ব জানিতে হইবে ॥ ৫০ ॥

সেই সকল ব্রহ্মাদির আবির্ভাব যথা ॥
৪ স্কন্ধের ১ অধ্যায়ে ১৬।১৭ শ্লোকে
মৈত্রেয় বিদুরকে কহিয়াছেন ॥

এই প্রকার তপস্যা করিতে করিতে মুনির মস্তক হইতে সহসা অগ্নি নির্গত হইল এবং তাঁহার প্রাণায়াম রূপ ইন্ধন দ্বারা সেই অগ্নি সাতিশয় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল তাহাতে ত্রিভুবন দহ্যমান অবলোকন করিয়া তিন জন প্রভু অর্থাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র তৎক্ষণাৎ তাঁহার আশ্রম পাদে আগমন করিলেন। অপ্সরা, মুনি, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, বিদ্যাধর এবং উরগগণ তদ্দর্শনে তাঁহার যশঃ গান করিয়া তাহা সর্ব্বত্র বিস্তীর্ণ করিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥

এস্থলে মুনি শব্দে অত্রি মুনি ॥ ৫১ ॥

যথাবা ১০ স্কন্ধের ৮৯ অধ্যায়ে
১ শ্লোকে শ্রীশুকদেবের বাক্য যথা ॥

সরস্বত্যাস্তটে রাজন্ ঋষয়ঃ সত্রমাসতে।
বিতর্কঃ সমভূত্তেষাং ত্রিষ্বধীশেষু কোমহা
নিত্যাদিরিতিহাসঃ।। ১১ ।।

অত্র শ্রীবিষ্ণোঃস্থানঞ্চ ক্ষীরোদাদিকং পাদ্মোত্তরখণ্ডাদৌ জগৎ পালন নিমিত্তক নিবেদনার্থং ব্রহ্মাদয় স্তত্র মুহুর্গচ্ছন্তীতি প্রসিদ্ধেঃ বিষ্ণু-লোকতয়া প্রসিদ্ধেশ্চ। বৃহৎ সহস্রনাম্নি ক্ষীরাব্ধিনিলয় ইতি তন্নামগণে পঠ্যতে। শ্বেতদ্বীপপতেঃ ক্বচিদনিরুদ্ধতয়া খ্যাতিশ্চ তস্য সাক্ষাদেবা-বির্ভাব ইত্যপেক্ষয়েতি ।। ১০।৮৯ ।। শ্রীশুকঃ ।।৫২।।

এবং পরীক্ষায়াং তত্র ত্রিদেব্যাস্তারতম্যমপি স্ফুটং ।।

তথাচান্যত্রে দ্বয়েনাহ ।।

সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতেগুণাস্তৈ
যুক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে।
স্থিত্যাদয়ে হরি বিরিঞ্চি হরেতি সংজ্ঞাঃ
শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতনোর্নৃণাং স্যুঃ ।। ১২ ।।

ইহ যদ্যপি এক এব পরঃ পুমান্ অস্য বিশ্বস্য স্থিত্যাদয়ে স্থিতি সৃষ্টি লয়ার্থং তৈঃ সত্ত্বাদিভিযুক্তঃ পৃথক্ পৃথক্ তত্তদধিষ্ঠাতা সন্

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্! সরস্বতীতটে যজ্ঞ করিতে করিতে ঋষিগণের মনে বিতর্ক উপস্থিত হইল যে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এই তিনের মধ্যে কোন দেবতা মহৎ। ইত্যাদি সমস্ত ইতিহাস ।। ১১ ।।

এস্থলে শ্রীবিষ্ণুর স্থান ক্ষীরোদ সমুদ্রাদি! যেহেতু পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডাদিতে জগতের পালন জন্য নিবেদন করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মাদি দেবগণ ক্ষীর সমুদ্রের তীরে বারম্বার গমন করেন ইহা প্রসিদ্ধ আছে এবং ঐ ক্ষীর সাগর বিষ্ণুলোক বলিয়াও প্রসিদ্ধ আছে।

বৃহৎ সহস্র নামে ক্ষীরাব্ধিনিলয় বলিয়া বিষ্ণুর একটি নাম পাঠ করেন। কোন-স্থানে শ্বেতদ্বীপপতির যে অনিরুদ্ধ বলিয়া খ্যাতি, তাহা শ্বেতদ্বীপপতি সাক্ষাৎ অনিরুদ্ধের আবির্ভাব এই অপেক্ষায় কথিত হইয়াছে ।। ৫২ ।।

এই প্রকার পরীক্ষা দ্বারা সেই তিন দেবতার তারতম্য স্পষ্ট হইয়াছে, তাহার প্রমাণ অন্যত্র দুইশ্লোকে কহিতেছেন।

১ স্কন্ধের ২ অধ্যায়ে ২৩ শ্লোকে যথা ।।

যদিও এক পরম পুরুষ প্রকৃতির সত্ত্ব রজঃ তম এই গুণত্রয়ে যুক্ত হইয়া বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি লয় নিমিত্ত হরি বিরিঞ্চি হর এই পৃথক্ পৃথক্ সংজ্ঞা ধারণ করেন, তথাপি সত্ত্বমূর্ত্তি বাসুদেব হইতেই মনুষ্যাদিগের শ্রেয়ঃ অর্থাৎ মোক্ষ হয় ।। ১২ ।।

হরি বিরিঞ্চি হরেতি সংজ্ঞা ভিন্না ধত্তে তত্তদ্রূপেণাবির্ভবতীত্যর্থঃ তথাপি তত্র তেষাং মধ্যে শ্রেয়াংসি ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ ভক্ত্যাখ্যানি শুভ ফলানি সত্ত্বতনোঃ সত্ত্বশক্তেঃ শ্রীবিষ্ণোরেব স্যুঃ। অয়ং ভাবঃ উপাধিদৃষ্ট্যা তৌ দ্বৌ সেবমানে রজস্তমসোর্ঘোর বিমূঢ়ত্বাদ্ভবন্তোঽপি ধর্ম্মার্থ কামা নাতিসুখদা ভবন্তি। তথোপাধি ত্যাগেন সেবমানে ভবন্নপি মোক্ষো ন সাক্ষান্নচ ঝটিতি কিন্তু কথমপি পরমাত্মাংশ এবায়মিত্যনুসন্ধানাভ্যাসেনৈব পরমাত্মন এব ভবতি।

তত্র তত্র সাক্ষাৎ পরমাত্মাকারত্বেনাপ্রকাশাৎ।
তস্মাত্তাভ্যাং শ্রেয়াংসি ন ভবন্তীতি ॥
অথোপাধি দৃষ্ট্যাঽপি শ্রীবিষ্ণুং সেবমানে
সত্ত্বস্য শান্তত্বাৎ ধর্ম্মার্থ কামা অপি সুখদাঃ।
তত্র নিষ্কামত্বেন তু তং সেবমানে
সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানমিতি ॥
কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানমিতিচোক্তের্মোক্ষশ্চ সাক্ষাৎ ॥৫৩
অত উক্তং স্কান্দে ॥

এস্থানে যদ্যপি এক পরম পুরুষ এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি লয়ের নিমিত্ত প্রকৃতির সেই সত্ত্ব রজঃ তমোগুণে যুক্ত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ সত্ত্বাদিগুণের অধিষ্ঠাতা হইয়া হরি বিরিঞ্চি হর এই তিন সংজ্ঞা ধারণ করিয়াছেন অর্থাৎ তত্তদ্রূপে আবির্ভূত হইয়াছেন তথাপি ঐ তিনের মধ্যে শ্রেয়ঃ অর্থাৎ ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ ও ভক্তি নামক শুভফল সকল সত্ত্বগুণের অধিষ্ঠাতা শ্রীবিষ্ণু হইতেই হইয়া থাকে। ইহার ভাব এই যে উপাধি দৃষ্টি দ্বারা বিরিঞ্চি ও হর সেবমান জনের রজোগুণ ও তমোগুণের ঘোর এবং মূঢ়ত্ব প্রযুক্ত যদিচ ধর্ম্ম অর্থ কাম হয় বটে, তথাপি তৎসমুদায় সুখপ্রদ হয় না। তথা উপাধি পরিত্যাগ দ্বারা সেবমান জনেরই যদিচ মোক্ষ হয় সত্য, তথাপি তাহা সাক্ষাৎ ও ঝটিতি হয় না, কিন্তু ইনি পরমাত্মার অংশ কথঞ্চিৎ এইরূপ জ্ঞান হইলে পরমাত্মা হইতে মোক্ষ হইয়া থাকে, বিরিঞ্চি ও হরে সাক্ষাৎ পরমাত্ম স্বরূপের অপ্রকাশ হেতু ঐ দুই হইতে কল্যাণ হয় না। অপর উপাধি দৃষ্টি দ্বারাও শ্রীবিষ্ণুকে সেবা করিলে সত্ত্বগুণের শান্তত্ব প্রযুক্ত ধর্ম্ম অর্থ কাম সকলও সুখপ্রদ হইয়া থাকে, তাহা আবার নিষ্কাম হইয়া শ্রীবিষ্ণুকে সেবা করিলে সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান জন্মে। ঐ সাত্ত্বিক জ্ঞান মোক্ষ স্বরূপ ॥

শ্রীভগবদ্গীতার ১৪ অধ্যায়ে ১৭ শ্লোকে তথা ১১ স্কন্ধের ২৫ অধ্যায়ে ২৩ শ্লোকে এই উক্তি হেতু বিষ্ণু হইতে সাক্ষাৎ মোক্ষ হয় ॥ ৫৩ ॥

অতএব স্কন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে যথা ॥

বন্ধকো ভবপাশেন ভবপাশাচ্চ মোক্ষকঃ।
কৈবল্যদঃ পরং ব্রহ্ম বিষ্ণুরেব সনাতন ইতি।
উপাধি পরিত্যাগেন তু পঞ্চমঃ পুরুষার্থো
ভক্তিরেব ভবতি তস্য পরমাত্মাকারেণৈব প্রকাশাৎ।
তস্মাৎ শ্রীবিষ্ণোরেব শ্রেয়াংসি স্যুরিতি।
অত্র তু যৎ ত্রয়াণামভেদ বাক্যেনোপ
জপ্তমতয়ো বিবদন্তে তত্রেদং ব্রূমঃ।

যদ্যপি তারতম্যমিদং অধিষ্ঠান গতমেব অধিষ্ঠাতাতু পরঃ পুরুষঃ এক এবেতি ভেদাসংভবাৎ সত্যমেবাভেদ বাক্যং।

তথাপি তস্য তত্র তত্র সাক্ষাত্ত্বাসাক্ষাত্ত্বভেদেন প্রকাশেন তারতম্যং দুর্নিবারমেবেতি সদৃষ্টান্তমেবাহ ॥ ৫৪ ॥

পার্থিবাদ্দারুণোধূম স্তস্মাদগ্নিস্ত্রয়ীময়ঃ।
তসমস্তু রজ স্তস্মাৎ সত্ত্বং যদ্ব্রহ্ম দর্শনং ॥ ১৩ ॥

পরম ব্রহ্ম সনাতন বিষ্ণুই ভবপাশ দ্বারা বন্ধক, ভবপাশ হইতে মোচক এবং মোক্ষপ্রদ হইয়াছেন ॥

অপর উপাধি পরিত্যাগ দ্বারা বিষ্ণুকে ভজনা করিলে পঞ্চম পুরুষার্থ যে ভক্তি তাহাও হইয়া থাকে, যেহেতু তাঁহার পরমাত্মাকাররূপে প্রকাশ আছে। অতএব বিষ্ণু হইতেই সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ হয়। পরন্তু এস্থলে তিনই এক এই অভেদ বাক্য দ্বারা যাহারা উপজপ্তমতি অর্থাৎ তিনের অভেদদর্শি জনসকল যে বিবাদ করে তাহাতে আমরা ইহাই বলিব, যদ্যপি এই তারতম্য অধিষ্ঠান গতই হইয়াছে এবং অধিষ্ঠাতা পুরুষ একই, ইহাতে ভেদের অসম্ভব হেতু এই অভেদ বাক্য সত্য, তথাপি সেই পরম পুরুষের বিরিঞ্চি ও হরে সাক্ষাৎ এবং অসাক্ষাৎ ভেদ প্রকাশ দ্বারা এই তারতম্য দুর্নিবার হইয়াছে অর্থাৎ এই তর তম নিবারণ করিবার সামর্থ্য নাই, ইহা দৃষ্টান্তের সহিত কহিতেছেন ॥ ৫৪ ॥

১ স্কন্ধের ২ অধ্যায়ে ২৪ শ্লোকে
শ্রীসূত কহিয়াছেন যথা ॥

কেননা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইতেছে পার্থিব অর্থাৎ প্রবৃত্তি ও প্রকাশ রহিত কাষ্ঠ হইতে ধূম শ্রেষ্ঠ, কারণ তাহার প্রবৃত্তি স্বভাব অর্থাৎ গমন শক্তি আছে, ঐ ধূম অপেক্ষা আবার ত্রয়ীময় অগ্নি শ্রেষ্ঠ, কারণ তাহা ধর্ম্মসাধক। এই দৃষ্টান্তে তমোগুণ অপেক্ষা সত্ত্বগুণ প্রধান যেহেতু সত্ত্ব সাক্ষাৎ ব্রহ্ম দর্শক অতএব তত্তদ্গুণোপাধি হরি বিরিঞ্চি হর প্রভৃতিরও অপেক্ষাকৃত বৈশিষ্ট্য হইল ॥ ১৩ ॥

পার্থিবাদ্দারু ধূমবদংশেনাগ্নেয়াত্ততএব বেদোক্তকর্ম্মণঃ সাক্ষাৎ প্রবৃত্তি-প্রকাশরহিতাৎ দারুণঃ যজ্ঞিয়াদ্মথনকাষ্ঠাৎ সকাশাদংশেনাগ্নেয়োধূম স্ত্রয়ীময়ঃ পূর্ব্বাপেক্ষয়া বেদোক্ত কর্ম্মাধিক্যাবির্ভাবাস্পদং। তস্মাদপি স্বয়মগ্নি স্ত্রয়ীময় সাক্ষাৎ তদুক্ত কর্ম্মাবির্ভাবাস্পদং। এবং কাষ্ঠ স্থানীয়াৎ সত্ত্বগুণ বিদূরাৎ তমসঃ সকাশাৎ ধূম স্থানীয়ং কিঞ্চিৎ সত্ত্ব সন্নিহিতং রজো ব্রহ্ম দর্শনং। বেদোক্ত কর্ম্ম স্থানীয়স্য ততদবতারিণঃ পুরুষস্য প্রকাশদ্বারং। তু শব্দেন লয়াত্মকাত্তমসঃ সকাশাদ্রজসঃ সোপাধিক জ্ঞান হেতুত্বেন ঈষত্তদগুণচ্ছবি প্রাদুর্ভাব রূপং কিঞ্চিদ্ব্রহ্ম দর্শন প্রত্যাসত্তি-মাত্রমুক্তং নতু সর্ব্বথা বিক্ষেপক ত্বাৎ। যদগ্নি স্থানীয়ং সত্ত্বং তৎ সাক্ষাদ্ব্রহ্মণো দর্শনং। সাক্ষাদেব সম্যক্ গুণ রূপাবির্ভাবদ্বারং শান্ত স্বচ্ছ স্বভাবাত্মকত্বাৎ। অতো ব্রহ্মাদ্যয়োদ্বয়োরসাক্ষাত্ত্বং শ্রীবিষ্ণৌ তু সাক্ষাত্ত্বং সিদ্ধমিতি ভাবঃ ॥ ৫৫ ॥

তথাচ শ্রীবামনপুরাণে ॥

ব্রহ্মা বিষ্ণ্বীশ রূপাণি ত্রীণি বিষ্ণোর্ম্মহাত্মনঃ।
ব্রহ্মণি ব্রহ্ম রূপঃ স শিবরূপঃ শিবে স্থিতঃ।

পার্থিব অর্থাৎ পৃথিবী সম্বন্ধীয় হইতে কিন্তু ধূমের ন্যায় আগ্নেয় অংশ হইতে নহে, তাহা হইতেই বেদোক্ত কর্ম্মের সাক্ষাৎ প্রবৃত্তি প্রকাশ রহিত দারু অর্থাৎ যজ্ঞীয় মথন কাষ্ঠ হইতে অংশের দ্বারা অগ্নির যে ধূম তাহা ত্রয়ীময় অর্থাৎ পূর্ব্বাপেক্ষায় বেদোক্ত কর্ম্মাধিক্যের আবির্ভাবের আস্পদ হইয়াছে, ঐ ধূম হইতেও স্বয়ং অগ্নি ত্রয়ীময় অর্থাৎ সাক্ষাৎ বেদোক্ত কর্ম্মের আবির্ভাবের আস্পদ হইয়াছে। এই প্রকার সত্ত্বগুণ হইতে বিদূর অর্থাৎ দূরবর্ত্তী কাষ্ঠ স্থানীয় তমোগুণ হইতে ধূম স্থানীয় কিঞ্চিৎ সত্ত্ব-গুণ সন্নিহিত রজোগুণ ব্রহ্মদর্শক হইয়াছে অর্থাৎ বেদোক্ত কর্ম্ম স্থানীয় সেই সেই অবতারি পুরুষের প্রকাশের দ্বার হইয়াছে। তু শব্দ দ্বারা লয়াত্মক তমোগুণ হইতে রজোগুণের সোপাধিক জ্ঞান হেতুক অল্প রজোগুণচ্ছবি প্রাদুর্ভাব রূপ যৎ কিঞ্চিৎ ব্রহ্ম দর্শনের নৈকট্য মাত্র উক্ত হইয়াছে। রজোগুণের বিক্ষেপকত্ব প্রযুক্ত সর্ব্বপ্রকারে উক্ত হয় নাই। অগ্নি স্থানীয় যে সত্ত্বগুণ তাহা সাক্ষাৎ ব্রহ্মদর্শক অর্থাৎ ঐ সত্ত্ব শান্ত ও স্বচ্ছ স্বভাব প্রযুক্ত সাক্ষাতই সম্যক্ সেই সেই গুণ রূপের আবির্ভাবের দ্বার স্বরূপ। অতএব বিরিঞ্চি ও হরে ব্রহ্মের অসাক্ষাত্ত্ব এবং শ্রীবিষ্ণুতে ব্রহ্মের সাক্ষাৎ দর্শনত্ব সিদ্ধি হইল এই তাৎপর্য্যার্থ ॥ ৫৪ ॥

শ্রীবামনপুরাণে যথা ॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এই তিনটি মহাত্মা বিষ্ণুর রূপ কিন্তু ঐ বিষ্ণুরূপী জনার্দ্দন দেব ব্রহ্মায় ব্রহ্মরূপে ও শিবে শিবরূপে অবস্থিত হইয়া স্বয়ং পৃথক্‌রূপে অবস্থিত আছেন ॥

পৃথগেব স্থিতো দেবো বিষ্ণুরূপী জনার্দ্দন ইতি।
তদুক্তং ব্রহ্মসংহিতায়াং ॥
ভাস্বান্ যথাঽশ্ম সকলেষু নিজেষু তেজঃ
স্বীয়ং কিয়ৎ প্রকটয়ত্যপি তদ্বদত্র।
ব্রহ্মা য এব জগদণ্ড বিধান কর্ত্তা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥
ক্ষীরং যথাদধিবিকার বিশেষযোগাৎ
সংজায়তে নতু ততঃ পৃথগস্তি হেতোঃ।
যঃ সম্ভুতামপি তথা সমুপৈতি কার্য্যা
দ্গোবিন্দমাদি পুরুষমিতি ॥
দীপার্চ্চিরেবহি দশান্তরমভ্যুপেত্য
দীপায়তে বিবৃত হেতু সমান ধর্ম্মা।
যস্তাদৃগেবহিচ বিষ্ণুতয়া বিভাতি গোবিন্দমিত্যাদি ॥৫৬॥

ব্রহ্মসংহিতার ৪৯।৪৫।৪৬ শ্লোকে
এই বিষয় উক্ত হইয়াছে যথা ॥

সর্ব্ব প্রভাকর সূর্য্য যেমন স্বনাম খ্যাত সূর্য্য কান্তাদি মণি সকলে স্বকীয় তেজঃ প্রকট দ্বারা তৎসমুদায়কে দীপ্তিমান করেন, তদ্বৎ জগদণ্ড বিধান কর্ত্তা ব্রহ্মাদিতে যে যে ভগবান্ স্বীয় তেজঃ প্রদানে সৃষ্টি কর্তৃত্বাদি ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥

যেমন দধি বিকার বিশেষ যোগে এক দুগ্ধ পৃথক্ দুই নাম রূপে প্রতিভাষিত হয় বস্তুত বিবেচনা করিলে সে দুগ্ধ ব্যতীত পৃথক্ বস্তু নহে অর্থাৎ এক দুগ্ধ হইতে দধ্যাদি উৎপন্ন হইয়াছে, সেইরূপ এক পরমাত্মা হরি মায়াযোগে বিশেষ হেতু শম্ভুতা প্রাপ্ত হইয়া কার্য্যরূপে সম্পন্ন হইয়াছেন, বস্তুবিচারে হরি ভিন্ন শম্ভু অন্য বস্তু নহেন। অতএব যে ভগবান্ হইতে সকল শক্তি ও শক্তিমান্ সকল পুরুষের উদ্ভাবন হইতেছে, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥

যেমন দীপ জ্যোতি দশান্তর অর্থাৎ অন্যবর্ত্তিকে লাভ করতঃ পূর্ব্ব দীপবৎ সম্যক্ প্রজ্জ্বলিত হয়, কিন্তু উভয় দীপেরই সমান ধর্ম, তাহার অন্যথা হয় না তদ্রূপ গুণাবতার ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদিরও গোবিন্দের সহিত সমান ধর্ম্মতা প্রতিপন্ন হইয়াছে, অতএব যিনি একমাত্র গোবিন্দ আদি পুরুষ, আমি তাহাকে ভজনা করি ॥ ৫৬ ॥

দধি দৃষ্টান্ত দ্বারা তাঁহার বিকারিত্ব প্রাপ্ত হয় নাই, যে হেতু শ্রুতি শব্দ মূল হইয়াছেন, এই ন্যায় প্রযুক্ত বারম্বার পরিত্যক্ত হইয়াছে ॥

নচ দধি দৃষ্টান্তেন বিকারিত্বমায়াতি তস্য শ্রুতেস্তু শব্দ মূলত্বাদিতি ন্যায়েন মুহুঃ পরিহৃতত্বাদ্যথোক্তং ॥

যত উদয়াস্তময়ৌ বিকৃতেমৃর্দিবাবিকৃতাৎ ইতি দৃষ্টান্ত ত্রয়েণ ক্রমেণেদং লভ্যতে সূর্য্যকান্তিস্থানীয়ে ব্রহ্মোপাধৌ সূর্য্যস্যেব তস্য কিঞ্চিৎ প্রকাশঃ। দধি স্থানীয়ে শম্ভূপাধৌ ক্ষীর স্থানীয়স্য ন তাদৃগপি প্রকাশঃ। দশান্তরঃ স্থানীয়ে বিষ্ণুপাধৌ তু পূর্ণ এব প্রকাশঃ ইতি ॥ ১২॥ শ্রীসূত ॥ ৫৭ ॥

এবমাহ ত্রিভিঃ।

শিবঃ শক্তিযুতঃ শশ্বত্ত্রিলিঙ্গোগুণসংবৃতঃ।
বৈকারিক স্তৈজসশ্চ তামসশ্চেত্যহং ত্রিধা।
ততোবিকারা অভবন্ ষোড়শামীষু কিঞ্চন।
উপাধাবন্ বিভূতীনাং সর্ব্বাসামশ্নুতে গতিং ॥
হরি র্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
স সর্ব্বদৃগুপদ্রষ্টা তং ভজন্নির্গুণো ভবেৎ ॥ ১৪ ॥

এই বিষয় ১০ স্কন্ধের ৮৭ অধ্যায়ে
১১ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যথা ।।

যেহেতু অবিকৃত মৃত্তিকা হইতে বিকৃত ঘটাদির উৎপত্তি বিনাশের ন্যায় অবিকৃত ব্রহ্ম হইতে এই বিকৃত বিশ্বের উদয়াস্ত হইতেছে। সূর্য্য, দুগ্ধ, দীপ ক্রমান্বয়ে এই তিন দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহাই লব্ধ হইল যে সূর্য্যকান্ত স্থানীয় ব্রহ্মোপাধিতে সূর্য্য স্থানীয় সেই ভগবানের কিঞ্চিৎ প্রকাশ, আর দধি স্থানীয় শম্ভুপাধিতে ক্ষীর স্থানীয় ভগবানের সেরূপ প্রকাশ হয় নাই, কিন্তু দশান্তর স্থানীয় বিষ্ণু উপাধিতে ভগবানের সম্পূর্ণ প্রকাশ জানিতে হইবে ।। ৫৭ ।।

১০ স্কন্ধের ৮৮ অধ্যায়ে ২। ৩। ৪ এই তিন
শ্লোকে শুকদেব কহিয়াছেন যথা ।।

শুকদেব কহিলেন রাজন্! শিব সর্ব্বদা শক্তি যুক্ত, ত্রিলিঙ্গ ও গুণসংবৃত। যেহেতু অহঙ্কার তিন প্রকার অর্থাৎ বৈকারিক, তৈজস ও তামস, সেই জন্য শিবকে ত্রিলিঙ্গ বলা যায় ।।

তাঁহা হইতে দশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চভূত ও মন এই ষোড়শ বিকার উৎপন্ন হয়, ইহার মধ্যে যে কোন বিকারোপাধি ভজনা করিলেই সমুদায় বিভূতির গতি প্রাপ্তি হয় ।।

হরি সাক্ষাৎ নির্গুণ পুরুষ, প্রকৃতির পর ও সর্ব্ব সাক্ষী, তাঁহাকে ভজনা করিলেই নির্গুণত্ব প্রাপ্তি হয় ।। ১৪ ।।

শশ্বচ্ছক্তিযুতঃ প্রথমত স্তাবন্নিত্যমেব শক্ত্যা গুণ সাম্যাবস্থ প্রকৃতি রূপোপাধিনা যুক্তঃ গুণক্ষোভে সতি ত্রিলিঙ্গো গুণত্রয়োপাধি প্রকটৈশ্চ সদ্ভিস্তৈগুর্ণৈঃ সংবৃতশ্চ ॥

ননু তম উপাধিত্বমেব তস্য শ্রূয়তে কথং তত্তদুপাধিত্বং তত্রাহ বৈকারিক ইতি।

অহং তত্ত্বং হি তত্তদ্রূপেণ ত্রিধা ॥
সচ তদধিষ্ঠাতেত্যর্থঃ।

মুখ্যতয়া নাস্তাং নামান্যদ্গুণদ্বয়ং গৌণতয়াত্বাস্ত এবেত্যর্থঃ। ততস্তেন ভগবৎ প্রতিনিধি রূপেণাধিষ্ঠিতাদহং তত্ত্বাৎ ষোড়শ বিকারা যে অভবন্ অমীষু বিকারেষু মধ্যে সর্ব্বাসাং বিভূতীনাং কিঞ্চ ন উপাধাবন্ তদুপাধিকত্বেন তমুপাপীনো গতিং প্রাপ্য ফলং লভতে হি প্রসিদ্ধৌ হেতে বা ॥

হরিস্তু প্রকৃতেরুপাধিতঃ পরস্তদ্ধর্ম্মৈরস্পৃষ্টঃ
অতএব নিগুর্ণোহপি কুত স্ত্রিলিঙ্গত্বাদিকমিতি ভাবঃ।

তত্র হেতুঃ সাক্ষাদেব পুরুষ ঈশ্বরঃ নতু প্রতিবিম্ববদ্ব্যবধানেনেত্যর্থঃ ॥ ৫৮ ॥

"শশ্বচ্ছক্তি যুক্তঃ" শিব প্রথমত তাবৎ নিত্য শক্তির সহিত যুক্ত অর্থাৎ গুণের সাম্যাবস্থ রূপ উপাধির সহিত যুক্ত, দ্বিতীয় গুণ ক্ষোভে ত্রিলিঙ্গ, তৃতীয় গুণত্রয়োপাধি প্রকট নিত্য সেই গুণের দ্বারা সংবৃত (আচ্ছন্ন) হয়েন।

অহে! যদি এরূপ আশংকা কর যে শিবের তমোগুণরূপ উপাধি বিশিষ্টত্ব শ্রুত হওয়ায় তবে তাঁহার কি প্রকারে সেই দুই উপাধি হইল, এই পূর্ব্বপক্ষের সমাধানপূর্ব্বক কহিতেছেন, "বৈকারিক ইতি" অহঙ্কার তত্ত্ব সেই দুই রূপে অর্থাৎ সত্ত্বাদিগুণ ত্রয়রূপে তিন প্রকার হয় অর্থাৎ ভগবান্ তাহাদের অধিষ্ঠাতা হইয়াছেন। অন্য রজস্তমো গুণদ্বয় ভগবান্ বিষ্ণুতে মুখ্যতা রূপে নাই কিন্তু গৌণতারূপে আছে। অতএব ভগবানের প্রতিনিধিরূপে অধিষ্ঠিত অহং তত্ত্ব হইতে যে ষোড়শ বিকার উদ্ভব হইয়াছে, ঐ বিকার সকলের মধ্যে অর্থাৎ সমুদায় বিভূতির মধ্যে, যে কোন বিকারের ভজনা করিলে অর্থাৎ সেই উপাধি বিশিষ্টরূপে উপাসনা করিলে "গতিং প্রাপ্য" অর্থাৎ ফল লাভ হয়। হি শব্দের অর্থ প্রসিদ্ধ অথবা হেতু।

পরন্তু হরি প্রকৃতির উপাধি হইতে ভিন্ন অর্থাৎ প্রকৃতির ধর্ম্ম তাঁহাকে স্পর্শ করে না অতএব নিগুর্ণের কি হেতু ত্রিলিঙ্গত্বাদি হইবে ॥

তদ্বিষয়ে হেতু এই যে, পুরুষ সাক্ষাৎ ঈশ্বর অর্থাৎ প্রতিবিম্বের ন্যায় ব্যবধান দ্বারা গুণযুক্ত হয়েন না ॥ ৫৮ ॥

অতো বিদ্যাবিদ্যে মম তনূ ইতি বৎ তনূশব্দোপোদানাৎ কুত্রচিৎ সত্ত্ব শক্তিত্ব শ্রবণমপি প্রেক্ষাদি মাত্রেণোপকারিত্বাদিতি ভাবঃ। অতএব সর্ব্বেষাং শিব ব্রহ্মাদীনাং দৃক্ জ্ঞানং যস্মাত্তথা ভূতঃ সন্ উপদ্রষ্টা তদাদি সাক্ষী ভবতি অতস্তং ভজন্নিগুণো ভবেৎ গুণাতীত ফল ভাগ্ভবতীতি ।। ১০।৮৮ ।। শ্রীশুকঃ ।। ৫৯ ।।

অতএব বিষ্ণুরেব পরম পুরুষেণ সাক্ষাদভেদোক্তিমাহ ।। সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরোহরতি তদ্বশঃ।

বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্ ।। ১৫ ।।

অহং ব্রহ্মা শ্রুতিশ্চাত্র ।।

সব্রহ্মণা সৃজতি সরুদ্রেণ বিলাপয়তি।
সোঽনুৎপত্তিরলয় এব হরিঃ

অতএব ১১ স্কন্ধে ১১ অধ্যায়ে ৩ শ্লোকে ।।

বিদ্যাবিদ্যে মম তনূ বিদ্ধ্যুদ্ধব শরীরিণাং।
বন্ধমোক্ষ করী আদ্যে মায়য়া মে বিনির্ম্মিতে ।।

অস্যার্থঃ। ভগবান্ কহিলেন হে উদ্ধব! বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয় আমার শক্তি, উভয়েই শরীরিদিগের বন্ধ মোক্ষকরী, উভয়েই অনাদি, উভয়কে আমার মায়াদ্বারা নির্ম্মিত জানিবে।।

ইহার ন্যায় তনূ শব্দের গ্রহণ হেতু, কোথাও সত্ত্ব শক্তিত্ব শ্রবণ ও প্রকৃষ্ট দর্শনাদি মাত্র দ্বারা তাঁহার উপকারিত্ব হইয়াছে। অতএব শিব ব্রহ্মাদি সকলের যাহা হইতে জ্ঞান হইয়াছে সেই ভগবান্ উপদ্রষ্টা অর্থাৎ তাহাদের সাক্ষী হইয়াছেন। এজন্য তাঁহাকে যিনি ভজন করেন তিনিও নিগুর্ণ হয়েন অর্থাৎ গুণাতীত ফলভাগী হয়েন ।। ৫৯ ।।

অতএব বিষ্ণুরই পরম পুরুষের সহিত সাক্ষাৎ অভেদোক্তি কহিয়াছেন ।।

২ স্কন্ধের ৬ অধ্যায়ে ৩০ শ্লোকে
শ্রীনারদের প্রতি শ্রীব্রহ্মার বাক্য যথা ।।

ব্রহ্মা কহিলেন হে নারদ! তাঁহারই নিয়োগে আমি এই বিশ্বের সৃজন করি, রুদ্রও তাঁহার বশতাপন্ন হইয়া এই বিশ্বের সংহার করেন, তিনি মায়াবী স্বয়ং বিষ্ণুরূপ ধারণ করিয়া ইহার পালন করেন ।। ১৫ ।।

অহং শব্দে ব্রহ্মা।

এস্থলে মহা উপনিষদে
শ্রুতি যথা ।।

সেই ভগবান্ ব্রহ্মরূপে সৃষ্টি করিতেছেন, তিনি রুদ্ররূপে সংহার করিতেছেন, তাঁহার উৎপত্তি ও লয় নাই, সেই হরি পর অর্থাৎ পরমানন্দ স্বরূপ ।। ৬০ ।।

পরঃ পরমানন্দ ইতি মহোপনিষদি ॥
২। ১॥ শ্রীব্রহ্মা শ্রীনারদম্ ॥ ৬০ ॥

তথৈবাহ ॥

অত্রানুবর্ণ্যতেঽভীক্ষ্ণং বিশ্বাত্মা ভগবান্ হরিঃ।
যস্য প্রসাদজো ব্রহ্মা রুদ্রঃ ক্রোধ সমুদ্ভবঃ ॥ ১৬ ॥

অত্র বিষ্ণুনকথিত ইতি তেন সাক্ষাদভেদ এব ইত্যায়াতম্।

তদুক্তম্।

স উ এব বিষ্ণুরিতি ॥
শ্রুতিশ্চ ॥

পুরুষো হবৈ নারায়ণোঽকাময়ত অথ নারায়ণাদজোঽজায়ত যতঃ প্রজাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি নারায়ণঃ পরং ব্রহ্ম নারায়ণঃ তত্ত্বং নারায়ণঃ পরং সত্যং পরং ব্রহ্ম পুরুষং কৃষ্ণপিঙ্গলমিতি ॥

---

১২ স্কন্ধের ৫ অধ্যায়ে শ্রীশুক সেই রূপই
কহিয়াছেন যথা ॥

শুকদেব কহিলেন রাজন্ ! যাঁহার প্রসাদে ব্রহ্মা ও ক্রোধে রুদ্র উৎপন্ন হইয়াছেন, সেই বিশ্বাত্মা ভগবান্ হরির স্বরূপ এক্ষণে বিশেষরূপে বর্ণন করিতেছি ॥ ১৬ ॥

এস্থলে বিষ্ণু কথিত হয়েন নাই, বিষ্ণুর সহিত সাক্ষাৎ অভেদ এই অর্থ লাভ হইল ॥

৩ স্কন্ধের ৮ অধ্যায়ে ১৬ শ্লোকে উক্ত
হইয়াছে যথা ॥

"তল্লোক পদ্মং স উ এব বিষ্ণুঃ
প্রাবীবিশৎ সর্ব্ব ভাসং।
তস্মিন্ স্বয়ং বেদময়ো বিধাতা
স্বয়ং ভুবং যং স্ম বদন্তি সোঽভূৎ ॥

অস্যার্থঃ। মৈত্রেয় কহিলেন হে বিদুর ! ঐ পদ্মই লোক স্বরূপ এবং জীবভোগ্য সমস্ত গুণ অর্থাৎ গুণকার্য্য জীবের ভোগযোগ্য রূপে স্বর্গ নরকাদির প্রকাশক, তাহা যে গর্ভোদশায়ি বিষ্ণু হইতে উৎপন্ন হইল, সেই বিষ্ণু অবিলুপ্ত শক্তি হইয়া অন্তর্যামি রূপে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বিষ্ণুর অধিষ্ঠান হইলে ঐ পদ্ম হইতে বেদময় ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলেন। জনক দৃষ্ট না হওয়াতে পণ্ডিতেরা যাঁহাকে স্বয়ম্ভু বলিয়া থাকেন অর্থাৎ কল্পনান্তে ব্রহ্মা নারায়ণের সহিত একীভূত হইয়া ছিলেন তৎপশ্চাৎ নারায়ণ প্রবুদ্ধ হইলে পাদ্মকল্পে ব্রহ্মাও ঐ পদ্মেই অভিব্যক্ত হইলেন, এ নিমিত্ত স্বয়ম্ভু বলিয়া কথিত হয়েন ॥

একো নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা নচ শঙ্করঃ ।
স মুনি র্ভূত্বা সমচিন্তয়ত্তত এব ব্যজায়ন্ত ।
বিশ্বা হিরণ্যগর্ভোঽগ্নি র্যম বরুণ রুদ্রেন্দ্রা ইতিচ ।
তস্মাৎ তস্যৈব বর্ণনীয়ত্বমপি যুক্তং ॥ ১২।৫ ॥ শ্রীসূতঃ ॥ ৬১॥
ননু ত্রয়াণামেকভাবানাং যো ন পশ্যতি বৈ ভিদাং ॥
তথা ॥
ন তে ময্যচ্যুতেঽজেচ ভিদামন্বপিচক্ষতে ॥
ইত্যাদাবভেদ এব শ্রূয়তে ॥
পুরাণান্তরেচ বিষ্ণুতস্তয়োর্ভেদে নরকং শ্রূয়তে ॥ ৬২ ॥
সত্যং বয়মপি ভেদং ন ব্রূমঃ পরম পুরুষস্যৈব তত্তদ্রূপ মিত্যেকাত্মত্বে-নৈবোপক্রান্তত্বাৎ। শিবো ব্রহ্মাচ ভিন্ন স্বভাবাদিতয়া দৃশ্যমানোঽপি

শ্রুতি প্রমাণে যথা ।।

পুরুষ নারায়ণ কামনা করিয়াছিলেন, অনন্তর নারায়ণ হইতে ব্রহ্মা জন্মিলেন, যে ব্রহ্মা হইতে প্রজা ও ভুত সকল জন্মিয়াছে, নারায়ণ পরম ব্রহ্ম, নারায়ণ পরম তত্ত্ব, নারায়ণ পরম সত্য, পরম ব্রহ্ম, পুরুষ ও কৃষ্ণপিঙ্গল বর্ণ ।।

সৃষ্টির পূর্বে এক নারায়ণ ছিলেন, অপর ব্রহ্মা বা শঙ্কর ছিলেন না, ঐ নারায়ণ মুনি হইয়া চিন্তা করিয়াছিলেন, তাঁহা হইতেই বিশ্ব, হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা ও অগ্নি, বরুণ, রুদ্র এবং ইন্দ্র ইহাঁরা সকল জন্মিয়াছেন অতএব সেই ভগবানেরই বর্ণন করা উপযুক্ত হয় ।। ৬১ ।।

অহে ! ৪ স্কন্ধের ৭ অধ্যায়ে ৫১ শ্লোকে
ভগবান্ দক্ষকে কহিয়াছেন যথা ।।

হে ব্রহ্মন্ ! আমাদের তিন জনের একই স্বরূপ এবং আমরা সকল প্রাণির আত্মা, যে ব্যক্তি আমাদের তিনজনের মধ্যে ভেদ দর্শন না করেন তিনিই শান্তি প্রাপ্ত হয়েন ।।

তথা ১২ স্কন্ধের ১০ অধ্যায়ে ১৭ শ্লোকে
শ্রীমহাদেব মার্কণ্ডেয়কে কহিয়াছেন ।।

হে ব্রহ্মন্ ! তোমাতে আমাতে বিষ্ণুতে ও ব্রহ্মাতে অণুমাত্রও ভেদ দৃষ্ট হয় না সুতরাং আত্মার সহিত সকল লোকেরই একতা আছে অতএব আমরাও তোমাকে ভজনা করি ।

ইত্যাদি প্রমাণে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই তিনের অভেদ শুণা যাইতেছে এবং পুরাণান্তরেও বিষ্ণু হইতে শিব ব্রহ্মার ভেদ করিলে নরক হয় শুনা যাইতেছে ? ।।৬২।।

এই পূর্ব পক্ষের সমাধান এই যে, অহে ! পূর্বপক্ষকারিন্ ! সত্য বলিয়াছ, আমরাও ভেদ বলিতেছি না কিন্তু পরম পুরুষেরই শিব ও ব্রহ্মা রূপ হইয়াছেন, যে

প্রলয়ে সৃষ্টৌচ তস্মাৎ স্বতন্ত্র এবান্য ঈশ্বর ইতি ন মন্তব্যং কিন্তু বিষ্ণ্বাত্মক এব স স ইতি তত্রার্থঃ।

তদুক্তং ব্রহ্মাণি ব্রহ্ম রূপ ইত্যাদি ॥
নচ প্রকাশস্য সাক্ষাদসাক্ষাদ্রূপত্বাদি তারতম্যং
বয়ং কল্পায়ামঃ পরন্তু শাস্ত্রমেব বদতি ॥ ৬৩ ॥

শাস্ত্রং দর্শিতম্ ॥

এবং ভগবদবতারানুক্রমণিকাসু ত্রয়াণাং ভেদমঙ্গীকৃত্য এব কেবলস্য শ্রীদত্তস্য গণনা সোম দুর্ব্বাসসোস্ত্বগণনা কিঞ্চ ব্রাহ্মে ব্রহ্মবৈবর্ত্তে চ ব্রহ্ম বাক্যম্।

নাহং শিবো নচান্যেচ তচ্ছক্ত্যেকাংশভাগিনঃ।
বালঃ ক্রীড়নকৈর্যদ্বৎ ক্রীড়তেঽস্মাভিরচ্যুত ইতি ॥
অতএব শ্রুতৌ ॥

যং কাময়ে তমুগ্রং কৃণোমি তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধমিত্যুক্তবা

হেতু এক পরম পুরুষই শিব ব্রহ্মা রূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। শিব ও ব্রহ্মা ভিন্ন স্বভাবাদি দ্বারা দৃশ্যমান হইলেও প্রলয় ও সৃষ্টি বিষয়ে বিষ্ণু হইতে স্বতন্ত্র অন্য ঈশ্বর বলিয়া মন্তব্য নহেন কিন্তু ব্রহ্মা ও শিব বিষ্ণু স্বরূপই হইয়াছেন ইহা মানিতে হইবে।

এই বিষয় পূর্ব্বে বামন পুরাণে উক্ত হইয়াছে
সেই ভগবান্ ব্রহ্মাতে ব্রহ্মরূপ হইয়াছেন ইত্যাদি ।।

প্রকাশের সাক্ষাৎ অসাক্ষাৎ রূপাদির তারতম্য আমরা কল্পনা করি নাই, পরন্তু শাস্ত্রই তারতম্য কহিতেছেন ।। ৬৩ ।।

শাস্ত্রে দর্শিত হইয়াছে যথা ।।

এই প্রকার ভগবদবতারের অনুক্রমণিকায় ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের ভেদ অঙ্গীকার করিয়াই কেবল শ্রীদত্তাত্রেয়ের গণনা হইয়াছে, অবতারের মধ্যে সোম ও দুর্ব্বাসার গণনা হয় নাই।

আরও ব্রাহ্মপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণেও
ব্রহ্মার বাক্য যথা ।।

আমি (ব্রহ্মা) শিব ও মরীচাদি ঋষি সকল সেই ভগবান্ বিষ্ণুর শক্তির একাংশের ভাগী নহি, বালক যেমন ক্রীড়নক দ্রব্য দ্বারা ক্রীড়া করে তাহার ন্যায় অচ্যুত ভগবান্ আমাদিগকে লইয়া ক্রীড়া করিতেছেন।

অতএব শ্রুতিপ্রমাণে যথা ।।

যিনি সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত কামনা করিয়া সেই উগ্রমূর্ত্তি শম্ভুকে, ব্রহ্মাকে, ঋষিকে এবং সুমেধাকে আমি সৃষ্টি করিয়াছি।

মম যোনি রপ্সন্তরিতি শক্তি বচনং অপ্সন্তরিতি কারণোদকশায়ী সূচ্যতে ॥

আপোনারা ইতি প্রোক্তা ইত্যাদেঃ যোনিঃ কারণম্ ॥ ৬৪

এবমেব স্কান্দে ॥

ব্রহ্মেশানাদিভি র্দেবৈর্যৎপ্রাপ্তুং নৈব শক্যতে।
তদ্যৎ স্বভাবঃ কৈবল্যঃ স ভবান্ কেবলো হরিরিতি ॥
তথা বিষ্ণুসামান্য দর্শিনাং দোষঃ শ্রূয়তে।

যথা বৈষ্ণবতন্ত্রে ॥

ন লভেযুঃ পুনর্ভক্তিং হরেরৈকান্তিকীং জড়াঃ।
একাগ্রমনসশ্চাপি বিষ্ণুসামান্য দর্শিনঃ ॥

অন্যত্র ॥

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্ম রুদ্রাদি দৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষ্যেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবমিতি ॥

তথাচ মন্ত্রবর্ণঃ ॥

মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বেদেবা উপাসত ইতি ॥

এই বলিয়া আমার যোনি উৎপত্তি স্থান জলের অন্তর হইয়াছে এই শক্তি বচন অর্থাৎ দেবীসূক্ত। জন সকলের অন্তর ইহার দ্বারা কারণার্ণবশায়ী সূচিত হইলেন, যেহেতু শাস্ত্রে "আপোনারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ। তা যদস্যায়নং পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥" ইত্যাদি বচনে কারণার্ণবশায়ি নারায়ণকে বলিয়াছেন। যোনি শব্দের অর্থ কারণ॥ ৬৪॥

স্কন্দপুরাণেও এই প্রকার কহিয়াছেন যথা।

ব্রহ্মা শিব প্রভৃতি দেবতা সকল যাঁহাকে পাইবার নিমিত্ত শক্ত হয়েন না অতএব যাঁহার স্বভাব কৈবল্য, সেই হরি আপনি কেবল হইয়াছেন।

তথা যাঁহারা বিষ্ণুকে ব্রহ্মা শিবের সহিত সামান্য দর্শন করেন তাঁহাদের দোষ শ্রুত হইতেছে।

বৈষ্ণবতন্ত্রে যথা।

যে সকল মূর্খ ব্রহ্মাদির সহিত বিষ্ণুকে সামান্য দর্শন করে তাহারা একাগ্র মনা হইলেও হরির ঐকান্তিকী ভক্তি লাভ করিতে পারে না॥

অন্যত্র কহিয়াছেন যথা।

ব্রহ্মা রুদ্রাদি দেবতার সহিত যে ব্যক্তি নারায়ণ দেবকে সমান রূপে দর্শন করে, সে নিশ্চয় পাষণ্ড হয়॥

তথাচ মন্ত্রবর্ণ নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে।

ননু ক্বচিদন্য শাস্ত্রে শিবস্যৈব পরমদেবত্বমুচ্যতে ।
সত্যম্ ॥
তথাপি শাস্ত্রস্য সারাসারত্ব বিবেকেন তদ্বাধিতমিতি ॥ ৬৫
তথাচ পাদ্মশৈবয়োরুমাং প্রতি শ্রীশিবেন শ্রীবিষ্ণুবাক্য মনুকৃতম্ ॥

ত্বামারাধ্য যথা শম্ভো গ্রহীষ্যামি বরং সদা ।
দ্বাপরাদৌ যুগে ভূত্বা কলয়া মানুষাদিষু ॥
স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বন্তু জনান্মদ্বিমুখান্ কুরু ।
মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা ॥ ৬৬ ॥

বারাহেচ ॥

এষ মোহং সৃজাম্যাশু যোজনান্ মোহয়িষ্যতি ।
ত্বঞ্চ রুদ্র মহাবাহো মোহশাস্ত্রাণি কারয় ।
অতথ্যানি বিতথ্যানি দর্শয়স্ব মহাভুজ ।
প্রকাশং কুরু চাত্মানমপ্রকাশঞ্চ মাং কুর্ব্বিতি ॥

দেবতা সকলের মধ্যে অধ্যাসীন বামন দেবকে দেবতা সকল উপাসনা করিতেছেন ।

অহে ! কোথাও অন্য শাস্ত্রে শিবকে পরম দেবতা কহিয়াছেন । সত্য । তথাপি শাস্ত্রের সরাসরি বিবেচনা দ্বারা বাধিত হইয়াছে ।। ৬৫ ।।

পদ্মপুরাণ ও শিবপুরাণে উমার প্রতি শ্রীশিব বিষ্ণুর বাক্য অনুকরণ করিয়াছেন ।

শিব কহিলেন হে শংকরি ! বিষ্ণু আমাকে বলিয়াছিলেন হে শম্ভো ! আমি তোমাকে আরাধনা করিয়া সেইরূপ বর গ্রহণ করিব যাহাতে তুমি দ্বাপরাদি যুগে কলা দ্বারা মনুষ্যাদিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া স্বীয় কল্পিত আগম দ্বারা জনসকলকে আসা হইতে বিমুখ কর এবং আমাকে গোপন কর, তাহা হইলে এই সৃষ্টি উত্তরোত্তর প্রবাহ রূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে ।। ৬৬ ।।

বরাহপুরাণে যথা ।

হে মহাবাহো রুদ্র ! এই আমি শীঘ্র মোহকে সৃষ্টি করিতেছি, ঐ মোহ, জন সকলকে মোহিত করিবে । তুমিও মোহশাস্ত্র সকলকে প্রকাশ কর, হে মহাভুজ ! মিথ্যা কাল্পনিক শাস্ত্র সকল প্রদর্শন করাও এবং আপনাকে প্রকাশ কর ও আমাকে গোপন কর ।

পুরাণ সকলের মধ্যে যে যে পুরাণ সাত্ত্বিক কল্প কথাময় সেই সেই পুরাণ শ্রীবিষ্ণুর মহিমা পর আর যে যে তামসাদি কল্প কথাময় সেই সেই পুরাণ শিবাদির মহিমা পর, আর শ্রীবিষ্ণুপ্রতিপাদক পুরাণেরই সম্যক প্রকারে জ্ঞান প্রদত্ব জানিতে হইবে । যেহেতু ভগবদগীতার ১৪ অধ্যায়ে ১৭ শ্লোকে কহিয়াছেন সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞানের উৎপত্তি হয় ।

পুরাণানাং চ মধ্যে যদ্‌যৎ সাত্ত্বিক কল্প কথাময়ং তত্তৎ শ্রীবিষ্ণুমহিম পরং যদযৎ তামসাদি কল্প কথাময়ং তত্তচ্ছিবাদি মহিম পরমিতি শ্রীবিষ্ণু-প্রতিপাদক পুরাণস্যৈব সম্যক্‌ জ্ঞানপ্রদত্বং সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানমিতি দর্শনাৎ ॥

তথাচ মাৎস্যে ॥

সাত্ত্বিকেষুচ কল্পেষু মাহাত্ম্যমধিকং হরেঃ।
রাজসেষুচ মাহাত্ম্যমধিকং ব্রহ্মণো বিদুঃ।
তদ্বদগ্নেশ্চ মহাত্ম্যং তামসেষু শিবস্যচ।
সংকীর্ণেষু সরস্বত্যাঃ পিতৃণাঞ্চ নিগদ্যত ইতি ॥ ৬৮ ॥
অত উক্তং স্কান্দে ষণ্মুখং প্রতি শ্রীশিবেন ॥
শিবশাস্ত্রেষু তদ্‌গ্রাহ্যং ভগবৎশাস্ত্রযোগি যৎ।
পরমো বিষ্ণুরেবৈক স্তজ্‌জ্ঞানং মোক্ষসাধনম্‌।
শাস্ত্রাণাং নির্ণয়স্ত্বেষ স্তদন্যন্মোহনায় হীতি ॥

তথৈবচ দৃষ্টম্‌।

মোক্ষধর্ম্মে নারায়ণীয়োপাখ্যানে।

এই বিষয়ের প্রমাণ মৎস্যপুরাণে যথা ॥

সাত্ত্বিক শাস্ত্র সকলে হরির মাহাত্ম্য অধিক, রাজস শাস্ত্র সকলে ব্রহ্মার মাহাত্ম্য অধিক আর তামস শাস্ত্র সকলে অগ্নি ও শিবের মাহাত্ম্য অধিক। তথা সঙ্কীর্ণ অর্থাৎ মিশ্রিত শাস্ত্র সকলে সরস্বতী ও পিতৃলোকের মাহাত্ম্য অধিক ॥ ৬৭ ॥

অতএব স্কন্দপুরাণে কার্ত্তিকেয়ের প্রতি
শ্রীশিবের উক্তি যথা ॥

শিব শাস্ত্রের মধ্যে যাহা ভগবৎ শাস্ত্রের উপযোগী তাহাই গ্রাহ্য, যেহেতু এক এক বিষ্ণুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়াছেন, তাঁহার জ্ঞানই মোক্ষের সাধক, ইহাই শাস্ত্র সকলের নির্ণয়, তদ্ভিন্ন অন্য শাস্ত্র সকল মোহের নিমিত্ত জানিতে হইবে ॥

মোক্ষধর্ম্মে নারায়ণীয়োপাখ্যানে ঐ প্রকারই
দৃষ্ট হইতেছে ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন হে রাজর্ষে! সাংখ্য অর্থাৎ আত্মানাত্ম বিবেক শাস্ত্র, যোগশাস্ত্র, পঞ্চরাত্র, বেদ, তথা পাশুপত শাস্ত্র, এই সকল শাস্ত্রকে জ্ঞানশাস্ত্র বলিয়া জান, এই সকল শাস্ত্রে নানাপ্রকার মত ভেদ হইয়াছে। সাংখ্য শাস্ত্রের বক্তা যে কপিলদেব তিনি পরম ঋষি বলিয়া কথিত হয়েন, বেদ শাস্ত্রে বেত্তা হিরণ্যগর্ভ তাঁহা হইতে অন্য কেহ পুরাতন নাই। অপান্তর তমা বেদের আচার্য্য বলিয়া কথিত হয়েন,

বৈশম্পায়ন উবাচ ॥

সাংখ্যং যোগঃ পঞ্চরাত্রং বেদাঃ পাশুপতং তথা ।
জ্ঞানান্যেতানি রাজর্ষে বিদ্ধি নানা মতানি বৈ ।
সাংখ্যস্য বক্তা কপিলঃ পরমর্ষিঃ স উচ্যতে ।
হিরণ্যগর্ভো যোগস্য বেত্তা নান্যঃ পুরাতনঃ ।
অপান্তরতমশ্চৈব বেদাচার্য্যঃ স উচ্যতে ।
প্রাচীনগর্ভং তমৃষিং প্রবদন্তিচ কেচন ।
উমাপতি র্ভূপতিঃ শ্রীকণ্ঠো ব্রহ্মণঃ সুতঃ ।
উক্তবানিদমব্যগ্রো জ্ঞানং পাশুপতং শিবঃ ।
পঞ্চরাত্রস্য কৃৎস্নস্য বক্তা তু ভগবান্ স্বয়ম্ ।
সর্বেষুচ নৃপশ্রেষ্ঠ জ্ঞাতেষ্বেতেষু দৃশ্যতে ।
যথাগমং যথাজ্ঞানং নিষ্ঠা নারায়ণঃ প্রভুঃ ।
নচৈবমেনং জানন্তি তমো ভূতা বিশাম্পতে ।
তমেব শাস্ত্রকর্ত্তারঃ প্রবদন্তি মনীষিণঃ ।
নিষ্ঠাং নারায়ণমৃষিং নান্যোঽস্তীতি বচো মম ।
নিঃসংশয়েষু সর্বেষু নিত্যং বসতি বৈ হরিঃ ।
সসংশাদ্ধেতুবলান্নাধ্যাবসতি মাধবঃ ।
পঞ্চরাত্রবিদো যে তু যথা ক্রমপরা নৃপ ।
একান্ত ভাবোপগতাস্তে হরিং প্রবিশন্তি বৈ ॥

কেহ কেহ এই ঋষিকে প্রাচীনগর্ভও কহিয়া থাকেন। ব্রহ্মার পুত্র উমাপতি, ভূতপতি, শ্রীকণ্ঠ ও শিব অব্যগ্র অর্থাৎ স্থিরচিত্র হইয়া এই পাশুপাত জ্ঞান কহিয়াছেন। অপর স্বয়ং ভগবান্ সমস্ত পঞ্চরাত্রের বেত্তা হইয়াছেন। হে নৃপশ্রেষ্ঠ! এই সমস্ত জ্ঞান শাস্ত্রে আগম ও জ্ঞানকে অতিক্রমণ করিয়া প্রভু নারায়ণ নিষ্ঠ দৃশ্য হইতেছে অর্থাৎ সকল শাস্ত্রই নারায়ণ নিষ্ঠ হইয়াছে। হে বিশাম্পতে! তামস জন সকল ইহাকে এ প্রকার জানে না, শাস্ত্র কর্ত্তা মনীষি সকল নিজ নিজ শাস্ত্রে সেই বিষ্ণুকেই কহিতেছেন, নারায়ণ নিষ্ঠ ব্যতিরেকে অন্য আর কেহই নাই, ইহাই আমার বাক্য, যে সকল শাস্ত্র সংশয় রহিত সেই সকল শাস্ত্রে হরি নিত্য বাস করিতেছেন, আর যে সকল শাস্ত্রে সংশয় যুক্ত হেতু বল প্রধান সেই সকল শাস্ত্রে মাধব অধিবাস করেন না অর্থাৎ যাহারা সন্দেহকারী হেতুবাদী তাহাদের পক্ষে হরি কোথাও বাস করে না। হে নৃপ! যাহারা পঞ্চরাত্রজ্ঞ, যথাক্রম পরায়ণ, এবং একান্ত ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহারাই হরিতে প্রবেশ করেন ।।

সাংখ্যঞ্চ যোগশ্চ সনাতনে দ্বে
বেদাশ্চ সর্ব্বে নিখিলেহপি রাজন্ ।
সর্ব্বৈঃ সমস্তৈ ঋষিভি র্নিরুক্তো
নারায়ণো বিশ্বমিদং পুরাণমিতি ॥ ৬৮ ॥

অত্র অপান্তরতম ইতি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নস্যৈব জন্মান্তর নাম বিশেষ ইতি তত্রৈব জ্ঞেয়ম্ । অত্রৈবং ব্যখ্যেয়ং পঞ্চরাত্র সম্মতং শ্রীনারায়ণমেব সর্ব্বোত্তমত্বেন বক্তুং নানা মতং দর্শয়তি সাংখ্যমিতি ॥

অত্র পঞ্চরাত্রমেব গরিষ্ঠমাচষ্টে পঞ্চরাত্রস্যেত্যাদৌ ভগবান্ স্বয়মিতি । অথ দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেহস্মিন্ দৈব আসুর এবচেতি ।

শ্রীগীতাসু শ্রুয়তে ।

যদেব তানি নানামতানীত্যুক্তং তত্তু আসুর প্রকৃত্যনুসারেণেত্যেব জ্ঞেয়ং দৈবপ্রকৃতয়স্তু তত্তৎ সর্ব্বাবলোকনেন পঞ্চরাত্র প্রতিপাদ্যে শ্রীনারায়ণ এব পর্য্যবস্যন্তীত্যাহ সর্ব্বেষ্বিতি আসুরাংস্তু নিন্দতি নচৈনমিতি ॥৬৯॥

হে রাজন্ ! সাংখ্য ও যোগ এই দুই নিত্য ও বেদসকল নিত্য, এই সমুদায় শাস্ত্র ও যাবদীয় ঋষি ইহারা পুরাণ পুরুষ নারায়ণ এই সমস্ত বিশ্বরূপী, ইহাই নিরূপণ করিয়াছেন ॥ ৬৮ ॥

এই প্রকরণে অপান্তরতমা এই নাম শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নের (বেদব্যাসের) জন্মান্তরীয় নাম সেই স্থলেই জানিতে হইবে।

এস্থলে এই প্রকার ব্যাখ্যা করিতে হইবে। পঞ্চরাত্র সম্মত শ্রীনারায়ণকেই সর্ব্বোত্তম বলিবার নিমিত্ত নানা মত দেখাইতেছেন সাংখ্য ইত্যাদি শ্লোকে ।।

এস্থলে পঞ্চরাত্রকেই গরিষ্ঠ অর্থাৎ সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ কহিয়াছেন । "পঞ্চরাত্রস্য" অর্থাৎ পঞ্চরাত্রের বক্তা স্বয়ং ভগবান্ ।।

অনন্তর ইহলোকে ভূত সৃষ্টি দুই প্রকার, দৈব ও আসুর শ্রীগীতাতে শ্রুত হইতেছে। আর যে নানা মত বলিয়া উক্ত হইয়াছে তাহা আসুর প্রকৃতির অনুসারে জানিতে হইবে। অপর দৈব প্রকৃতি সকল সেই সেই শাস্ত্রের অবলোকন দ্বারা পঞ্চরাত্র প্রতিপাদ্য শ্রীনারায়ণেই পর্য্যবসিত হইয়াছে "সর্ব্বেষ্বি"তি এই পদ্যে কহিয়াছেন ।।

পরন্তু অসুর সকলকে "নচৈনং" ইত্যাদি পদ্যে নিন্দা করিয়াছেন ।। ৬৯ ।।

এই বিষয় বিষ্ণুধর্ম্মে ও অগ্নিপুরাণে
উক্ত হইয়াছে যথা ।।

এই লোকে ভূত সৃষ্টি দুই প্রকার, এক দৈব, দ্বিতীয় আসুর। তন্মধ্যে যাঁহারা বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ তাঁহারাই দৈব, আর যাহারা বিষ্ণুভক্তি বর্জ্জিত তাহারাই আসুর ।

তদুক্তং বিষ্ণুধর্ম্মাগ্নিপুরাণয়োঃ ॥

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এবচ।
বিষ্ণুভক্তিপরোদৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয় ইতি ॥
ননু তত্র তত্র নানামতয় এব দৃশ্যন্তে তত্রাহ।

তমেবেতি।

পঞ্চরাত্রেতরশাস্ত্রকৃতোহি দ্বিবিধাঃ
কিঞ্চিজ্জ্ঞাঃ সর্ব্বজ্ঞাশ্চ।

তত্রাদ্যা যথাজ্ঞানং যৎকিঞ্চিৎ তত্ত্বৈকদেশং বদন্তি তত্তু সমুদ্রৈকদেশ বর্ণনং সমুদ্র ইব পূর্ণতত্ত্বে শ্রীনারায়ণ এব পর্য্যবস্যতীতি তে তমেব কিঞ্চিৎ বদন্তি। যে তু সর্ব্ব জ্ঞাস্তে চৈবমভিপ্রযন্তি নাস্মাভিরাসুরাণাং মোহনার্থমেব কৃতানি শাস্ত্রাণি কিন্তু দৈবানাং ব্যতিরেকেণ বোধনার্থং তে হি রজস্তমঃ শবলস্য খণ্ডস্যচ তত্ত্বস্য তথা ক্লেশ বহুলস্য সাধনস্যচ প্রতিপাদকান্যেতানি দৃষ্টবা। বেদাংশ্চ দুর্গান্ দৃষ্টাচ নির্ব্বিদ্য সর্ব্বদেবার্থ সারস্য শুদ্ধাখণ্ড তত্ত্ব শ্রীনারায়ণস্য সুখময় তদারাধনস্যচ সুষ্ঠু প্রতিপাদকে পঞ্চরাত্রে এব গাঢ়ং প্রবেক্ষ্যন্তীতি তদেতদাহ ॥ ৭০ ॥

অহে! সেই সেইশাস্ত্রে নানা মত দৃষ্ট হইতেছে এই প্রশ্নে "তমেবেতি" ইত্যাদি পদ্যে কহিতেছেন পঞ্চরাত্রভিন্ন অন্যান্য শাস্ত্র কর্ত্তা সকল দুই প্রকার হইয়াছেন এক কিঞ্চিজ্জ্ঞ, দ্বিতীয় সর্ব্বজ্ঞ।

তন্মধ্যে আদ্য অর্থাৎ কিঞ্চিজ্জ্ঞ যথা ।।

যথাজ্ঞান যৎকিঞ্চিৎ তত্ত্বের একদেশ বলিয়া থাকেন, উহা সমুদ্রের একদেশ বর্ণনের ন্যায়, ঐ সমুদ্রের ন্যায় পূর্ণতত্ত্ব শ্রীনারায়ণে পর্য্যবসান জানিতে হইবে, সেই সকল ব্যক্তি নারায়ণের কিঞ্চিৎ তত্ত্ব বলিয়া থাকেন। আর যাঁহারা সর্ব্বজ্ঞ তাঁহারা এই প্রকার অভিপ্রায় করিয়াছেন যে আমরা অসুর সকলের মোহের নিমিত্ত শাস্ত্র সকলের প্রকাশ করি নাই কিন্তু দৈব সকলের ব্যতিরেক দ্বারা বোধের নিমিত্ত করিয়াছি।

এই সকল ব্যক্তি রজোগুণ ও তমোগুণে মলিন তত্ত্ব খণ্ডের, তথা ক্লেশবহুল সাধনের প্রতিপাদক এই শাস্ত্র সকল দৃষ্টি করিয়াও বেদ সকলকেও দুর্গম দেখিয়া নির্ব্বেদ যুক্ত হওত সর্ব্ব বেদার্থ সার শুদ্ধ অখণ্ড শ্রীনারায়ণের তথা সুখময় তদীয় আরাধনের উৎকৃষ্ট প্রতিপাদক পঞ্চরাত্র শাস্ত্রে গাঢ়রূপে প্রবেশ করিবেন এই বিষয় নিঃসংশয় এই পদ্যে কহিতেছেন ॥ ৭০ ॥

অতএব শীঘ্র বেদার্থের বোধ নিমিত্ত পঞ্চরাত্রকেই আরাধনা করা কর্ত্তব্য, এই অভিপ্রায়ে পঞ্চরাত্র বিদ এই শ্লোক উল্লেখ করিয়াছেন। যেহেতু এই প্রকার, সেই হেতু "সাংখ্যঞ্চ যোগশ্চ" ইত্যাদি পদ্যে উপসংহার করিতেছেন ॥

নিঃসংশয়েষ্বিতি তস্মাৎ ঝটিতি বেদার্থ প্রতিপত্তয়ে পঞ্চ রাত্র-মেবাধ্যেতব্যমিত্যাহ পঞ্চরাত্রেতি।

যত এবং তত উপসংহরতি সাংখ্যঞ্চ যোগশ্চ ইতি।

তদেবং পঞ্চরাত্র প্রতিপাদ্যরূপস্য শ্রীভগবত এবমুৎকর্ষে স্থিতে আত্মারামশ্চ মুনয় ইত্যাদ্যসকৃদপুর্ব্বমুপদিশতা শ্রীভাগবতেন প্রতিপাদ্য-রূপস্য তস্য কিমুতেত্যপি বিবেচনীয়ম্।

তদৈব তদুক্তানুসারেণ সদাশিবেশ্বর ত্রিদেবীরূপ ব্যূহো নিরস্তঃ। তস্মাদেব শ্রীভগবৎ পুরুষয়োরেব শৈবাগমে সদাশিবাদিসংজ্ঞে তন্মহিম-খ্যাপনায় ধৃতে ইতি গম্যতে। সর্ব্বশাস্ত্র শিরোমণৌ শ্রীভাগবতে তু ত্রিদেব্যামেব তত্তারতম্য জিজ্ঞাসা পুরুষভগবতোস্তুতৎপ্রসঙ্গ এব নাস্তি॥ ৭১

ননু। ন তে গিরিত্রাখিললোকপাল
বিরিঞ্চ বৈকুণ্ঠ সুরেন্দ্র গম্যং
জ্যোতি পরং যত্র রজস্তমশ্চ
সত্ত্বং ন যদ্ব্রহ্ম নিরস্ত ভেদ
মিত্যত্র তস্য পরত্বং শ্রূয়তে এবাষ্টমে।

অতএব এই প্রকার যখন পঞ্চরাত্র প্রতিপাদ্যরূপ শ্রীভগবানের এই প্রকার উৎকর্ষ স্থির হইল তখন ১ স্কন্ধের ৭ অধ্যায়ে "আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ" ইত্যাদি শ্লোকে বারম্বার উপদেষ্টা শ্রীভাগবত দ্বারা প্রতিপাদ্যরূপ ভগবানের উৎকর্ষতার কথা আর অধিক কিবলিব ইহা বিবেচনা করিতে হইবে। অতএব পাশুপত শাস্ত্রাদিতে সদাশিব পরমেশ্বর তাঁহার ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র এই ত্রিদেবী রূপ ব্যূহও নিরস্ত হইল। সেই হেতুই শ্রীভগবান্‌ ও পুরুষেরও শিবকৃত আগমে সদাশিবাদি সংজ্ঞা অর্থাৎ যে ভগবানের সদাশিবাদি সংজ্ঞা ও পুরুষের ঈশ্বর সংজ্ঞা তাহা সেই ভগবানের মহিমা প্রকাশের নিমিত্ত এই দুই সংজ্ঞা ধৃত হইয়াছে ইহাই বোধ হইতেছে। সর্ব্বশাস্ত্র শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতে তিন দেবতার তারতম্য জিজ্ঞাসা অর্থাৎ তিন জনার মধ্যে কে উপাস্য শ্রেষ্ঠ ইহাই জানিবার নিমিত্ত ইচ্ছা হইয়াছে, পরন্তু শিব ও ভগবানের তৎপ্রসঙ্গ অর্থাৎ তারতম্য জিজ্ঞাসাই নাই॥ ৭১॥

অহে! ৮ স্কন্ধের ৭ অধ্যায়ে ২৪ শ্লোকে॥

হে গিরিত্র! আপনকার পরম জ্যোতিঃ অখিল লোকপাল ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং সুরেন্দ্রের গম্য নহে। ঐ জ্যোতিতে রজঃ অথবা তমঃ কিম্বা সত্ত্ব কিছুই নাই; তাহা নিরস্ত ভেদ অর্থাৎ পরম ব্রহ্ম স্বরূপ॥

মৈবম্ ।

মহিম্না স্তূয়মানাহি দেবা বীর্য্যেণ বর্দ্ধন্ত ইতি বৈদিক ন্যায়েন তদযুক্তেঃ সহি স্তবঃ কালকূটনাশনার্থমেব ।

তত্রৈব ।

প্রীতে হরৌ ভগবতি প্রীয়েঽহং সচরাচর ইতি ॥ ৭২ ॥

তথা নবমে ॥

বয়ং ন তাত প্রভবাম ভূম্নি
যস্মিন্ পরেঽন্যেপ্যজজীবকোষাঃ ।
ভবন্তি কালে ন ভবন্তিহীদৃশাঃ
সহস্রশো যত্র বয়ং ভবাম ইতি ॥
এতে বয়ং যস্য বশে মহাত্মনঃ
স্থিতাঃ শকুন্তা ইব সূত্র যন্ত্রিতা
ইতিচ তদ্বাক্যবিরোধাৎ ॥

এ স্থলে শিবের শ্রেষ্ঠত্ব শ্রুত হইতেছে। ইহা বলিও না, মহিমা দ্বারা স্তুত হইয়া দেবতা সকলের পরাক্রম বৃদ্ধি হয়, এই বৈদিক ন্যায় হেতু তাহা যুক্তিসিদ্ধ। ঐ স্তব কালকূট (বিষ) নাশ নিমিত্ত জানিতে হইবে ॥

ঐ ৮ স্কন্ধের ৭ অধ্যায়ে ৩২ শ্লোকে

হে দেবি ! ভগবান্ হরি প্রীতি হইলে চরাচর সহিত আমিও প্রীতি প্রাপ্ত হইয়া থাকি ॥ ৭২ ॥

তথা ৯ স্কন্ধে ৪ অধ্যায়ে ৪২ শ্লোকে ॥

হে রাজন্ ! দুর্ব্বাসা এইরূপে ব্রহ্মার নিকট প্রত্যাখ্যাত হইয়া কৈলাস শিখরে গমন করিলেন এবং বিষ্ণুচক্রে অত্যর্থ তাপিত হওয়াতে কাতরতা প্রকাশ করত তত্রস্থ ভগবান্ শঙ্করের শরণাপন্ন হইলেন। শঙ্কর কহিলেন হে তাত ! সেই মহান্ পরমেশ্বরের সমীপে আমাদের প্রভুত্ব চলিবেক না, তাঁহাতে ব্রহ্মাদি পর জীব সকলের উপাধি ভুত ব্রহ্মাণ্ড বিগ্রহ এবং ঐ প্রকার দৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ড প্রমাণ অন্যান্য পদার্থ সকল কল্পিত হইয়াছে, যাহাতে লোক পালাভিমানী আমরা সহস্র সহস্র বার ভ্রান্ত হইয়া থাকি ॥

তথা ৫ স্কন্ধের ১৭ অধ্যায়ে
২৪ শ্লোকে শ্রীশিব কহিয়াছেন ॥

যাঁহার বশে থাকিয়া এই আমরা মহৎ, অহঙ্কার, দেব, ভুত ও ইন্দ্রিয়গণ সূত্রবদ্ধ পক্ষির ন্যায় ক্রিয়াশক্তির দ্বারা যন্ত্রিত হইয়া রহিয়াছি আর যাঁহার অনুগ্রহে এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিতেছি ॥

অথবা যৎ শিবস্য জ্যোতিঃ তত্র স্থিতং পরমাত্মাখ্যং চৈতন্য তৎ সম্যক্ জ্ঞানে তস্যাপ্যক্ষমতা যুক্তৈব।

তদুক্তম্ ॥

দ্যুপতয় এব তেন য যুবন্তমনন্তয়া।
ত্বমপি যদন্তরাণ্ড নিচয়া ননু সাবরণা ইতি ॥ ৭৩ ॥

ব্রহ্মসংহিতায়া মতে তু ভগবদংশ বিশেষ এব সদাশিবঃ।
নত্বন্যঃ।

যথা তত্রৈব সর্ব্বাদিকারণ গোবিন্দকথনে।
নিয়তিঃ সা রমাদেবী তৎপ্রিয়া তদ্বশম্বদা।
তল্লিঙ্গং ভগবান্ শম্ভুর্জ্যোতীরূপঃ সনাতনঃ।

এই সকল প্রমাণ দ্বারা যে হেতু পূর্ব্ব বাক্যের বিরোধ হইতেছে। অথবা শ্রীশিবের যে জ্যোতি তাহাতে স্থিত যে পরমাত্মা স্বরূপ চৈতন্য তাঁহার সম্যক্ জ্ঞানে শ্রীশিবেরও ক্ষমতা হয় না, ইহা উপযুক্তই বটে ॥

এই বিষয় ১০ স্কন্ধের ৮৭ অধ্যায়ে
৩৭ শ্লোকে যথা

শ্রুতি সকল কহিলেন হে ভগবান্! আপনি অনন্ত অতএব দেবতারাও আপনার অন্ত প্রাপ্ত হয়েন না, যে হেতু আবরণ সহিত ব্রহ্মাণ্ড সকল আকাশে কাল চক্রের সহিত রজঃ কণার ন্যায় আপনার অন্তরে ভ্রমণ করে অতএব শ্রুতি সকল আপনাতে পর্য্যবসান রূপে তন্ন তন্ন করিয়া আপনাতেই ফলবতী হয় ॥ ৭৩ ॥

পরন্তু ব্রহ্মসংহিতার মতেও ভগবানের অংশ বিশেষই সদাশিব, অন্য নহেন। সেই ব্রহ্ম সংহিতাতে সকলের আদি কারণ গোবিন্দের কথনে উক্ত হইয়াছে ॥

ব্রহ্মসংহিতায় ৮। ৯। ১০ শ্লোকে যথা ॥

যাহাকে কালশক্তি নিয়তি বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, সেই নিয়তিই কালরূপ ভগবদ্বিষ্ণুর শক্তি রমাদেবী, যিনি নিয়তি তদ্বশবর্ত্তিনী। তাহাদিগের উভয়ে কদাপি বিচ্ছেদ নাই, নিত্য, সত্য, পরম ব্রহ্ম ভগবান্ শম্ভু লিঙ্গরূপী হয়েন এবং যিনি রমাশক্তি তিনিই যোনিরূপা পরমা, প্রকৃতি, এই উভয় সংযোগাত্মক বীজকে কামবীজ বলেন, সেই কামবীজই ভগবানের পরম-আকর্ষক মহামন্ত্র হয় ॥

মহেশ্বর শব্দে যাহাকে সর্ব্বেশ্বর আদিকর্ত্তা বলা যায় তিনিই শক্তিমান্ পুরুষ সকলের আদি লিঙ্গরূপী হয়েন, যাহাকে মহাবিষ্ণু জগৎপতি বলেন তাঁহারও ঐ যোনি-লিঙ্গে নিত্য আবির্ভাব আছে। এই পর্য্যন্ত ॥

অতএব এই অভিপ্রায় করিয়া সদাশিবত্বাদি প্রসিদ্ধিকেও আক্ষেপ করিয়া কহিতেছেন ॥

যা যোনিঃ সা পরাশক্তিরিত্যাদি ।
তস্মিন্নাবিরভুল্লিঙ্গে মহাবিষ্ণুরিত্যাদ্যন্তম্ ।
তদেতদভিপ্রেত্য সদাশিবত্বাদি প্রসিদ্ধিমপ্যাক্ষিপ্যাহ ॥
তথাপি যৎপাদনখাবসৃষ্টং
জগদ্বিরিঞ্চোপহৃতার্হণাম্ভঃ ।
সেশং পুনাত্যন্যতমো মুকুন্দাৎ
কোনামলোকে ভগবৎপদার্থ ॥ ১৭ ॥
স্পষ্টম্ ॥ ১ ॥ ১৮ ॥ শ্রীসূতঃ ॥

তস্মান্নাহং ন চ শিবোঽন্যেচ তচ্ছক্ত্যেকাংশভাগিন ইতি এবং সাধ্বে-বোক্তমিত্যাহ ॥

ব্রহ্ম ভবোঽহমপি যস্য কলাঃ কলায়া ইতি ॥ ১৮ ॥
স্পষ্টম্ ॥ ১০ ॥ ৬৮ ॥ শ্রীবলদেবঃ

---

১ স্কন্ধে ১৮ অধ্যায়ে ২১ শ্লোকে
শ্রীসূত বাক্য যথা ॥

অপর যাঁহার পদনখ হইতে নিঃসৃত জলকে অর্ঘোদক করিয়া ব্রহ্মা মহাদেবকে উপহার প্রদান করিয়াছিলেণ, সেই জল ঈশ সহিত এই জগৎকে পবিত্র করিতেছেন, অতএব মুকুন্দ ভিন্ন ভগবৎ পদের বাচ্য অন্য কি কেহ হইতে পারে ? অর্থাৎ তিনিই এক সর্ব্বেশ্বর ॥ ১৭ ॥

অতএব আমি (বলদেব) শিব ও অন্যান্য অর্থাৎ সনকাদি ঋষিগণ ভগবৎ শক্তির একাংশ ভাগী নহি, এই প্রকার যে উক্ত হইয়াছে তাহা উত্তম এই অভিপ্রায়ে কহিতেছেন ॥

১০ স্কন্ধে ৬৮ অধ্যায়ে শ্লোকে যথা ॥

যস্যাঙ্ঘ্রি পঙ্কজরজো ঽখিললোকপালৈ
মৌল্যুত্তমৈ ধৃ্তমুপাসীততীর্থতীর্থম্ ।
ব্রহ্মা ভবোঽহমপি যস্য কলাঃ কলায়াঃ
শ্রীশ্চোদ্বহেম চিরমস্য নৃপাসনং ক্ব ॥

অস্যার্থঃ। লোকপাল সকল যোগিগণের তীর্থ স্বরূপ যাঁহার পাদরজঃ মস্তকে ধারণ করেন এবং ব্রহ্মা, শিব, আমি (বলদেব) ও লক্ষ্মী আমরা যাঁহার অংশের অংশ-মাত্র, আমরা যাঁহার পাদরজ চিরকাল বহন করি, তাঁহার আর রাজসিংহাসনে কি প্রয়োজন ? ॥ ১৮ ॥

অথ পরমাত্ম পরিকর সকলের মধ্যে জীব পরমাত্মার তটস্থ লক্ষণ হইয়াছে। এই বিষয়ের প্রমাণ ৫ স্কন্ধের ১১ অধ্যায়ে ১২ শ্লোকে যথা ॥

অথ পরমাত্মপরিকরেষু জীবস্তস্য তটস্থ লক্ষণম্ ॥
ক্ষেত্রজ্ঞএতা ইত্যত্রোক্তম্ ॥ ১ ॥

স্বরূপ লক্ষণং পাদ্মোত্তরখণ্ডাদিকমনুসৃত্য শ্রীরামানুজাচার্য্যমতাচার্য্যবরেণ পরমবৃদ্ধ শ্রীবৈষ্ণবসম্প্রদায় গুরুণা শ্রীজামাতৃমুনিনোপদিষ্টম্ ।

তত্র প্রণব ব্যাখানে পাদ্মোত্তরখণ্ডং যথা ॥
জ্ঞানাশ্রয়োজ্ঞানগুণশ্চেতনঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ।
নজাতোনির্ব্বিকারশ্চ একরূপ স্বরূপভাক্ ।
অণুর্নিত্যোব্যাপ্তিশীলশ্চিদানন্দাত্মকস্তথা ।
অহমর্থোঽব্যয়ঃ ক্ষেত্রী ভিন্নরূপঃ সনাতনঃ ।
অদাহ্যোঽচ্ছেদ্য অক্লেদ্য অশোষ্যোঽক্ষর এব চ ।
এবমাদি গুণৈর্যুক্তঃ শেষভূতঃ পরস্য বৈ ।

"ক্ষেত্রজ্ঞ এতা মনসো বিভূতি
জীবস্য মায়া রচিতস্য নিত্যাঃ ।
আবির্হিতাঃ ক্বাপি তিরোহিতাশ্চ
শুদ্ধো বিচষ্টে হ্যবিশুদ্ধকর্ত্তুঃ ।।"

অস্যার্থঃ। মনঃ যাহা মায়ারচিত জীব অর্থাৎ জীবোপাধি এবং অবিশুদ্ধ কর্ত্তা, ঐ সকল বৃত্তি তাঁহার বিভূতি, তৎ সমুদয়ে প্রবাহরূপে অবিচ্ছিন্ন, কখন কখন জাগ্রত ও স্বপ্নাবস্থায় আবিভূর্ত হয়, কখন বা সুষুপ্তি দশায় তিরোহিত থাকে, ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা সাক্ষী, একারণ সকল অবস্থাতেই ঐ সকলকে দেখিতে পান ॥

এস্থলে উক্ত হইয়াছে ॥ ১ ॥

জীবের স্বরূপ লক্ষণ পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডাদির অনুস্মরণ করিয়া শ্রীরামানুজাচার্য্যের মতাবলম্বী আচার্য্য শ্রেষ্ঠ পরম বৃদ্ধ শ্রীসম্প্রদায়ের গুরু অর্থাৎ উপদেষ্টা শ্রীজামাতৃ মুনি উপদেশ করিয়াছেন ।

ঐ স্থলে প্রণব উপাখ্যানে
পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ড যথা ।।

জীব জ্ঞানাশ্রয়, চেতনস্বরূপ, প্রকৃতির পর, অজ, বিকার শূন্য ও একরূপ স্বরূপ ভাজী, সূক্ষ্ম, নিত্য, ব্যাপ্তিশাল, চিদানন্দ স্বরূপ, অহমর্থ, অবিনাশী, ক্ষেত্রী, ভিন্নরূপ, সনাতন, অদাহ্য, অচ্ছেদ্য অক্লেদ্য, অশোষ্য ও অক্ষর, ইত্যাদি পরমেশ্বরের গুণ দ্বারা যুক্ত ও শেষরূপ হইয়াছেন। সর্ব্বদা পরবিশিষ্ট ক্ষেত্রজ্ঞ জীব মকার দ্বারা উক্ত হইয়াছে, ঐ জীব ভগবান্ হরিরই দাস কখন অন্যের দাস নহে ।।

জামাতৃ মুনির উপদেশ যথা ।।

মকারেণোচ্যতে জীবঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ পরবান্ সদা।
দাসভূতো হরেরেব নান্যস্যৈব কদাচনেতি।
শ্রীজামাতৃ মুনিনাঽপ্যুপাদিষ্টং যথা।
আত্মা ন দেবো ন নরো ন তির্য্যক্ স্থাবরো ন চ।
ন দেহোনেন্দ্রিয়ং নৈব মনঃ প্রাণো ন নাপিধীঃ।
নজড়ো ন বিকারীচ জ্ঞানমাত্রাত্মকো ন চ।
স্বস্মৈ স্বয়ং প্রকাশঃ স্যাদেক রূপ স্বরূপভাক্।
চেতনোব্যাপ্তিশীলশ্চ চিদানন্দাত্মকস্তথা।
অহমর্থ প্রতিক্ষেত্রং ভিন্নোঽণু নিত্যনির্ম্মলঃ।
তথা জ্ঞাতৃত্ব কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব নিজ ধর্ম্মকঃ।
পরমাত্মৈকশেষত্ব স্বভাবঃ সর্ব্বদা স্বত ইতি॥
শ্রীরামানুজভাষ্যানুসারেণ ব্যাখ্যাচেয়ম্।
তত্র দেবাদিত্বং নিরস্তমেবাস্তি তত্ত্বসন্দর্ভে।
অণ্ডেষু পেশিষু তরুষ্ববিনিশ্চিতেষু
প্রাণোহিজীবমুপধাবতি তত্র তত্র।
সন্নে যদিন্দ্রিয়গণেঽহমিচ প্রসুপ্তে
কূটস্থ আশ্রয়মৃতে তদনুস্মৃতির্ন ইত্যনেন॥

আত্মা দেব নহেন, নর নহেন, ও তির্য্যক্ পশু পক্ষী নহেন, স্থাবর নহেন, দেহ নহেন, ইন্দ্রিয় নহেন, মনঃ নহেন, প্রাণ নহেন, বুদ্ধি নহেন, জড় নহেন, বিকারী নহেন, জ্ঞানমাত্র স্বরূপ নহেন, তিনি নিজ সম্বন্ধে স্বয়ং প্রকাশ, একরূপ স্বরূপভোজী, চেতন স্বরূপ ব্যাপ্তিশীল, চিদানন্দ রূপ, অহমর্থ প্রতিক্ষেত্রে ভিন্ন ও সূক্ষ্ম এবং নিত্য নির্ম্মল, তথা জ্ঞাতৃত্ব কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব যাঁহার নিজ ধর্ম্ম হইয়াছে, পরমাত্মা একশেষ স্বভাব, সর্ব্বদা বিদ্যমান। শ্রীরামানুজ ভাষ্যানুসারে এই ব্যাখ্যা কৃত হইল॥

তন্মধ্যে তত্ত্বসন্দর্ভে তাঁহার দেবাদিত্ব
নিরস্ত হইয়া আছে॥

১১ স্কন্ধে ৩ অধ্যায়ে ৪০ শ্লোকে॥

দৃষ্টান্ত দ্বারা ইন্দ্রিয়াদি লয়েতেও নির্ব্বিকার আত্মার উপলব্ধি দেখাইতেছেন, হে রাজন্! যেমন অণ্ডজ, জরায়ুজ, উদ্ভিজ্জ ও স্বেদজ এই চতুর্ব্বিধ জীব শরীরে অবিকারি রূপে প্রাণ অনুবৃত্ত হয়েন, তদ্রূপ সুষুপ্তিকালে ইন্দ্রিয়গণ ও অহঙ্কার বিলীন হইলে বিকার হেতু লিঙ্গ শরীরের আশ্রয়াভাবে কূটস্থ আত্মা অবিকারী থাকেন এবং সুষুপ্তি হইতে উত্থিত অনুস্মৃতি হয় ইত্যাদি দ্বারা॥

দেহাদিত্বং নিরস্যন্নাহ ॥

বিলক্ষণঃ স্থূলসূক্ষ্মাদ্দেহাদাত্মেক্ষিতা স্বদৃক্।
যথাঽগ্নির্দারুণোদাহ্যাদ্দাহকোঽন্যঃ প্রকাশকঃ ॥ ১৯ ॥

বিলক্ষণত্বে হেতুঃ ঈক্ষিতা তস্য দ্রষ্টা প্রকাশশ্চ স্বয়ন্তু স্বপ্রকাশ ইতি ।।১১।।১০।। শ্রীভগবান্ ॥ ২ ॥

জড়ত্বং নিরস্যন্নাহ ॥

জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তঞ্চ গুণতোবুদ্ধিবৃত্তয়ঃ।
তাসাং বিলক্ষণোজীবঃ সাক্ষিত্বেন বিনিশ্চিতঃ ॥ ২০ ॥

যাতু ময়ি তুর্য্যে স্থিতোজহ্যাৎ ইত্যাদৌ পরমেশ্বরেঽপি তুর্য্যত্বে প্রসিদ্ধিঃ।
সাঽন্যথৈব বিরাট্ হিরণ্যগর্ভশ্চ কারণং চেত্যুপাধয়ঃ।

জীবের দেহাদিত্ব নিরাস পূর্ব্বক কহিতেছেন ।।
১১ স্কন্ধের ১০ অধ্যায়ে ৮ শ্লোকে
ভগবান্ কহিয়াছেন যথা ।।

যদি বল, দেহাদি ব্যতিরিক্ত আত্মা কাহাকে বলে যাঁহার ঐক্য জ্ঞানে সকল বিষয়ে সম হইবে? ইহার উত্তর এই দৃশ্য পদার্থ স্থূল সূক্ষ্ম দেহ হইতে দ্রষ্টা স্বয়ং প্রকাশ আত্মা ভিন্ন হয়েন, যেমন দাহক ও প্রকাশক অগ্নি দাহ্য কাষ্ঠাদি পদার্থ হইতে ভিন্ন হয় তাহার ন্যায় ।। ১৯ ।।

জীবের বিলক্ষণত্বে কারণ এই যে ঐ জীব দেহের ঈক্ষিতা ও তাহার দ্রষ্টা প্রকাশক পরন্তু স্বয়ং স্বপ্রকাশ ।। ২ ।।

জীবের জড়ত্ব নিরাস পূর্ব্বক ।।
১১ স্কন্ধে ১৩ অধ্যায়ে ২৬ শ্লোকে ভগবান্
কহিলেন যথা ।।

জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি বুদ্ধির বৃত্তি বটে, কিন্তু স্বাভাবিক বৃত্তি নহে, ইহারা সত্ত্ব রজঃ ও তমো গুণের কার্য্য মাত্র, আর জীব তাহাদিগের সাক্ষিরূপে বর্ত্তমান্, সুতরাং তিনি সকল হইতে ভিন্ন হয়েন ।। ২০ ।।

১১ স্কন্ধে ১৩ অধ্যায়ে ২৭ শ্লোকে ।।

যখন এই জীব বুদ্ধির গুণে তুরীয় চৈতন্যরূপে যে আমি আমাতে স্থিত হইয়া সংসৃতি বন্ধন পরিত্যাগ করিবেন তাহাতেই গুণ ও চিত্তের ত্যাগ সিদ্ধি হইবে ।।

ইত্যাদি প্রমাণে পরমেশ্বরেও যে তুর্য্যত্ব প্রসিদ্ধি আছে তাহা অন্য প্রকার।

১১ স্কন্ধের ১৫ অধ্যায়ে ১৬ শ্লোকের
শ্রীধরস্বামির টীকায় যথা ॥

ঈশস্য যস্ত্রিভিহীনং তুরীয়ং তৎপদং বিদুরিত্যুক্তেঃ।
বাসুদেবস্য চতুর্ব্যূহে তুর্য্যকক্ষাক্রান্তত্বাদ্বা ॥ ১১। ১৫ ॥
শ্রীভগবান্ ॥ ১৩। ৩ ॥

বিকারিত্বং নিরস্যন্নাহ ॥

বিসর্গাদ্যাঃ শ্মশানান্তা ভাবা দেহস্য নাত্মনঃ।
কলানামিব চন্দ্রস্য কালেনাব্যক্তবর্ত্মনা ॥ ২১ ॥

চন্দ্রস্য জলময় মণ্ডলত্বাৎ কলানাং সূর্য্যপ্রতিচ্ছবিরূপ জ্যোতিরাত্মকত্বাৎ।

যথা কলানামিব জন্মাদ্যা নাশান্তা ভাবা নতু চন্দ্রস্য তথা দেহস্যৈব তে ভাবা অব্যক্তবর্ত্মনা কালেন ভবন্তি নত্বাত্মন ইত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥ ৭

শ্রীদত্তাত্রেয়োযদুক্তম্ ॥ ৪ ॥

জ্ঞানমাত্রাত্মকো ন চেতি ॥

কিং তর্হি জ্ঞানামাত্রত্বেঽপি জ্ঞাতৃত্বং প্রকাশবস্তুনঃ প্রকাশমাত্রত্বেঽপি প্রকাশমানত্ববৎ।

তাদৃশত্বমপি ॥

বিরাট্ হিরণ্যগর্ভ এবং কারণ এই তিনটী ঈশ্বরের উপাধি, যিনি এই তিনি বিহীন তাঁহাকে তুরীয় বলে। এই উক্তি হেতু অথবা বাসুদেবের চতুর্ব্যূহে তুর্য্যের সীমা হইয়াছে ॥ ৩ ॥

জীবের বিকারিত্ব নিরাস করত কহিতেছেন।
১১ স্কন্ধের ৭ অধ্যায়ে ৪১ শ্লোকে
যদুর প্রতি শ্রীদত্তাত্রেয়ের উক্তি যথা ॥

জন্মাদি ছয় বিকার অভাব নিমিত্ত চন্দ্র দৃষ্টান্তে সম্ভাবিত হয়, একারণ চন্দ্রের নিকট শিক্ষা যথা। যেমন কালেতে চন্দ্রের কলা সকলের হ্রাস বৃদ্ধি হয়, স্বরূপতঃ তাহা চন্দ্রের নহে, তদ্রূপ জন্ম অবধি মরণ পর্য্যন্ত বিকার ভাব সকল দেহেরই জানিবে আত্মার নহে ॥ ২১ ॥

চন্দ্রের জলময় মণ্ডল ও কলা সকলের সূর্য্যের প্রতিবিম্বরূপ জ্যোতিঃ স্বরূপ প্রযুক্ত, যেমন কলা সকলেরই জন্মাদি নাশান্ত ভাব কিন্তু চন্দ্রের নহে, তদ্রূপ দেহেরই জন্মাদি নাশান্ত ভাব অব্যক্ত কাল দ্বারা হইতেছে কিন্তু আত্মার হয় না ॥ ৪ ॥

"জ্ঞান মাত্রাত্মকো নচেতি" জামাতৃমুনি বাক্যে।

তবে কি প্রকাশ বস্তুর প্রকাশ মাত্রই প্রকাশমানের ন্যায় জ্ঞানমাত্রই জ্ঞাতৃত্ব হইয়াছে। "তাদৃশত্বমপি" অর্থাৎ জ্ঞানমাত্রই জ্ঞাতৃত্ব জানিতে হইবে ॥

নাত্মা জজান ন মরিষ্যতি নৈধতেঽসৌ
নক্ষীয়তে সবনবিদ্ব্যভিচারিণাং হি।
সর্ব্বত্র শশ্বদনপায্যুপলব্ধি মাত্রং
প্রাণো যথেন্দ্রিয়বলেন বিকল্পিতং স
দিত্যেনেন তত্ত্বসন্দর্ভে এব দর্শিতম্ ॥

অত্রোপলব্ধি মাত্রত্বেঽপি সবনবিত্ত্বেনোক্তং স্পষ্টমেব তাদৃশ জ্ঞান-শক্তিত্বম্।

অতএব শুদ্ধোবিচষ্টে হ্যবিশুদ্ধকর্ত্তুরিত্যুক্তম্ ॥ ৫ ॥

প্রকারান্তরেণাপি তদাহ ॥

গুণৈর্বিচিত্রাঃ সৃজতীং সরূপাঃ প্রকৃতিং প্রজাঃ।
বিলোক্য মুমুহে সদ্যঃ স ইহ জ্ঞানগূহয়া ॥ ২২ ॥

এই বিষয়ে ১১ স্কন্ধের ৩ অধ্যায়ে ৩৯ শ্লোকে
পিপ্পলায়ন নিমিরাজকে কহিয়াছেন ॥

মহারাজ! যদি এরূপ মনে করেন, যদিস্যাৎ ব্রহ্ম সর্ব্বাত্মক হইলেন, তবে সমুদায় কার্য্যের জন্মাদি বিকার প্রযুক্ত ব্রহ্মেরও বিকার প্রসক্তি হয়, তাহার সমাধান এই যে, ব্রহ্মের জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, বৃদ্ধি নাই ও ক্ষয়ও নাই, যেহেতু তিনি জন্ম বিনাশশালী বস্তুর দ্রষ্টা মাত্র এবং সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ক্ষয়োদয় রহিত জ্ঞান মাত্র। যেমন একমাত্র নিত্য জ্ঞান ইন্দ্রিয় বলে বিকল্পিত হয়েন কিন্তু তন্মধ্যে থাকিয়াও প্রাণ অবিকারী হয়েন তাহার ন্যায়। ইহা তত্ত্বসন্দর্ভে দর্শিত হইয়াছে ।।

এস্থলে উপলব্ধিমাত্রত্বেও সবনবিত্ব অর্থাৎ তত্তৎ কাল দ্রষ্টৃত্ব দ্বারা তাদৃশ শক্তিত্ব স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে। অতএব ৫ স্কন্ধে ১১ অধ্যায়ে ১২ শ্লোকে শুদ্ধ ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা সাক্ষী, অবিশুদ্ধ কর্ত্তা জীবের ঐ সমুদায় অবস্থা দেখিতে পান ইত্যাদি স্থলে উক্ত হইয়াছে ।। ৫ ।।

প্রকারান্তর দ্বারা তাঁহার জ্ঞানশক্তিত্ব কহিতেছেন ॥
৩ স্কন্ধে ২৬ অধ্যায়ে ৫ শ্লোকে যথা ।।

ঐ প্রকৃতি আপনার গুণের দ্বারা আপনার সমান রূপ বিচিত্র প্রজা সৃষ্টি করিতে থাকেন, তাহাতে তাঁহাকে অবলোকন করিয়া ঐ পুরুষ জ্ঞানের আবরণ রূপা অবিদ্যা দ্বারা সদ্যঃ মুগ্ধ হইয়া পড়েন ।। ২২ ।।

এস্থলে "বিলোক্য ও মুমুহে" ইহা দ্বারা এবং "জ্ঞানগূহয়া" ইহা দ্বারাও পরাভূতা অর্থাৎ বিদূর স্থিতা, পাঠান্তরে পরাভূতা অর্থাৎ পরাস্তা প্রকৃতি ও প্রকৃতি কৃত অজ্ঞান হইতে প্রত্যগ্ ভূত অর্থাৎ আচ্ছন্ন যে জ্ঞান তাহা সেই জীবের স্বরূপ শক্তি ইহাই বোধ হইতেছে ।।

অত্র বিলোক্যেত্যনেন মুমুহ ইত্যনেন জ্ঞানগুহয়েত্যনেন চ পরাভূতায়াঃ প্রকৃতেঃ তৎকৃতাদজ্ঞানাচ্চ প্রত্যগ্ ভূতং যজ্ জ্ঞানং তত্তস্য স্বরূপশক্তিরেব স্যাদিতি গম্যতে।

শ্রীগীতোপনিষদশ্চ তথা ॥

অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তব ইতি ॥

৩। ২৬ ॥ শ্রীকপিলদেবঃ ॥ ৬ ॥

শক্ত্যন্তরং চাহুঃ ॥

স যদজয়াত্বজামনুশয়ীত গুণাংশ্চ জুষন্
ভজতি স্বরূপতাং তদনুমৃত্যুমপেত ভগ ইতি ॥ ২৩ ॥

টীকাচ ॥

স তু জীবঃ যদ্ যস্মাৎ অজয়া মায়য়া অজামবিদ্যামনুশয়ীত আলিঙ্গেত। ততো গুণাংশ্চ দেহেন্দ্রিয়াদীন্ জুষন্ সেবমান আত্মতয়া অধ্যস্যন্ তদনু তদনন্তরং সরূপতাং তদ্ধর্ম্ম যোগঞ্চ জুষন্ অপেত ভগঃ পিহিতানন্দাদি গুণঃ সন্ মৃত্যুং সংসারং ভজতি প্রাপ্নোতীত্যেষা ॥ ১০। ৮৭ ॥ শ্রুতয়ঃ ॥ ৭ ॥

এই প্রকার শ্রীভগবদ্ গীতার ৫ অধ্যায়ে
১৪ শ্লোকে যথা ॥

অজ্ঞান দ্বারা জ্ঞান আবৃত থাকে তাহাতেই জন্তুগণ বিমোহিত হইয়া যায় ॥ ৬ ॥

জীবের শক্ত্যন্তর
১০ স্কন্ধের ৮৭ অধ্যায়ে ৫৪ শ্লোকে
শ্রুতিগণ কহিয়াছেন যথা ॥

সেই জীব যখন মুগ্ধ হইয়া মায়াকে আলিঙ্গন করেন তখন দেহেন্দ্রিয়াদির সেবা করত পশ্চাৎ তদ্ধর্ম্ম যুক্ত হইয়া স্বরূপ বিস্মৃতি পূর্ব্বক জন্ম মরণরূপ সংসার প্রাপ্ত হয়েন ॥

শ্রীধরস্বামির টীকা ॥

সেই জীব যে হেতু মায়াদ্বারা অবিদ্যাকে আলিঙ্গন করেন সেইহেতু দেহ ইন্দ্রিয় সকলকে সেবমান হইয়া আত্মতারূপে আরোপ করত তদনন্তর স্বরূপতা অর্থাৎ মায়ার ধর্ম্ম যোগকে সেবমান হইয়া আনন্দাদিগুণে আচ্ছন্ন হওয়ায় সংসার প্রাপ্ত হয় ॥ ৭ ॥

তথা ৬ স্কন্ধে ৫ অধ্যায়ে ১৫ শ্লোকে
হর্য্যশ্বদিগের বাক্য যথা ॥

হে দেবর্ষে! "পুংশ্চলীর পতি সেই পুরুষ" ইত্যাদি যাহা কহিয়াছেন তাহার অর্থ এই যে, মায়াসঙ্গ বশতঃ যাঁহার ঐশ্বর্য্য ভ্রংশিত হইয়াছে অতএব কুৎসিত ভার্য্যার

তথা ॥

তৎসঙ্গভ্রংশিতৈশ্বর্য্যং সংসরন্তং কুভার্য্যবৎ।
তদ্‌গতীরবুধস্যেহ কিমসৎ কর্ম্মভির্ভবেৎ ॥ ২৪ ॥

তস্যাঃ পুংশ্চলীরূপায়া মায়ায়াঃ সঙ্গেন ভ্রংশিতং ঐশ্বর্য্যং কিঞ্চিৎ স্বকীয় জ্ঞানাদি সামর্থ্যং যস্য তম্ ॥

তস্যাঃ গতীঃ সংসরন্তং গচ্ছন্তং জীবং স্বস্বরূপমবুধস্য অজানত ইত্যুত্তরেণান্বয়ঃ ॥ ৬। ৫ ॥ হর্য্যশ্বাঃ ॥ ৮ ॥

তথা ॥

ঈশ্বরস্য বিমুক্তস্য কার্পণ্যমুৎবন্ধনমিতি ॥ ২৫ ॥
ঈশ্বরস্য কিঞ্চিৎ জ্ঞানাদিশক্তিমতঃ ॥
৩। ৭ ॥ শ্রীমৈত্রেয়ঃ ॥ ৯ ॥

তথা ॥

বিপ্রলব্ধো মহিষ্যৈবং সর্ব্বপ্রকৃতিবঞ্চিতঃ।
নেচ্ছন্ননুকরোত্যজ্ঞঃ ক্লৈব্যাৎ ক্রীড়ামৃগো যথা ॥ ২৬ ॥

ভর্ত্তার ন্যায় যিনি সেই মায়ার সুখ দুঃখরূপ গতির অনুগমন করিয়া থাকেন সেই জীবকে যে পুরুষ না জানে তাহার অবিবেককৃত কর্ম্ম সকল দ্বারা কি ফল হইতে পারিবে ? ॥ ২৪ ॥

সেই পুংশ্চলীরূপা মায়ার সঙ্গদ্বারা ঐশ্বর্য অর্থাৎ কিঞ্চিৎ নিজ জ্ঞানাদি সামর্থ্য ধ্বংসিত হওয়ায় সেই মায়ার গতিপ্রাপ্ত যে জীব নিজ স্বরূপকে জানে না তাহার অবিবেক কৃত কর্ম্মসকল দ্বারা কি হইবে ॥ ৮ ॥

তথা ৩ স্কন্ধের ৭ অধ্যায়ের ৯ শ্লোকে
মৈত্রেয় বাক্য যথা ॥

হে বিদুর ! বিমুক্ত স্বরূপ পরমেশ্বরের অবিদ্যা দ্বারা বন্ধন এবং কার্পণ্য এই যে তর্ক বিরোধ ইহাই অচিন্ত্য শক্তি ভগবানের মায়া ॥

ঈশ্বর অর্থাৎ কিঞ্চিৎ জ্ঞানাদি শক্তি বিশিষ্ট ॥ ৯ ॥

৪ স্কন্ধে ২৫ অধ্যায়ে ৫৫ শ্লোকে
প্রাচীনবর্হির প্রতি শ্রীনারদ বাক্য যথা ॥

নারদ কহিলেন হে রাজন্ ! পুরঞ্জন এই প্রকারে আপনার মহিষী কর্তৃক প্রতারিত হইয়া আপনার অসঙ্গত্বাদি স্বভাব হইতে বঞ্চিত হইলেন, সুতরাং পরতন্ত্র হওয়াতে ইচ্ছা না থাকিলেও ক্রীড়ামৃগের ন্যায় হইয়া বনিতার অনুকরণ করেন অর্থাৎ জীব আত্মবুদ্ধির অনুবর্ত্তী হইয়া কর্ম্ম সকল করিয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

মহিষ্যাঃ পুরঞ্জন্যাঃ বিপ্রলব্ধঃ পুরঞ্জনঃ সর্ব্বয়া প্রকৃত্যাজ্ঞানাদিরূপয়া বঞ্চিতস্ত্যাজিতঃ সন্ নেচ্ছন্ তদিচ্ছয়ৈবেত্যর্থঃ। অনুকরোতি তদ্ধর্ম্মমাত্মন্যধ্যস্যতি তত্র জীবস্য শক্তিমত্তায়াং পরাভিধ্যানাত্তু তিরোহিতং ততোহ্যস্য বন্ধবিপর্য্যয়াবিত্যেতৎ সূত্রমপ্যনুসন্ধেয়ম্ ॥ ৪।২৪॥ শ্রীনারদঃ প্রাচীনবর্হিষম্ ॥ ১০ ॥

পূর্ব্বোক্তমেবার্থং ব্যঞ্জয়িতুং স্বস্মৈ স্বয়ং প্রকাশ ইত্যুক্তম্। তথা ভূতত্বঞ্চ বিলক্ষণ ইত্যাদ্যুক্তপদ্য এব স্বদৃগিত্যনেন ব্যক্তমস্তি। প্রকাশোহপি নাম স্বস্য পরস্যচ ব্যবহার যোগ্যতাপাদকো বস্তু বিশেষঃ। সচ পদার্থান্তরে দীপাদি ভাস্যমানত্বাদন্যাধীন ইতি ন স্বয়ং প্রকাশঃ। অনন্যাধীন প্রকাশতা তু স্বসত্তয়ৈব স্বাশ্রয়ং প্রতি প্রকাশমানতা যথা দীপাদৌ নহি দীপাদেঃ স্ববল নির্ভাসিতত্বেনাপ্রকাশত্বং অন্যাধীনপ্রকাশত্বং বা। কিন্তু তর্হি দীপঃ প্রকাশ স্বয়ং স্বয়মেব প্রকাশতে অন্যানপি প্রকাশয়তি। এবমপি দীপাদিঃ স্বয়ং যৎ প্রকাশতে তন্ন স্বার্থং কিন্তু পরার্থমেব। যত এব জড়োহসৌ। আত্মা তু স্বয়ং স্বাত্মানং প্রত্যপি প্রকাশমানঃ স্বস্মৈ স্বয়ং প্রকাশঃ। অতএবাস্যাজড়ত্বম্।

মহিষী পুরঞ্জনীর সহিত বিপ্রলব্ধ পুরঞ্জন জ্ঞানাদিরূপা প্রকৃতি সকল কর্ত্তৃক ত্যাজিত হইয়া ইচ্ছা করেন নাই, কিম্বা তদিচ্ছা দ্বারা অনুকরণ করেন অর্থাৎ তাহার ধর্ম্মকে আত্মাতে আরোপ করেন, এস্থলে জীবের শক্তি থাকাতেও মায়ার অভিধ্যান হেতু তিরোহিত হইয়াছে সেই হেতু জীবের বন্ধবিপর্য্যয় এই সূত্রকে অনুসন্ধান করিবে অর্থাৎ জীবের বন্ধ ও মোক্ষ বিবেচনা করিতে হইবে ॥ ১০ ॥

পূর্ব্বোক্ত অর্থকে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত নিজ সম্বন্ধে স্বয়ং প্রকাশ ইহা উক্ত হইয়াছে, তথা ভুতত্ব অর্থাৎ স্বয়ং প্রকাশত্ব বিলক্ষণ ইত্যাদি উক্ত পদ্যে সদৃক্ ইহা দ্বারা ব্যক্ত হইয়াছে।

প্রকাশের লক্ষণ যথা ॥

আপনার ও পরের ব্যবহার যোগ্যতা সম্পাদক বস্তু বিশেষের নাম প্রকাশ ॥

ঐ প্রকাশ পদার্থান্তরে অর্থাৎ ঘটাদিতে দীপাদি কর্ত্তৃক প্রকাশ্যমান হেতু অন্যাধীন একারণ স্বয়ং প্রকাশ নহে। অনন্যাধীন প্রকাশতা এই যে, যাহা স্বীয় সত্তা দ্বারাই আপনার আশ্রয়ের প্রতি প্রকাশমানতা যেমন দীপাদি। কারণ এই দীপাদির নিজ প্রভাদ্বারা অপ্রকাশত্ব বা অন্যাধীন প্রকাশত্ব নাই। কিন্তু তবে দীপ প্রকাশস্বভাব অতএব স্বয়ং প্রকাশ পায় এবং অন্য সকলকেও প্রকাশ করে এই প্রকার ও দীপাদি যে স্বয়ং প্রকাশ পায় তাহা আপনার নিমিত্ত নহে কিন্তু উহা পরের জন্যই। যেহেতু ঐ

তথৈবোক্তমন্যৈরপি।

স্বয়ং প্রকাশত্বং স্বব্যবহারে পরানপেক্ষত্বম্।

অবেদ্যত্বে সত্যপরোক্ষ ব্যবহার যোগ্যত্বং বেতি।

তত্র পূর্ব্বত্র পরানপেক্ষ্যত্ব স্বরূপ লক্ষণে দীপসাধর্ম্ম্য জড়ত্ব বারণায় স্বস্মৈ পদমপেক্ষ্যং পরত্ব লক্ষণে দীপাদেবের্বদ্যত্ব রূপ বৈলক্ষণ্যং স্পষ্টমেব স্বস্মৈ পদমপেক্ষ্যং উত্তরত্র তু স্পষ্টতার্থং অতঃ স্বদৃক্ স্বস্মৈ স্বয়ং প্রকাশ ইত্যর্থ্যঃ ॥

নচাসৌ পরমাত্মপ্রকাশ্যত্বং ঘটবৎ পর প্রকাশ্যঃ পরমাত্মনঃ তৎ পরম স্বরূপত্বেন পরপ্রকাশ্যত্বভাবাৎ ॥ ১০ ॥

এবমেবাহ দ্বাভ্যাম্ ॥

মমাঙ্গ মায়া গুণময্যনেকধা
বিকল্প বুদ্ধিশ্চ গুণৈর্বিধত্তে।
বৈকারিকস্ত্রিবিধোঽধ্যাত্মমেক
মথাধিভূতমধিদৈবমন্যৎ ॥
দৃগ্রূপমার্কং বপুরত্র রন্ধ্রে
পরস্পরং সিদ্ধ্যতি যঃ স্বতঃ খে।

দীপ জড়বস্তু। পরন্তু আত্মা স্বয়ং আপনার প্রতিও প্রকাশমান। অর্থাৎ আপনাতে স্বয়ং প্রকাশ। অতএব এই আত্মার অজড়ত্ব। এই প্রকার অন্যেও কহিয়াছেন।

যিনি নিজ ব্যবহারে পরকে অপেক্ষা করেন না তিনি স্বয়ং প্রকাশ কিম্বা অবেদ্যত্বে অর্থাৎ অবিষয়ে যিনি সাক্ষাৎ ব্যবহারযোগ্য তিনিই স্বয়ং প্রকাশ। তন্মধ্যে পূর্ব্ব "স্বস্মৈ" পদ অপেক্ষা উত্তর পদের স্পষ্টার্থ, এই হেতু সদৃক্ অর্থাৎ আত্মসম্বন্ধে স্বয়ং প্রকাশ। এই জীব পরমাত্ম প্রকাশ্য হেতু ঘটের ন্যায় পর প্রকাশ্য নহেন, যেহেতু পরমাত্মার তাহা হইতে পরম স্বরূপদ্বারা পরপ্রকাশ্যত্বের অভাব ॥ ১০ ॥

এই বিষয় দুই শ্লোক দ্বারা
কহিয়াছেন ॥
১১ স্কন্ধের ২২ অধ্যায়ে ২৯ | ৩০ শ্লোকে
ভগবদ্বাক্য যথা ॥

ভগবান্ কহিলেন হে উদ্ভব! ত্রিগুণময়ী আমার মায়া, গুণ বিশেষ বশতঃ নানা প্রকার ভেদ বুদ্ধি বিধান করে, তাহা নানা বিকার বিশিষ্ট হইলেও সামান্যত ত্রিবিধ অর্থাৎ আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিকমাত্র ভেদ জানিবে ॥

চক্ষু আধ্যাত্মিক, রূপ আধিদৈবিক এবং চক্ষুর গোলক প্রবিষ্ট সূর্য্যের শরীরাংশ আধিদৈবিক, ইঁহাদিগের ফলের অভাবে কার্য্যের অভাব জন্য এই তিন পরস্পর ভিন্ন,

আত্মা যদেষামপরো য আদ্যঃ
স্বয়াঽনুভূত্যাঽখিল সিদ্ধসিদ্ধিঃ ॥ ২৭ ॥
বিকল্পং ভেদং তদ্বুদ্ধিশ্চ।
অনেকধাত্বং প্রপঞ্চয়তি বৈকারিক ইতি অনেক বিকার বানপ্যসৌ স্থূল দৃষ্ট্যা তাবত্রিবিধঃ।
ত্রৈবিধ্যমাহ অধ্যাত্মমিত্যাদিনা তানি ক্রমেণাহ দৃগাদি ত্রয়েণ। বপুরংশঃ অত্র রন্ধ্রে দৃগ্গোলকে প্রবিষ্টং তত্রয়ঞ্চ পরস্পরমেব সিদ্ধ্যতি নতু স্বতঃ যস্তু খে আকাশে অর্কো বর্ত্ততে স পুনঃ স্বতঃ সিদ্ধ্যতি চক্ষুর্বিষয়ত্বেঽপি স্ববিরোধিনঃ প্রতিযোগ্যাপেক্ষা ভাবমাত্রেণ স্বত ইত্যুক্তম্। এবং যথামণ্ডলাত্মাঽর্কঃ স্বতঃ সিদ্ধ্যতি তথাত্মাঽপীত্যাহ যৎ যতঃ পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্ত হেতোরাত্মা এষামধ্যাত্মাদীনাং যোঽপর আদ্য স্তেষামাশ্রয়ঃ সোঽপি স্বতঃ সিদ্ধ্যতি।
কিন্তু স্বয়াঽনুভূত্যেতি চিদ্রূপত্বাদ্বিশেষঃ। ন কেবল মে তাবৎ অপিতু অখিলানাং পরস্পর প্রকাশ সিদ্ধানাং সিদ্ধি র্যস্মাত্তথা ভূতঃ সন্নিতি ॥ ১১। ২২ ॥ ভগবান্ ॥ ১১

কিন্তু আকাশ মণ্ডলে যে সূর্য্য মণ্ডল তাহা স্বতঃ সিদ্ধ, যেহেতু আত্মা এই আধ্যাত্মিকাদি সকলের কারণ অতএব তিনি যে সকল হইতে ভিন্ন ও স্বতঃসিদ্ধ প্রকাশ দ্বারা অখিল প্রকাশকদিগের প্রকাশক, সুতরাং তাহার প্রকাশ স্বতঃসিদ্ধ ॥ ২৭ ॥
বিকল্প শব্দের অর্থ ভেদ অথবা ভেদবুদ্ধি। অনেক প্রকারে বিস্তার করিতেছেন। বৈকারিক ইতি। এই জীব অনেক বিকার বিশিষ্ট হইয়াও স্থূল দৃষ্টি দ্বারা তিন প্রকার হইয়াছেন। ঐ তিন প্রকার কহিতেছেন, অধ্যাত্ম ইত্যাদি দ্বারা সেই সকলকে দৃগাদিত্রয়ে ক্রমান্বয়ে কহিতেছেন। বপুঃ শব্দের অর্থ অংশ। এই রন্ধ্রে অর্থাৎ দৃগ্গোলকে প্রবিষ্ট সেই তিন পরস্পর সিদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু স্বতঃসিদ্ধ নহে, যে সূর্য্য আকাশে বর্ত্তমান আছেন তিনি স্বতঃসিদ্ধ হইয়াছেন, চক্ষুর বিষয়ত্বেও প্রতিযোগির অপেক্ষার অভাব মাত্র দ্বারা স্বতঃ প্রকাশ ইহা উক্ত হইয়াছে। এই প্রকার যেমন মণ্ডল স্বরূপ সূর্য্য স্বতঃসিদ্ধ আছেন তদ্রূপ আত্মাও স্বতঃসিদ্ধ আছেন ইহা কহিতেছেন। যৎ শব্দের অর্থ যতঃ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্ত হেতু এই অধ্যাত্মাদি সকলের যিনি অপর, আদ্য অর্থাৎ তাহাদের আশ্রয় তিনি স্বতঃসিদ্ধ হইয়াছেন, কিন্তু নিজানুভূতি দ্বারা চিদ্রূপত্ব প্রযুক্ত বিশেষ। কেবল এইরূপ নহেন কিন্তু পরস্পর প্রকাশ সিদ্ধ সকলেরই যাহা হইতে সিদ্ধি হয় সেইরূপ হইয়াছেন ॥ ১১ ॥
যেহেতু স্বরূপ ভূতা শক্তিদ্বারাই প্রকাশ পান একারণ একরূপ ভাস্বর হইলেও দীপের ন্যায় আত্মা জন্মেন, না ইত্যাদি প্রমাণে উপলব্ধি মাত্র ইহার দ্বারাই উক্ত হইয়াছে,

যস্মাৎ স্বরূপ ভূতযৈব শক্ত্যা তথা প্রকাশতে তস্মাদেক রূপ ভাক্ত্ব-মপি দীপবদেব নাত্মা জজ্ঞানেত্যাদৌ উপলব্ধি মাত্রমিত্যনেনৈবোক্তং মাত্রপদং তদ্ধর্ম্মাণামপি স্বরূপানতিরিক্তত্বং ধ্বনয়তি। অথ চেতনত্বং নাম স্বস্য চিদ্রূপত্বেঽন্যস্য দেহাদেশ্চেতয়িতৃত্বং দীপাদি প্রকাশস্য প্রকাশয়িতৃ-ত্ববৎ। তদেতৎ বিলক্ষণ ইত্যাদাবেব দৃষ্টান্তেনোক্তং প্রকাশক ইতি চেতয়িতৃত্বে হেতু র্ব্যাপ্তি শীলত্বং উদাহরিষ্যমাণ আত্মেত্যাদৌ শ্রীপ্রহ্লাদবাক্য ব্যাপক ইত্যনেনোক্তম্! ব্যাপ্তিশীলত্বং অতি সূক্ষ্মতয়া সর্ব্ব চেতনান্তঃ প্রবেশ স্বভাবত্বম্। জ্ঞান মাত্রাত্মকো নচেত্যত্রচিদানন্দাত্মক ইত্যপি হেত্বন্তরম্।

তত্র তস্য জড়প্রতিযোগিত্বেন জ্ঞানত্বং দুঃখ প্রতি
যোগিত্বেন তু জ্ঞানত্বমানন্দত্বঞ্চ জ্ঞানত্বন্তূদাহৃতম্।
আনন্দত্বঞ্চ নিরুপাধি প্রেমাস্পদত্বেন সাধয়তি ॥
তস্মাৎ প্রিয়তমঃ স্বাত্মা সর্ব্বেষামেব দেহিনাম্।
তদর্থমেব সকলং জগচ্চৈতচ্চরাচরম্ ॥ ২৮ ॥
স্পষ্টম্ ॥ ১০। ১৪ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ১২ ॥

মাত্র পদ তদ্ধর্ম্ম সকলেরও স্বরূপ হইতে অনতিরিক্ততা অর্থাৎ অভিন্নতা বুঝাইতেছে। অনন্তর আত্মা চেতন স্বরূপ অর্থাৎ দীপাদির প্রকাশ যেমন অন্যকে প্রকাশ করে তাহার ন্যায় নিজ চৈতন্যরূপী হওয়াতে অন্য দেহাদিকে চৈতন্য করান সেইহেতু বিলক্ষণ ইত্যাদি প্রমাণে দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রকাশক ইহা উক্ত হইল। তিনি যে দেহাদিকে চৈতন্য করান তাহাতে হেতু ব্যাপ্তিশীল হই৷ পরে উদাহরণ দেওয়া হইবে।

৭ স্কন্ধের ৭ অধ্যায়ে ১৪ শ্লোকে আত্মেত্যাদি ব্যাপক এই পর্য্যন্ত উক্ত হইয়াছে। অতি সূক্ষ্মরূপে অচেতন সকলের অন্তরে প্রবেশ স্বভাবের নাম ব্যাপ্তিশীল "জ্ঞান মাত্রাত্মকো নচ" এস্থলে চিদানন্দ স্বরূপ ইহাও অন্য এক কারণ হইয়াছে, সে স্থলে জীবের জড় প্রতিযোগিত্ব অর্থাৎ জড় বিরোধিত্ব প্রযুক্ত জ্ঞানত্ব ও দুঃখ প্রতিযোগিত্ব হেতু জ্ঞানত্ব ও আনন্দত্ব হইয়াছে। তন্মধ্যে জ্ঞানত্বের উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে, এক্ষণে আনন্দত্বকে উপাধি শূন্য প্রেমের আস্পদ দ্বারা সাধন করিতেছেন।।

১০ স্কন্ধের ১৪ অধ্যায়ে ৫২ শ্লোকে
পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকদেবের বাক্য যথা ॥

অতএব সকল দেহির আত্মাই প্রিয়তম আত্মার নিমিত্তই চরাচর সকল জগৎ প্রিয় হইয়া থাকে ॥ ২৮। ১২ ॥

সেই আনন্দ স্বরূপ জ্ঞানে অর্থাৎ জীবে প্রতিবিম্ব যুষ্মদর্থত্ব হয় না কিন্তু আত্মত্ব প্রযুক্ত অস্মদর্থই হয়। সেই অস্মদর্থই অহং ভাব। অহং ভাব হইতে অহং এই

তস্মিংশ্চানন্দাত্মকে জ্ঞানে প্রতিবিম্বং যুষ্মদর্থত্বং ন ভবতি কিন্ত্বাত্মত্বাদস্মদর্থমেব। তচ্চাস্মদর্থত্বং অহংভাব এব ততোঽহমিত্যেতচ্ছব্দাভিধেয়াকারমেব জ্ঞানং শুদ্ধ আত্মা প্রকৃত্যাবেশোঽন্যথানোপপদ্যতে। যত এবাবেশাৎ তদীয় সংঘাত এবাহমিতি অহং ভাবান্তরং প্রাপ্নোতি। তদেতদভিপ্রেত্য তস্যাহমর্থত্বমাহ॥

এবং পরাভিধ্যানেন কর্ত্তৃত্বং প্রকৃতেঃ পুমান্।
কর্ম্মসু ক্রিয়মাণেষু গুণৈরাত্মনি মন্যতে॥ ২৯॥

পরাভিধ্যানেন প্রকৃত্যাবেশেন প্রকৃতিরেবাহমিতি মননেন প্রকৃতেগুণৈঃ ক্রিয়মাণেষু কর্ম্মসু কর্ত্তৃত্বমাত্মনি মন্যতে অত্র নিরহংভাবস্য পরাভিধ্যানাসংভবাৎ পরাবেশ জাতাহঙ্কারস্য চাবরকত্বাদস্ত্যেব তস্মিন্নন্যোঽহং ভাব বিশেষঃ। সচ শুদ্ধ স্বরূপমাত্র নিষ্ঠত্বাৎ ন সংসার হেতুরিতি স্পষ্টং এতদেবাহংকারদ্বয়ম্।

শব্দাভিধেয়াকার জ্ঞানই শুদ্ধ আত্মা, প্রকৃতিতে আবেশ অন্য প্রকারে হয় না কিন্তু অহন্তা প্রকারে উপপন্ন হইয়া থাকে। যে আবেশ হইতেই তদীয় সংঘাত অর্থাৎ দেহাদিতে অহং অর্থাৎ অহং ভাবান্তর প্রাপ্ত হয়, সেই এই অহং ভাবকে অভিপ্রায় করিয়া সেই আত্মার অহমর্থত্ব কহিতেছেন॥

৩ স্কন্ধের ২৬ অধ্যায়ে ৬ শ্লোকে
কপিলদেবের বাক্য যথা॥

কপিলদেব কহিলেন মা। তৎপরে প্রকৃতির গুণে যে সকল কার্য্য ঐ প্রকারে প্রকৃতিতে অধ্যাস হওয়াতে তদ্দ্বারা ঐ পুরুষ আপনাকে সেই সকল কার্য্যের কর্ত্তা বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন॥ ২৯॥

তাৎপর্য্য। পরাভিধ্যান অর্থাৎ প্রকৃতির আবেশ দ্বারা প্রকৃতিই আমি এই মনন দ্বারা প্রকৃতির গুণে ক্রিয়মাণ কর্ম্ম সকলে আপনাতে কর্ত্তৃত্ব মনন করে, এস্থলে নিরহং ভাব অর্থাৎ অহং ভাব রহিত আত্মার পরাভিধ্যান অর্থাৎ প্রকৃত্যা বেশের অসম্ভাব প্রযুক্ত ও পরেশ জাত অহঙ্কারের আবরকত্ব প্রযুক্ত সেই আত্মাতে অন্য অহং ভাব বিশেষ শুদ্ধ মাত্র নিষ্ঠত্ব প্রযুক্ত সংসারের কারণ হয় না ইহা স্পষ্টার্থ, এই অহঙ্কার দুই প্রকার অর্থাৎ স্বরূপ ভূত অহম্ভাব ও প্রাকৃত অহম্ভাব॥

১১ স্কন্ধের ৩ অধ্যায়ে ৪০ শ্লোকে দর্শিত
হইয়াছে যথা।

সুষুপ্তিকালে ইন্দ্রিয়গণ ও অহঙ্কার বিলীন হইলে বিকার হেতু লিঙ্গ শরীরের আশ্রয়াভাবে কুটস্থ আত্মা অবিকারী থাকেন এবং সুষুপ্তি হইতে উত্থিত হইলে অনুস্মৃতি হয় এইস্থলে হইয়াছে॥

সম্নে যদিন্দ্রিয়গণেঽহমিচ প্রসুপ্তে কুটস্থ, আশ্রয়মৃতে তদনুস্মৃতির্ন ইত্যত্র দর্শিতম্। উপাধ্যভিমানাত্মকস্যাহংকারস্য প্রসুপ্তত্বাৎ তদনুস্মৃতির্ন ইত্যনেন সুখমহমস্বাপ্সমিত্যাত্মনোঽহং তস্যৈব পরামর্ষাচ্চ অতএব মামহং নাজ্ঞাসিষমিত্যত্র পরামর্ষেঽপি উপাধ্যভিমানিনোঽনুসন্ধানাভাবঃ। অন্যস্যত্বজ্ঞান সাক্ষিত্বেনানুসন্ধানমিতি দিক্ ॥ ৩। ২৬ ॥ শ্রীকপিলদেবঃ ॥ ১৩ ॥

তথা ॥

নৃত্যতোগায়তঃ পশ্যম্ যথৈবানুকরোতি তান্।
এবং বুদ্ধি গুণান্ পশ্যন্ননীহোঽপ্যনুকার্য্যতে ॥ ৩০ ॥
পুর্ব্ববৎ ॥ ১১। ২২ ॥ শ্রীভগবান্ ॥

এবমেব স্বপ্ন দৃষ্টান্তমপি ঘটয়ন্নাহ ॥

যদর্থেন বিনাঽমুষ্য পুংস আত্ম বিপর্য্যয়ঃ।
প্রতীয়তে উপদ্রষ্টুঃ স্বশিরশ্ছেদনাদিকম্ ॥ ৩১ ॥

উপাধির অভিমান স্বরূপ অহঙ্কারের প্রসুপ্তত্ব প্রযুক্ত তদনুস্মৃতি অর্থাৎ অহং ভাব হয় না, ইহার দ্বারা "সুখমহম্ স্বাপ্সং" এই শ্রুতিপ্রমাণে অর্থাৎ সুখে আমি শয়ন করিয়াছিলাম এই আত্মার অহন্তা দ্বারাই পরামর্শ প্রযুক্ত, অতএব আমি আমাকে জানি নাই এই পরামর্শও উপাধ্যভিমানী জীবের অনুসন্ধানের অভাব হইয়াছে। অন্যের অজ্ঞান সাক্ষিত্ব হেতু অনুসন্ধান হয় নাই, এই দিগদর্শন হইল ॥ ১৩ ॥

তথা ১১ স্কন্ধের ২২ অধ্যায়ে ৫২ শ্লোকে
শ্রীভগবদ্বাক্য যথা ॥

যেমন নৃত্যগীতকারি মনুষ্যদিগের সেই সকল বিষয় দর্শন করত লোকে তাহার অনুকরণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ বুদ্ধির গুণ অবলোকন করত তদ্গুণে আকৃষ্ট হইয়া নিরীহ জীবও তাহার অনুকরণ করেন ॥ ৩০ ॥

পুর্ব্বের ন্যায় ইহার স্পষ্টার্থ ॥

এই প্রকারই স্বপ্ন দৃষ্টান্তকেও ঘটাইয়া কহিতেছেন ॥

৩ স্কন্ধে ৭ অধ্যায়ে ১০ শ্লোকে
শ্রীমৈত্রেয় বাক্য যথা ॥

হে বিদুর ! দেহ ধর্ম্ম যে বন্ধনাদি তাহা জীবেরই হয় ঈশ্বরের হয় না, যেমন চন্দ্রমণ্ডল জলে প্রতিবিম্বিত হইলেই জলোপাধিকৃত কম্পানাদি ধর্ম্ম যদিও বস্তুতঃ তাহাতে না থাকুক তথাচ তাহা দৃষ্ট হয়, কিন্তু আকাশস্থ চন্দ্রে তাহা দেখা যায় না তদ্রূপ অনাত্ম দেহাদির ধর্ম্ম বস্তুতঃ মিথ্যা হইলেও দেহাভিমানি জীবেই তাহা প্রতীয়মান হয়, দেহাভিমান রহিত ঈশ্বরে হয় না ॥ ৩১ ॥

উপদ্রষ্টুরমুষ্যেতি স্বপ্নদ্রষ্ট্রা অমুনা জীবেনেত্যর্থঃ ॥
৩ । ৭ ॥ শ্রীমৈত্রেয়ঃ ॥ ১৪ ॥

সাধিতেচ স্বরূপভূতে অহং ভাবে প্রতিক্ষেত্রং ভিন্নমপি সাধিতম্ । যত্তু বস্তুনোযদ্যনানাত্ব আত্মনঃ প্রশ্ন ঈদৃশঃ । কথং ঘটেত বো বিপ্রা বক্তুর্বা মে ক আশ্রয় ইত্যাদৌ জ্ঞানি লৌকিক গুরুরীতিং তদীয় কৃত দৃষ্টিং বাহনুস্যৃত্য স্বস্য জীবান্তর সাধারণ কল্পনাময়ে শ্রীহংসদেব বাক্যে জীবাত্মনামেকত্বং তৎ খল্বংশভেদেহপি জ্ঞানেচ্ছুন্ প্রতি জ্ঞানেপেযোগিত্বেন তর্মাবিবিচৈব সমানাকারত্বেনাভেদ ব্যপদেশঃ ॥ ১৫ ॥

যথা তত্রৈব ॥

পঞ্চাত্মকেষু ভূতেষু সমানেষ্বপি বস্তুতঃ ।
কো ভবানিতি বঃ প্রশ্নো বাচারম্ভোহ্যনর্থক ইতি অত্রাপ্যংশভেদোঽস্ত্যেব অত উক্তং স্বয়ং ভগবতা ।

শুনিচৈব শ্বপাকেচ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিন ইতি ॥
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম ইত্যাদিচ ॥

"উপদ্রষ্টুরমুষ্যেতি" স্বপ্নদ্রষ্টা এই জীব কর্ত্তৃক ।। ১৪ ।।

স্বরূপ ভূত অহংভাব সাধিত হওয়ায় প্রতিক্ষেত্র ভিন্ন ইহাও সাধিত হইল ।।

যাহা ১১ স্কন্ধে ১৩ অধ্যায়ে ২১ শ্লোকে
শ্রীহংসবাক্যে ॥

হংস কহিলেন হে বিপ্রগণ ! তোমরা যদি আত্ম বিষয়ক প্রশ্ন করিয়া থাক, তবে তাহার অভিন্নত্ব প্রযুক্ত ঈদৃশ প্রশ্নই কি প্রকারে ঘটে এবং আমি কাহাকে আশ্রয় করিয়াই বা উত্তর করিব ॥

ইত্যাদি প্রমাণে জ্ঞানী লৌকিক ও গুরুরীতি এবং তৎ সম্বন্ধীয় দৃষ্টিকে অনুসরণ করিয়া নিজের জীবান্তর সাধারণ কল্পনাময় শ্রীহংসদেবের বাক্যে জীবাত্মা সকলের যে একত্ব হইয়াছে তাহা নিশ্চয় অংশভেদেই জ্ঞানেচ্ছু সকলের প্রতি জ্ঞানোপযোগিত্ব হেতু অংশভেদকে বিচার না করিয়াই সমানাকারত্ব প্রযুক্ত অভেদ ব্যপদেশ হইয়াছে ॥ ১৫ ॥

১১ স্কন্ধে ১৩ অধ্যায়ে ২২ শ্লোকে যথা ।।

আর যদি ভূত সমূহ বিষয়ক প্রশ্ন হয়, তবে মনুষ্যাদি দেহেতে পঞ্চভূত সমান থাকাতে, বস্তুতঃ কে তুমি এই যে প্রশ্ন ইহা কেবল অনর্থক বাচারম্ভণ মাত্র ।।

সে স্থলেও অংশ ভেদ থাকাতেও অতএব স্বয়ং ভগবান কর্ত্তৃক শ্রীভগবদ্গীতার ৫ অধ্যায়ে ১৭ শ্লোকে কথিত হইয়াছে যে, কুক্কুরে ও চণ্ডালে সমদর্শি লোকেরা পণ্ডিত অর্থাৎ জ্ঞানি বলিয়া গণ্য হয়েন ।

অত্র ব্রহ্মেতি জীবঃ ব্রহ্মৈবোচ্যতে যথা।

যয়াহহমেতৎ সদসৎ স্বমায়য়া
পশ্যে ময়ি ব্রহ্মণি কল্পিতং পরে ইতি॥
ময়ি ব্রহ্মণি দেহাত্মকং পরেচ ব্রহ্মণি
জগদাত্মকং সদসৎ কার্য্যকারণসংঘাতম্।

স্ববিষয়ক মায়য়া জীবমায়াখ্যয়া দেহ এবাহং তথা ইন্দ্রাদ্যাত্মকং জগদেব ঈশ্বর ইতীদং কল্পিতমেব যয়ামত্যা পশ্যামীত্যর্থঃ। সমানাকারত্বাদেব পূর্ব্ববদন্যত্রচ সোহহং সচ ত্বমিতি।

তদেবং সর্ব্বেষামেব জীবানামেকাকারত্বে সতি
যাবৎ স্যাদ্গুণবৈষম্যং তাবন্নানাত্বমাত্মনঃ।
নানাত্বমাত্মনো যাবৎ পারতন্ত্র্যং তদৈবহীত্যাদিষু
দেবাদি দেহকৃতাগন্তুক নানাত্বং নিন্দ্যতে॥
বেণুরন্ধ্র বিভেদেন ভেদঃ ষড়্জাতি সঙ্গিতঃ।
অভেদব্যাপিনো বায়োস্তথা তস্য মহাত্মনঃ।

ব্রহ্ম নির্দ্দোষ ও সর্ব্বত্র সম ইত্যাদি। এস্থলে ব্রহ্ম ইহার দ্বারা জীবকেই ব্রহ্ম বলিয়াছেন।

যথা ১ স্কন্ধের ৫ অধ্যায়ে ২৭ শ্লোকে
শ্রীনারদ কহিয়াছেন॥

সেই মতি দ্বারাই প্রপঞ্চাতীত পর ব্রহ্মস্বরূপ আত্মাতে স্বকীয় অবিদ্যা দ্বারা যে স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ কল্পিত হইয়াছে ইহা জানিতে পারিলাম॥

তাৎপর্য্য। আমি ব্রহ্ম আমাতে দেহাত্মক ও পরব্রহ্ম জগদাত্মক সৎ অসৎ অর্থাৎ কার্য্য কারণ সমূহ। "স্বমায়য়া" অর্থাৎ জীব বিষয়ক মায়ানাম্নী দ্বারা দেহই আমি, তথা ইন্দ্রিয়াদি স্বরূপ জগতই ঈশ্বর ইহাই কল্পিত হইয়াছে, যে মতি দ্বারা আমি দেখিতেছি। সমানাকার প্রযুক্তই পূর্ব্বের ন্যায় অন্যত্রেও সেই আমি ও সেই তুমি এইরূপ হইয়াছে অতএব এই প্রকারে সকল জীবেরই একাকার হওয়াতে॥

১১ স্কন্ধের ১০ অধ্যায়ে ৩১ শ্লোকে যথা॥

যতদিন গুণবৈষম্য থাকে ততদিন আত্মার নানাত্ব হয়, যতদিন আত্মার নানাত্ব থাকে, ততদিন তাঁহার পরাধীনত্ব হয়।

ইত্যাদি স্থলে দেবাদি দেহ ভেদকৃত আগন্তুক নানাত্বকে নিন্দা করিতেছেন। যথা॥

যেমন ভেদরহিত ব্যাপক বায়ু বেণুরন্ধ্র বিভেদে ষড়্জাদি সংজ্ঞক ভেদপ্রাপ্ত হয় তদ্রূপ সেই মহাত্মার ভেদ জানিতে হইবে ইত্যাদি পরমাত্মক বিষয়ক জানিতে হইবে।

ইত্যাদিকন্তু পরমাত্ম বিষয়কমেব।

তদেতৎ সর্ব্বমভিপ্রেত্য জীবানাং প্রতিক্ষেত্রং

ভিন্নত্বং স্বপক্ষত্বেন নির্দ্দিশন্তি।

অপরিমিতা ধ্রুবাস্তনুভৃতো যদি সর্ব্বগতা ইতি ॥ ৩২ ॥

অত্র যদি শব্দাৎ পূর্ব্বপাঠেনাপরিমিতত্বং ধ্রুবত্বং চাসংদিগ্ধমিতি তত্র স্বপক্ষত্বং পশ্চাৎ, পাঠেন সর্ব্বগতত্বং তু সন্দিগ্ধমিতি তত্র পরপক্ষত্বং স্পষ্টমেব। অতএব একোদেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ় ইত্যাদিকং পরমাত্ম পরং বাক্যং জীবানামানন্দাত্মকত্বং বোধয়তি ॥ ১০। ৮৭ ॥

শ্রুতয়ঃ ॥ ১০ ॥

প্রতিক্ষেত্র ভিন্নত্বে হেত্বন্তরমণুরিতি।

অণুঃ পরমাণুরিত্যর্থঃ পরমাণুশ্চ যস্য দিগ্‌ভেদেঽপ্যংশো ন কল্পয়িতুং শক্যতে স এবাংশস্য পরাকাষ্ঠেতি তদ্বিদঃ। অণোরপি অখণ্ড-দেহ চেতয়িতৃত্বং প্রভাব বিশেষ রূপাৎ গুণাদেব ভবতি। যথা শির আদৌ ধার্য্যমাণস্য জতুজটিতস্যাপি মহৌষধি খণ্ডস্যাখণ্ডদেহ পুষ্টী-করণাদি হেতুঃ প্রভাবঃ।

অতএব এই সমুদায় অভিপ্রায় করিয়া জীব সকলের প্রতিক্ষেত্রে ভিন্নত্বকে নিজপক্ষ দ্বারা নির্দ্দেশ করিতেছেন ॥

১০ স্কন্ধের ৮৭ অধ্যায়ে ২৬ শ্লোকে

শ্রুতি বাক্য যথা ॥

হে ধ্রুব! অর্থাৎ হে নিত্য! যদি জীব সকল বস্তুতঃ অনন্ত, নিত্য ও সর্ব্বব্যাপী হয় ॥ ৩২ ॥

এস্থলে যদি শব্দ প্রযুক্ত পূর্ব্ব পাঠ দ্বারা অপরিমিতত্ব ধ্রুবত্ব, অসন্দিগ্ধ। ইহা সে স্থলে সপক্ষ হইয়াছে, পশ্চাৎ পাঠ দ্বারা সর্ব্বগতত্ব ও সন্দিগ্ধ, ইহা সে স্থলে পরপক্ষ স্পষ্ট হইয়াছে, অতএব একদেব সকল ভুতে গূঢ়ভাবে অবস্থিত আছেন, ইত্যাদি পরমাত্ম পরবাক্য জীব সকলের অনেকত্বকে বুঝাইতেছে ॥ ১৬ ॥

প্রতিক্ষেত্র ভিন্নত্বে অন্য হেতু অণু। অণু শব্দের অর্থ পরমাণু। পরমাণু শব্দের অর্থ এই যে দিগ্ ভেদে ও যাহার অংশ কল্পনা করিবার নিমিত্ত শক্ত হওয়া যায় না, তিনিই অংশের পরাকাষ্ঠা অর্থাৎ সীমা হইয়াছেন পরমাণু বেত্তা সকল এইরূপ বলিয়া থাকেন। অণুরও অখণ্ড দেহের চেতয়িতৃত্ব প্রভাব বিশেষ রূপ হেতু গুণ হইতে হয়, যেমন মস্তকাদিতে ধার্য্যমাণ জতু (লাক্ষা) জটিত মহৌষধি খণ্ডেরও অখণ্ড দেহ পুষ্টি করণাদি হেতু প্রভাব। অথবা যেমন অয়স্কান্তাদির লৌহ চালনাদি হেতু প্রভাব, এই প্রকার সেইরূপ জীবেরও ও অণুত্ব কহিতেছেন ॥

যথা বা অয়স্কান্তাদে র্লোহ চালনাদি হেতুঃ প্রভাবঃ।
এবং তদ্বৎ তদেতদণুত্বমাহ ॥
সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীব ইতি ॥ ৩৩ ॥
তস্মাৎ সূক্ষ্মতা পরাকাষ্ঠাং প্রাপ্তো জীব ইত্যর্থঃ।
দুর্জ্ঞেয়ত্বাৎ যৎ সূক্ষ্মত্বং তদত্র ন বিবক্ষিতং মহতাঞ্চ মহানহং সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীব ইতি পরস্পর প্রতিযোগিত্বেন বাক্যদ্বয়স্যানন্তর্য্যোক্তৌ স্বারস্য ভঙ্গাৎ। প্রপঞ্চ মধ্যে হি সর্ব্ব কারণত্বান্মহত্তত্ত্বস্য মহত্ত্বং নাম ব্যাপকত্বং নতু পৃথিব্যাদ্যপেক্ষয়া সুজ্ঞেয়ত্বং যথা তদ্বৎ প্রপঞ্চে জীবানামপি সূক্ষ্মত্বং পরমাণুত্বমেবেতি স্বারস্যম্ ॥
শ্রুতয়শ্চ ॥
এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যোযস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সংবিবেশেতি।
বালাগ্র শতভাগস্য শতধা কল্পিতস্যচ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয় ইতি ॥
আরাগ্রমাত্রোহ্যবরোঽপি দৃষ্ট ইতিচ ॥ ১১। ১৬ ॥
শ্রীভগবান্ ॥ ১৭ ॥

---

১১ স্কন্ধের ১৬ অধ্যায়ে ১১ শ্লোকে ॥
শ্রীভগবদ্বাক্য যথা ॥

যত সূক্ষ্ম বস্তু আছে তাহার মধ্যে আমি জীব ॥ ৩৩ ॥

অতএব জীব সূক্ষ্মতার পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছেন এই অর্থ। দুর্জ্ঞেয়ত্ব প্রযুক্ত যাহা সূক্ষ্মত্ব তাহা এস্থলে বলিতে ইচ্ছা হয় নাই। “মহতাঞ্চ মহানহং” ঐ শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধে আমি মহৎ সকলের মধ্যে মহান্, সূক্ষ্ম সকলের মধ্যে আমি জীব, এই পরস্পর বিরোধ দ্বারা বাক্যদ্বয়ের আনন্তর্য্য উক্তিতে যেহেতু স্বীয় অভিপ্রায় ভঙ্গ হইতেছে। অপর প্রপঞ্চ মধ্যে সর্ব্ব কারণত্ব প্রযুক্ত মহত্তত্ত্বের যে মহত্ত্ব অর্থাৎ ব্যাপকত্ব তাহা যেমন পৃথিবী আদির অপেক্ষা দ্বারা সুন্দর রূপে জানা যায় না তদ্রূপে সংসার মধ্যে জীব সকলেরও সূক্ষ্মত্ব ও পরমাণুত্বই অভিপ্রায় জানিতে হইবে ॥

শ্রুতি সকল কহিছেন যথা ॥

এই আত্মা অণু অর্থাৎ সূক্ষ্ম হইয়াছেন, ইনি মনের দ্বারা বেদ্য যাহাতে পঞ্চ প্রকার প্রাণ সম্যক্ প্রবেশ করিয়াছে। কেশাগ্রের যে শত ভাগ অর্থাৎ কেশাগ্রের যে শত ভাগের এক ভাগ তাহাকে পুনর্ব্বার শত ভাগ করিলে যে এক ভাগ তাহাই জীবের স্বরূপ বলিয়া পণ্ডিতেরা জানেন, আবার অর্থাৎ চক্রের অগ্রভাগের ন্যায় জীব দৃষ্ট হয়েন ॥ ১৭ ॥

অপরিমিতা ধ্রুবাস্তনুভৃতো যদি সর্ব্বগতা
স্তর্হি ন শাস্যতেতি নিয়মো ধ্রুব নেতরথা।
অজনিচ যন্ময়ং তদ্বিমুচ্য নিযন্তৃ ভবেৎ
সমমনুজানতাং যদমতং মত দুষ্টতয়া ॥ ৩৪ ॥
অয়মর্থঃ।

পরমাত্মনোঽংশত্বং তস্মাৎ জায়মানত্বঞ্চ জীবস্য শ্রূয়তে। তত্র মমৈ-বাংশো জীবলোক ইত্যাদি সিদ্ধেঽংশত্বে তাবত্তস্য বিভুত্বমযুক্তমিত্যাহুঃ অপরিমিতা বস্তুত এবানন্ত সংখ্যা নিত্যাশ্চ যে তনুভৃতো জীবা স্তে যদি সর্ব্ব গতা বিভবঃ স্যুঃ। তর্হি তেষাং ব্যাপ্যত্বাভাবেন সমত্বাচ্ছাস্য-তেতি নিয়মো ন স্যাৎ ঈশ্বরো নিয়ন্তা জীবো নিয়ম্য ইতি বেদকৃত নিশ্চয়ো ন ঘটতে ইত্যর্থঃ।

হে ধ্রুব ইতরথা জীবস্যাণুত্বেন ব্যাপ্যাভাবেতু সতি ন তন্নিয়মঃ ন অপিতু ঘটতে এবেত্যর্থঃ। অথ যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে ইতি জায়মানত্বাবস্থায়ামপি ব্যাপ্য ব্যাপকত্বেন এব নিয়ম্য নিয়ন্তৃত্বং ভবতি।

---

১০ স্কন্ধে ৮৭ অধ্যায়ে ২৬ শ্লোকে শ্রুতিবাক্য যথা ॥

শ্রুতি সকল কহিলেন, হে ধ্রুব! অর্থাৎ হে নিত্য! যদি জীবসকল বস্তুতঃ অনন্ত, নিত্য ও সর্ব্বব্যাপী হয়, তাহা হইলে আপনার সহিত সাদৃশ্য প্রযুক্ত আপনাতে আর নিয়ন্তৃত্ব থাকে না, যেহেতু ঔপাধিকরূপে বিকারময় জীব উৎপন্ন হইয়া অনুস্মৃতরূপে কারণতা পরিত্যাগ না করিয়া স্বীয় বিকারের নিয়ন্তা হয়, অতএব যাঁহারা বলেন আপনার স্বরূপ জানি, তাহারা জানেন না, যেহেতু আপনি অবিষয়, আপনাকে জানি বলাতে দোষ হয় ॥ ৩৪ ॥

তাৎপর্য্যার্থ এই যে, জীব পরমাত্মার অংশ ও তাহা হইতে জন্মিয়াছেন ইহাই শ্রুত হইতেছে ॥

শ্রীভগবদ্গীতার ১৫ অধ্যায়ে ৭ শ্লোকে যথা ॥

এই জীবলোকে জীব আমারই অংশ ইত্যাদি প্রমাণ দ্বারা জীবের অংশত্ব সিদ্ধ হওয়াতে জীবের যে বিভুত্ব অর্থাৎ ব্যাপকত্ব তাহা অযুক্ত, ইহা শ্রুতি সকল কহিতেছেন। অপরিমিত অর্থাৎ বস্তুতঃ অসংখ্য ও নিত্য যে তনুভৃৎ জীবসকল তাহারা যদি সর্ব্বগত অর্থাৎ বিভু হয়, তবে তাহাদের ব্যাপ্যত্বের অভাব দ্বারা সমত্ব প্রযুক্ত 'শাস্যত' এই নিয়ম হইত না অর্থাৎ ঈশ্বর নিয়ন্তা জীব নিয়ম্য এই বেদকৃত নিশ্চয় ঘটিত না। হে ধ্রুব! ইতরথা অর্থাৎ জীবের অণুত্ব দ্বারা ব্যাপ্যভাব হইলে সেই নিয়ম হইত না অর্থাৎ সে নিয়ম ঘটিতনা। অনন্তর যাহা হইতে এই ভূত সকল জন্মিয়াছে ইহা দ্বারা জায়মান অবস্থাতেও ব্যাপ্য ব্যাপক দ্বারাই নিয়ম্য ও নিয়ন্তৃত্ব

সর্ব্বত্রৈব কার্য্যকারণয়োস্তথা ভাব দর্শনাদিত্যাহুঃ অজনীতি যন্ময়ং যদুপাদানকং যৎ অজনি জাতং জায়তে ইত্যর্থঃ। তদুপাদানং কর্ত্তৃ তস্য জায়মানস্য যন্নিয়ন্তৃ ভবেৎ।

তদবিমুচ্য কিঞ্চিদপ্যমুক্ত্বা ব্যাপ্যেত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

কিঞ্চ যদুপাদানরূপং পরমাত্মাখ্যং তত্ত্বং কেনাপ্যপরেণ সমং সমানমিত্যনুজানতাং যঃ কশ্চিত্তথা বদতি তন্নানুজ্ঞামপি দদতাং অমতং জ্ঞাতং ন ভবতীত্যর্থঃ।

তত্র হেতুঃ মত দুষ্টতয়া তস্য মতস্যাশুদ্ধত্বেন।

তত্রাশুদ্ধত্বং শ্রুত্যাচ বিরোধাৎ ॥ ১৯ ॥

শ্রুতিশ্চ ॥

অসমো বা এষ পরো নহি কশ্চিদেবং দৃশ্যতে।

সর্ব্বেহ্যেতে নরো জায়ন্তেচ ম্রিয়ন্তেচ ছিদ্রাহ্যেতে ভবন্ত্যপরো ন জায়তে ন ম্রিয়তে সর্ব্বেহ্য পূর্ণাশ্চ ভবন্তীতি চতুর্ব্বেদশিখায়াম্।

ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে ইত্যন্যত্র।

অথ কস্মাদুচ্যতে ব্রহ্ম বৃংহতি বৃংহয়তি চেতি বান্যত্র ॥ ৪

বৃহত্ত্বাদবৃংহণত্বাচ্চ যদ্ব্রহ্ম পরমং বিদুরিতি বিষ্ণুপুরাণে।

হইয়াছে। সর্ব্বত্রই কার্য্য ও কারণের তথা ভাব দর্শন প্রযুক্ত ইহা কহিতেছেন, অজনীতি যন্ময় অর্থাৎ যৎ উপাদানক, "যৎ অজনি" অর্থাৎ যাহা জন্মিতেছে। তাহাদের উপাদান অর্থাৎ পরমেশ্বর যাহাদের উপাদান কারণ হইয়াছেন, সেই জায়মানের নিয়ন্তা হইয়াছেন। "তৎ অবিমুচ্য" ইহার অর্থ কিঞ্চিন্মাত্র ত্যাগ না করিয়া অর্থাৎ ব্যাপিয়া ॥ ১৮।

আরও।

যে উপাদান রূপে পরমাত্ম নামক তত্ত্ব কোন অপরের সহিত সমান যাঁহারা জানেন অর্থাৎ যে কেহ বলেন অথবা তদ্বিষয়ে যাহারা অনুজ্ঞাও প্রদান করেন তাহাদের তিনি অমত অর্থাৎ পরমাত্মা তাহাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়েন না। তাহাতে কারণ এই যে সেই মত দুষ্ট অর্থাৎ সেই মতের অশুদ্ধত্ব, যেহেতু শ্রুতি বিরোধ হইয়াছে ॥১৯॥

চতুর্ব্বেদশিখায় শ্রুতি যথা ॥

ইঁহার সমান কেহ নাই, ইঁনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এ প্রকার ইহার ন্যায় কাহাকেও দেখা যায় না, এই নর সকল জন্মিতেছে ও মরিতেছে এবং অপূর্ণও হইতেছে ॥

অন্য স্থলে।

তাহার সমান ও তাহা হইতে অধিক দেখা যায় না।

অতঃ পরমাত্মনঃ এব সর্ব্বব্যাপকত্বং একোদেবঃ সর্ব্ব ভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মেত্যাদৌ তস্মাদণুরেব জীব ইতি ॥ ১০। ৮৭ ॥ শ্রুতয়ঃ ॥ ৫। ২০ ॥

অথ শুদ্ধ স্বরূপত্বান্নিত্য নির্ম্মলত্ব মুদাহৃতমেব শুদ্ধো বিচষ্টেহ্যবিশুদ্ধকর্ত্তুরিত্যনেন তথা তেনৈব শুদ্ধস্যাপি জ্ঞাতৃত্বমপ্যুদাহৃতং জ্ঞানঞ্চ নিত্য স্বাভাবিক ধর্ম্মত্বান্নিত্যং অতএব ন বিক্রিয়াত্মকর্মাপি তথা চৈতন্য সম্বন্ধেন দেহাদেঃ কর্ত্তৃত্বং দর্শনাৎ ক্বচিদচেতনস্য কর্ত্তৃত্বং নচ ঋতে তৎক্রিয়তে কিঞ্চনারে ইত্যাদাবন্তর্যামি চৈতন্য সম্বন্ধেন ভবতীত্যঙ্গীকারাচ্চ শুদ্ধাদেব কর্ত্তৃত্বং প্রবর্ত্ততে ॥

তদুক্তম্ ॥

দেহেন্দ্রিয় প্রাণমনোধিয়োঽমী
যদংশবিদ্ধাঃ প্রচরন্তি কর্ম্মস্বিতি !
তত্তূপাধি প্রাধান্যেন প্রবর্ত্তমান
মুপাধি ধর্ম্মত্বেন ব্যপদিশ্যতে।

অন্যত্রও।

অথ কি হেতু তাহাকে ব্রহ্ম বল, তিনি বৃদ্ধি পান ও বৃদ্ধি পাওয়ান ।।

বিষ্ণুপুরাণে ।।

বৃহত্ব ও বৃংহণত্ব প্রযুক্ত পণ্ডিতেরা তাঁহাকে ব্রহ্ম বলেন। অতএব পরমাত্মারই সর্ব্ব ব্যাপকত্ব।

এক দেব সর্ব্বভুতে গূঢ়, তিনি সর্ব্বব্যাপী ও সকল ভূতের অন্তরাত্মা। ইত্যাদি প্রমাণে তিনি সর্ব্বব্যাপি, অতএব জীবই অণু অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম ।। ২০ ।।

অনন্তর শুদ্ধ স্বরূপ প্রযুক্ত "শুদ্ধো বিচষ্ট হ্যবিশুদ্ধ কর্ত্তুঃ" ইহার দ্বারা পরমাত্মার নিত্য নির্ম্মলত্ব উদাহৃত হইল। তথা পূর্ব্বোক্ত শ্লোক দ্বারা শুদ্ধেরও জ্ঞাতৃত্বও উদাহৃত হইল। নিত্যের স্বাভাবিক ধর্ম্ম প্রযুক্ত জ্ঞানও নিত্য হইয়াছে। অতএব ব্রহ্ম বিকারাত্মকও নহেন। সেইরূপ চৈতন্য সম্বন্ধ দ্বারা দেহাদির কর্ত্তৃত্ব দর্শন প্রযুক্ত কোথাও অচেতনের কর্ত্তৃত্ব হইয়াছে ইত্যাদি প্রমাণে অন্তর্যামি চিৎ সম্বন্ধ দ্বারা হয় এই অঙ্গীকার প্রযুক্ত শুদ্ধ হইতেই কর্ত্তৃত্ব প্রবৃত্ত হইয়াছে ।।

এই বিষয় উক্ত হইয়াছে যথা ।।

দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মনঃ, বুদ্ধি ইহারা যাহার অংশে বিদ্ধ হইয়া কর্ম্ম সকলে প্রচরণ করে।

উহা উপাধি ধর্ম্ম প্রাধান্য হেতু ধর্ম্মস্বরূপে উপদিষ্ট হয় ।।

যথা কার্য্যকারণ কর্ত্তৃত্বে কারণং
প্রকৃতিং বিদুরিত্যাদৌ ॥
পরমাত্ম প্রাধান্যেন প্রবর্ত্তমানং
তু নিরুপাধিকমেব ইত্যাহ ॥
সাত্ত্বিকঃ কারকোঽসঙ্গী রাগান্ধো রাজসঃ স্মৃতঃ।
তামসঃ স্মৃতিবিভ্রষ্টো নির্গুণোমদপাশ্রয়ঃ ॥ ৩৫ ॥
স্পষ্টম্ ॥ ১১। ২৫ ॥ শ্রীভগবান্ ॥ ২১ ॥
অথ ভোক্তৃত্বং সংবেদন রূপত্বেন যথা
তথা তত্রৈব চিদ্রূপে পর্য্যবস্যতীত্যাহ ॥
ভোক্তৃত্বে সুখ দুঃখানাং পুরুষং প্রকৃতেঃ পরিমিতি ॥৩৬॥
কারণমিতি পূর্ব্বেণৈবান্বয়ঃ ॥৩।২ ১॥ শ্রীকপিলদেবঃ ॥২২॥
অথ পরমাত্মৈকশেষত্ব স্বভাবশ্চেতি ব্যাখ্যেয়ং।

---

৩ স্কন্ধে ২৬ অধ্যায়ে ৮ শ্লোকে যথা ॥

কপিলদেব কহিলেন মাতঃ! কার্য্য, কারণ, কর্ত্তৃত্ব অর্থাৎ দেহ ইন্দ্রিয় এবং দেবতাবর্গ এ সকলের তত্তদ্ভাব প্রাপ্তি বিষয়ে পণ্ডিতেরা প্রকৃতিকেই কারণ বলিয়া থাকেন।

ইত্যাদি প্রমাণে পরমাত্মার প্রাধান্য দ্বারা প্রবর্ত্তমান জীবও নিরুপাধি হইয়াছেন।

ইহা ১১ স্কন্ধের ২৫ অধ্যায়ে ২৫ শ্লোকে
শ্রীভগবান্ কহিয়াছেন ॥

হে উদ্ধব! সঙ্গ রহিত কর্ত্তা সাত্ত্বিক, রাগান্ধ কর্ত্তা রাজস, স্মৃতিবিভ্রষ্ট কর্ত্তা তামস এবং আমার সেবা কর্ত্তাকে নির্গুণ বলা যায় ॥ ২১ ॥

অনন্তর ভোক্তৃত্বের সম্বেদন অর্থাৎ জ্ঞানরূপ প্রযুক্ত যে কোন রূপেই হউক পরমাত্মাতে পর্য্যবসান হইয়াছে।

এই বিষয় ৩ স্কন্ধের ২৬ অধ্যায়ে ৮ শ্লোকে
কপিলদেব কহিয়াছেন ॥

কেননা কূটস্থ আত্মার স্বতঃ বিকার নাই, কিন্তু সুখ দুঃখ ভোক্তৃত্ব বিষয়ে প্রকৃতি হইতে ভিন্ন যে পুরুষ তাঁহাকেই কারণ বলিয়া থাকেন অর্থাৎ যদ্যপি কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব এই উভয় অহংকার কৃত হইল তথাচ কার্য্য মাত্র জড়াবসান একারণ তাহাতে প্রকৃতির প্রাধান্য, পরন্তু ভোগাবসান প্রযুক্ত তাহাতে প্রকৃত্যুপহিত চৈতন্যের প্রাধান্য ॥ ৩৬ ॥

কারণ এই পদ পূর্ব্বের সহিত অন্বয় হইবে ॥ ২২ ॥

অর্থ পরমাত্মার একশেষত্ব স্বভাব ইহাই ব্যাখ্যা ॥

একঃ পরমাত্মনোঽন্যঃ শেষোঽংশঃ সচাসৌ সচ এক শেষঃ পরমাত্মন একশেষঃ পরমাত্মৈকশেষঃ তস্য ভাবস্তত্ত্বং তদেব স্বভাবঃ প্রকৃতির্যস্য স পরমাত্মৈকশেষত্ব স্বভাবঃ তথা ভূতশ্চায়ং সর্ব্বদা মোক্ষদশায়ামপীত্যর্থঃ।

এতাদৃশত্বং চাস্য স্বতঃ স্বরূপত এব নতু পরিচ্ছেদাদিনা। তদীয় স্বাভাবিকাচিন্ত্যশক্ত্যা স্বাভাবিকতদীয়রশ্মি পরমাণুস্থানীয়ত্বাৎ। ঔপাধিকাবস্থায়াং তু অংশেন প্রকৃতিশেষত্বমপি ভবতীতিচ স্বত ইত্যস্য ভাবঃ ॥

শক্তিরূপত্বং চাস্য তটস্থশক্ত্যাত্মকত্বাৎ তথা তদীয় রশ্মিস্থানীয়ত্বেঽপি নিত্যতদাশ্রয়ত্বাৎ তদ্ব্যতিরেকেণ ব্যতিরেকাৎ। হেতু জীবোঽস্য সর্গাদেরিত্যনুসারেণ জগৎ সৃষ্টৌ তৎ সাধনত্বাৎ দ্রব্য রূপত্বেঽপি প্রধান সাম্যাচ্চাবগম্যতে ॥ ২৩ ॥

উক্তঞ্চ প্রকৃতিবিশেষত্বেন তস্য শক্তিত্বম্।

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।

অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে। ইতি ॥

যে পরমাত্মার এক অন্য শেষ অংশ তাহাই একশেষ পরমাত্মার যে একশেষ, তাহার নাম পরমাত্মৈক শেষ তাহার যে ভাব, তাহাই পরমাত্মৈক শেষত্ব, তাই যাহার স্বভাব অর্থাৎ প্রকৃতি হইয়াছে, তিনি পরমাত্মৈক শেষত্ব স্বভাব, এই ব্যুৎপত্তি দ্বারা এই জীব সর্বদা মোক্ষ দশাতেও সেইরূপ হইয়াছেন। এই জীবের এতাদৃশত্ব স্বভাবতই হইয়াছে, পরিচ্ছেদাদি দ্বারা হয় নাই। পরমাত্মার স্বাভাবিক অবিচিন্ত্য শক্তি দ্বারা স্বাভাবিক তদীয় শক্তির পরমাত্ম স্থানীয় প্রযুক্ত ঔপাধিক অবস্থাতেও অংশরূপে প্রকৃতি শেষও হয় ইহাও স্বতঃসিদ্ধ ইহাই ইহার ভাবার্থ। তটস্থ শক্তি স্বরূপ প্রযুক্ত এই জীবের শক্তি রূপত্ব তথা ঈশ্বর সম্বন্ধীয় রশ্মি স্থানীয়ত্ব হইলেও এই জীব নিত্য ঈশ্বরাশ্রয়ি হইয়াছেন, ঈশ্বরের যদি অভাব হয় তাহা হইলে জীবেরও অভাব হয়, এই হেতু, ঈশ্বরের সৃষ্টি বিষয়ে জীব কারণ হইয়াছেন, এই উক্তির অনুসারে জগৎ সৃষ্টি বিষয়ে জীব তাহার সাধন প্রযুক্ত দ্রব্য রূপত্ব হইলেও প্রধানের সমতা হেতু বোধ হইতেছে ॥ ২৩ ॥

প্রকৃতি বিশেষত্বে জীবের শক্তিত্ব বিষ্ণুপুরাণে ৬ অংশে ৬০ | ৬১ অঙ্কে উক্ত হইয়াছে যথা ॥

এই বিষ্ণুশক্তি পরা ও চিৎশক্তিস্বরূপা বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন, এতদ্ভিন্ন শক্তির নাম অপরা ও অবিদ্যা, কর্ম্ম তৃতীয়া শক্তিশব্দে অভিহিত হইয়া থাকে ॥

হে রাজন্! এই চিৎশক্তি কর্ম্মশক্তি দ্বারা তিরোহিত থাকাতে সর্ব্বজীবে ন্যূনাধিক্যরূপে লক্ষিত হয় ॥

তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ শক্তিঃ ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞিতা।
সর্ব্বভূতেষু ভূপাল তারতম্যেন বর্ত্ততে।
ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ॥
তথা ভূমিরাপোঽনলো বায়ুরিত্যাদৌ ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধেত্যনন্তরম্।
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ।
ইতি শ্রীগীতোপনিষৎসু চ ॥ ২৪ ॥

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ইত্যাদি বিষ্ণুপুরাণবচনে তু তিসৃণামেব পৃথক্ শক্তিত্বনির্দ্দেশাৎ ক্ষেত্রজ্ঞস্যাবিদ্যাকর্ম্মসম্বন্ধেনৈব শক্তিত্বমিতি পরাস্তং কিন্তু স্বরূপেণৈবেত্যায়াতম্। তথাচ শ্রীভগবদ্গীতায়াং মমৈবাংশ ইতি। অতএবাপরেয়মিতস্ত্বন্যামিত্যুক্তম্। ক্ষেত্রজ্ঞ এতা মনসো বিভূতী-রিত্যাদৌ ক্ষেত্রজ্ঞশব্দশ্চ শুদ্ধেঽপি প্রবর্ত্ততে। ক্ষেত্রজ্ঞ-শব্দস্যোপলক্ষণমাত্রত্বাৎ। তদেবং শক্তিত্বেঽপ্যন্যত্বমস্য তটস্থত্বাৎ তটস্থত্বঞ্চ মায়াশক্ত্যতীতত্বাৎ অস্যাবিদ্যাপরাভবাদিরূপেণ দোষেণ পরমাত্মনো

শ্রীভগবদ্গীতার ৭ অধ্যায়ে ৪। ৫ শ্লোকে ॥

ভগবান্ কহিলেন হে অর্জ্জুন! ভূমি, জল, অনল, বায়ু, আকাশ ও মন, বুদ্ধি এবং অহংকার এই আমার আট প্রকার বিভিন্ন প্রকৃতি আছে ॥

উক্ত প্রকৃতি নিকৃষ্ট ও আমার জীবভুত অন্য এক উৎকৃষ্ট প্রকৃতি আছে, তাহা অবগত হও, তদ্দ্বারা এই জগতের ধারণা হয় ॥ ২৪ ॥

"বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা" ইত্যাদি বিষ্ণুপুরাণের বচনে তিনেরই পৃথক্ শক্তিত্ব নির্দ্দেশ হেতু ক্ষেত্রজ্ঞের অবিদ্যা কর্ম্ম সম্বন্ধদ্বারাই শক্তিত্ব পরাস্ত হইয়াছে কিন্তু স্বরূপদ্বারা হয় নাই, ইহাই প্রাপ্ত হইল ॥

শ্রীভগবদ্গীতার ১৫ অধ্যায়ে ১৭ শ্লোকে জীব আমার অংশ।

তথা ৭ অধ্যায়ের ৫ শ্লোকে।

এই প্রকৃতি নিকৃষ্ট ও আমার জীবভুত অন্য প্রকৃতি আছে, ইত্যাদি স্থলে কথিত হইয়াছে।

আর ৫ স্কন্ধের ১১ অধ্যায়ে ১২ শ্লোকে

"ক্ষেত্রজ্ঞ এতা মনসোবিভুতীঃ" ইত্যাদি স্থলে ক্ষেত্রজ্ঞ শব্দ, শুদ্ধে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, যেহেতু এস্থলে ক্ষেত্রজ্ঞ শব্দের উপলক্ষণ মাত্র জানিতে হইবে। অতএব এই প্রকার শক্তিত্বেও এই জীবের অন্যত্ব প্রযুক্ত তটস্থত্ব হইয়াছে। জীবের তটস্থত্বের কারণ এই যে, জীব মায়াশক্তি হইতে অতীত। ইহার অবিদ্যা পরাভবাদিরূপ দোষ দ্বারা ও পরমাত্মার লেপাভাব প্রযুক্ত উভয়কোট অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষে যেহেতু প্রবেশ হইয়াছে।

লেপাভাবাচ্চ উভয়কোটাবপ্রবিষ্টে স্তস্য তচ্ছক্তিত্বে সত্যপি পরমাত্মন স্তল্লেপাভাবশ্চ যথা ক্বচিদেকদেশস্থে রশ্মৌ ছায়য়া তিরস্কৃতেঽপি সূর্য্যস্যাতিরস্কারস্তদ্বৎ ॥ ২৫ ॥

উক্তঞ্চ তটস্থত্বং শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে ॥

যত্তটস্থং তু চিদ্রূপং স্বসংবেদ্যাদ্বিনির্গতম্।
রঞ্জিতং গুণরাগেণ স জীব ইতি কথ্যতে। ইত্যাদৌ ॥

অতো বিষ্ণুপুরাণেঽপ্যন্তরাল এব পঠিতোঽসৌ।

অন্যত্বং চ শ্রুতৌ ॥

অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেত-
ত্তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সংনিরুদ্ধঃ।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তীত্যাদৌ

অতএবোক্তং বৈষ্ণবে ॥

বিভেদজনকেঽজ্ঞানে নাশমাত্যন্তিকং গতে।
আত্মনো ব্রহ্মণো ভেদমসন্তং কঃ করিষ্যতীতি ॥

অপর সেই জীব ঈশ্বর শক্তি হইলেও পরমাত্মার তল্লেপের অর্থাৎ মায়ালেপের অভাব হইয়াছে। যেমন কোন এক দেশস্থিত রশ্মি ছায়া দ্বারা তিরস্কৃত হইলেও সূর্য্যের তিরস্কার হয় না তদ্রূপ ॥ ২৫ ॥

নারদপঞ্চরাত্রে জীবের তটস্থত্ব উক্ত হইয়াছে যথা ॥

যে চিদ্রূপ তটস্থ স্বীয় জ্ঞান হইতে বিনির্গত ও গুণরাগ দ্বারা রঞ্জিত, তিনি জীব নামে কথিত হয়েন। ইত্যাদি প্রমাণে।

অতএব বিষ্ণুপুরাণেও অন্তরালে অর্থাৎ "বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা" এই পদ্যে এই জীব পঠিত হইয়াছেন ॥

জীবের অন্যত্বও শ্রুতি প্রমাণে যথা ॥

ঈশ্বর হইতে মায়াবী অর্থাৎ ব্রহ্মা এই বিশ্বকে সৃষ্টি করিতেছেন, সেই বিশ্বে অন্য চিদ্রূপ জীব মায়া দ্বারা সংনিরুদ্ধ হইয়াছেন, জীব ও পরমাত্মার মধ্যে যিনি অন্য চিদ্রূপ জীব, তিনি পিপ্পল অর্থাৎ কর্ম্মজনিত সুখ দুঃখ ফলকে ভোগ করিতেছেন ইত্যাদি প্রমাণে ॥

অতএব বিষ্ণুপুরাণে ৬ অংশে
৭ অধ্যায়ে ৯৪ শ্লোকে ॥

ভেদজনক অজ্ঞান একেবারে বিনষ্ট হইলে আত্মা ও ব্রহ্ম এতদুভয়ের পরস্পর যে মিথ্যা ভেদ তাহা আর কে করিবে ॥

তাৎপর্য, বিশেষরূপে দেব-মনুষ্যাদিস্বরূপ যে ভেদ তাহার জনক অজ্ঞান নাশ

দেবত্ব মনুষ্যত্বাদিলক্ষণো বিশেষতো যো ভেদ স্তস্য জনকোঽপ্যজ্ঞানে নাশং গতে ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ সকাশাৎ আত্মনো জীবস্য যো ভেদঃ স্বাভাবিকঃ তং ভেদং অসন্তং কঃ করিষ্যতি। অপি তু সন্তং বিদ্যমান-মেব সর্ব্বঃ করিষ্যতীত্যর্থঃ। উত্তরত্র পাঠেনাসন্তং ইত্যেতস্য বিধেয়ত্বা-দন্যাথার্থঃ কষ্টসৃষ্ট এবেতি মোক্ষদশায়ামপি তদংশত্বাব্যভিচারঃ স্বাভাবিকশক্তিত্বাদেব ॥ ২৬ ॥

অতএবাবিদ্যাবিমোকপূর্ব্বকস্বরূপাবস্থিতিলক্ষণায়াং মুক্তৌ তল্লীনস্য তৎসাধর্ম্ম্যাপত্তি র্ভবতি। নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতীত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ।

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ।

সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তিচেতি। শ্রীগীতো-পনিষদ্ভ্যশ্চ অতএব ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতীত্যাদিষু চ ব্রহ্ম তাদাত্ম্যমেব বোধয়তি। স্বেন অচিন্তনীয়জ্ঞানং ভবতি। তৎ স্বাভাব্যাপত্তিরুপ-পত্তেরিতি বৎ। তদেবং শক্তিত্বে সিদ্ধে শক্তিশক্তিমতোঃ পরস্পরানু-প্রবেশাৎ শক্তিমদ্ব্যতিরেকে শক্তিব্যতিরেকাৎ। চিন্তাবিশেষাচ্চ কুচিদভেদ

প্রাপ্ত হইলে ব্রহ্ম অর্থাৎ পরমাত্মা হইতে আত্মা অর্থাৎ জীবের যে স্বাভাবিক ভেদ সেই ভেদ মিথ্যা, তাহা কে করিবে, কিন্তু বিদ্যমান ভেদ সকলেই করিবে। উত্তরার্দ্ধে "অসন্তং" অর্থাৎ অবিদ্যমান এই পদের বিধেয়ত্ব প্রযুক্ত অন্যার্থ অর্থাৎ অন্য প্রকার অর্থ কষ্ট-সৃষ্টেই হইতে পারে, জীব ঈশ্বরের স্বাভাবিক শক্তি প্রযুক্ত মোক্ষ দশাতেও তাঁহার ঈশ্বরাংশের অভাব জানিতে হইবে ॥ ২৬ ॥

অতএব অবিদ্যার বিলোপ পূর্ব্বক স্বীয়রূপের অবস্থান স্বরূপ মুক্তিতে পরমাত্মায় লীন জীব পরমাত্মার সমান ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়েন ॥

শ্রুতি সকল কহিয়াছেন। জীব উপাধিশূন্য হইলে পরমাত্মার সাম্যপ্রাপ্ত হয়েন।

শ্রীভগবদ্গীতার ১৪ অধ্যায়ে ২ শ্লোকে

শ্রীভগবদ্বাক্য যথা ॥

হে অর্জ্জুন! তাঁহারা এই জ্ঞান আশ্রয় করিয়া আমার স্বারূপ্য প্রাপ্ত হইয়া সৃষ্টি-কালেও উৎপন্ন হয়েন না এবং প্রলয়কালে ব্যথা পান না ॥

অতএব ব্রহ্মকে জানিতে পারেন এবং ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়েন, ইত্যাদি প্রমাণেও ব্রহ্ম-তাদাত্ম্যই বোধ করাইতেছে। আপনাদ্বারা অচিন্তনীয় জ্ঞান হয়। উপপত্তি অর্থাৎ জ্ঞান হইতে ঈশ্বর ভাবাপন্ন হয়, ইহার ন্যায়। অতএব এই প্রকার শক্তিত্ব সিদ্ধ হওয়ায় শক্তি ও শক্তিমানের পরস্পর অনুপ্রবেশ হেতু শক্তিমানের অভাবে শক্তির অভাব প্রযুক্ত, চিদ্ধর্ম্মের বিশেষ হেতু কোথাও অভেদ নির্দ্দেশ হইয়াছে। এক বস্তুতে বিবিধ

নির্দ্দেশ একস্মিন্নপি বস্তুনি শক্তিবৈবিধ্য দর্শনাৎ ভেদনির্দ্দেশশ্চ নাসমঞ্জসঃ। রামানুজীয়াস্তু অধিষ্ঠানাধিষ্ঠাত্রোরপি জীবেশয়োরভেদ-ব্যপদেশো ব্যক্তিজাত্যোর্গবাদি ব্যপদেশবদিতি মন্যন্তে ॥ ২৭ ॥

যথা বিষ্ণুপুরাণে ॥

যোঽয়ং তবাগতোদেব সমীপে দেবতাগণঃ।

স ত্বমেব জগৎস্রষ্টা যতঃ সর্ব্বগতো ভবানিতি ॥

শ্রীগীতাসু চ ॥

সর্ব্বং সমাপ্নোসি ততোঽসি সর্ব্ব ইতি। তত্র জ্ঞানেচ্ছুং প্রতি শাস্ত্রমভেদমুপদিশতি ভক্তীচ্ছুং প্রতি তু ভেদমেব।

ক্বচিত্তু পরমাত্মপ্রতিবিম্বত্বং যদস্য শ্রূয়তে যথা।

যথা পুরুষ আত্মানমেকমাদর্শচক্ষুষোঃ।

দ্বিধাভূতমবেক্ষেত তথৈবান্তরমাবয়োরিতি।

তদপি জ্ঞানেচ্ছুং প্রতি অভেদদৃষ্টিপোষণার্থমেবোচ্যতে ন বাস্তব বৃত্ত্যেব প্রতিবিম্বত্বেন। অদ্বয়বাদ গুরুমতেঽপি অম্বুবদগ্রহণাদিতি

শক্তি দর্শন প্রযুক্ত ভেদনির্দ্দেশও অসমঞ্জস অর্থাৎ অসঙ্গত নহে। রামানুজ সম্প্রদায় সকল অধিষ্ঠান ও অধিষ্ঠাতা জীব ও ঈশ্বরের অভেদ ব্যপদেশ ব্যক্তি ও জাতির গবাদি ব্যপদেশের ন্যায় হয় ইহা মানিয়াছেন।। ২৭ ।।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে যথা ।।

হে দেব! যে এই দেবতাগণ আপনার নিকট আসিয়াছেন তাহাও আপনি, যেহেতু আপনি জগৎস্রষ্টা ও সর্ব্বগত হইয়াছেন।।

শ্রীভগবদ্গীতার ১১ অধ্যায়ে ৪০ শ্লোকে ।।

আপনার সম্মুখে এবং পশ্চাতে নমস্কার করি, হে সর্ব্ব! আপনি সর্ব্বত্র স্থায়ী, অনন্তবীর্য্য এবং অপরিমিত বিক্রমশালী ও সর্ব্বব্যাপী হওয়াতে আপনি সর্ব্বশব্দের বাচ্য হইয়াছেন ।।

তন্মধ্যে জ্ঞানেচ্ছুর প্রতি শাস্ত্রের অভেদকে উপদেশ করিতেছেন এবং ভক্ত্যভিলাষির প্রতি ভেদকেই উপদেশ করিতেছেন ।।

৪ স্কন্ধে ২৮ অধ্যায়ে ৫৬ শ্লোকে পুরঞ্জনোপাখ্যানে যথা ।।

বন্ধো! ইহাতে তোমার এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যদি আমরা দুইজনে এক পদার্থ তবে আমাদের মধ্যে একের সর্ব্বজ্ঞত্ব ও অপরের অল্পজ্ঞত্ব এরূপ ধর্ম্ম-ভেদ কিরূপে সম্ভব? সখে! বিবেচনা করিয়া দেখিলে এ আশঙ্কা দূরীভূত হইবে, যেমন পুরুষ আপনার দেহকে আদর্শে নির্ম্মল, মহৎ ও স্থির দেখিয়া থাকে এবং লোকের চক্ষুতে তাহার বিপরীত দৃষ্ট হয়, এইরূপে তাহার দেহ যেমন উপাধি ভেদে

ন্যায়বিরোধাৎ। বৃদ্ধি হ্রাসভাক্ত্বমন্তর্ভাবাদুভয়সামঞ্জস্যাদেবমিতি ন্যায়েন যথা কথঞ্চিৎ প্রতিবিম্বসাদৃশ্যমাত্রাঙ্গীকারাচ্চ। তদেতত্তস্য পরমাত্মাংশরূপতয়া নিত্যত্বং গীতোপনিষদ্ভিরপি দর্শিতম্। মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতন ইতি ॥ ২৮ ॥

তদেবমংশত্বং তাবদাহ তত্র সমষ্টেঃ ॥

এষ হ্যশেষ সত্ত্বানামাত্মাংশঃ পরমাত্মনঃ।
আদ্যোঽবতারো যত্রাসৌ ভূতগ্রামো বিভাব্যতে ॥ ৩৭ ॥

টীকাচ ॥

অশেষসত্ত্বানাং প্রাণিনামাত্মা ব্যষ্টীনাং তদংশত্বাৎ। অংশো জীবঃ

ভিন্ন হয়, আমাদের দুই জনের বিভিন্নতাও তদ্রূপ। ফলতঃ বিদ্যা ও অবিদ্যা কৃতই ধর্ম্মভেদ হইয়া থাকে ॥

এই যে বচন ইহাও জ্ঞানেচ্ছুর প্রতি অভেদদৃষ্টি পোষণের নিমিত্তই কথিত হইয়াছে, প্রতিবিম্বত্ব প্রযুক্ত বাস্তববৃত্তি দ্বারা কথিত হয় নাই, যেহেতু অন্বয়বাদ গুরুমতেও।

ব্রহ্মসূত্রের ৩ অধ্যায়ে ২ পাদের ১৮ সূত্রে "অম্বুবদগ্রহণাত্তু ন তথা ত্বং" এই ন্যায়বিরোধহেতু।

তথা ৩ অধ্যায়ে ২ পাদের ১৯ সূত্রে "বৃদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বমন্তর্ভাবাদুভয় সামঞ্জস্যাৎ" ইত্যাদি ন্যায়ে যথা কথঞ্চিৎ প্রতিবিম্ব সাদৃশ্য অঙ্গীকার হেতু জীবের ভেদ দেখান হইয়াছে। অতএব পরমাত্মার অংশরূপত্ব প্রযুক্ত জীবের নিত্যত্ব।

এই বিষয় গীতোপনিষদে অর্থাৎ ভগবদ্গীতার
১৫ অধ্যায়ের ৭ শ্লোকে ঈশ্বর ও জীবের ভেদ
দেখাইয়াছেন যথা ॥

জীবলোকে আমারই অংশ অবিদ্যা দ্বারা জীবস্বরূপ, উহা সনাতন অর্থাৎ সর্ব্বদা সংসারিত্বরূপে প্রসিদ্ধ হইয়াছে ॥ ২৮ ॥

অতএব জীবের অংশত্ব কহিতেছেন, তন্মধ্যে সমষ্টির উদাহরণ ॥

৫ স্কন্ধের ৬ অধ্যায়ে ৮ শ্লোকে
শুকদেবের বাক্য যথা ॥

ঐ বিরাট পুরুষ অশেষ প্রাণির আত্মা, যেহেতু সমস্ত সৃষ্টিই তাঁহার অংশে হয় এবং তিনি পরমাত্মার অংশ অর্থাৎ জীব অতএব আদ্য অবতার স্বরূপ, তাহাতেই ভূত সকল প্রকাশ পায় ॥ ৩৭ ॥

স্বামিটীকা যথা ॥

ইনি অশেষসত্ত্বের অর্থাৎ প্রাণি সকলের আত্মা, যেহেতু ব্যষ্টি প্রাণি সমুদায়

অবতারোক্তি স্তাস্মিন্নারায়ণাবির্ভাবাভিপ্রায়েণ ইত্যেষা ॥ ৩ ॥ ৬ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ২৯ ॥

অথ ব্যষ্টেঃ ॥

একস্যৈব মমাংশস্য জীবস্যৈব মহামতে।
বন্ধোঽস্যাবিদ্যয়া ঽনাদে র্বিদ্যয়া চ তথেতরঃ ॥ ৩৮ ॥

ইতরো মোক্ষঃ ॥

অত্র রশ্মিপরমাণুস্থানীয়ো ব্যষ্টিঃ তত্র সর্ব্বাভিমানী কশ্চিৎ সমষ্টি-রিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ১১ ॥ ১১ ॥ শ্রীভগবান্ ॥ ৩০ ॥

তত্র শক্তিত্বেনৈবাংশত্বং ব্যঞ্জয়তি ॥

স্বকৃতপুরেষ্বমীষ্ববহিরন্তরসংবরণং
তব পুরুষং বদন্ত্যখিলশক্তিধৃতোঽংশকৃতমিতি ॥ ৩৯ ॥

অবহিরন্তরসম্বরণং বহিঃ বহিরঙ্গানি কার্য্যাণি অন্তরং অন্তরঙ্গানি কারণানি তৈরসম্বরণং কার্য্যকারণৈব স্পৃষ্টম্। অংশকৃতমংশমিত্যর্থঃ অখিলশক্তিধৃতঃ সর্ব্বশক্তিধরস্যেতি বিশেষণং জীবশক্তিবিশিষ্টস্যৈব

আত্মার অংশ। অংশ শব্দে জীব, এই জীবে নারায়ণের আবির্ভাব হয়, এই প্রযুক্ত জীব অবতার বিশেষ ॥ ২৯ ॥

অথ ব্যষ্টির উদাহরণ ॥
১১ স্কন্ধের ১১ অধ্যায়ে ৪ শ্লোকে
ভগবান্ কহিয়াছেন যথা ॥

হে মহামতে! উপাধি ভেদাভিন্ন, আমার অংশভূত এক মাত্র অনাদি জীবেরই অবিদ্যাকৃত বন্ধন এবং বিদ্যাদ্বারাই মুক্তি হয় ॥ ৩৮ ॥

ইতর শব্দের অর্থ মোক্ষ। এস্থানে রশ্মি পরমাণু স্থানীয় ব্যষ্টি। তন্মধ্যে যিনি সর্ব্বাভিমানী তাঁহাকে সমষ্টি জানিতে হইবে ॥ ৩০ ॥

তন্মধ্যে পরমপুরুষের সর্ব্বশক্তিত্ব প্রযুক্ত জীবের অংশত্ব প্রকাশ করিতেছেন ॥
১০ স্কন্ধের ৮৭ অধ্যায়ে ১৬ শ্লোকে শ্রুতি সকল
ভগবান্‌কে স্তব করিয়া কহিয়াছেন যথা ॥

স্বীয় কর্ম্মোপার্জ্জিত এই নানা দেহে ভোক্তৃরূপে বর্ত্তমান ও বস্তুতঃ কার্য্যকারণাদি রূপে আবরণ শূন্য এই পুরুষকে সর্ব্বশক্তির আশ্রয়স্বরূপ পূর্ণরূপে বর্ত্তমান আপনারই অংশ বলিয়া বর্ণন করেন ॥ ৩৯ ॥

"বহিরন্তরসম্বরণং" বহিঃশব্দের অর্থ বহিরঙ্গ কার্য্য সকল। অন্তর শব্দের অর্থ অঙ্গরঙ্গ কার্য্য সকল। এই সম্বরণ অর্থাৎ কার্য্যকারণ সকলে অস্পৃষ্ট। অংশকৃত শব্দের অর্থ অংশ। "অখিলশক্তিধৃতঃ" এই পদের অর্থ সর্ব্বশক্তি ধর যে

তব জীবোহংশঃ নতু শুদ্ধস্যেতি গময়তি জীবস্য তচ্ছক্তিরূপত্বেনৈ-বাংশত্বমিত্যেতদ্ব্যঞ্জয়তি ॥ ৩১ ॥

অথ তটস্থত্বঞ্চ ॥

স যদজয়াত্বজামনুশয়ীতেত্যাদৌ ব্যক্তমস্তি উভয়কোটাবপ্রবিষ্টত্বাদেব ॥ ১০ ॥ ৮৭ ॥ শ্রুতয়শ্চ শ্রীভগবন্তম্ ॥ ৩২ ॥

অথ জ্ঞানেচ্ছুং প্রতি জীবেশ্বরয়োরভেদমাহ ॥

অহং ভবান্নচান্যস্ত্বং ত্বমেবাহং বিচক্ষ্ব ভোঃ ॥
ন নৌ পশ্যন্তি কবয়শ্ছিদ্রং জাতু মনাগপি ॥ ৪০ ॥

স্পষ্টম্ ॥ ৪ ॥ ২৮ ॥

শ্রীপরমাত্মা পুরঞ্জনম্ ॥ ৩৩ ॥

তুমি তোমার। এই পদটী বিশেষণ। জীবশক্তি বিশিষ্ট যে তুমি সেই তোমারই অংশস্বরূপ জীব, কিন্তু শুদ্ধমূর্ত্তি যে তুমি তোমার সে মূর্ত্তির অংশ জীব নহে। জীবের ঈশ্বর শক্তিতা প্রযুক্ত অংশত্ব ইহাই প্রকাশ করিতেছেন ॥ ৩১ ॥

অথ জীবের তটস্থত্ব ॥

১০ স্কন্ধের ৮৭ অধ্যায়ে ৩৪ শ্লোকে যথা ॥

সেই জীব যখন মুগ্ধ হইয়া মায়াকে আলিঙ্গন করেন তখন দেহেন্দ্রিয়াদির সেবা করত পশ্চাৎ তদ্ধর্ম্মযুক্ত হইয়া স্বরূপ বিস্মৃতি পূর্ব্বক জন্ম মরণরূপ সংসার প্রাপ্ত হয়েন, আর যখন তিনি ত্বচ্ বিনির্ম্মুক্ত সর্পের ন্যায় সেই মায়াকে পরিত্যাগ করিয়া প্রাপ্তৈশ্বর্য্য হয়েন, তখন অণিমাদি অষ্টগুণিত পরমৈশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যবান হইয়া অপরিচ্ছিন্নরূপে পূজনীয় হয়েন ॥

উভয় কোটিতে অপ্রবিষ্টত্ব ইত্যাদি বচনে ব্যক্ত হেতু উভয় কোটিতে অপ্রবিষ্ট হইয়াছে ॥ ৩২ ॥

অনন্তর জ্ঞানেচ্ছুর প্রতি জীব ও ঈশ্বরের ভেদ কহিতেছেন ॥

৪ স্কন্ধের ২৮ অধ্যায়ে ৫৬ শ্লোকে পুরঞ্জনের
প্রতি পরমাত্মার বাক্য যথা ॥

হে বন্ধো! ইহাতে তোমার এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে, যদি আমরা দুইজনে এক পদার্থ তবে আমাদের মধ্যে একের সর্ব্বজ্ঞত্ব ও অপরের অল্পজ্ঞত্ব এরূপ ধর্ম্মভেদ কিরূপে সম্ভবে? সখে! বিবেচনা করিয়া দেখিলে এ আশঙ্কা দূরীভূত হইবে, যেমন পুরুষ আপনার দেহকে আদর্শে নির্ম্মল, মহৎ ও স্থির দেখিয়া থাকে এবং লোকের চক্ষুতে তাহার বিপরীত দৃষ্ট হয়, এইরূপে তাহার দেহ যেমন উপাধি ভেদে ভিন্ন হয়, আমাদের দুইজনের বিভিন্নতাও তদ্রূপ। ফলতঃ বিদ্যা ও অবিদ্যাকৃতই ধর্ম্মভেদ হইয়া থাকে ॥ ৪০ ॥ ৩৩ ॥

তত্র পূর্ব্বোক্তরীত্যা প্রথমং তাবৎ সর্ব্বেষামেব তত্ত্বানাং পরস্পরানু-প্রবেশবিবক্ষয়ৈক্যং প্রতীয়ত ইত্যেবং শক্তিমতি পরমাত্মনি জীবাখ্যশক্ত্যনু-প্রবেশবিবক্ষয়ৈব তয়োরৈক্যপক্ষে হেতুরিত্যভিপ্রেত্য ॥

পরস্পরানুপ্রবেশাত্তত্ত্বানাং পুরুষর্ষভ।

পৌর্ব্বাপর্য্যপ্রসংখ্যানং যথা বক্তুর্বিবক্ষিতম্ ॥ ৪১ ॥

টীকাচ ॥

অন্যোঽন্যস্মিন্ননুপ্রবেশাৎ বক্তুর্যথা বিবক্ষিতং তথা পূর্ব্বা অল্প-সংখ্যা অপরা অধিকসংখ্যা তয়োর্ভাবঃ পৌর্ব্বাপর্য্যং তেন প্রসংখ্যানং গণনমিত্যেষা ॥

॥ ১১ ॥ ২২ ॥ শ্রীভগবান্ ॥ ৩১ ॥

অথাব্যতিরেকেণ চিদ্রূপত্বাবিশেষেণাপি তয়োরৈক্যমুপদিশতি।

পুরুষেশ্বরয়োরত্র ন বৈলক্ষণ্যমণ্বপি।

তদন্যকল্পনাপার্থা জ্ঞানঞ্চ প্রকৃতে গুণঃ ॥ ৪২ ॥

টীকাচ ॥

তন্মধ্যে পূর্ব্বোক্তরীতি অনুসারে যেমন প্রথমতঃ সকল তত্ত্বের পরস্পর অনুপ্রবেশ কথনেচ্ছায় ঐক্য প্রতীত হইতেছে। এই প্রকার শক্তিমান্ পরমাত্মাতে জীবাখ্যশক্তির অনুপ্রবেশ কথনেচ্ছাতেই জীব ও ঈশ্বরের ঐক্যপক্ষে হেতু হইয়াছে এই অভিপ্রায়ে কহিতেছেন ॥

১১ স্কন্ধের ২২ অধ্যায়ে ৬ শ্লোকে

উদ্ধবের প্রতি শ্রীভগবদুক্তি যথা ॥

ভগবান্ কহিলেন হে পুরুষশ্রেষ্ঠ উদ্ধব! তত্ত্ব সকলের পরস্পর অনুপ্রবেশ দ্বারা বক্তার বিবক্ষানুসারে কার্য্যকারণ ভাবে তাহাদের গণনা হইয়া থাকে ॥ ৪১ ॥

ইহার টীকা এই যে, অন্যোন্যেতে অনুপ্রবেশাধীন বক্তার যেরূপ কথনেচ্ছা, সেইরূপ পূর্ব্ব অর্থাৎ অল্পসংখ্যা, অপর অর্থাৎ অধিক্ সেই দুইয়ের যে ভাব তাহার নাম পৌর্ব্বাপর্য্য, ঐ পৌর্ব্বাপর্য্য দ্বারা প্রসংখ্যান অর্থাৎ গণনা হইয়াছে ॥ ৩৪ ॥

অনন্তর অব্যতিরেকদ্বারা অবিশেষেও জীবেশ্বরের ঐক্য উপদেশ করিতেছেন ॥

১১ স্কন্ধের ২২ অধ্যায়ে ১০ শ্লোকে

শ্রীভগবদ্বাক্য যথা ॥

জীব ও ঈশ্বর উভয়ের চিদ্রূপত্ব প্রযুক্ত তদুভয়ের অণুমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই অতএব তদুভয়ের ভিন্নত্ব কল্পনা সম্ভব নহে কিন্তু সত্ত্বগুণান্তর্গত প্রকৃতির গুণ মাত্র ॥ ৪২ ॥

শ্রীধরস্বামির টীকা যথা ॥

কথং তর্হি পঞ্চবিংশতিপক্ষঃ তত্রাহ পুরুষেতি বৈলক্ষণ্যং বিসদৃশত্বং নাস্তি দ্বয়োরপি চিদ্রূপত্বাৎ অতস্তয়োরত্যন্তমন্যত্বকল্পনাপার্থৈত্যেষা। তত্র সদৃশত্বানন্যত্বাভ্যাং তয়োঃ শক্তিশক্তিমত্ত্বঞ্চ দর্শিতম্। তেন ব্যতিরেকোঽপি ॥ ১১ ॥ ২২ ॥ শ্রীভগবান্ ॥ ৩৫ ॥

অথ ভক্তীচ্ছুং প্রতি তয়োর্ভেদমুপদিশতি।

যদা রহিতমাত্মানং ভূতেন্দ্রিয়গুণাশয়ৈঃ।

স্বরূপেণ ময়োপেতং পশ্যন্ স্বারাজ্যমৃচ্ছতি ॥ ৪৩ ॥

ভূতাদিভির্বিরহিতং আত্মানং জীবং স্বরূপেণ তস্য জীবশক্তেরাশ্রয়ভূতেন শক্তিমতা ময়া উপেতং যুক্তম্। স্বারাজ্যং সার্ষ্ট্যাদিকং ॥ ৩ ॥ ৯ ॥ শ্রীগর্ভোদশায়ী ব্রহ্মাণং ॥ ৩৬ ॥

তত্র ভেদে হেতুমাহ ॥

অনাদ্যবিদ্যাযুক্তস্য পুরুষাত্মবেদনম্।

স্বতো ন সম্ভবেদন্যস্তত্ত্বজ্ঞো জ্ঞানদো ভবেৎ ॥ ৪৪ ॥

তবে কি প্রকারে পঞ্চবিংশতি পক্ষ হইল এই প্রশ্নে কহিতেছেন পুরুষেতি ইত্যাদি শ্লোকে বৈলক্ষণ্য অর্থাৎ বিসদৃশত্ব নাই, যেহেতু জীব ও ঈশ্বর এই দুইই চিদ্রূপ হইয়াছেন। অতএব জীবের অত্যন্ত অন্যত্ব কল্পনা করা অনর্থক। এস্থলে সদৃশত্ব ও অনন্যত্ব এই দুই দ্বারা জীব ও ঈশ্বরের শক্তি ও শক্তিমত্ত্ব দর্শিত হইল অর্থাৎ জীব শক্তি ও ঈশ্বর শক্তিমান্ হইয়াছেন, সেই হেতু ব্যতিরেকও হইল ॥ ৩৫ ॥

অথ ভক্তিচ্ছুর প্রতি সেই জীবেশ্বরের ভেদ উপদেশ করিতেছেন ॥

৩ স্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে ৩২ শ্লোকে

শ্রীগর্ভোদশায়ী ব্রহ্মার প্রতি কহিয়াছেন যথা ॥

অপর যখন ভুত, ইন্দ্রিয়, গুণ এবং বিষয় সকল হইতে বিরহিত আত্মাকে অর্থাৎ "তুমি" এই পদের সহিত ঐক্য করিয়া অবলোকন করে, তখনই মোক্ষ প্রাপ্তি হয় ॥ ৪৩ ॥

শ্রীধরস্বামির টীকা যথা ॥

ভুতাদি রহিত আত্মা শুদ্ধ জীব স্বরূপ দ্বারা জীবশক্তির আশ্রয় রূপ শক্তিমান্ আমার সহিত যুক্ত হইলে স্বরাজ্য অর্থাৎ সার্ষ্ট্যাদি মোক্ষ প্রাপ্ত হয় ॥ ৩৬ ॥

তন্মধ্যে ভেদের হেতু বলিতেছেন ॥

১১ স্কন্ধে ২২ অধ্যায়ে ৯ শ্লোকে

শ্রীভগবদ্বাক্য যথা ॥

অনাদ্য বিদ্যাক্রান্ত পুরুষের স্বভাবত আত্মজ্ঞান সম্ভব হয় না অতএব তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ জীব হইতে সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর ভিন্নরূপে তাঁহাকে জ্ঞানোপদেশ করিবেন ॥ ৪৪ ॥

টীকাচ ॥

স্বতো ন সম্ভবতি অন্যতস্তু সম্ভবতি। অতঃ সর্ব্বজ্ঞঃ পরমেশ্বরো-হন্যোভববেদিতি ষড়্বিংশতিতত্ত্বপক্ষাভিপ্রায় ইত্যেষা জ্ঞানদত্বমত্র জ্ঞানাৎ জ্ঞাতুশ্চ বৈলক্ষণ্যমীশ্বরস্য বোধয়ত্যেবেতি ভাবঃ। এবং ত্বত্তোজ্ঞানং হি জীবানাং প্রমোষস্তেহত্র শক্তিত ইত্যুদ্ধববাক্যং চাগ্রে ॥ ৩৭ ॥

অত্র যদি জীবজ্ঞানকল্পিতমেব তস্য পরমেশ্বরত্বং স্যাত্তর্হি স্থাণু-পুরুষবত্তস্য জ্ঞানদত্বমপি ন স্যাদিতি অতঃ সত্য এব জীবেশ্বরভেদ ইত্যেবং শ্রীমদীশ্বরেণৈব স্বয়ং স্বস্য পারমার্থিকেশ্বরাভিমানিত্বেনৈবা-স্তিত্বং মূঢ়ান্ প্রতি বোধিতমিতি স্পষ্টম্ ॥ ৩৮ ॥

ভেদবাদিনশ্চাত্রৈব প্রকরণে ॥

যথা বিবিক্তং যদ্বক্ত্রং গৃহ্ণীমোযুক্তি সম্ভবাদিত্যত্র পরমবিবেকজস্তু ভেদ এবেতি।

তথা ॥

শ্রীধরস্বামির টীকা যথা ॥

আপনা হইতে সম্ভবে না, অন্য হইতে সম্ভব হয়, অতএব সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর অন্য হয়েন। ইহা ষড়্বিংশতি তত্ত্বের অভিপ্রায়ে জানিতে হইবে। জ্ঞানদত্ব এস্থলে জ্ঞান হইতে জ্ঞাতা ঈশ্বরের বৈলক্ষণ্য বুঝাইতেছে ইহাই ভাবার্থ ॥

এই প্রকার ১১ স্কন্ধের ২২ অধ্যায়ে ২৭ শ্লোকে যথা।

তোমা হইতে, জীবের জ্ঞান জন্মে এবং তোমার শক্তি জন্যই জীবের জ্ঞান নাশ হয়। এই উদ্ধব বাক্য অগ্রে বলা হইবে ॥ ৩৭ ॥

এস্থলে যদি ঈশ্বরের পরমেশ্বরত্ব জীবের জ্ঞানকল্পিত হইত, তবে স্থাণুপুরুষের ন্যায় সেই ঈশ্বর জ্ঞানদ হইতেন না, অতএব জীব ও ঈশ্বরের ভেদ সত্যই হইয়াছে। এই প্রকারই শ্রীমান্ ঈশ্বর কর্ত্তৃক পারমার্থিক ঈশ্বরাভিমানিত্ব দ্বারাই স্বয়ং আপনার অস্তিত্ব মূঢ়লোকদিগের প্রতি বোধ করাইয়াছেন। ইহা স্পষ্টার্থ ॥ ৩৮ ॥

১১ স্কন্ধের ২২ অধ্যায়ে ৮ শ্লোক শ্রীভগবান্
উদ্ধবের প্রতি কহিয়াছেন যথা—॥

যে বিবক্ষায় যাহার মুখ প্রবৃত্ত হয়, যুক্তি অনুসারে যথাসম্ভব রূপে সেই সমুদায়ই আমরা গ্রহণ করিয়া থাকি ॥

এস্থলে ভেদবাদি সকল পরম বিবেকজনিত ভেদ মানিয়া থাকেন ॥

তথা ১১ স্কন্ধের ২২ অধ্যায়ে ৩ শ্লোকের শেষার্দ্ধে
ভগবান্ কহিয়াছেন ॥

মায়াং মদীয়ামুদ্গৃহ্য বদতাং কিন্নু দুর্ঘটমিত্যত্র তথাপি ভগবচ্ছক্ত্যৈবতত্র তত্র নানাবাদাবকাশ ইতি চ মন্যন্তে ॥ ৩৯ ॥

ননু শ্রুতিঃ প্রত্যক্ষমৈতিহ্যমনুমানং চতুষ্টয়ম্ ।
প্রমাণেষ্বনবস্থানাদ্বিকল্পাৎ স বিরজ্যত ইতি ।

অত্র ভেদমাত্রং নিষিধ্যতে ন বিকল্পশব্দস্য সংশয়ার্থত্বাৎ সংশয়ং পরিত্যজ্য বস্তুন্যেকনিষ্ঠাং করোতীত্যর্থঃ। অতএব কর্ম্মণাং পরিণামিত্বাদাবিরিঞ্চ্যাদমঙ্গলম্ । বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবদিত্যত্রোত্তরশ্লোকে ঽপি বিরিঞ্চ্যমেবাবধিং কৃত্বা নশ্বরদৃষ্টিরুক্তা নতু বৈকুণ্ঠাদিকমপীতি ॥ ১১ ॥ ২২ ॥ শ্রীভগবান্ ॥ ৪০ ॥

অন্যত্রাপি শ্রীজামাতৃমুনিভিরুপদিষ্টস্য জীবলক্ষণস্যৈব উপজীব্যত্বেন তং লক্ষয়তি ত্রিভিঃ ॥

অহং মমাভিমানোত্থৈঃ কামলোভাদিভির্মলৈঃ ।
বীতং যদা মনঃ শুদ্ধমদুঃখমসুখং সমম্ ।

ব্রাহ্মণেরা যাহা নির্ণয় করিয়াছেন তাহা অযুক্ত নহে, যেহেতু সর্ব্বত্রই সকল তত্ত্ব অন্তর্ভূত আছে, আমার মায়া স্বীকার করিয়া যিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা কিছুই দুর্ঘট নহে।

ইত্যাদি স্থলে তথাপি ভগবচ্ছক্তি দ্বারাই সেই সেই স্থানে নানা ভেদের অবকাশ হয়, বাদিসকল ইহাও মানিয়া থাকেন ॥ ৩৯ ॥

অহে ! যদি বল ১১ স্কন্ধের ১৯ অধ্যায়ে ১৬ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে ।

শ্রুতি, প্রত্যক্ষ, ঐতিহ্য অর্থাৎ মহাজন প্রসিদ্ধ এবং অনুমান এই চারিটী প্রমাণ, এই সকল প্রমাণের অনবস্থা প্রযুক্ত এবং বিকল্পের মিথ্যাত্ব হেতু সাবয়ব পদার্থ মাত্র হইতে বিরত হইবে ॥

এস্থলে ভেদ মাত্রকেই নিষেধ করিয়াছেন, কিন্তু বিকল্প শব্দের সংশয়ার্থ প্রযুক্ত সংশয়কে পরিত্যাগ করিয়া বস্তুতেই নিষ্ঠা করে ॥

অতএব কর্ম্ম মাত্রের পরিণাম থাকাতে দৃষ্টকর্ম্মের ন্যায় ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সমুদায় অদৃষ্ট কর্ম্মের ফল ও দুঃখরূপ নশ্বর এই প্রকার বিবেচনা করিবে ॥

এই উত্তর শ্লোকে অর্থাৎ ১৭ শ্লোকেও ব্রহ্মলোককে অবধি করিয়া নশ্বর দৃষ্টি উক্ত হইয়াছে কিন্তু বৈকুণ্ঠাদি লোকের নশ্বরত্ব কথিত হয় নাই ॥ ৪০ ॥

অন্যত্রও শ্রীজামাতৃ মুনি কর্ত্তৃক উপদিষ্ট জীবলক্ষণের ও উপজীব্য অর্থাৎ আশ্রয় প্রযুক্ত সেই ভেদকে তিন শ্লোক দ্বারা দেখাইতেছেন ॥

৩ স্কন্ধের ২৫ অধ্যায়ে ১৫ । ১৬ । ১৭ শ্লোকে
শ্রীকপিলদেবের বাক্য যথা ॥

তদা পুরুষ আত্মানং কেবলং প্রকৃতেঃ পরম্।
নিরন্তরং স্বয়ং জ্যোতিরণিমানমখণ্ডিতম্।
জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তেন ভক্তিযুক্তেন চেতসা।
পরিপশ্যত্যুদাসীনং প্রকৃতিঞ্চ হতৌজসম্ ॥ ৪৫ ॥
স্পষ্টৈব যোজনা ॥
অত্রাহমিতিপদ্যেন স আত্মা নিত্যনির্ম্মল ইতি।
আত্মানমিত্যনৈবাহমর্থ ইতি।
অন্যথা হ্যাত্মত্বং প্রতীত্যভাবঃ স্যাৎ।
কেবলমিত্যনেনৈকরূপ স্বরূপভাগিতি।
প্রকৃতেঃ পরমিত্যনেন বিকাররহিত ইতি ॥

ভক্তিযুক্তেনেত্যনেন পরমাত্মপ্রসাদাধীন তৎপ্রকাশত্বান্নিরন্তরমিত্যনেন নিত্যত্বাৎ পরমাত্মৈকশেষত্বমিতি। স্বয়ং জ্যোতিরিত্যনেন স্বস্মৈ স্বয়ং প্রকাশ ইতি জ্ঞানমাত্রাত্মকো নচেতি চ। অণিমানমিত্যনেনাণুরেবেতি প্রতি ক্ষেত্রং ভিন্ন ইতি চ। অখণ্ডিতমিত্যনেনাবিচ্ছিন্নজ্ঞানাদিশক্তিত্বাৎ জ্ঞাতৃত্ব কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব নিজধর্ম্মক ইতি ব্যঞ্জিতম্ ॥ ৩ ॥ ২৫ শ্রীকপিলদেবঃ ॥ ৪১ ॥

কপিলদেব কহিলেন মা! কাম লোভ প্রভৃতি যে সকল মল "আমি আমার" ইত্যাকার অভিমান উৎপন্ন করিয়া থাকে যখন মন সেই সকল মন বিরহিত হইয়া শুদ্ধ হয় অর্থাৎ অদুঃখ ও অসুখ হইয়া সর্ব্বত্র সমান থাকে ॥

সেই সময় পুরুষ, যে আত্মা প্রকৃতির পর, নির্ভেদ্য, স্বয়ং প্রকাশ, সূক্ষ্মতর এবং অপরিচ্ছিন্ন।

তাঁহাকে জ্ঞান বৈরাগ্য এবং ভক্তিযুক্ত চিত্ত দ্বারা উদাসীনের তুল্য অর্থাৎ আসক্তি শূন্য অবলোকন করে এবং প্রকৃতিকেও ক্ষীণ বলা দেখিতে পায় ॥ ৪৫ ॥

এই যোজনা স্পষ্টই হইয়াছে। এস্থলে "অহমিতি" এই শ্লোকে, সেই আত্মা নিত্য নির্ম্মল ও "আত্মানমিতি" এই শ্লোক দ্বারাও অহমর্থ। অন্য প্রকার হইলে আত্মত্বজ্ঞানের অভাব হইত। "কেবলমিতি" ইহার দ্বারা একরূপ স্বরূপ ভাক্। "প্রকৃতেঃ পর" ইহার দ্বারা বিকার রহিত। "ভক্তি যুক্তেন" ইহার দ্বারা পরমাত্মার প্রসন্নতার অধীন জীবের প্রকাশ যুক্ত "নিরন্তরমিতি" ইহা দ্বারা নিত্যত্ব প্রযুক্ত পরমাত্মৈকশেষত্বমিতি। স্বয়ং জ্যোতিঃ শব্দে আত্মাকে স্বয়ং প্রকাশ করেন জ্ঞানমাত্র স্বরূপ নহেন। অণিমান শব্দে অণু সূক্ষ্ম, প্রতি ক্ষেত্রে ভিন্ন। অখণ্ডিত শব্দে অবিচ্ছিন্ন জ্ঞানাদি শক্তিপ্রযুক্ত জ্ঞাতৃত্ব, কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি নিজধর্ম্ম বিশিষ্ট, ইহা প্রকাশিত হইল ॥ ৪১

তথেদমপি প্রাক্তনলক্ষণাবিরুদ্ধম্ ।।

আত্মা নিত্যোঽব্যয়ঃ শুদ্ধ একঃ ক্ষেত্রজ্ঞ আশ্রয়ঃ।

অবিক্রিয়ঃ স্বদৃগ্‌ঘেতু র্ব্যাপকোঽসঙ্গ্যনাবৃতঃ।

এতৈ র্দ্বাদশভি র্বিদ্বানাত্মনোলক্ষণৈঃ পরৈঃ।

অহং মমেত্যসদ্ভাবং দেহাদৌ মোহজং ত্যজেৎ ।। ৪৬ ।।

অব্যয়োঽপক্ষয়শূন্যঃ একো নতু দেহেন্দ্রিয়াদি সংঘাতরূপঃ। ক্ষেত্রজ্ঞো জ্ঞাতৃত্বাদিধর্ম্মকঃ। ইন্দ্রিয়াদীনামাশ্রয়ঃ স্বাভাবিক জ্ঞাতৃত্বাদেবাবিক্রিয়ঃ স্বদৃক্ স্বস্মৈ স্বয়ং প্রকাশঃ।

হেতুঃ সর্গাদে র্নিমিত্তং তদুক্তং শ্রীসূতেন।

হেতু র্জীবোঽস্য সর্গাদেরবিদ্যাকর্ম্মকারক ইতি।

ব্যাপকো ব্যাপ্তিশীলঃ অসঙ্গী অনাবৃতশ্চ স্বতঃ স্বপ্রকাশরূপত্বাৎ অহং মমেত্যসদ্ভাবং দেহাদৌ মোহজং ত্যজেদিতি। দেহাদ্যধিকরণকস্য মোহজস্যৈব ত্যাগো নতু স্বরূপভূতস্য ইত্যহমর্থ ইতি ব্যজ্যতে। তদেবং জীব তদেবং জীবস্তদংশত্বাৎ সূক্ষ্মজ্যোতীরূপ ইত্যেকে।

উক্তরূপ ইহা পূর্ব্বতন লক্ষণের সহিত বিরোধ শূন্য হইল।।

৭ স্কন্ধের ৭ অধ্যায়ে ১৪। ১৫ শ্লোকে অসুর বালকদিগের প্রতি শ্রীপ্রহ্লাদের বাক্য যথা।।

প্রহ্লাদ কহিলেন হে বালকগণ! আত্মা অবিনাশী, অপক্ষয় শূন্য শুদ্ধ (নিরঞ্জন) অদ্বিতীয়, বিজ্ঞাতা, সর্ব্বাশ্রয়, বিকার বর্জ্জিত, আত্মজ্যোতি, সকলের হেতু, অসঙ্গ এবং অনাবৃত।।

হে বয়স্যগণ! এই দ্বাদশটী আত্মার লক্ষণ, এই সকল লক্ষণ দ্বারা বিদ্বান্ পুরুষ দেহাদিতে "আমি আমার" এই মোহ জন্য অসদ্ভাব অর্থাৎ মিথ্যা বুদ্ধি পরিত্যাগ করেন।। ৪৬

অব্যয় শব্দের অর্থ অপক্ষয় শূন্য। এক শব্দে দেহেন্দ্রিয়াদি সংঘাত নহেন। ক্ষেত্রজ্ঞ শব্দে জ্ঞাতৃত্বাদি ধর্ম্ম বিশিষ্ট। আশ্রয় শব্দে ইন্দ্রিয়াদির আশ্রয়। অবিক্রিয় শব্দে স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞাতৃত্ব প্রযুক্তই বিকার শূন্য। স্বদৃক্ শব্দের অর্থ আপনাকে স্বয়ং প্রকাশ করেন। হেতু শব্দের অর্থ সৃষ্ট্যাদির কারণ।।

এই বিষয় ১২ স্কন্ধে ৭ অধ্যায়ে ১৭ শ্লোকে শ্রীসূত কহিয়াছেন।

অজ্ঞানবশত কর্ম্মকর্ত্তা জীব এই বিশ্বের জন্ম স্থিতি ভঙ্গের হেতু, কেহ তাহাকে অনুশয় বলে, কেহবা অবিদ্যা কহে, তাহার নাম জীববাসনা।।

ব্যাপক শব্দের অর্থ ব্যাপ্তিশীল। স্বতঃস্বপ্রকাশ রূপত্ব হেতু অসঙ্গী ও অনাবৃত।

তথৈবাহি কৌস্তুভাংশত্বেন ব্যঞ্জিতম্ ।
তথাচ স্কান্দ প্রভাসখণ্ডে জীবনিরূপণে ।
ন তস্য বর্ণোরূপং বা প্রমাণং দৃশ্যতে ক্বচিৎ ।
ন শক্যঃ কথিতুং বাপি সূক্ষ্মশ্চানন্তবিগ্রহঃ ।
বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ ॥
তস্মাৎ সূক্ষ্মতরো দেবঃ সচান্ত্যায় কল্পতে ॥
আদিত্যবর্ণং সূক্ষ্মাভমবিন্দুমিব পুষ্করে ।
নক্ষত্রমিব পশ্যন্তি যোগিনো জ্ঞানচক্ষুষেতি ॥ ৭॥ ৭ ॥ শ্রীপ্রহ্লাদো-হসুরবালকান্ ॥ ৪৩ ॥

তদেবমনন্তা এব জীবাখ্যাস্তটস্থাঃ শক্তয়ঃ। তত্র তাসাং বর্গদ্বয়ং একোবর্গোহনাদিত এব ভগবদুন্মুখঃ অন্যস্ত্বনাদিত এব ভগবৎপরাঙ্মুখঃ স্বভাবত স্তদীয় জ্ঞানভাবাত্তদীয়জ্ঞানাভাবাচ্চ ॥ ৪৪ ॥

"অহং মমেত্যসদ্ভাবং দেহাদৌ মোহজং ত্যজেৎ" ১৫ অঙ্কের এই অর্দ্ধ শ্লোকে দেহাদি অধিকরণক মোহজনিত অহঙ্কারের ত্যাগ হইয়াছে কিন্তু স্বরূপ ভূত অহঙ্কারের ত্যাগ হয় নাই এই অর্থ প্রকাশ হইল।

অতএব এই প্রকার পরমাত্মার অংশপ্রযুক্ত জীব সূক্ষ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ কেহ কেহ এইরূপ বলিয়া থাকেন ।

এই জন্যই ১২ স্কন্ধের ১১ অধ্যায়ে ৮ শ্লোকে।
জীবতত্ত্ব কৌস্তুভের অংশস্বরূপে প্রকাশিত হইয়াছে
এই বিষয়ের প্রমাণ স্কন্দপুরাণের প্রভাসখণ্ডে
জীবনিরূপণে যথা ॥

সেই জীবের বর্ণ ও রূপ এবং প্রমাণ কোথাও দৃষ্ট হয় না, এই জীবকে কহিবার নিমিত্ত কেহ শক্ত হয় না, যেহেতু ইনি সূক্ষ্ম ও অনন্ত বিগ্রহ অর্থাৎ বহুমূর্ত্তি হইয়াছেন, কেশের অগ্রভাগের যে শতভাগ তাহার এক ভাগকে পুনর্ব্বার শতভাগ করিলে যে এক ভাগ হয় তাহাই জীবের স্বরূপ, এই হেতু জীব অতিশয় সূক্ষ্ম ও অনন্ত সংখ্যাকরূপে কল্পিত হয়। জীব আদিত্যবর্ণ অর্থাৎ তেজোময় ও সূক্ষ্মস্বরূপ, যেমন পদ্মপত্রে জলবিন্দু থাকে তাহার ন্যায়। যোগিগণ জ্ঞান চক্ষুতে জীবকে নক্ষত্রের ন্যায় দেখিয়া থাকেন ॥ ৪৩ ॥

অতএব জীবনাম্নী তটস্থা শক্তি অনন্ত অর্থাৎ সংখ্যাতীত ॥

ঐ সকল তটস্থা শক্তির দুইটী বর্গ আছে, তম্মধ্যে এক বর্গ অনাদি কাল হইতে ভগবদুন্মুখ অর্থাৎ ভগবদ্ভজনপরায়ণ। অন্য বর্গ অনাদি কাল হইতে ভগবৎপরাঙ্মুখ

তত্র প্রথমোঽন্তরঙ্গা শক্তিবিলাসানুগৃহীতো নিত্য ভগবৎপরিকর-রূপো গরুড়াদিকঃ।

যথোক্তম্ ॥

পাদ্মোত্তরখণ্ডে ত্রিপাদ্বিভূতে লোকস্থিত্যাদৌ ভগবৎসন্দর্ভোদাহৃতে। অস্য চ তটস্থত্বং জীবত্বপ্রসিদ্ধেরীশ্বরত্বকোটাবপ্রবেশাৎ। অপরস্তু তৎপরাঙ্মুখত্বদোষেণ লব্ধচ্ছিদ্রয়া মায়য়া পরিভূতঃ সংসারী ॥ ৪৫ ॥

যথোক্তং হংসগুহ্যস্তবে ॥

সর্ব্বং পুমান্ বেদগুণাংশ্চ তজ্জ্ঞো ন বেদসর্ব্বজ্ঞমনন্তমীড়ে ইতি ॥

একাদশেচ ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদিত্যাদি ॥

যথোক্তঞ্চ বৈষ্ণবে ॥

অর্থাৎ হরিবহির্ম্মুখ অসুর স্বভাব। স্বভাবসিদ্ধ ভগবৎ সম্বন্ধীয় জ্ঞান ভাব প্রযুক্ত ও ভগবৎ সম্বন্ধীয় জ্ঞানের অভাব প্রযুক্ত দুই প্রকার হইয়াছে ॥ ৪৪ ॥

তন্মধ্যে প্রথম অন্তরঙ্গা শক্তির বিলাস কর্ত্তৃক অনুগৃহীত ভগবৎপরিকররূপ গরুড়াদি ॥

এই বিষয় উক্ত হইয়াছে যথা ॥

পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে ত্রিপাদ্বিভূতে লোকস্তু ইত্যাদি ভগবৎসন্দর্ভে উদাহৃত হইয়াছে ॥

জীবত্বপ্রসিদ্ধির ঈশ্বরত্ব কোটিতে অপ্রবেশ হেতু এই প্রথমবর্গের তটস্থত্ব। অপর দ্বিতীয়বর্গ ঈশ্বর পরাঙ্মুখত্ব দোষ হেতু লব্ধছিদ্রমায়া কর্ত্তৃক পরিভূত হইয়া সংসারী হইয়াছে ॥ ৪৫ ॥

এই বিষয় ৬ স্কন্ধে ৪ অধ্যায়ে ২০ শ্লোকে
হংসগুহ্যস্তবে উক্ত হইয়াছে যথা ॥

অহো! দেহ, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ, পঞ্চভূত ও পঞ্চতন্মাত্র, ইহারা আত্মাকে অর্থাৎ স্বস্বরূপকে অন্য ইন্দ্রিয়বর্গকে এবং ঐ দুইয়ের শ্রেষ্ঠ দেবতাবর্গকে জানিতে পারে না, যদিও পুরুষ অর্থাৎ জীব এই তিন এবং এই তিনের মূলীভূত গুণ সকলকেও জানেন, তথাচ তিনি ঐরূপ জ্ঞাতা হইয়াও যে সর্ব্বজ্ঞ ভগবানকে জানিতে পারেন না, আমি সেই ভগবান্ অনন্তদেবকে স্তব করি।

১১ স্কন্ধের ২ অধ্যায়ে ৩৫ শ্লোকেও যথা ॥

কবিযোগেন্দ্র নিমিরাজাকে কহিলেন, হে রাজন্,! যদি বল পরমেশ্বরের ভজন-দ্বারা কি হইবে, অজ্ঞান কল্পিত ভয়ের একমাত্র জ্ঞানই নিবর্ত্তক, এরূপ আশঙ্কা করিও না, ভগবদ্বিমুখ ব্যক্তির মায়াবেশবশতঃ স্বরূপের অস্মৃতি ও দেহে আত্মজ্ঞান হয়,

তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ শক্তিঃ ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞিতা ইত্যাদি।

এতদ্বর্গদ্বয়মেবোক্তং শ্রীবিদুরেণাপি।

তত্ত্বানাং ভগবংস্তেষাং কতিধা প্রতিসংক্রমঃ।

তত্রেমং ক উপাসীরন্ ক উস্বিদনুশেরত ইত্যনেন।

তত্র পরমেশ্বরপরাঙ্মুখানাং জীবানাং শুদ্ধানামপি তচ্ছক্তিবিশিষ্টাৎ পরমেশ্বরাৎ সোপাধিকং জন্ম ভবতি। তচ্চ জন্ম নিজোপাধিজন্মনা নিজজন্মাভিমানহেতুকাধ্যাত্মিকত্বাবস্থা প্রাপ্তিরেব ॥ ৪৬ ॥

তদেতদাহুঃ ॥

ন ঘটত উদ্ভবঃ প্রকৃতিপুরুষয়োরজয়ো

রুভয়যুজা ভবন্ত্যসুভৃতোজলবুদ্বুদবৎ।

সুতরাং দ্বৈতাভিনিবেশ অর্থাৎ আমি পৃথক্ বলিয়া বুদ্ধি হেতু তাহারা ভয় পায়। অতএব গুরু ও দেবতাতে আত্ম দৃষ্টি পূর্ব্বক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি একান্ত ভক্তিসহকারে ঈশ্বরকে ভজনা করিবেন ॥ ৪৫ ॥

বিষ্ণুপুরাণেও উক্ত হইরাছে যথা ॥

হে ভুপাল! সেই মায়া শক্তিদ্বারা অজ্ঞানশক্তি অন্তর্হিত হওয়ায় ক্ষেত্রজ্ঞনাম্নী তটস্থাশক্তি সকলভুতে তারতম্যরূপে বর্ত্তমান হইয়াছে ॥

তৃতীয় স্কন্ধে ৭ অধ্যায়ে ৩৭ শ্লোকে শ্রীবিদুর
কর্ত্তৃক এই বর্গ উক্ত হইয়াছে যথা ॥

বিদুর মৈত্রেয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন হে মুনে! আপনি যে সকল তত্ত্বের কথা কহিলেন সে সমুদায়ের লয় কত প্রকার হয়? প্রলয়কালে পরমেশ্বর শয়ন করিলে, রাজা যেমন শয়ান হইলে অনুজীবিগণ চামর গ্রহণ পূর্ব্বক সেবা করে তাহার ন্যায় নিদ্রিত সেই পরমেশ্বরের পশ্চাৎ কোন্ কোন্ পদার্থ সুপ্ত হইয়া থাকে?

এতদ্বারা সে স্থলে পরমেশ্বর-পরাঙ্মুখ শুদ্ধজীব সকলেরও তৎ শক্তিবিশিষ্ট পরমেশ্বর হইতে সোপাধিক জন্ম হয়। সেই জন্ম নিজের উপাধি জন্মদ্বারা নিজের জন্মাভিমান হেতু আধ্যাত্মিক অবস্থা প্রাপ্ত হয় ॥ ৪৬ ॥

এই বিষয় ১০ স্কন্ধের ৮৭ অধ্যায়ে ২৭ শ্লোকে ॥
শ্রুতিগণ কহিয়াছেন যথা ॥

শ্রুতিগণ কহিলেন হে ভগবন্! কেবল জড়তম অজ প্রকৃতি হইতে অথবা কেবল অধিকারী অজ পুরুষ হইতে প্রাণিবর্গের উৎপত্তি সম্ভব হয় না কিন্তু বায়ু সহকৃত জল হইতে বুদ্বুদের ন্যায় প্রকৃতি পুরুষ উভয়ের যোগ হইতেই প্রাণিগণ উৎপন্ন হয়, অতএব এই সকল প্রাণিবর্গ নানারূপে কার্য্যকারণাত্মক উপাধি সহিত পরম রসস্বরূপ

ত্বয়ি ত ইমে ততো বিবিধনামগুণৈঃ পরমে
সরিত ইবার্ণবে মধুনি লিল্যুরশেষরসাঃ ॥ ৪৭ ॥

প্রকৃতিস্ত্রৈগুণ্যং পুরুষঃ শুদ্ধো জীবস্তয়োর্দ্বয়োরপ্যজত্বাদুদ্ভবো ন ঘটতে। যেচাসুভৃত আধ্যাত্মিকরূপাঃ সোপাধয়ো জীবা জায়ন্তে তে তত্তদুভয়শক্তিযুজা পরমাত্মনৈব কারণেন জায়ন্তে। প্রকৃতিবিকার-প্রলয়েন সুপ্তবাসনত্বাৎ শুদ্ধাস্তা পরমাত্মনি লীনা জীবাখ্যাঃ শক্তয়ঃ সৃষ্টি-কালে বিকারিণীং প্রকৃতিমাসজ্য ক্ষুভিতবাসনাঃ সত্যঃ সোপাধিকাবস্থাং প্রাপ্নুবন্ত এব ব্যুচ্চরন্তীত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥

এতদভিপ্রেত্যৈব ভগবানেক আসেদমিত্যাদি তৃতীয়স্কন্ধপ্রকরণে।
কালবৃত্ত্যা তু মায়ায়াং গুণময্যামধোক্ষজঃ।
পুরুষেণাত্মভূতেন বীর্য্যমাধত্ত বীর্য্যবানিত্যনেন
বীর্য্যশব্দোক্তস্য জীবস্য প্রকৃতাবাধানমুক্তং ॥ ৪৯ ॥

আপনাতে বিলীন হয়, যেমন সমস্ত অম্লাদি রস মধুতে এবং সকল নদীর জল মহাসমুদ্রে বিলীন হইয়া থাকে তাহার ন্যায় ॥ ৪৭ ॥

তিন গুণের সাম্যাবস্থাকে প্রকৃতি বলে, শুদ্ধ জীবের নাম পুরুষ। এই দুইয়েরই জন্মরহিতত্ব প্রযুক্ত উদ্ভব ঘটে না। এবং যাহারা প্রাণধারী আধ্যাত্মিক রূপ উপাধি বিশিষ্ট জীব জন্মগ্রহণ করে, তাহারা সেই সেই কারণ স্বরূপ পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন হয়। প্রকৃতির বিকার প্রলয়ে সুপ্তবাসনা প্রযুক্ত পরমাত্মাতে লীন শুদ্ধ সেই জীবাখ্য-শক্তি সকল সৃষ্টিকালে বিকার বিশিষ্ট প্রকৃতিতে আসক্ত হইয়া বাসনায় ক্ষোভ বিশিষ্ট হয়ত সোপাধিক অবস্থা প্রাপ্ত্যনন্তর ব্যুচ্চরণ করে অর্থাৎ জন্মগ্রহণ করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে ॥ ৪৮ ॥

এই অভিপ্রায়ে ৩ স্কন্ধপ্রকরণে ৫ অধ্যায়ে ২৩ শ্লোকে ॥

"ভগবানেক আসেদমগ্র আত্মাত্মনাং বিভুঃ।
আত্মেচ্ছানুগতাবাত্মা নানামত্যুপলক্ষণঃ ॥"

অস্যার্থঃ। জীবগণের আত্মা স্বরূপ এবং সকলের স্বামী সেই পরমাত্মা যিনি সৃষ্টিকালে নানা বুদ্ধিতে উপলক্ষিত হয়েন, তাঁহার আত্মমায়া লীন হইলে, সৃষ্টির পূর্ব্বে এই বিশ্ব একমাত্র ভগবৎ স্বরূপ হইয়াছিল অর্থাৎ তৎকালে দ্রষ্টা বা দৃশ্য কিছুই ছিল না।

তথা ২৬ শ্লোকে।

চিচ্ছক্তিযুক্ত পরমাত্মা কালশক্তি বশতঃ গুণক্ষোভযুক্ত মায়াতে আমার অংশস্বরূপ যে পুরুষ প্রকৃতির উপর অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন তদ্দ্বারা বীর্য্য অর্থাৎ চিদাভাস আধান করেন ॥

এই প্রমাণ দ্বারা বীর্য্যশব্দোক্ত জীবের প্রকৃতিতে আধান উক্ত হইয়াছে ॥ ৪৯ ॥

এবং শ্রীগীতোপনিষৎস্বপি।

মম যোনির্ম্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ব্ভং দধাম্যহং।

ইত্যত্রোক্তং ॥

টীকাকারৈশ্চ ব্রহ্মশব্দেন প্রকৃতি র্ব্যাখ্যাতা গর্ব্ভশব্দেন জীব ইতি। পুনরেষ এব তৃতীয়ে।

দৈবাৎ ক্ষুভিতধর্ম্মিণ্যাং স্বস্যাং যোনৌ পরঃ পুমান্।

আধত্ত বীর্য্যং সাসূত মহ তত্বং হিরন্ময়মিত্যত্র বীর্য্যং চিচ্ছক্তিমিতি টীকায়াং ব্যাখ্যাতং অতঃ শক্তিত্বমপ্যস্য টীকাসম্মতং। অতোঽকস্মাদুদ্ভবমাত্রাংশে দৃষ্টান্তঃ জলবুদ্বুদবদিতি। অতঃ পুনরপি প্রলয়সময়ে তে ইমে সোপাধিকা জীবাঃ ত্বয়ি বিম্বস্থানীয় মূলচিদ্রূপে রশ্মিস্থানীয় চিদেকলক্ষণ শুদ্ধজীবশক্তিময়ে তত এব স্বমপীতো ভবতীত্যাদি শ্রুতৌ স্বশব্দাভিধেয়ে পরমে পরমাত্মনি বিবিধ নামগুণৈ র্বিবিধাভি র্দেবাদিসংজ্ঞাভি র্বিবিধৈঃ শুভাশুভগুণৈশ্চ সহলিল্যলীয়ন্তে। পূর্ব্ববং

এই প্রকার শ্রীভগবদ্গীতার ১৪ অধ্যায়ের
৩ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে যথা।

হে অর্জ্জুন! মহদ্ব্রহ্ম আমার যোনি অর্থাৎ উৎপত্তি করিবার স্থান, তাহাতে আমি গর্ব্ভাধান করি ॥

এস্থানে টীকাকার শ্রীধরস্বামি ব্রহ্মশব্দে প্রকৃতি ও গর্ব্ভশব্দে জীব ব্যাখ্যা করিয়াছেন ॥

পুনর্ব্বার ইহাই ৩ স্কন্ধে ২৬ অধ্যায়ে ১৮ শ্লোকে যথা ॥

কপিলদেব কহিলেন মা! এক্ষণে ঐ সকল তত্ত্বের উৎপত্তির প্রকার এবং তাহাদের যেরূপ লক্ষণ, বর্ণন করি শ্রবণ করুন, জীবের অদৃষ্ট বশতঃ প্রকৃতির গুণক্ষোভ হইলে পরম পুরুষ সেই প্রকৃতির যোনিতে অর্থাৎ অভিব্যক্তি স্থানে আপনার চিৎ স্বরূপ বীর্য্য আধান করেন, তাহাতে সেই প্রকৃতি মহত্তত্ত্বকে প্রসব করিল। ঐ মহত্তত্ত্ব হিরণ্ময় অর্থাৎ প্রকাশ বহুলই মহত্তত্ত্বের স্বরূপ ॥

এস্থলে বীর্য্য শব্দে চিচ্ছক্তি টীকায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে, অতএব ইহার শক্তিত্ব ইহাই টীকা সম্মত ॥

এই হেতু অকস্মাৎ উদ্ভবমাত্রাংশে দৃষ্টান্ত এই যে যেরূপ জলে বুদ্বুদ জন্মে তাহার ন্যায় ॥

অতএব পুনর্ব্বার প্রলয় সময়ে সেই এই সোপাধিক জীব সকল বিম্বস্থানীয় মূলচিদ্রূপ তোমাতে ও কিরণ স্থানীয় চিদেকলক্ষণ শুদ্ধ জীব-শক্তিস্বরূপে। সেই হেতু "স্বমপীতোভবতি" ইত্যাদি শ্রুতিতে অর্থাৎ স্বশব্দাভিধেয় পরমাত্মাতে বিবিধ নাম

প্রলয়েঽপি দৃষ্টান্তঃ সরিত ইবার্ণব ইতি অশেষ রসা ইব মধুনীতি চ। অত্র দেবমনুষ্যাদি নাম রূপ পরিত্যাগেন তস্মিন্ লীনেঽপি স্বরূপ-ভেদোঽস্ত্যেব তত্তদংশ সদ্ভাবাদিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৫০ ॥

অত্র শ্রুতয়ঃ। হন্তেমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি।

অজামেকাং লোহিত শুক্লকৃষ্ণাং
বহ্বীং প্রজাং সৃজতীং স্বরূপাং।
অজোহ্যেকোজুষমানোঽনুশেতে
জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্য ইতি।
যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে
হস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ
পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যমিতি।

যথা সৌম্য মধুকৃতো নিস্তিষ্ঠন্তি নানারূপাণাং বৃক্ষাণাং রসান্ সমবহারমেকতাং রসং গময়ন্তি তে তথা বিবেকং ন লভন্তে অমুষ্যাহং

গুণ অর্থাৎ বিবিধদেবাদি সংজ্ঞা ও বিবিধ শুভাশুভ গুণের সহিত লয় হইয়া থাকে, পূর্ব্বের ন্যায় প্রলয়েতেও দৃষ্টান্ত এই যে, নদীসকল যেমন সমুদ্রে ও অশেষ রস সকল যেমন মধুতে লীন হয়, সেইরূপ তোমাতে সোপাধিক জীব সকল লয় হইয়া থাকে, অর্থাৎ প্রলয়কালে দেবমনুষ্যাদি নাম পরিত্যাগ দ্বারা পরমেশ্বরে লীন হইলেও সেই ২ অংশের সম্ভাব প্রযুক্ত স্বীয়রূপ ভেদ বিদ্যমান থাকে ইহাই শ্রুতির অভিপ্রায় ॥৫০॥

এস্থলে শ্রুতি সকল যথা ॥

হায়! এই তিন দেবতা এই জীবাত্মার সহিত অনুপ্রবেশ করিয়া নামরূপকে প্রকাশ করিতেছেন ॥

এক অজা অর্থাৎ মায়া আত্মরূপ রক্ত শুক্ল কৃষ্ণ বহুপ্রজা সৃষ্টি করিতেছেন। এক অজ অর্থাৎ পুরুষ ঐ মায়াকে উপভোগ করিয়া তাহাতে আসক্ত হইয়া পড়েন, আর অন্য অজ অর্থাৎ পরমাত্মা এই মায়াকে উপভোগ করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন ॥

যেমন নদী সকল বেগবতী হইয়া নামরূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমুদ্রে প্রবেশ করিতেছে, সেইরূপ পণ্ডিত ব্যক্তি নাম ও রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরাৎপর দিব্য পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥

হে সৌম্য! যেমন মধুকর সকল নানারূপ বৃক্ষ সকলের রস আহরণ করিয়া সমস্ত রসকে একতাপ্রাপ্ত করাইয়া অবস্থিত থাকিলে সেই রস যেমন পৃথক্ ভাব প্রাপ্ত হয় না অর্থাৎ আমি অমুকবৃক্ষের রস, আমি অমুকবৃক্ষের রস এই প্রকারে ভেদ থাকে

বৃক্ষস্য রসোসহস্ম্যমুষ্যাহং বৃক্ষস্য রসোঽস্মীত্যেব খলু সৌম্যেমাঃ প্রজাঃ সতি সংপদ্য ন বিদুঃ সতি সংপদ্যামহ ইতীতি ॥ ১০ ॥ ৮৭ ॥ শ্রুতয়ঃ শ্রীভগবন্তং ॥ ৫১॥

তদেবং পরমাত্মনস্তটস্হাখ্যা শক্তি র্বিবৃতা ॥

অন্তরঙ্গাখ্যাতু পূর্ব্ববদেব জ্ঞেয়া।

অথ বহিরঙ্গাখ্যা বিব্রিয়তে ॥

এষা মায়া ভগবতঃ সৃষ্টিস্হিত্যন্তকারিণী।

ত্রিবর্ণা বর্ণিতাস্মাভিঃ কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ৪৮॥

ভগবতঃ স্বরূপভূতৈশ্বর্য্যাদেঃ পরমাত্মন এষা তটস্হলক্ষণেন পূর্ব্বোক্তা জগৎসৃষ্ট্যাদিকারিণী মায়াখ্যা শক্তিঃ। ত্রয়োবর্ণা গুণা যস্যাঃ সা।

তথাচাথর্ব্বণিকাঃ পঠন্তি।

সিতাসিতাচ কৃষ্ণাচ সর্ব্বকামদুঘা বিভোরিতি ॥

উক্তঞ্চ ॥

দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।

ইত্যত্র গুণময়ীতি ॥১১॥৩॥ অন্তরীক্ষো বিদেহং ॥ ৫২ ॥

না, সেই রূপ এই প্রজা সকলে ব্রহ্মে লীন হইয়া আপনাকে জানিতে পারে না, ব্রহ্মেই একত্রিত হয় ॥ ৫১ ॥

এই প্রকার পরমাত্মার তটস্থাখ্যা শক্তির বিস্তার করা হইল। অন্তরঙ্গা শক্তি পূর্ব্বের ন্যায় জানিতে হইবে। এক্ষণে বহিরঙ্গাখ্যা শক্তির বিস্তার করা হইতেছে ॥

অন্তরীক্ষ যোগীন্দ্র নিমিরাজকে কহিলেন হে রাজন্! ভগবানের এই সৃষ্টি স্থিতি বিনাশকারিণী ত্রিগুণরূপা মায়ার স্বরূপ বর্ণন করিলাম এক্ষণে আপনি কি শুনিতে ইচ্ছা করেন ॥ ৪৮ ॥

ভগবানের স্বরূপভূত ঐশ্বর্য্যাদি পরমাত্মার তটস্থ লক্ষণ দ্বারা পূর্ব্বোক্তা এই জগৎসৃষ্ট্যাদিকারিণী মায়াশক্তি, ইহার তিনটী বর্ণ অর্থাৎ তিনটী গুণ হইয়াছে ॥

এইরূপে অথর্ব্ববেদিরাও পাঠ করিয়া থাকেন ॥

বিভু অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপক পরমেশ্বরের শুক্লা, রক্তা ও কৃষ্ণা এই ত্রিবর্ণা মায়া কামপূরণী হইয়াছেন ॥

ভগবদ্গীতার ৭ অধ্যায়ে ১৪ শ্লোকে যথা ॥

এই মায়া আমারই শক্তি অতএব দুর্ব্বলজীবের পক্ষে স্বভাবতঃ দুরত্যয়া অর্থাৎ দুরতিক্রমা, যাঁহারা আমার ভগবৎস্বরূপের প্রতিপত্তি স্বীকার করেন, তাঁহারাই আমার মায়া হইতে পার পাইতে পারেন ॥ ৫২ ॥

তস্যা মায়ায়াশ্চাংশদ্বয়ং তত্র মায়াখ্যস্য নিমিত্তাংশস্যোপাদানাংশস্য চ পরস্পরং ভেদমাহ চতুর্ভিঃ ।।

অথ তে সংপ্রবক্ষ্যামি সাংখ্যং পূর্ব্বৈর্বিনিশ্চিতং ।
যদ্বিজ্ঞায় পুমান্ সদ্যো জহ্যাদ্বৈকল্পিকং ভ্রমং ॥ ৪৯॥

টীকাচ ।।

অদ্বিতীয়াৎ পরমাত্মনো মায়য়া প্রকৃতিপুরুষদ্বারা সর্ব্বং দ্বৈতমুদেতি পুনস্তত্রৈব লীয়তে ইত্যনুসংদধানস্য পুরুষস্য দ্বন্দ্বভ্রমো নিবর্ত্ততে ইতি বক্তুং সাংখ্যং প্রস্তৌতি অথেতীত্যেষা। অত্র প্রধানপর্য্যায়ঃ প্রকৃতি-শব্দঃ ।। ৫৩ ।।

অসীজ্ জ্ঞানমথো অর্থ একমেবাবিকল্পিতং ।
যদা বিবেকনিপুণা আদৌ কৃতযুগে যুগে ।। ৫০ ।।

টীকাচ ।।

অথো শব্দঃ কার্ৎস্ন্যে জ্ঞানং দ্রষ্টৃত্বেন দৃশ্যরূপঃ কৃৎস্নোঽপ্যর্থশ্চ বিকল্পশূন্যমেকমেব ব্রহ্মণ্যেব লীনমাসীদিত্যর্থঃ ইত্যেষা।

এই মায়ার দুইটী অংশ হয়, তন্মধ্যে এক মায়াখ্য নিমিত্তাংশ, দ্বিতীয় উপাদানাংশ ৪ শ্লোকে এই দুইয়ের পরস্পর ভেদ কহিতেছেন ॥

১১ স্কন্ধের ২৪ অধ্যায়ে ১ শ্লোকে যথা ॥

ভগবান্ কহিলেন হে উদ্ধব! কপিলাদি পূর্ব্বাচার্য্য কর্ত্তৃক নিশ্চিত সাংখ্যযোগ এক্ষণে আমি তোমাকে উপদেশ দিতেছি যাহা জানিয়া পুরুষ ভেদ নিমিত্ত ভ্রমরূপ সুখ-দুঃখাদি হইতে সদ্যঃ মুক্ত হয়েন ॥ ৪৯ ॥

শ্রীধরস্বামির টীকা যথা ॥

অদ্বিতীয় পরমাত্মার মায়াকর্ত্তৃক প্রকৃতি পুরুষ দ্বারা সমস্ত জগৎ দ্বৈত উদয় হইয়া পুনর্ব্বার তাহাতেই লয় পায়। এই অনুসন্ধানকারি পুরুষের দ্বন্দ্বভয় নিবৃত্ত হয়, ইহাই বলিবার জন্য সাংখ্য অর্থাৎ আত্মানাত্ম বিবেকের প্রভাব কহিতেছেন অথ ইত্যাদি দ্বারা ।।

এস্থলে প্রকৃতি শব্দ প্রধান পর্য্যায় ॥ ৫৩ ॥

১১ স্কন্ধের ২৪ অধ্যায়ে ২ শ্লোকে যথা ॥

পূর্ব্বে প্রলয়কালে এই দৃশ্য সমুদায় পদার্থ বিকল্প শূন্য, এক অদ্বিতীয় পরম ব্রহ্মমাত্র ছিলেন, পরে যুগারম্ভে যখন লোক সকল বিবেক নিপুণ ছিল তখনই ভেদজ্ঞান না থাকা জন্য একমাত্রই ছিলেন ॥ ৫০ ॥

টীকা যথা ॥

অথ শব্দের অর্থ সমগ্র, জ্ঞান শব্দের অর্থ দ্রষ্টা, তদ্দ্বারা সমস্ত দৃশ্যরূপ কার্য্য বিকল্প অর্থাৎ ভেদশূন্য একমাত্র ব্রহ্মে লীন হইয়াছিল ॥

তৃতীয়স্কন্ধে। ভগবানেক আসেদমগ্র আত্মাত্মনাং বিভূরিত্যাদৌ যদ্ভগবত্ত্বেন শব্দ্যতে তদেবাত্র ব্রহ্মত্বেন শব্দ্যতে ইতি বদন্তীত্যাদিবদুভয়-ত্রৈকমেব বস্তু প্রতিপাদ্যং। অন্তে তু এষ সাংখ্যবিধিঃ প্রোক্ত ইত্যাদৌ পরাবরদৃশা ময়েত্যনেন ভগবদ্রূপেণাপ্যবস্থিতিঃ স্পষ্টৈব। কদেত্য-পেক্ষায়ামাহ। যদা আদৌ কৃতযুগে বিবেকনিপুণা জনা ভবন্তি তস্মিন্ন-যুগে তৎ পূর্ব্বস্মিন্ প্রলয়সময় ইত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥

তন্মায়া ফলরূপেণ কেবলং নির্ব্বিকল্পিতং।
বাঙমনো গোচরং সত্যং দ্বিধা সমভবদ্বৃহৎ ॥ ৫১ ॥

টীকাচ ॥

তদ্বৃহদ্ব্রহ্ম বাঙমনোগোচরং যথা ভবতি তথা মায়া দৃশ্যং। ফলং তৎ প্রকাশ স্তদ্রূপেণ মায়ারূপেণ বিলাসরূপেণ দ্বিধাভূত ইত্যেষা। অত্র

---

৩ স্কন্ধে ৫ অধ্যায়ে ২৩ শ্লোকে ॥

জীবগণের আত্মা স্বরূপ এবং সকলের স্বামী সেই পরমাত্মা, যিনি সৃষ্টিকালে নানা বুদ্ধিতে উপলক্ষিত হয়েন, তাঁহার আত্মমায়া লীনা হইলে সৃষ্টির পূর্ব্বে এই বিশ্ব একমাত্র ভগবৎস্বরূপ হইয়াছিল অর্থাৎ তৎকালে দ্রষ্টা বা দৃশ্য কিছুই ছিল না ॥

ইত্যাদি শ্লোকে যিনি ভগবৎ শব্দে কথিত হইয়াছেন তিনিই এস্থলে ব্রহ্মশব্দে কথিত হয়েন, ইহাই পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন, ইত্যাদির ন্যায় উভয়স্থলে এক বস্তুই প্রতিপাদ্য হইয়াছে ॥

১১ স্কন্ধের ২৪ অধ্যায়ের শেষ ২৭ শ্লোকে যথা ॥

"এষ সাংখ্যবিধিঃ প্রোক্তঃ" ইত্যাদি এবং "পরাবর দৃশা ময়া" ইত্যন্ত ইহা দ্বারা তাঁহার ভগবদ্রূপে অবস্থান স্পষ্টই হইয়াছে ॥

কোন্ কালে এই অপেক্ষায় কহিতেছেন। যখন প্রথমে অর্থাৎ সত্যযুগে জন সকল জ্ঞান সম্পন্ন হয়েন, তখন সেই অযুগে অর্থাৎ তাহার পূর্ব্ব প্রলয়কালে এই অর্থ ॥ ৫৪ ॥

১১ স্কন্ধের ২৪ অধ্যায়ে ৩ শ্লোকে ॥

সেই বৃহৎ একমাত্র পরব্রহ্ম পরে মায়াপ্রকাশরূপে বাক্য মনের গোচরভাবে ও স্বরূপভাবে দুই প্রকার হইলেন ॥ ৫১ ॥

টীকা যথা ॥

বৃহৎ ব্রহ্ম বাক্য ও মনের যেরূপে গোচর হয়েন সেইরূপে মায়া অর্থাৎ দৃশ্য, ফল অর্থাৎ তাহার প্রকাশ, তদ্রূপে মায়ারূপে কিম্বা বিলাসরূপে দুই প্রকার হইয়াছেন।

মায়া দৃশ্যমিতি ফলং তৎ প্রকাশ ইতি চ্ছেদঃ তেন ব্রহ্মণা যদ্দৃশ্যং বস্তু তন্মায়া তস্য ব্রহ্মণো যঃ প্রকাশবিশেষঃ স ফলমিত্যর্থঃ ॥৫৫॥

তয়োরেকতরোহ্যর্থঃ প্রকৃতিঃ সোভয়াত্মিকা।
জ্ঞানং ত্বন্যতমোভাবঃ পুরুষঃ সোঽভিধীয়তে ॥ ৫২ ॥

টীকাচ ॥

তয়ো দ্বির্ধাভূতয়োরংশয়ো র্মধ্যে উভয়াত্মিকা কার্যকারণরূপিণী-ত্যেষা ॥

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ॥

বিষ্ণোঃ স্বরূপাৎ পরতোহি তে হন্যে
রূপে প্রধানং পুরুষশ্চ বিপ্র।

ইত্যত্র তেষামেব টীকাচ।

পরতো নিরূপাধের্বিষ্ণোঃ স্বরূপাৎ তে প্রাগুক্তে প্রধানং পুরুষশ্চ ইতি দেব রূপে অন্যে মায়াকৃতে ॥

॥ ১১ ॥ ২৪ ॥ শ্রীভগবান ॥ ৫৬ ॥

অন্যত্র তয়োরুপাদাননিমিত্তরূপয়োরংশয়োর্বৃত্তিভেদেন ভেদানপ্যাহ।

এস্থলে মায়া দৃশ্য ফল অর্থাৎ তাহার প্রকাশ এই পদচ্ছেদ। সেই ব্রহ্মকর্তৃক যে দৃশ্যবস্তু তাহাই মায়া, সেই ব্রহ্মের যে প্রকাশ বিশেষ তাহাই ফল ॥ ৫৫ ॥

১১ স্কন্ধের ২৪ অধ্যায়ে ৩ শ্লোকে ॥

সেই দ্বিধাভুত অংশের মধ্যে এক অংশ অর্থ, অন্য অংশ জ্ঞান মাত্র, কিন্তু কার্য্যকারণ রূপিণী প্রকৃতি উভয়াত্মিকা, ইহাকে পুরুষ বলিয়া ব্যক্ত করিয়া থাকে ॥ ৫২ ॥

টীকা যথা ॥

সেই উপাদান ও নিমিত্তরূপ এই দ্বিধাভুত অংশের মধ্যে উপাদান ও নিমিত্ত রূপা মায়া কার্য্য ও কারণ রূপিণী হইয়াছেন ॥

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে যথা ॥

হে বিপ্র। পর অর্থাৎ নিরুপাধি বিষ্ণুরূপ হইতে পূর্ব্বোক্ত সেই প্রধান ও পুরুষ দুই রূপ হইয়াছেন ॥

ইহার টীকা।

পর অর্থাৎ বিষ্ণুর স্বরূপ হইতে পূর্ব্বোক্ত সেই প্রধান ও পুরুষ এই দুইরূপ অন্য মায়াকৃত ॥ ৫৬ ॥

অন্যস্থানেও সেই উপাদান ও নিমিত্ত রূপ অংশদ্বয়ের বৃত্তিভেদদ্বারা ভেদসকল কহিতেছেন ॥

কালো দৈবং কর্ম্ম জীবঃ স্বভাবো
দ্রব্যং ক্ষেত্রং প্রাণ আত্মা বিকারঃ।
তৎসংঘাতো বীজরোহপ্রবাহ-
স্তন্মায়ৈষা তন্নিষেধং প্রপদ্যে ॥ ৫৩ ॥
টীকাচ ॥

কালঃ ক্ষোভকঃ কর্ম্ম নিমিত্তং। তদেব কলাভিমুখমভিব্যক্তং দৈবং স্বভাব স্তৎ সংস্কারঃ জীবঃ তদ্বান্ দ্রব্যং ভূতসূক্ষ্মাণি ক্ষেত্রং প্রকৃতিঃ প্রাণঃ সূত্রং আত্মা অহঙ্কারঃ বিকার একাদশেন্দ্রিয়াণি মহাভূতানিচ ইতি ষোড়শকঃ তৎসংঘাতোদেহঃ তস্য চ বীজরোহবৎ প্রবাহঃ রোহোঽঙ্কুরঃ দেহাদ্বীজরূপং কর্ম্ম ততোঽঙ্কুররূপো দেহঃ ততঃ পুনঃ পুনরেবমিতি প্রবাহঃ। তং ত্বাং নিষেধাবধিভূতং প্রপদ্যে ভজে ইত্যেষা। অত্র কাল-দৈব-কর্ম্ম-স্বভাবা নিমিত্তরূপাঃ অন্যে উপাদানরূপাঃ তদ্বান্ জীবস্তু-য়াত্মকঃ। তথোপাদানবর্গে নিমিত্ত শক্ত্যং শোঽপ্যনুবর্ত্ততে। যথা জীবোপাধিলক্ষণে হহমাখ্যে তত্ত্বে তদীয়াহং ভাবঃ সহ্যবিদ্যাপরিণাম ইত্যাদি ॥ ৫৭ ॥

---

১০ স্কন্ধের ৬৩ অধ্যায়ে ১৫ শ্লোকে
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি জ্বরের বাক্য যথা ॥

কাল, দৈব, কর্ম্ম, জীব, স্বভাব, ভূতসূক্ষ্ম, প্রকৃতি, প্রাণ, আত্মা, একাদশ ইন্দ্রিয়, দেহ ও বীজাঙ্কুর। হে বিভো! এ সমুদায় তোমার মায়ামাত্র কিন্তু তুমি সেই মায়া বর্জ্জিত অতএব সেই মায়া নিষেধের অবধিভুত যে তুমি তোমাকে ভজনা করি ॥ ৫৩ ॥

টীকা যথা ॥

কাল শব্দের অর্থ ক্ষোভক, কর্ম্ম শব্দের অর্থ নিমিত্ত। সেই কর্ম্ম ফলের অভিমুখ অর্থাৎ প্রকাশক দৈব। স্বভাব শব্দে তাহার সংস্কার, জীব এতদ্বিশিষ্ট। দ্রব্য শব্দে শব্দাদি ভূতসূক্ষ্ম। ক্ষেত্র অর্থাৎ প্রকৃতি। প্রাণ শব্দে সূত্র, আত্মাশব্দে অহঙ্কার, বিকার শব্দে একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূত এই ষোড়শ পদার্থ ঐ সমস্ত দেহরূপে পরিণত, ঐ দেহের বীজরোহবৎ প্রবাহ। রোহ শব্দে অঙ্কুর, দেহ হইতে বীজরূপ কর্ম্ম উদ্ভূত হয়, তাহা হইতে অঙ্কুররূপ দেহের উদ্ভব হইয়া থাকে অতএব পুনঃ পুনঃ এইরূপে প্রবাহ হয়।

নিষেধের অবধিস্বরূপ সেই তোমাকে আমি প্রপন্ন হইলাম, এস্থলে কাল, দৈব, কর্ম্ম ও স্বভাব ইহারা নিমিত্তরূপ অংশ ও অন্য সকল উপাদানস্বরূপ অংশ হইয়াছে, তদ্বিশিষ্ট জীব উভয়স্বরূপ হইয়াছেন। সেইরূপ উপাদানসমূহের নিমিত্ত শক্তির অংশে অনুবর্ত্তমান হইয়া থাকে যেমন অহমাখ্যে জীবোপাধিরূপ তত্ত্বে তদীয় অহংভাব

যথোক্তং তৃতীয়স্য ষষ্ঠে ॥

আত্মানং চাস্য নির্ভিন্নমভিমানোঽবিশৎ পদং ।

কর্ম্মণাংশেন যেনাসৌ কর্ত্তব্যং প্রতিপদ্যতে ইতি ॥

অত্র আত্মানং অহঙ্কারং অভিমানো রুদ্রঃ কর্ম্মণা অহং বৃত্ত্যেতি ।

টীকা তত্র চ যন্নির্ভিন্নং তদধিষ্ঠানং বাগাদীন্দ্রিয়ং তৃতীয়ান্তমধ্যাত্মপ্রকরণনির্ণয়ঃ টীকায়ামেব কৃতোঽস্তি কর্ম্মণো বীজরূপত্বং করণতামাত্র বিবক্ষয়া ত্বদেবমত্রাপি মূলমায়ায়াঃ সর্ব্বোপাদানাংশমূলভূতং ক্ষেত্রশব্দোক্তং ।

প্রাধনমপ্যংশরূপমিত্যধিগতং । জীবস্তদ্বানিত্যনেন শুদ্ধজীবস্য মায়াতীতত্বং বোধয়তি ॥ ১০ ॥ ৬৩ ॥ জ্বরঃ শ্রীভগবন্তং ॥ ৫৮ ॥

অথ নিমিত্তরূপাংশস্য প্রথমে দেব বৃত্তী আহ ॥

বিদ্যাবিদ্যে মম তনূ বিদ্ধ্যুদ্ধব শরীরিণাং ।

বন্ধমোক্ষকরী আদ্যে মায়য়া মে বিনির্ম্মিতে ॥ ৫৪ ॥

টীকাচ ॥

অর্থাৎ জীবের স্বরূপভুত অহংভাব হইয়াছে, সেই উপাধিস্বরূপ অহংভাব অবিদ্যার পরিণাম অর্থাৎ অজ্ঞানের বিকার ইত্যাদি ॥ ৫৭ ॥

৩ স্কন্ধের ৬ অধ্যায়ে ২১ শ্লোকে

উক্ত হইয়াছে যথা ॥

অনন্তর বিরাট্ পুরুষের অহঙ্কার পৃথক্‌রূপে উৎপৎ হইল এবং রুদ্র আপনার অংশে-অহং বৃত্তিরূপ কর্ম্মদ্বারা কর্ত্তব্য কর্ম্মপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥

এস্থানে আত্মা অহঙ্কার, অভিমান রুদ্র, কর্ম্ম অহংবৃত্তি, হইাই টীকাকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন । এস্থলে যাহা নির্ভিন্ন হইয়াছে তাহা অধিষ্ঠান অর্থাৎ বাগাদি ইন্দ্রিয় সকল তৃতীয়ান্ত পদ, অধ্যাত্ম প্রকরণ টীকাতেই কৃত আছে । কর্ম্মের বীজরূপত্ব কারণতামাত্র কথনেচ্ছায় সেই কর্ম্মই এস্থানে মূলমায়ার সমুদায় উপাদানাংশের মূলভূত ক্ষেত্র শব্দদ্বারা উক্ত হইয়াছে, প্রধানকেও অংশরূপ কহিয়াছেন ইহাও বোধগম্য হইল । জীব তদ্বিশিষ্ট ইহার দ্বারা শুদ্ধজীব মায়াতীত হইাই বুঝাইয়াছেন ॥ ৫৮ ॥

অথ নিমিত্তরূপ অংশের প্রথম দুইটী বৃত্তি বলিতেছেন ॥

১১ স্কন্ধের ১১ অধ্যায়ে ৩ শ্লোকে

উদ্ধবের প্রতি ভগবদ্বাক্য যথা ॥

হে উদ্ধব ! বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয় আমার শক্তি, উভয়ই শরীরিদিগের বন্ধ মোক্ষকারী, উভয়ই অনাদি, উভয়কেই আমার মায়াদ্বারা নির্ম্মিত জানিবে ॥ ৫৪ ॥

শ্রীধরস্বামির টীকা যথা ॥

তন্যোতে বন্ধমোক্ষাবাভ্যামিতি তনু শক্তী মে মায়য়া বিনির্ম্মিতে। মায়াবৃত্তিরূপত্বাৎ। বন্ধমোক্ষকরীত্যেকবচনং দ্বিবচনার্থে।

ননু তৎকার্য্যত্বে বন্ধমোক্ষয়োরনাদিত্ব নিত্যত্বে ন স্যাতাং তত্রাহ। আদ্যে অনাদী ততো যাবদবিদ্যাং প্রেরয়ামি তাবদ্বন্ধঃ যদা বিদ্যাং দদামি তদা মোক্ষঃ স্ফুরতীত্যর্থঃ। ইত্যেষা। অত্র মায়াবৃত্তিরূপত্বাদিতি বস্তুতো মায়াবৃত্তী এব তে বিনির্ম্মিতত্বং ত্বপরানন্তবৃত্তিকয়া তয়া প্রকাশমানত্বাদেবোচ্যতে। যতো হ্নাদী ইত্যর্থঃ॥

তথা স্ফুরতীত্যস্য মোক্ষ ইত্যনেন এবান্বয়ঃ। জীবস্য স্বতো মুক্তত্বমেব বন্ধত্ত্ববিদ্যামাত্রেণ প্রতীতো বিদ্যোদয়ে তু তৎপ্রকাশমাত্রং ততো নিত্য এব মোক্ষ ইতি ভাবঃ। ন চ বাচ্যং।

এষা মায়েত্যাদৌ সামান্যলক্ষণে মোক্ষপ্রদত্বং তস্যা নোক্তমিত্যসম্যক্ত্বমিতি। অন্তকারিত্বেন অত্যন্ত প্রলয়রূপস্য মোক্ষস্যাপ্যুপলক্ষিতত্বাৎ। অত্র বিদ্যাখ্যা বৃত্তিরিয়ং স্বরূপশক্তিবৃত্তিবিশেষ বিদ্যাপ্রকাশে দ্বারমেব নতু স্বয়মেব সেতি জ্ঞেয়ং।

অবিদ্যা ও বিদ্যা এই দুই বন্ধ ও মোক্ষকে বিস্তার করে, এই ব্যুৎপত্তিদ্বারা তনুশব্দে শক্তি, ঐ শক্তিদ্বয় আমার মায়া কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে, যেহেতু ঐ শক্তি মায়ার বৃত্তিরূপ। বন্ধ মোক্ষকরী এই এক বচন দ্বিবচনার্থে প্রয়োগ হইয়াছে॥

অহে! যদি ঐ দুই মায়াকার্য্য হইল, তবে বন্ধ ও মোক্ষ অনাদিত্ব ও নিত্যত্ব না হউক, এই প্রশ্নে কহিতেছেন। আদ্য অর্থাৎ অনাদি, অতএব যখন আমি অবিদ্যাকে প্রেরণ করি তখনই বন্ধ হইয়া থাকে, আর যখন আমি বিদ্যাকে প্রদান করি তখন মোক্ষস্ফুর্ত্তি হয়। এস্থলে মায়ার বৃত্তিরূপ হেতু বস্তুতঃ বিদ্যা ও অবিদ্যা মায়ার বৃত্তি হইয়াছে। আমার মায়াদ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে ইহা অপার ও অনন্ত বৃত্তিদ্বারা প্রকাশমান প্রযুক্ত উক্ত হইয়াছে, যেহেতু উভয়ই অনাদি। তথা স্ফুরতি ইহার সহিত মোক্ষের অন্বয় জীবের স্বতই মুক্তত্ব, কিন্তু অবিদ্যামাত্রে বন্ধপ্রতীত হয়, পরন্তু বিদ্যার উদয়ে তাহার প্রকাশ মাত্র হইয়া থাকে অতএব জীবের নিত্যমোক্ষ ইহাই তাৎপর্য্য॥

একথা বলিও না।

১১ স্কন্ধের ৩ অধ্যায়ে ১৭ শ্লোকে॥

এই মায়া ইত্যাদি প্রমাণে সেই মায়ার মোক্ষ প্রদত্ব সম্যক্ প্রকারে উক্ত হইয়াছে, মায়ার অন্তকারিত্ব হেতু অত্যন্ত প্রলয় রূপ মোক্ষের উপলক্ষণ জানিতে হইবে॥

এস্থলে বিদ্যাবৃত্তি এই যে, স্বরূপ শক্তি বিদ্যার প্রকাশে দ্বার মাত্র হইয়াছে কিন্তু স্বয়ং মোক্ষপ্রদা নহে ইহা জানিতে হইবে॥

অথাবিদ্যাখ্যস্য ভাগস্য দ্বে বৃত্তী আবরণাত্মিকা বিক্ষেপাত্মিকা চ। তত্র পূর্ব্বা জীবে এব তিষ্ঠন্তী তদীয় স্বাভাবিকং জ্ঞানমাবৃণ্বানা উত্তরা চ তং তদন্যথা জ্ঞানেন সঞ্জয়ন্তী বর্ত্তত ইতি॥ ১১॥১১॥ শ্রীভগবান্ ॥ ৫৯ ॥

অত্র নিমিত্তাংশস্ত্বেবং বিবেচনীয়ঃ। যথা নিমিত্তাংশরূপা মায়াখ্যৈব প্রসিদ্ধশক্তিস্ত্রিধা দৃশ্যতে॥

জ্ঞানেচ্ছাক্রিয়ারূপত্বেন॥

তত্র তস্যাঃ পরমেশ্বরজ্ঞানরূপত্বং যথা তৃতীয়ে।

সা বা এতস্য সংদ্রষ্টুঃ শক্তিঃ সদসদাত্মিকা।

মায়া নাম মহাভাগ যয়েদং নির্ম্মমে বিভুরিত্যস্য টীকায়াং। সা বৈ দ্রষ্টৃ দৃশ্যানুসন্ধানরূপা। সৎ দৃশ্যং অসৎ অদৃশ্যং আত্মা স্বরূপং সদসতোরাত্মা যস্যাঃ। তদুভয়ানুসন্ধানরূপত্বাদিতি॥

অথ অবিদ্যাখ্য ভাগের দুইটী বৃত্তি, আবরণাত্মিকা ও মোক্ষাত্মিকা তম্মধ্যে পূর্ব্বা অর্থাৎ আবরণাত্মিকা জীবে অবস্থিতি করিয়া জীবের স্বাভাবিক জ্ঞান আবরণ করে উত্তরা অর্থাৎ বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তি জীবকে তাহার অন্যথা জ্ঞান দ্বারা জয় করিয়া বর্ত্তমান আছে ।। ৫৯ ।।

এস্থলে মায়ার নিমিত্তাংশ এইরূপে বিবেচনীয় হইয়াছে ।।

নিমিত্তাংশ প্রসিদ্ধ মায়াশক্তি জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া ভেদে তিন প্রকার দৃশ্য হয় যথা ।।

তম্মধ্যে নিমিত্তাংশরূপ মায়া শক্তির পরমেশ্বরের

জ্ঞানরূপত্ব ৩ স্কন্ধের ৫ অধ্যায়ে ২৫ শ্লোকে যথা ।।

দ্রষ্টাস্বরূপ পরমেশ্বরের দ্রষ্টৃ দৃশ্যানুসন্ধান রূপা সেই শক্তি কার্য্য কারণ স্বরূপা। হে মহাভাগ! ঐ শক্তিরই নাম মায়া, ভগবান্ তাঁহার দ্বারাই এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান বিশ্ব নির্ম্মাণ করিয়াছেন ।।

ইহার টীকায় যথা ।।

সেই মায়া দ্রষ্টা ও দৃশ্যের অনুসন্ধান রূপা। সদসদাত্মিকা অর্থাৎ সৎ দৃশ্য, অসৎ অদৃশ্য, আত্মা স্বরূপ, অথবা উভয়ের অর্থাৎ সৎ অসতের অনুসন্ধান হেতু সদসৎ স্বরূপা হইয়াছেন ।।

ঐ মায়া ভগবানের ইচ্ছারূপা।

৩ স্কন্ধে ৫ অধ্যায়ে ২৩ শ্লোকে যথা ।।

জীবগণের আত্মা স্বরূপ এবং সকলের স্বামী সেই পরমাত্মা, যিনি সৃষ্টিকালে নানা বুদ্ধিতে, উপলক্ষিত হয়েন, তাঁহার আত্মমায়া লীনা হইলে সৃষ্টির পূর্ব্বে এই বিশ্ব একমাত্র ভগবৎ স্বরূপ হইয়াছিল অর্থাৎ তৎকালে দ্রষ্টা বা দৃশ্য কিছুই ছিলনা ।।

তদিচ্ছারূপ যথা তত্রৈব ॥

আত্মেচ্ছানুগতাবাত্মেত্যস্য টীকায়াং আত্মেচ্ছা মায়া তস্যা অনগতৌ লয়ে সতি ইতি। তৎ ক্রিয়ারূপত্বং চৈকাদশে। এষা মায়া ভগবত ইত্যুদাহৃতবচনে এব দ্রষ্টব্যং ॥ ৬০ ॥

যদ্যপি পরমেশ্বরস্য সাক্ষাজ্‌জ্ঞানাদিকং ন মায়া কিন্তু স্বরূপ-শক্তিরেব। তথাপি তজ্‌জ্ঞানাদিকং প্রাকৃতে কার্য্যে তু ন তদর্থং প্রবর্ত্ততে। কিন্ত ভক্তার্থমেব প্রবর্ত্ত মানং অনুসঙ্গেনৈব প্রবর্ত্ততে ইত্যগ্রে বিবেচনীয়ত্বাৎ। তৎপ্রবৃত্ত্যাভাসসম্বলিতং যন্মায়াবৃত্তিরূপং জ্ঞানাদিকমন্যৎ তদেব তজ্‌জ্ঞানাদিশব্দেনোচ্যতে। তথা ভূতঞ্চ তজ্‌-জ্ঞানাদিকং দ্বিবিধং স্বভাবসিদ্ধত্বাৎ কেবল পরমেশ্বরনিষ্ঠং তদ্ধেতুত্বাজ্জী-বনিষ্ঠং চ। তত্র প্রথমং দ্রষ্টৃ দৃশ্যানুসন্ধানসিসৃক্ষা কালাদিরূপং। দ্বিতীয়ং বিদ্যাঽবিদ্যা ভোগেচ্ছা কর্ম্মাদিরূপমিতি = ৬১ ॥

অথোপাদানাংশস্য প্রধানস্য লক্ষণং।
যত্তৎত্রিগুণমব্যক্তং নিত্যং সদসদাত্মকং।
প্রধানং প্রকৃতিং প্রাহুরবিশেষং বিশেষবৎ ॥ ৫৫ ॥

ইহার টীকায় যথা ।।

আত্মেচ্ছা শব্দের অর্থ মায়া, তাঁহার অনুগতিতে অর্থাৎ লয় হইলে ।।

ঐ মায়া ভগবানের ক্রিয়ারূপা ।।

১১ স্কন্ধে ৩ অধ্যায়ে ১৭ শ্লোকে যথা ।।

হে রাজন্! ভগবানের এই সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশকারিণী ত্রিগুণরূপা মায়ার শক্তি বর্ণন করিলাম, এক্ষণে আপনি কি শুনিতে ইচ্ছা করেন।

এই বচন পূর্ব্বে উদাহৃত হইয়াছে, তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করা কর্ত্তব্য ।। ৬০ ।।

যদ্যপি মায়া পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ জ্ঞানাদি নহে কিন্তু স্বরূপ শক্তিই। তথাপি প্রাকৃত কার্য্যে তাঁহার জ্ঞানাদি হইয়া থাকে, প্রাকৃতকার্য্যের নিমিত্ত তাঁহার জ্ঞানাদি প্রবৃত্ত হয় না। কিন্তু ভক্তের নিমিত্ত প্রবর্ত্তমান অনুসঙ্গ দ্বারা হইয়া থাকে যেহেতু ইহা অগ্রে বিবেচনীয় হইয়াছে। ঈশ্বরের প্রবৃত্তি দ্বারা প্রকাশ-সম্বলিত যে মায়ার বৃত্তিরূপ জ্ঞানাদি তাহা অন্য, তাহাই ঈশ্বরের জ্ঞানাদি শব্দদ্বারা উক্ত হইয়াছে ।।

ঐ প্রকার হইলেও সেই জ্ঞানাদি দুই প্রকার হয়, স্বভাবসিদ্ধ প্রযুক্ত কেবল পরমেশ্বরনিষ্ঠ এবং পরমেশ্বরনিষ্ঠ প্রযুক্ত জীবনিষ্ঠ ।।

তন্মধ্যে প্রথম দ্রষ্টা দৃশ্যের অনুসন্ধান সৃজনেচ্ছা কালাদিরূপ। দ্বিতীয় বিদ্যা ও অবিদ্যা ভোগেচ্ছা কর্ম্মাদিরূপ ।। ৬১ ।।

যৎ খলু ত্রিগুণং সত্ত্বাদিগুণত্রয়সমাহারস্তদেবাব্যক্তং প্রধানং প্রকৃতিং প্রাহুঃ। তত্রাব্যক্তসংজ্ঞত্বে হেতুঃ অবিশেষং গুণত্রয়সাম্যরূপত্বাৎ অনভিব্যক্তবিশেষং। অতএব অব্যাকৃতসংজ্ঞত্বঞ্চ গমিতং। প্রধানসংজ্ঞত্বে হেতুঃ বিশেষবৎ স্বাংশকার্য্যরূপাণাং মহদাদিবিশেষাণামাশ্রয়রূপতয়া তেভ্যঃ শ্রেষ্ঠং। প্রতিসংজ্ঞত্বে হেতুঃ সদসদাত্মকং সদসৎসু কার্য্যকারণরূপেষু মহদাদিষু কারণত্বাদনুগত আত্মা স্বরূপং যস্য তৎ। তথা নিত্যং প্রলয়ে কারণমাত্রাত্মনাবস্থিত সর্ব্বাংশত্বেন সৃষ্টিস্থিত্যোশ্চাপঞ্চীকৃতাংশত্বেনাবিকৃতং স্বরূপং যস্য তাদৃশমিতি। ব্রহ্মত্বং মহদাদিরূপত্বঞ্চ ব্যাবৃত্তং। ব্রহ্মণো নির্গুণত্বান্মহদাদীনাং চাব্যক্তাপেক্ষয়া কার্য্যরূপত্বাৎ ॥ ৬২

এবঞ্চ বিষ্ণুপুরাণে ॥

অব্যক্তং কারণং যত্তৎ প্রধানমৃষিসত্তমৈঃ।
প্রোচ্যতে প্রকৃতিঃ সূক্ষ্মা নিত্যং সদসদাত্মকং।

তথা উপাদানাংশ প্রধানের লক্ষণ।

৩ স্কন্ধে ২৬ অধ্যায়ে ১০ শ্লোকে যথা ॥

ভগবান্ কপিল কহিলেন মাতঃ! নিজে অবিশেষ অথচ বিশেষের আশ্রয় যে প্রধান তাহার নাম প্রকৃতি, এ প্রধান সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের সমাহার, অতএব ব্রহ্ম নহেন এবং তাহা অব্যক্ত অর্থাৎ কার্য্য, অতএব মহত্তত্ত্বও নহে, অপিচ তাহা কার্য্য ও কারণ স্বরূপ, অতএব কালাদিও বলিতে পারা যায় না এবং তাহা নিত্য অতএব জীবের প্রকৃতিও নহে ॥ ৫৫ ॥

তাৎপর্য্য। যে ত্রিগুণ অর্থাৎ সত্ত্বাদি গুণের সমাহার তাহাকে পণ্ডিতগণ অব্যক্ত, প্রধান ও প্রকৃতি বলিয়া থাকেন। তন্মধ্যে অব্যক্ত সংজ্ঞত্বে হেতু এই যে, অবিশেষ অর্থাৎ তিন গুণের সাম্য প্রযুক্ত অপ্রকাশ বিশেষ। অতএব অপ্রকাশ সংজ্ঞত্ব হইাই বোধ হইল। প্রধান সংজ্ঞত্বে হেতু এই যে, বিশেষের ন্যায় স্বীয় অংশ কার্য্যরূপ মহদাদি বিশেষ সকলের আশ্রয় রূপ দ্বারা তৎসমুদায় হইতে শ্রেষ্ঠ। এবং প্রকৃতিসংজ্ঞত্বে হেতু এই যে, প্রকৃতি সদসদাত্মক, অর্থাৎ সৎ অসৎ কার্য্যকারণরূপে মহদাদিতে কারণত্ব প্রযুক্ত যাহাতে স্বরূপ অনুগত হইয়াছে। তথা নিত্য, অর্থাৎ প্রলয়কালে কারণরূপে অবস্থিত সর্ব্বাংশ দ্বারা সৃষ্টিস্থিতির অপঞ্চীকরণাংশ দ্বারা যাহার স্বরূপ বিস্তারিত হয় নাই, তাহাকে নিত্য বলে। অতএব ব্রহ্ম ও মহদাদি রূপ হইতে মায়া পৃথক হইল, যে হেতু ব্রহ্ম নির্গুণ ও মহদাদি অব্যক্ত অপেক্ষায় কার্য্যরূপ হইয়াছে ॥ ৬২ ॥

এই প্রকার বিষ্ণুপুরাণের ১ অংশে

২ অধ্যায়ে ১৮। ১৯। ২০ শ্লোকে যথা ॥

অক্ষয্যং নান্যদাধারমমেয়মজরং ধ্রুবং।
শব্দস্পর্শবিহীনং তদ্রূপাদিভিরসংহতং।
ত্রিগুণং তজ্জগদেযানিরনাদিপ্রভবাপ্যয়ং।
তেনাগ্রে সর্ব্বমেবাসাং ব্যাপ্তং বৈ প্রলয়াদন্বিত্যাদি ॥ ৬৩ ॥

ইদমেব প্রধানমনাদে র্জগতঃ সূক্ষ্মাবস্থারূপং অব্যাকৃতা ব্যক্তাদ্যভিধং বেদান্তিভিরপি পরমেশ্বরাধীনতয়া মন্যতে। তদধীনত্বাদর্থবদিত্যাদি ন্যায়েষু। নিষিধ্যতে তু সাংখ্যবৎ স্বতন্ত্রয়া আনুমানিকমপ্যেষামিতি চেন্ন শরীররূপকবিন্যস্ত গৃহীতে দর্শয়তি চেত্যাদি ন্যায়েষু।

মহর্ষিরা এই প্রকৃতিকেই অব্যক্ত, কারণ ও প্রধান বলিয়া থাকেন, ইহা সূক্ষ্ম, নিত্য ও সদসদাত্মক অর্থাৎ কার্য্যকারণ শক্তি সম্পন্ন।

এই প্রকৃতি অক্ষয়, অনন্যাশ্রয়, ইয়ত্তাশূন্য, অজর, নিশ্চল, শব্দ ও স্পর্শ পরিশূন্য এবং রূপাদি রহিত ॥

ইহা ত্রিগুণাত্মক, ইহা হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা অনাদি অর্থাৎ নিত্য, প্রলয়কালে সমুদায় সৃষ্ট বস্তু ইহাতেই লীন হইবে। সৃষ্টির পূর্ব্বে অতীত প্রলয়কালে সমুদায় সৃষ্টবস্তু এই প্রকৃতিতেই অন্তর্নিবিষ্ট ছিল ॥ ৬৩ ॥

এই প্রধানই অনাদি জগতের সূক্ষ্ম অবস্থানরূপ। অবিকারাপন্ন অপ্রকাশাদি নামক এই প্রধানকে বেদান্তজ্ঞ সকল পরমেশ্বরের অধীন বলিয়া মানিয়া থাকেন।

ব্রহ্মসূত্রের ১ অধ্যায়ের ৪র্থ পদের ৩ সূত্রে যথা ॥

যদিও অব্যক্তাদি শব্দ পরমাত্মাতে মুখ্য হউক তথাপি "অব্যক্তাৎপুরুষ পরঃ" ইত্যাদি প্রমাণে অব্যক্তাদি শব্দে প্রাণাদিই কথিত হয়, বিষ্ণু নহে। যে হেতু অব্যক্তাদি শব্দে দুঃখী ও বন্ধজীবেরই শ্রবণ আছে, এই আশঙ্কা নিরাসার্থ বলিতেছেন, যদি অব্যক্তাদি শব্দ পরমাত্মবাচী না হয়, তাহা হইলে পরাপরাদি শ্রুতির নিরর্থকতা হয়। স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে যে, যাহার গুণ যাহার অধীন, তাহাকেই তদ্গুণশালী বলা যায়। যেমন জীবগত প্রাণ ধারণাদি গুণে পরমাত্মা জীবরূপে কথিত হয়েন এবং যেমন সেনাগণের জয়-পরাজয়াদি গুণে রাজার জয় পরাজয়াদি হইয়া থাকে ॥

সাংখ্যের ন্যায় স্বতন্ত্রতা হেতু প্রকৃতির নিষেধ হয় ॥

ব্রহ্মসূত্রের ১ অধ্যায়ে ৪র্থ পদের ১ সূত্রে যথা ॥

"অব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ" এই সাংখ্যানুমানে যে প্রধান পুরুষ কল্পিত হইয়াছে তাহাতে কোন কোন শাখিদিগের মতে কথিত হয়। ইহাও সৎকল্প নহে। কারণ পারতন্ত্র্য বশতঃ শরীররূপে অব্যক্তে বিন্যস্ত পরমাত্মাই অব্যক্তশব্দে পরিগৃহীত হইয়া থাকেন। যদিও অব্যক্তশব্দাদি পরমাত্মার বাচক হউক, তথাপি প্রধানাদিতেই তাহার ব্যবহার আছে। "যিনি অব্যক্ত, অচল, শান্ত, নিষ্ফল, নিষ্ক্রিয় পরমাত্মা হরিকে

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি প্রধানশব্দশ্চ শ্রূয়তে ।
প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতি র্গুণেশঃ
সংসারবন্ধস্থিতিমোক্ষহেতু-
রিত্যাদৌ ॥ ৩ ॥ ২৬ ॥ শ্রীকপিলদেবঃ ॥ ৬৪ ॥
তদেবং সন্দর্ভদ্বয়ে শক্তিত্রয়বিবৃতিঃ কৃতা ।
তত্র নামাভিন্নতাজনিতভ্রান্তিহানেয় সংগ্রহ শ্লোকাঃ ॥
মায়া স্যাদন্তরঙ্গায়াং বহিরঙ্গাচ সা স্মৃতা ।
প্রধানেঽপি ক্বচিৎ দৃষ্টা তদ্বৃত্তি র্মোহিনী চ সা ।
আদ্যে ত্রয়ে স্যাৎ প্রকৃতিশ্চিচ্ছক্তিস্ত্বন্তরঙ্গিকা ।
শুদ্ধজীবেঽপি তে দৃষ্টে তথেশজ্ঞানবীর্য্যয়োঃ ।
চিন্মায়াশক্তিবৃত্ত্যোস্তু বিদ্যাশক্তিরুদীর্য্যতে ।
চিচ্ছক্তিবৃত্তৌ মায়ায়াং যোগমায়াসমা স্মৃতা ।
প্রধানাব্যাকৃতাব্যক্তং ত্রৈগুণ্যে প্রকৃতৌ পরং ।
ন মায়ায়াং ন চিচ্ছক্তাবিত্যাদ্যূহ্যং বিবেকিভিরিতি ॥ ৬৫ ॥

জানেন, তিনি ভয় হইতে মুক্ত হইতে পারেন” ইত্যাদি পিপ্পলাদিশাখা প্রমাণে হরিই অব্যক্ত পরমাত্মা ইত্যাদি ন্যায় সকলে ॥

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও প্রধান শব্দশ্রুত হইয়াছে। গুণনিয়ন্তা ঈশ্বর প্রধান ও জীবের পালক এবং সংসার বন্ধ, স্থিতি ও মোক্ষের হেতু হইয়াছেন ॥ ৬৪ ॥

অতএব এই প্রকার দুই সন্দর্ভে তিনটী শক্তির বিস্তার করা হইল।

তদ্বিষয়ে নামের অভিন্নতা জনিত ভ্রান্তি নিরাস নিমিত্ত শ্লোক সকল সংগৃহীত হইয়াছে যথা ॥

অন্তরঙ্গায় মায়া বহিরঙ্গা বলিয়া কথিত হইয়াছে। কোন স্থানে প্রধানেতেও সেই মায়াবৃত্তি বহিরঙ্গা বলিয়া দৃষ্ট হয়। আদির তিনটীতে অর্থাৎ মায়া, বহিরঙ্গা এবং প্রধান এই তিনে প্রকৃতি শব্দ প্রয়োগ হয়। চিৎশক্তিকে অন্তরঙ্গা বলে। শুদ্ধজীবে চিৎশক্তি ও অন্তরঙ্গা দৃষ্ট হয়। সেইরূপ ঈশ্বরের জ্ঞান ও বীর্য্য দৃষ্ট হইতেছে। চিৎশক্তি ও মায়াশক্তির বৃত্তিকে পণ্ডিতেরা বিদ্যাশক্তি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। চিৎশক্তি অর্থাৎ জ্ঞানশক্তির বৃত্তি মায়াতে যোগমায়ার সমান বলিয়া থাকেন এবং সেইরূপ ঈশ্বরের জ্ঞান ও বীর্য্যও দৃষ্ট হইতেছে। তথা চিৎ (জ্ঞান) শক্তিও মায়াশক্তির বৃত্তিকেও বিদ্যাশক্তি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। অপর চিৎশক্তি বৃত্তিতে এবং মায়াতে যোগমায়া সমানরূপে স্মৃত হইয়াছেন। আর প্রধান, অব্যাকৃত ও অব্যক্ত ত্রিগুণময়ি প্রকৃতিতে কেবল কথিত হইয়াছে কিন্তু মায়াও চিচ্ছক্তিতে কথিত হয় নাই, পণ্ডিত সকল ইত্যাদি কীর্ত্তন করিয়াছেন ॥ ৬৫ ॥

অথ তৎকার্য্যং জগল্লক্ষ্যতে ॥

ততস্তেনানুবিদ্ধেভ্যোযুক্তেভ্যোঽণ্ডমচেতনং।
উত্থিতং পুরুষো যস্মাদুদতিষ্ঠদসৌ বিরাট্।
এতদণ্ডং বিশেষাখ্যং ক্রমবৃদ্ধৈ দশোত্তরৈঃ।
তোয়াদিভিঃ পরিবৃতং প্রধানেনাবৃতৈ র্বহিঃ।
যত্র লোকবিতানোঽয়ং রূপং ভগবতোহরেঃ ॥ ৫৬ ॥

তেনেশ্বরেণানুবিদ্ধেভ্যঃ ক্ষুভিতেভ্যোমহদাদিভ্যোঽণ্ডমচেতনমুত্থিতং। যস্মাদণ্ডাদসৌ বিরাট্পুরুষঃ উদতিষ্ঠৎ ভগবতঃ পুরুষস্য ॥ ৩ ॥ ২৬ ॥ শ্রীকপিলদেবঃ ॥ ৬৬ ॥

তদেবং ভগবতোরূপমিত্যুক্তে তস্যাপি প্রাগ্বদপ্রাকৃতত্বমাপততি তন্নিষেধায়াহ ॥

অমুনী ভগবদ্রূপে ময়া তে অনুবর্ণিতে।
উভে অপি ন গৃহ্নন্তি মায়াসৃষ্টে বিপশ্চিতঃ ॥ ৫৭ ॥

অনন্তর মায়ার কার্য্য জগৎ লক্ষিত হইতেছে ॥

তৃতীয় স্কন্ধে ২৬ অধ্যায়ে ৪৮।৫৯। শ্লোকে
শ্রীকপিলদেবের বাক্য যথা ॥

সেই ভগবান্ কর্ত্তৃক ঐ সকল পদার্থ ক্ষুভিত হইয়া পরস্পর মিলিত হইল, তৎপশ্চাৎ তাহাদের হইতে একটী অচেতন অণ্ড উৎপন্ন হইল, সেই অণ্ড হইতে বিরাট পুরুষ আবির্ভূত হয়েন, ঐ অণ্ডের নাম বিশেষ, তাহা বহির্ভাগে প্রকৃত্যাবৃত ক্রমশঃ দশ দশগুণ জলাদি দ্বারা আবৃত ॥

সেই অণ্ডেতেই ভগবানের মূর্ত্তিস্বরূপ চতুর্দ্দশভুবন বিস্তৃত রহিয়াছে ॥ ৫৬ ॥

সন্দর্ভব্যাখ্যা। সেই ঈশ্বর কর্ত্তৃক, অনুবিদ্ধ অর্থাৎ ক্ষুভিত মহদাদি হইতে অচেতন অণ্ড উত্থিত হইয়াছে, সেই অণ্ড হইতে বিরাট্পুরুষ উত্থিত হইলেন। ভগবানের অর্থাৎ পুরুষের ॥ ৬৬ ॥

ঐ বিরাট্ যদি ভগবানের রূপ এই প্রকার বলা হইল তাহা হইলে তাহারাও অর্থাৎ বিরাটেরও (জগতেরও) অপ্রাকৃতত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে এই বিষয় নিষেধ করত কহিতেছেন ॥

দ্বিতীয়স্কন্ধে ১০ অধ্যায়ে ৩৪ শ্লোকে
শ্রীশুকদেবের বাক্য যথা।

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্! ভগবানে এই যে স্থূল ও সূক্ষ্ম দুই প্রকার রূপ আরোপিত হইয়া থাকে তদুভয়ই তোমার নিকট বর্ণন করিলাম কিন্তু ঐ দুই রূপই মায়াকল্পিত, এই নিমিত্ত পণ্ডিতেরা তাহা বস্তুত অঙ্গীকার করেন না ॥ ৫৭ ॥

অমূনী অমূ উপাসনার্থং। ভগবত্যারোপিতে জগদাত্মকে স্থূল-সূক্ষ্মাখ্যে বিরাট্ হিরণ্যগর্ভাপরপর্য্যায়ে সমষ্টিশরীরে যে ময়া তুভ্যমনুবর্ণিতে তে উভে অপি বিপশ্চিতো ন গৃহ্নন্তি বস্তুতয়া নোপাসতে। কিং তর্হি তদীয় বহিরঙ্গাধিষ্ঠানতয়ৈবেত্যর্থঃ ॥৬৭॥

তদুক্তং বৈষ্ণবে ॥

যদেতদ্দৃশ্যতে মূর্ত্তমেতজ্‌জ্ঞানাত্মনস্তব।
ভ্রান্তিজ্ঞানেন পশ্যন্তি জগদ্রূপমযোগিন ইতি ॥ ৬৮ ॥

এতন্মূর্ত্তং জগৎভ্রান্তিজ্ঞানেনৈব তব রূপং জানন্তি ইত্যর্থঃ।

শ্রুতিশ্চ। নেদং যদিদং জগদুপাসতে ইতি। যদিদং জগদুপাসতে প্রাণিনঃ নেদং ব্রহ্মেতি শ্রীরামানুজভাষ্যং। অতএব ন গৃহ্নন্তীত্যত্র হেতুঃ। মায়াসৃষ্টে নতু স্বরূপশক্তিপ্রাদুর্ভাবিতে। অনেন চতুর্ভুজাদি-লক্ষণস্য সাক্ষাদ্রূপস্য মায়াতীতত্বমপি ব্যক্তং। তত্রাস্য জগতো মায়াময়স্য পুরুষরূপত্বে পুরুষগুণাবতারাণাং বিষ্ণ্বাদীনাং সত্ত্বাদিময়াস্তদংশরূপাণীতি জ্ঞেয়ং ॥ ৬৯ ॥

সন্দর্ভব্যাখ্যা। উপাসনার নিমিত্ত ভগবানে আরোপিত জগৎরূপকে স্থূল ও সূক্ষ্ম নামক বিরাট ও হিরণ্যগর্ভের অপর পর্য্যায় ব্যষ্টি ও সমষ্টি শরীর যাহা তোমার নিকট আমি বর্ণন করিলাম, ঐ দুইকেই পণ্ডিতেরা বস্তুরূপে উপাসনা করেন না কিন্তু ঈশ্বরের বহিরঙ্গদ্বারাই করিয়া থাকেন ॥ ৬৭ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ বিষ্ণুপুরাণে ১ অংশে ৪ অধ্যায়ে
৩৯ শ্লোকে সনকাদি মুনিগণের উক্তি যথা ॥

তুমি শুদ্ধজ্ঞানস্বরূপ, পরন্তু জগৎরূপ এই যে তোমার মূর্ত্তি দৃষ্ট হইতেছে তাহা কেবল অযোগি ব্যক্তিরা অবিদ্যা প্রভাবেই ভ্রান্তি দৃষ্টিতে অবলোকন করিয়া থাকে ॥ ৬৮ ॥

শ্রুতিতেও ॥

যে এই জগৎ উপাসনা করে তাহা ইহা নয়। শ্রীরামানুজ স্বীয়ভাষ্যে এই শ্রুতির ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রাণি সকল যে এই জগতের উপাসনা করেন তাহা ব্রহ্ম নহে।

অতএব বর্ণিত ২ স্কন্ধের ১০ অধ্যায়ে ৩৪ শ্লোকে "ন গৃহ্নন্তি" এই স্থলে হেতু এই যে, উভয়েই মায়াসৃষ্টস্বরূপ শক্তির প্রাদুর্ভাব নহে। এতদ্দ্বারা চতুর্ভুজাদি স্বরূপ সাক্ষাৎরূপের মায়াতীতত্বই ব্যক্ত হইল। তন্মধ্যে এই মায়াময় জগতের পুরুষ-রূপত্বে পুরুষের গুণাবতার বিষ্ণু আদির সত্ত্বাদিময় তাঁহাদের অংশরূপ জানিতে হইবে অর্থাৎ বিপ্রাদি জগদংশ সকল কতিপয় সত্ত্বময়, কতিপয় রজোময় এবং কতকগুলি তমোময় ॥ ৬৯ ॥

তান্যপেক্ষ্য চোক্তং মার্কণ্ডেয়ে ॥

বিষ্ণুঃ শরীরগ্রহণমহমীশান এব চ।

কারিতাস্তে যতোঽতস্ত্বাং কঃ স্তোতুং শক্তিমান্ ভবেদিতি।

শরীরশব্দস্য তত্তন্নিজশরীরবাচিত্বে তু তদগ্রহণাৎ।

পূর্ব্বং বিষ্ণ্বাদিভেদাসংভবাৎ তন্নির্দ্দেশানুপ-পত্তেঃ ॥ ২ ॥ ১০ ॥

শ্রীশুকঃ ॥ ৭০ ॥

পূর্ব্বং মায়াসৃষ্টে ইত্যুক্তং ॥

তত্র মায়াশব্দস্য নাজ্ঞানার্থত্বং। তন্বাদেহি সর্ব্বমেব জীবাদিদ্বৈতং অজ্ঞানেনৈব স্বস্বরূপে ব্রহ্মণি কল্প্যতে ইতি মতং নিরহঙ্কারস্য কেনচিৎ ধর্ম্মান্তরেণাপি রহিতস্য সর্ব্ববিলক্ষণস্য চিন্মাত্রস্য ব্রহ্মণস্তু নাজ্ঞানাশ্রয়ত্বং নচাজ্ঞানবিষয়ত্বং নচ ভ্রমহেতুত্বং সম্ভবতীতি পরমালৌকিকবস্তুত্বাৎ

এই সকলকে অপেক্ষা করিয়া মার্কণ্ডেয়পুরাণে
উক্ত হইয়াছে দুর্গার প্রতি ব্রহ্মার স্তবে যথা ॥

বিষ্ণু, শিব এবং আমি (ব্রহ্মা) আপনি যখন আমাদিগের শরীর গ্রহণ করাইয়াছেন, তখন আয়নাকে স্তব করিতে কে সমর্থ হইবে? ॥

শরীর শব্দে সেই ২ নিজশরীর বলাতে তত্তৎ নিজশরীর গ্রহণের দ্বারাই বিষ্ণু আদি ভেদের অসম্ভব হেতু শীরর নির্দ্দেশের অনুপপত্তি হয় ॥ ৭০ ॥

পূর্ব্বে দ্বিতীয়স্কন্ধের ১০ অধ্যায়ে ৩৪ শ্লোকে যে "মায়া সৃষ্টে" এই উক্ত হইয়াছে, সে স্থলে মায়াশব্দের অজ্ঞানার্থ নহে, মায়াবাদে সকল জীবাদি দৈতপদার্থই অজ্ঞানদ্বারাই ব্রহ্মস্বরূপে কল্পিত হইয়াছে, ইহাই পণ্ডিত সকলের অভিপ্রায়। নিরহঙ্কার অর্থাৎ কোন অন্য ধর্ম্মরহিত সর্ব্ববিলক্ষণ জ্ঞানমাত্র ব্রহ্মের অজ্ঞানাশ্রয়ত্ব, অজ্ঞানবিষয়ত্ব এবং ভ্রমের হেতুত্ব সম্ভবে না, যেহেতু তিনি পরম অলৌকিক বস্তু অচিন্ত্যগুণধারিণী শক্তিদ্বারা তাঁহার অবয়বত্বাদিক অর্থাৎ শরীরপ্রভৃতিত্ব রহিত হইলেও, সাবয়ত্বাদি অঙ্গীকার করা হইয়াছে। ব্রহ্মের অচিন্ত্যশক্তিত্বে শব্দই প্রমাণ।

শ্বেতাশ্বতরাদি উপনিষদে যথা ॥

যিনি পুরাণপুরুষ তিনিই বিচিত্র শক্তিমান্, অন্যের তাদৃশ বিচিত্র শক্তি নাই ॥

তথা শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে ৩৩ অধ্যায়ে ৩ শ্লোকে কপিলদেবের প্রতি দেবহূতির বাক্য যথা ॥

"স এব বিশ্বস্য ভবান্ বিধত্তে
গুণপ্রবাহেণ বিভক্তবীর্য্যঃ।
সর্গাদ্যনীহো বিতথাভিসন্ধি-
রাত্মেশ্বরোঽতর্ক্য সহস্রশক্তিঃ ॥"

অচিন্ত্যগুণানাং ধারিণ্যা তস্য নিরবয়বত্বাদিকে সত্যপি সাবয়বত্বাদিক-মঙ্গীকৃতং। তত্র শব্দশ্চাস্তি প্রমাণং। বিচিত্রশক্তিঃ পুরুষঃ পুরাণো নচান্যেষাং শক্তয়স্তাদৃশঃ স্যুরিত্যাদিকং শ্বেতাশ্বতরোপনিষদাদৌ। আত্মেশ্বরোঽতর্ক্য সহস্র শক্তিরিত্যাদিকং শ্রীভাগবতাদিষু ॥ ৭১ ॥

তথাচ ব্রহ্মসূত্রং।

আত্মনিচৈবং বিচিত্রাশ্চ হীতি ॥

তত্র দ্বৈতান্যথাঽনুপপত্ত্যাপি ব্রহ্মণ্যজ্ঞানাদিকং কল্পয়িতুং ন শক্যতে অসম্ভবাদেব। ব্রহ্মণ্যচিন্ত্যশক্তিসদ্ভাবস্যাযুক্তিলব্ধত্বাৎ শ্রুতত্বাচ্চ দ্বৈতান্যথানুপপত্তিশ্চ দূরে গতা ততশ্চাচিন্ত্যশক্তিরেব দ্বৈতোপপত্তৌ কারণং পর্য্যবস্যতি। তস্মান্নির্ব্বিকারাদি স্বভাবেন সতোঽপি পর-মাত্মনোঽচিন্ত্যশক্ত্যাদিনা পরিণামাদিকং ভবতি চিন্তামণ্যয়স্কান্তাদীনাং সর্ব্বার্থপ্রসবলোহচালনাদিবৎ। তদে তদঙ্গীকৃতং শ্রীবাদরায়ণেন শ্রুতেশ্চ শব্দমূলত্বাদিতি ॥৭২ ততস্তস্য তাদৃশশক্তিত্বাৎ প্রাকৃতবন্মায়াশব্দস্যেন্দ্র-জালবিদ্যাবাচিত্বমপি ন যুক্তং। কিন্তু মীয়তে বিচিত্রং নির্ম্মীয়তেঽয়েতি

দেবহূতি কহিলেন সেই তুমি নিষ্ক্রিয় হইয়াও গুণপ্রবাহরূপে আপনার শক্তি বিভাগকরত তদ্দ্বারা এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি লয় বিধান করিয়া থাক, প্রভো! তুমি সত্য সঙ্কল্প এবং জীব সকলের ঈশ্বর জীবগণের ভোগ নিমিত্তই ঐরূপ বিধান কর। হে বিভো! তুমি এক হইলেও তোমা হইতে বিচিত্র ভোগ বিধান হওয়া অসম্ভব নহে, যেহেতু তোমার সহস্রশক্তি অতর্ক্য ॥ ৭১ ॥

ব্রহ্মসূত্রের ২ অধ্যায়ে ১ পাদে ২৮ সূত্র যথা ॥

জীবেতেই যুক্তি বিরোধ হয়, ঈশ্বরে তাহার সম্ভব নাই, ইহাই যুক্ত্যন্তর দ্বারা প্রমাণ করিতেছেন। ঈশ্বরেতে যুক্তি বিরোধ নাশক বিচিত্র শক্তি আছে, জীবের ঐ রূপ বিচিত্র শক্তি নাই অতএব জীবেতেই বিরোধ সম্ভবে, ঈশ্বরে তাহা সম্ভবে না ॥

সংস্কৃত ব্যাখ্যা। সেই অচিন্ত্য শক্তিতে দ্বৈতপদার্থের অন্য প্রকার অনুপপত্তি দ্বারাও অসম্ভব হেতু ব্রহ্মে অজ্ঞানাদি কল্পনা করিবার নিমিত্ত কেহই শক্ত হয় না। ব্রহ্মে অচিন্ত্য শক্তি থাকা যুক্তিলব্ধ ও শ্রুতপ্রযুক্ত দ্বৈতপদার্থের অন্য প্রকার অনুপপত্তি দূরে গত হইল। অতএব অচিন্ত্য শক্তিই দ্বৈত পদার্থের উপপত্তিতে কারণ হইয়াছে, এ কারণ নির্ব্বিকারাদি স্বভাব দ্বারা সৎ স্বরূপ পরমাত্মারও অচিন্ত্য শক্ত্যাদি দ্বারা পরিণামাদি হইয়া থাকে। যেমন চিন্তামণি ও অয়স্কান্তাদির সর্ব্বার্থ প্রসব ও লোহ চালনাদি শক্তি আছে তদ্রূপ।

বেদব্যাস পরব্রহ্মে এই অচিন্ত্য-শক্তিত্ব অঙ্গীকার করিয়া ব্রহ্মসূত্রের ২ অধ্যায়ে ১ পাদে ২৭ সূত্রে কহিয়াছেন যথা—॥

বিচিত্রার্থকরশক্তিবাচিত্বমেব। তস্মাৎ পরমাত্মপরিণাম এব শাস্ত্র-সিদ্ধান্তঃ।

তদেতচ্চ ভগবৎসন্দর্ভে বিবৃতমস্তি।

তত্র চাপরিণতস্যৈব সতোঽচিন্ত্যয়া তয়া শক্ত্যা পরিণাম ইত্যসৌ সন্মাত্রতাবভাসমান স্বরূপ ব্যূহরূপ দ্রব্যাখ্য শক্তিরূপেণৈব পরিণমতে নতু স্বরূপেণেতি গম্যতে। যথৈব চিন্তামণিঃ। অত স্তন্মূলত্বান্ন পরমাত্মোপাদানতা সংপ্রতিপত্তিভঙ্গঃ।। ৭৩।।

তদুক্তমেকাদশে শ্রীভগবতা।।

প্রকৃতির্হ্যস্যোপাদানমাধারঃ পুরুষঃ পরঃ।

সতোঽভিব্যঞ্জকঃ কালো ব্রহ্ম তত্রিতয়ং ত্বহমিতি।।

অতএব ক্বচিদস্য ব্রহ্মোপাদানত্বং ক্বচিৎ প্রধানোপাদানত্বঞ্চ শ্রূয়তে। তত্র সা মায়াখ্যা পরিণামশক্তিশ্চ দ্বিবিধা বর্ণ্যতে। নিমিত্তাংশোমায়া

ঈশ্বরের কর্তৃত্বে যুক্তি বিরোধ নাই, যে সকল লোক বিরুদ্ধ, তাহাও ঈশ্বরে অবিরুদ্ধ রূপে বিদ্যমান আছে। যিনি পরমাত্মা তিনি বিরুদ্ধ হইয়াও অবিরুদ্ধ, অনুরাগবান্ হইয়াও অনুরাগ বিহিন, ইন্দ্র হইয়াও অনিন্দ্র, প্রবৃত্ত হইয়াও অপ্রবৃত্ত ইত্যাদি পৌঙ্গীশ্রুতির শব্দমূলত্ব হেতু যুক্তি বিরোধ নাই। পুরুষোত্তমতন্ত্রে লিখিত আছে যে, যাহা বাক্যে উক্ত হইয়াছে, যুক্তি তাহার বাধ জন্মাইতে পারে না। উভয় বাক্যের বিরোধ হইলে যুক্তি তাহাতে সাহায্য করিতে পারে। অর্থাৎ বাক্যদ্বয়ের বিরোধ হইলে যে বাক্যে যুক্তি থাকে তাহার প্রাবল্য জানা যায়।। ৭২।।

সেই হেতু পরমেশ্বরের তাদৃশ শক্তি থাকাতে প্রাকৃতের ন্যায় তাঁহার মায়াশব্দের ইন্দ্রজালবিদ্যাবাচি বলিতে উপযুক্ত হয় না। কিন্তু মান অর্থাৎ বিচিত্র নিৰ্ম্মাণ করেন যিনি এই অর্থে মায়ার বিচিত্র অর্থকর-শক্তি-বাচিত্ব হইয়াছে। অতএব পরমাত্মার পরিণামও শাস্ত্রসিদ্ধ হইল। এই বিষয় ভগবৎসন্দর্ভে বিস্তৃত হইয়াছে। সেই স্থানে নির্ব্বিকার পরমেশ্বরের সেই অচিন্ত্য শক্তি দ্বারা যে পরিণাম অর্থাৎ বিকার ইহা বিদ্যমান মাত্র, প্রকাশমান স্বরূপ ব্যূহরূপ দ্রব্যাখ্যশক্তি দ্বারাই পরিণাম হইয়া থাকে, স্বরূপের পরিণাম হয় না, ইহাই বোধ হইতেছে। যেমন চিন্তামণি তদ্রূপ। অতএব শক্তিমূলত্ব প্রযুক্ত পরমাত্মার উপাদান কারণতা ভঙ্গ হইল না।। ৭৩।।

এই বিষয় ১১ স্কন্ধের ২৪ অধ্যায়ে
১৯ শ্লোকে যথা।।

যিনি প্রকৃতি রূপ উপাদান কারণ ও আধার পুরুষ রূপ নিমিত্ত কারণ এবং কাল-রূপ অভিব্যঞ্জক, তিনিই ব্রহ্ম এবং সেই তিন প্রকারই আমি।।

অতএব কোন স্থানে এই বিশ্বের ব্রহ্ম উপাদান কারণ এবং কোথাও প্রধান উপাদান-

উপাদানাংশঃ প্রধানমিতি। তত্র কেবলা শক্তি র্নিমিত্তং। তদ্ব্যূহময়ী-ত্বুপাদানমিতি বিবেকঃ। অতএব শ্রুতাবপি বিজ্ঞানং চাবিজ্ঞানঞ্চেতি কস্যাচিদ্ভাগস্যাচেতনতা শ্রুয়তে ॥ ৭৪ ॥

অথ মূলপ্রমাণে শ্রীভাগবতেঽপি তৃতীয়াদৌ মুখ্য এব সৃষ্টি-প্রস্তাবে চ ॥

জ্ঞানবৈরাগ্যাঙ্গত্বে পুরাণান্তরগতিসামান্যসেবিতঃ প্রধানপরিণাম এব স্ফুটমুলভ্যতে। ক্বচ স্তুত্যাদৌ জ্ঞানবৈরাগ্যাঙ্গ-তয়ৈব বিবর্ত্তোঽপি যঃ শ্রুয়তে সোঽপি জগতো নান্যথাসিদ্ধতাপরঃ কিন্তু পরমাত্মব্যূহপ্রধান-পরিণামেন সিদ্ধস্যৈব তস্য সমষ্টিব্যষ্টিরূপস্য যথাযথং শুদ্ধে পরমাত্মনি তদংশরূপাত্মনি বিরাড়ুপাসনাবাক্যাদিশ্রবণং হেতুঃ। অত্মনি তু তত্ত-দাবেশো হেতুরিতি বিবেচনীয়ং। অন্যত্র সিদ্ধস্য বস্তুনঃ এবান্যত্রারোপো মিথ্যা খপুষ্পাদেরারোপাসং ভবাৎ। পূর্ব্বপূর্ব্ববিবর্ত্তমাত্র সিদ্ধান্তাদি পরস্পরাত্বে দৃস্টান্তাভাবাচ্চ ॥ ৭৫ ॥

কিঞ্চ পূর্ব্বং খলু রজতদর্শনাদ্রজতাকারমনোবৃত্তি র্জাতাপি তদপ্রসঙ্গসময়ে সুপ্তবা তিষ্ঠতি। তত্তুল্যবস্তু দর্শনেন জাগর্ত্তি তদ্বিশেষানুসন্ধানং বিনা তদভেদেন স্বতন্ত্রতাং রোপয়তি তস্মান্ন রজতং

কারণ শ্রুত হইতেছে। তম্মধ্যে সেই মায়ানাম্নীও পরিণাম শক্তি এই দুই প্রকার বর্ণিত হইয়াছে। যিনি নিমিত্তাংশ তিনি মায়া এবং যিনি উপাদানাংশ তিনি প্রধান। তম্মধ্যে যিনি কেবলা শক্তি তিনি নিমিত্ত এবং যিনি তদ্ব্যূহময়ী তিনি উপাদান ইহাই বিবেক ॥

অতএব শ্রুতিতেও মায়াকে বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞান বলিয়াছেন, সেই মায়ার কোন ভাগের অচেতনতা শ্রুত হইতেছে ॥ ৭৪ ॥

অনন্তর মূলপ্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতেও তৃতীয়াদিতে প্রধান সৃষ্টি প্রসঙ্গেতেও। এবং জ্ঞান ও বৈরাগ্যের অঙ্গত্বে পুরাণান্তরের সামান্য বৈরাগ্য দ্বারা পরিজ্ঞাত প্রধানের বিকার স্পষ্টই উপলব্ধ হইতেছে। কোথাও স্তুতি আদিতে জ্ঞান ও বৈরাগ্যের অঙ্গ বলিয়া যে বিবর্ত্ত অর্থাৎ ভ্রম শ্রুত হইতেছে, তাহাও জগতের অন্যথাসিদ্ধিতাপর নহে, কিন্তু পরমাত্মার ব্যূহ প্রধানের পরিণাম দ্বারা সিদ্ধ সেই সমষ্টিব্যাষ্টি জগতের যথা-যোগ্য শুদ্ধ পরমাত্মাতে কিম্বা তদংশ রূপ আত্মাতে, আমি আমার এইরূপ আরোপিত হইয়াছে। আর আত্মাতে বিরাটের উপাসনাদি আবেশ কারণ হইয়াছে ইহা বিবেচনা করিতে হইবে। এক স্থানে প্রসিদ্ধ বস্তুর অন্যস্থানে আরোপ করা মিথ্যা, যে হেতু খপুষ্পাদির অর্থাৎ আকাশ পুষ্পের আরোপ অসম্ভব। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিবর্ত্ত অর্থাৎ ভ্রম-মাত্র সিদ্ধ বস্তুর অনাদি পরম্পরার সহিত দৃষ্টান্তের অভাব আছে ॥ ৭৫ ॥

মিথ্যা ন বা স্মরণময়ী তদাকারা বৃত্তির্নবা তত্তুল্যং বস্তু কিন্তু তদভেদেনারোপ এবাযথার্থত্বান্মিথ্যা স্বপ্নে চ মায়ামাত্রন্তু কার্ৎস্ন্যেনানভিব্যক্তস্বরূপত্বাদিতি ন্যায়েন জাগ্রৎ দৃষ্টবস্ত্বা কারায়াং মনোবৃত্তৌ পরমাত্মমায়া তদ্বস্ত্বভেদেনারোপয়তি ইতি পূর্ব্ববৎ তস্মাৎ বস্তুতস্তু ন কুত্রাপি মিথ্যাত্বং ততঃ শুদ্ধে আত্মনি পরমাত্মনি বা তাদৃশ তদারোপ এব মিথ্যা নতু বিশ্বং মিথ্যেতি ততো জগতঃ পরমাত্ম জাতত্বেন সাক্ষাত্তদাত্মত্বাভাবাৎ বহিরঙ্গশক্তিমেয়ত্বেন চ বৈকুণ্ঠাদিবৎ সাক্ষাৎ তদাত্মীয়ত্বাভাবাদবুধানামেব তত্র শুদ্ধে তত্তদ্বুদ্ধিঃ যদ্যপি শুদ্ধাশ্রয়মেব জগত্তথাপি জগতাং তৎ সংসর্গো নাস্তি ॥ ৭৬ ॥

তদুক্তং ॥

অসক্তং সর্ব্বভূচ্চৈবেতি শ্রীগীতাসু তথা দেহ-গেহ-দারাত্মাত্মীয়তাজ্ঞানং তেষামেব স্যাদিত্যুভয়ত্রৈবারোপঃ শাস্ত্রে শ্রূয়তে যথা যদেতদ্দৃশ্যতে মূর্ত্তমিত্যাদিকং বিষ্ণুপুরাণে ॥ ৭৭ ॥

যথাবা।

আরও। পূর্ব্বে নিশ্চয় রজত দর্শন হেতু রজতাকার মনোবৃত্তি জন্মিলেও তাহার অপ্রসঙ্গ সময়ে সুপ্ত হইয়া থাকে। পুনর্ব্বার তত্তুল্য বস্তু দর্শন দ্বারা ঐ জ্ঞান জাগ্রত হইয়া রজত বিশেষের অর্থাৎ এই শুক্তি ও এই রজত ইত্যাকার অনুসন্ধান ব্যতিরেকেও রজতের সহিত অভেদ দ্বারা স্বতন্ত্র আরোপ করিয়া থাকে, সেই হেতু রজত মিথ্যা নয়-ও স্বরণময়ী ও তদাকারবৃত্তিও মিথ্যা নয় এবং তত্তুল্য মরীচিকাদি বস্তু মিথ্যা নহে, কিন্তু রজতের সহিত মরীচিকার অভেদ দ্বারা যে আরোপ তাহাই অযথার্থ প্রযুক্ত মিথ্যা স্বপ্নের ন্যায় এই জগৎ মায়ামাত্র, যেহেতু সমগ্ররূপে জগতের স্বরূপ প্রকাশ করা যায় না। এই ন্যায় দ্বারা জাগ্রত অবস্থাতে দৃষ্টবস্তুর আকারে মনের বৃত্তি থাকতেও পরমাত্মার মায়া সেই বস্তুর অভেদকে আরোপ করিয়া দেয়, সেই হেতু বস্তুতঃ কিছুই মিথ্যা নয় কিন্তু শুদ্ধ বস্তুর অভাব প্রযুক্ত বহিরঙ্গ-শক্তি মায়া তন্ময় দ্বারা বৈকুণ্ঠাদির ন্যায় সাক্ষাৎ পরমেশ্বরের আত্মীয়ত্বের অভাব প্রযুক্ত অজ্ঞ সকলেরই সেই শুদ্ধ বস্তুতে জগৎ বুদ্ধি হইয়া থাকে। যদ্যপি শুদ্ধ পরমেশ্বর জগতের আশ্রয় বটেন, তথাপি জগতের সহিত তাঁহার সংসর্গ নাই ॥ ৭৬ ॥

শ্রীভগবদ্গীতার ১৩ অধ্যায়ে ১৪ শ্লোকে বলিয়াছেন।

পরমাত্মা সঙ্গবিহীন, সকলের আধার ও নির্গুণ অথচ গুণোপলব্ধি কারক হয়েন ॥

তথা দেহ ও গেহাদিতে অজ্ঞলোক সকলেরই আমি ও আমার ইত্যাকার জ্ঞান হইয়া থাকে, এই উভয় স্থলেই আরোপ, শাস্ত্রে শ্রূত হইতেছে ॥

বিষ্ণুপুরাণে ১ অংশে ৪ অধ্যায়ে ৩৯ শ্লোকে যথা ॥

ত্বামাত্মানং পরং মত্বা পরমাত্মানমেব চ।
আত্মা পুনর্ব্বহির্ম্মৃগ্য অহো অজ্ঞজনাজ্ঞতেতি ॥ ৭৮ ॥

ত্বামাত্মানং সর্ব্বেষাং মূলরূপং পরমিতরং তদ্বিপরীতং মত্বা তথা পরমিতরং জীবমেব চ মূলরূপাত্মানং মত্বা। সাংখ্যানামিব ত্বজ্জ্ঞানাভাববতা কেবলাত্মজ্ঞানেনেত্যর্থঃ। পুনরাত্মা বহির্ম্মৃগ্যো ভবতি তস্য তেনৈব হেতুনা লব্ধছিদ্রয়া মায়য়া দেহাত্মবুদ্ধিঃ কার্য্যত ইত্যর্থঃ। অহো অজ্ঞজনতায়া অজ্ঞতা ক্রমাজ্জ্ঞানভ্রংশ ইত্যর্থঃ ॥৭৯

তদুক্তং হংসগুহ্যস্তবে ॥
দেহোঽসবোঽক্ষা মনবোভূতমাত্রা
নাত্মানমন্যং চ বিদুঃ পরং যৎ।

তুমি শুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ, পরন্তু জগৎরূপ এই যে তোমার মূর্ত্তি দৃষ্ট হইতেছে তাহা কেবল অযোগি-ব্যক্তিরা অবিদ্যা প্রভাবেই ভ্রান্তিদৃষ্টিতে অবলোকন করিয়া থাকে। ৭৭ ॥

আরও ১০ স্কন্ধে ১৪ অধ্যায়ে ২৬ শ্লোকে
ব্রহ্মবাক্য যথা

প্রভো! তুমি আত্মা, তোমাকে পর (দেহাদি) জ্ঞান করিয়া অর্থাৎ আত্মাতে দেহাদি অধ্যাস করিয়া, আর পরকে (দেহাদিকে) আত্মা জ্ঞান করিয়া অর্থাৎ দেহাদিতে আত্মাধ্যাস করিয়া অজ্ঞলোকেরা, এই দেহের মধ্যে নষ্ট আত্মার অন্বেষণ বাহিরে করে, এ কি চমৎকার, গৃহে নষ্ট বস্তুর কি বনে অন্বেষণ করা উচিত? যাহা হউক অজ্ঞব্যক্তিদের এই অজ্ঞতা অতিশয় অদ্ভুত? ॥ ৭৮ ॥

সন্দর্ভব্যাখ্যা যথা।

সকলের মূলরূপ আত্মা তোমাকে ভিন্ন অর্থাৎ বিপরীত মানিয়া সেইরূপ তোমা হইতে ভিন্ন জীবকেই মূলরূপ পরমাত্মা জ্ঞান করিয়া সাংখ্যবেত্তাদিগের ন্যায় সেইরূপ মন্যমান ব্যক্তির সেই জীবাত্মা পুনর্ব্বার বাহিরে অর্থাৎ দেহে অন্বেষণীয় হয়। সেই কারণেই মায়া ছিদ্র পাইয়া সেই ব্যক্তির দেহেতে আত্মবুদ্ধি করাইয়া দেয়। কি আশ্চর্য্য! অজ্ঞজনের কি অজ্ঞতা অর্থাৎ তাহাদের ক্রমেই জ্ঞাননাশ হইতেছে ॥ ৭৯ ॥

এই বিষয় ৬ স্কন্ধের ৪ অধ্যায়ে ২০ শ্লোকে
হংসগুহ্যস্তবে উক্ত হইয়াছে যথা ॥

অহো! দেহ, ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ, পঞ্চভূত ও পঞ্চতন্মাত্র, ইহারা আত্মাকে অর্থাৎ স্বস্বরূপকে, অন্য ইন্দ্রিয়বর্গকে এবং ঐ দুইয়ের শ্রেষ্ঠ দেবতাবর্গকে জানিতে পারে না, যদিও পুরুষ অর্থাৎ জীব এই তিন এবং এই তিনের মূলীভূত গুণসকলকেও জানেন তথাচ তিনি ঐরূপ জ্ঞাতা হইয়াও যে সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্‌কে জানিতে পারেন না, আমি সেই ভগবান্ অনন্তদেবকে স্তব করি ॥ ৮০ ॥

সর্ব্বং পুমান্ বেদ গুণাংশ্চ তজ্জ্ঞো
ন বেদ সর্ব্বজ্ঞমনন্তমীড়ে ইতি ॥ ৮০ ॥
শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদে ॥
আত্মা পরিজ্ঞানময়ো বিবাদো-
হ্যস্তীতি নাস্তীতি ভিদাত্মনিষ্ঠঃ।
ব্যর্থোঽপি নৈবোপরমেত পুংসাং
মত্তঃ পরাবৃত্তধিয়াং স্বলোকাদিতি ॥ ৮১ ॥

কিঞ্চ ॥

বিবর্ত্তস্য জ্ঞানাদিপ্রকরণপঠিতত্বেন গৌণত্বাৎ পরিণামস্য স্বপ্রকণ-পঠিতত্বেন মুখ্যত্বাৎ। জ্ঞানাদ্যুভয়প্রকরণ পঠিতত্বেন সংদংশন্যায়সিদ্ধ-প্রাবল্যাচ্চ পরিণাম এব শ্রীভাগবততাৎপর্য্যমিতি গম্যতে। তচ্চ ভগবদ-চিন্ত্যৈশ্বর্য্যজ্ঞানার্থং মিথ্যাত্বাভিধানং নশ্বরত্বাভিধানবৎ বিশ্বস্য পরমাত্ম-বহির্ম্মুখত্বাপাদকত্বাদ্ধেয়তা জ্ঞানমাত্রার্থং নতু বস্তেত্বব তন্ন ভবতীতি জীবেশস্বরূপৈক্যজ্ঞানমাত্রার্থং বৈধর্ম্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবদিতি ন্যায়াৎ ॥ ৮২ ॥

তথাচ নারদীয়ে ॥

তথা ১১ স্কন্ধে ২২ অধ্যায়ে ৩৩ শ্লোকে
উদ্ধবের প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্য যথা ॥

আত্মা জ্ঞানময় কিন্তু তদ্বিষয়ে অস্তি নাস্তি ইত্যাদি যে বিবাদ তাহা কেবল ভেদ-জ্ঞান মাত্র বস্তুত নহে, উক্ত বিবাদ ব্যর্থ হইলেও স্বরূপভুত যে আমি, আমা হইতে বহির্ম্মুখ পুরুষদিগের তাহা কোন প্রকারে নিবৃত্ত হয় না ॥ ৮১ ॥

আরও। বিবর্ত্ত অর্থাৎ ভ্রমময় জগতের জ্ঞানাদি প্রকরণে পঠিত হওয়াতে মুখ্যত্ব প্রযুক্ত ও পরিণামের (বিকারের) নিজ প্রকরণে পঠিত হওয়াতে মুখ্যত্ব হেতু জ্ঞানাদি উভয় প্রকরণে পঠিত দ্বারা সংদংশ অর্থাৎ সাড়াশীর ন্যায় সিদ্ধ প্রবলতা প্রযুক্ত জগৎ মায়ারই বিকার হইয়াছে ইহাই শ্রীভাগবতের তাৎপর্য্য বোধ হইতেছে। তাহাও ভগবানের অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য জ্ঞানের নিমিত্ত নশ্বর বলিয়াই জগৎকে মিথ্যা বলিয়াছেন। বিশ্বসংসার পরমাত্মা হইতে বহির্ম্মুখ, এই কারণেই জগৎকে হেয়জ্ঞান করিয়াছেন। জগৎ যে বস্তু নয় তাহা নহে, জীব ও ঈশ্বর স্বরূপের এক জ্ঞানের নিমিত্ত বৈধর্ম্ম্য প্রযুক্ত স্বপ্নাদির ন্যায় কেবল মিথ্যা নহে ॥ ৮২ ॥

নারদপুরাণে উক্ত হইয়াছে যথা—

জগদ্বিলাপয়ামাসুরিত্যুচ্যেতাথ তৎস্মৃতেঃ।
নচ তৎ স্মৃতিমাত্রেণ লয়ো ভবতি নিশ্চিতমিতি ॥
তত্র মুখ্য এব সৃষ্টিপ্রস্তাবে প্রধানপরিণামমাহ।
কালবৃত্ত্যাতু মায়ায়াং গুণময্যামধোক্ষজঃ।
পুরুষেণাত্মভূতেন বীর্য্যমাধত্ত বীর্য্যবান্।
ততোঽভবন্মহত্তত্ত্বমব্যক্তাৎ কালচোদিতাৎ।
বিজ্ঞানাত্মাত্মদেহস্থং বিশ্বং ব্যঞ্জংস্তমোনুদ-
ইত্যাদি ॥ ৫৮ ॥ ॥ ৮৩ ॥

ভগবানেক আসেদমিতি প্রাক্তনানন্তরগ্রন্থাৎ অধোক্ষজো ভগবান্ পুরুষেণ প্রকৃতিদ্রষ্ট্রা আত্মভূতেন স্বাংশেন দ্বারভুতেন। কালো বৃত্তির্যস্যাঃ তয়া মায়য়া নিমিত্তভুতয়া গুণময্যাং মায়ায়াং অব্যক্তে বীর্য্যং জীবাখ্যমাধত্ত।

হন্তেমাস্তিস্রোদেবতা ইত্যাদি শ্রুতেঃ।

বিজ্ঞানাত্মৈব মহত্তত্ত্বং তমোনুদঃ প্রলয়গতা জ্ঞানধ্বংশকর্ত্তা ॥ ৩ ॥ ৫ ॥ শ্রীমৈত্রেয়ঃ ॥ ৮৪ ॥

ঈশ্বরের স্মরণ হইতে মহাত্মা সকল জগৎকে নাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু জগৎ স্মরণ করিলে জগতের লয় হয় না, তদ্বিষয়ে শ্রীভাগবতে মুখ্য সৃষ্টি প্রভাবে জগৎকে প্রধানের বিকার কহিয়াছেন ॥

৩ স্কন্ধে ৫ অধ্যায়ে ২৬। ২৭ শ্লোকে
বিদুরের প্রতি মৈত্রেয়ের বাক্য যথা ॥

চিচ্ছক্তিযুক্ত পরমাত্মা কালশক্তি বশতঃ গুণক্ষোভ যুক্ত মায়াতে আমার অংশ স্বরূপ যে পুরুষ প্রকৃতির উপর অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা বীর্য্য অর্থাৎ চিদাভাস আধান করেন ॥

তদনন্তর কালপ্রেরিত অব্যক্ত অর্থাৎ মায়া হইতে মহতের সৃষ্টি হইল, তাহাতে বিজ্ঞানাত্মা এবং তমোনাশক পরমেশ্বর উচ্ছুন বীজ যেমন অঙ্কুরাদি রূপে বৃক্ষকে প্রকাশ করে তদ্রূপ স্বদেহস্থ বিশ্বকে প্রকাশ করিলেন ॥ ৫৮ ॥ ৮৩ ॥

জীবগণের আত্মা স্বরূপ এবং সকলের স্বামী সেই পরমাত্মা যিনি সৃষ্টিকালে নানা বুদ্ধিতে উপলক্ষিত হয়েন।

এই প্রাক্তন অর্থাৎ ৩ স্কন্ধের ৫ অধ্যায়ে ২৩ শ্লোকের পর অধোক্ষজ ভগবান্। পুরুষ প্রকৃতির দ্রস্টা। আত্মভুত অর্থাৎ স্বীয় অংশ দ্বারা। কাল যাহার বৃত্তি সেই নিমিত্তরূপা মায়া দ্বারা গুণময়ী মায়াতে অর্থাৎ অব্যক্তে জীবাধ্যক্ষ বীর্য্য অর্পণ করিয়াছিলেন। এই তিন দেবতা ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণেও বিজ্ঞানাত্মাই মহত্তত্ত্ব তমোনুদ অর্থাৎ প্রলয়গত অজ্ঞান ধ্বংস কর্ত্তা ॥ ৮৪ ॥

জ্ঞানাদ্যঙ্গত্বেহপ্যাহ ।।
একো নারায়ণোদেবঃ পূর্ব্বসৃষ্টং স্বমায়য়া ।
সংহৃত্য কালকলয়া কল্পান্ত ইদমীশ্বরঃ ।।
এক এবাদ্বিতীয়োঽভূদাত্মাধারোঽখিলাশ্রয়ঃ ।
কালেনাত্মানুভাবেন সাম্যং নীতাসু শক্তিষু ।
সত্ত্বাদিষ্বাদিপুরুষঃ প্রধানপুরুষেশ্বরঃ ।
পরাবরাণাং পরম আস্তে কৈবল্যসংজ্ঞিতঃ ।
কেবলানুভবানন্দসন্দোহো নিরুপাধিকঃ ।
কেবলাত্মানুভাবেন স্বমায়াং ত্রিগুণাত্মিকাং ।
সংক্ষোভয়ন্ সৃজত্যাদৌ তয়া সূত্রমরিন্দম ।
তামাহুস্ত্রিগুণব্যক্তিং সৃজন্তীং বিশ্বতোমুখং ।
যস্মিন্ প্রোতমিদং বিশ্বং যেন সংসরতে পুমান্ ।
যথোর্ণনাভির্হৃদয়াদূর্ণাং সন্তত্য বক্তৃতঃ ।
তয়া বিহৃত্য ভূয়স্তাং গ্রসত্যেবং মহেশ্বরঃ ॥ ৫৯ ॥
কালঃ কলা যস্যাঃ তয়া স্বাধীনয়া মায়য়া ।

প্রধানকে জ্ঞানাদিরও অঙ্গ কহিয়াছেন ।।

১১ স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে ১৬ অধি ২১ শ্লোক পর্য্যন্ত ঊর্ণনাভি অর্থাৎ মাকড়শার নিকট শিক্ষা । দত্তাত্রেয় যদুরাজকে বলিয়াছেন যথা ।।

এক নারায়ণদেব ঈশ্বর স্বীয়মায়াদ্বারা সৃষ্ট এই জগৎকে কল্পান্তে কালশক্তি দ্বারা সংহার করিয়া আত্মাধার ও অখিলাশ্রয় রূপে এক অদ্বিতীয় হয়েন, প্রধান পুরুষের আদিপুরুষ আত্মানুভাবরূপ কাল দ্বারা সত্ত্বাদি গুণ সকল সমতা প্রাপ্ত হইলে পর পরাবর প্রাপ্য কৈবল্যরূপে অবস্থান করেন ।।

যেহেতু তিনি নির্ব্বিষয়, স্বপ্রকাশ ও আনন্দসন্দোহ এবং নিরুপাধিক হয়েন ॥

হে অরিন্দম ! কেবল আত্মানুভবরূপ কালদ্বারা ত্রিগুণাত্মিকা স্বীয়া মায়াকে ক্ষুব্ধ করিয়া সেই মায়া দ্বারা ক্রিয়াশক্তি-প্রধান মহত্তত্ত্বকে প্রথমতঃ সৃষ্টি করেন ॥

অহঙ্কার দ্বারা বিশ্বসৃজনকারিণী অতএব বিশ্বতোমুখা, ত্রিগুণাত্মিকা সেই মায়াকেই সূত্রাত্মা কহেন, যাহাতে এই বিশ্ব গ্রথিত রহিয়াছে এবং যাহা দ্বারা জীবের সংসার গতি প্রাপ্ত হয় ।।

যেমন ঊর্ণনাভি হৃদয় হইতে ঊর্ণা বিস্তৃত করিয়া তাহাতে ক্রীড়া করত পুনর্ব্বার তাহা গ্রাস করে, তদ্রূপ মহেশ্বর এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় করেন ।। ৫৯ ।।

কাল যাহার কলা সেই স্বাধীন মায়া দ্বারা ।

শ্রুতিশ্চ ॥

যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বমিতি মণ্ডুকঃ ॥ ১১ ॥ ৯ ॥ শ্রীদত্তাত্রেয়ো যদুং ॥ ৮৫ ॥

তদেবং সূক্ষ্মচিদচিদ্বস্তুরূপ শুদ্ধজীবাব্যক্তশক্তেঃ পরমাত্মনঃ স্থূল-চেতনাচেতন বস্তুরূপাণি আধ্যাত্মিক জীবাদি পৃথিব্যান্তানি জায়ন্ত ইত্যুক্তং। ততঃ কেবলস্য পরমাত্মনো নিমিত্তত্বং। শক্তিবিশিষ্টস্যো-পাদানত্বমিত্যুভয়রূপতামেব মন্যন্তে।

ব্রহ্মসূত্রং ॥

প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞা দৃষ্টান্তানুরোধাদিত্যাদৌ।

তদেবং তস্য সদা শুদ্ধত্বমেব তত্র শক্তেঃ শক্তিমদব্যতিরেকাদনন্যত্ব-মুক্তং। তথা সৎ কার্য্য বাদাঙ্গীকারেণ স্বান্তঃস্থিত-স্বধর্ম্মবিশেষা-ভিব্যক্তি-লব্ধবিকাসেন কারণস্যৈবাংশেন কার্য্যত্বমিত্যেবং বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যমিত্যাদি শ্রুতিসিদ্ধং কার্য্যস্য কারণাদনন্যত্বং কারণস্য তু কার্য্যাদন্যত্বমিত্যায়াতি। তদেবং জগৎকারণ-শক্তিবিশিষ্টাৎ পরমাত্মনোঽনন্যদেবেদং জগৎ। জগতস্ত্বসাধারণ্য-মেবেত্যাহ ॥ ৮৬ ॥

মণ্ডুক শ্রুতি প্রমাণেও যথা।

যেমন ঊর্ণনাভি (মাকড়সা) সৃষ্টিও গ্রহণ করে, যেমন পৃথিবীতে ওষধি সকল জন্মে, যেমন বিদ্যমান-পুরুষ হইতে কেশ, লোম সকল উদ্ভব হয়, সেইরূপ অক্ষর অর্থাৎ ঈশ্বর হইতে এই বিশ্বের জন্ম হইয়াছে ॥ ৮৫ ॥

অতএব এই প্রকারে সূক্ষ্ম চিদ্বস্তু স্বরূপ শুদ্ধ জীব যাঁহার অব্যক্তশক্তি সেই পরমাত্মা হইতে স্থূল চেতন অচেতন বস্তুরূপে আধ্যাত্মিক জীবাদি পৃথিবী পর্য্যন্ত জন্মিয়াছে, ইহা উক্ত হইয়াছে. সেই হেতু কেবল পরমাত্মা এই জগতের নিমিত্তকারণ, শক্তি বিশিষ্ট পরমাত্মা উপাদান কারণ, এই উভয় রূপেই পণ্ডিতেরা মানিয়া থাকেন।

ব্রহ্মসূত্র

দৃষ্টান্তের অনুরোধ প্রযুক্ত প্রকৃতিকেও জগতের কারণ বলিয়াছেন ইত্যাদি।

সেইহেতু এই প্রকারে সেই পরমাত্মা সর্ব্বদাই শুদ্ধ হইয়াছেন, তন্মধ্যে শক্তিমান্ হইতে শক্তি পৃথক্ নহে ইহাই উক্ত হইল। সেইরূপ সংকে কার্য বলিয়া স্বীকার দ্বারা স্বীয় অন্তরস্থ নিজ ধর্ম্ম বিশেষের প্রকাশদ্বারা প্রাপ্ত যে বিকাশ তদ্দ্বারা কারণই অংশের সহিত কার্য্য হইয়াছে। এই প্রকারে বিকার বাচারম্ভ মাত্র মৃত্তিকাই সত্য ইত্যাদি শ্রুতিসিদ্ধ। কার্য্য কারণ হইতে ভিন্ন নহে, কিন্তু কারণ কার্য্য হইতে ভিন্ন

ইদং হি বিশ্বং ভগবানিবেতরো
যতো জগৎ স্থাননিরোধসম্ভবাঃ।
তদ্ধি স্বয়ং বেদ ভবাংস্তথাপি বৈ
প্রাদেশমাত্রং ভবতঃ প্রদর্শিতং ॥ ৬০ ॥ ৮৭ ॥

ইদং বিশ্বং ভগবানিব ভগবতোঽনন্যাদিত্যর্থঃ তস্মাদিতরঃ তটস্থ শক্ত্যাখ্যো জীবশ্চ স ইবেতি পূর্ব্ববং। অতএব ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বমিতি সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মেতি শ্রুতী। যতো ভগবতঃ প্রাদেশমাত্রং কিঞ্চিন্মাত্রং প্রদর্শিত মিত্যর্থঃ ভবতঃ ভবন্তং প্রতি। ১।৫। শ্রীনারদঃ বেদব্যাসং ॥ ৮৮ ॥

স্পষ্টমেবাহ ॥

সোঽয়ং তে ঽভিহিতস্তাত ভগবান্ বিশ্বভাবনঃ।
সমাসেন হরের্নান্যদন্যস্মাৎ সদাসচ্চ যৎ ॥ ৬১ ॥ ৮৯ ॥

ইহাই প্রাপ্ত হইল। সেই হেতু এই প্রকারে জগতের কারণ শক্তিবিশিষ্ট পরমাত্মা হইতে অন্য নহে কিন্তু জগৎ হইতে পরমাত্মা ভিন্ন ॥ ৮৬ ॥

পরন্তু জগতের অসাধারণতা আছে এই বিষয় কহিতেছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের ১ স্কন্ধে ৫ অধ্যায়ে ২০ শ্লোকে
শ্রীবেদব্যাসের প্রতি নারদ বাক্য যথা ॥

এই বিশ্বই ভগবান্ তিনি বিশ্ব হইতে ভিন্ন, কিন্তু বিশ্ব তাঁহা হইতে পৃথক নয়, যে হেতু ভগবান্ হইতেই বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় হইতেছে। হে বেদব্যাস! তুমি এ সকলি জ্ঞাত আছ, তথাপি তোমাকে একদেশমাত্র দর্শন করাইলাম ॥ ৬০ ॥ ৮৭ ॥

সন্দর্ভব্যাখ্যা

এই বিশ্ব ভগবানের ন্যায় অর্থাৎ ভগবান্ হইতে পৃথক্ নহে, সেই হেতু ইতর তটস্থশক্ত্যাখ্য জীবও ভগবানের ন্যায় অর্থাৎ ভগবান্ হইতে পৃথক্ নহে। অতএব এই সমস্ত জগৎ ঐতদাত্ম্য অর্থাৎ ঈশ্বর হইতে ভিন্ন নহে। এই সমস্ত জগৎব্রহ্ম এই শ্রুতিপ্রমাণে যে ভগবান্ হইতে। তোমার প্রতি প্রাদেশ মাত্র অর্থাৎ কিঞ্চিৎ মাত্র দর্শিত হইল ॥ ৮৮ ॥

দ্বিতীয় স্কন্ধে ৭ অধ্যায়ে ৪ শ্লোকে
নারদের প্রতি ব্রহ্মবাক্য যথা ॥

ব্রহ্মা কহিলেন হে তাত! বিশ্বপ্রকাশক সেই ভগবানের স্বরূপ এই তোমাকে কহিলাম। হে পুত্র! ভগবান্ হরি ভিন্ন কার্য্য অথবা কারণ কিছুই নাই, পরন্তু তিনি কার্য্য কারণস্বরূপ হইলেও অন্য কার্য্য কারণ হইতে ব্যতিরিক্ত ॥ ৬১ ॥ ৮৯ ॥

সোঽয়ং সমাসেন সংক্ষেপেণাভিহিতঃ কথং তটস্থলক্ষণেনৈবেত্যাহ। সৎ কার্য্যং স্থূলং অশুদ্ধজীব জগদাখ্যং চেতানাচেতনং বস্তু অসৎ কারণং সূক্ষ্মং শুদ্ধজীবপ্রধানাখ্যং চিদচিদ্বস্তু যৎ তৎ সর্ব্বং হরেরন্যন্ন ভবতি। সূক্ষ্মস্য তচ্চক্তিরূপত্বাৎ স্থূলস্য তৎকার্য্যরূপত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ৯০ ॥

ইদমেব শ্রীহংসদেবেনোক্তং ॥

অহমেব ন মত্তোঽন্যাদিতি বুদ্ধ্যধ্বমঞ্জসেতি। জগতস্তদনন্যত্বেঽপি শুদ্ধস্য তস্য তদশেষসাঙ্কর্য্যং নাস্তীত্যাহ অন্যস্মাদিতি ॥ ২ ॥ ৭ ॥ শ্রীব্রহ্মা শ্রীনারদং ॥ ৯১ ॥

তত্রানন্যত্বে যুক্তিং বিবৃণোতি পঞ্চভিঃ ॥

আদাবন্তে জনানাং সদ্বহিরন্তঃ পরাবরং।

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং বচোবাচ্যং তমোজ্যোতিশ্চ যৎ স্বয়ং ॥ ৬২ ॥ ৯২ ॥

সন্দর্ভব্যাখ্যা

সেই এই পরমেশ্বরকে সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলাম, কিরূপে তটস্থ লক্ষণদ্বারা প্রতিপন্ন হইবেন, এই বিষয় কহিতেছেন। সৎ (কার্য্য স্থূল জগদাখ্য অশুদ্ধজীব চেতনা-চেতন বস্তু) অসৎ (কারণ সূক্ষ্ম প্রধানাখ্য শুদ্ধজীব, চিৎ অচিৎ যে সমস্ত বস্তু আছে, সেই সকল বস্তু) ঈশ্বর হইতে পৃথক্ নহে, যেহেতু সূক্ষ্ম ঈশ্বরের শক্তিরূপ স্থূল ঈশ্বরের কার্য্য রূপ ॥ ৯০ ॥

১১ স্কন্ধে ১৩ অধ্যায়ে ২৩ শ্লোকে

শ্রীহংসদেব ইহাই কহিয়াছেন যথা ॥

আমা হইতে ভিন্ন কিছুই নাই, তত্ত্ববিচার দ্বারা সহসা সর্ব্বাত্মক রূপে আমাকে অবগত হও ॥

জগৎ ঈশ্বর হইতে অভিন্ন হইলেও সেই শুদ্ধ স্বরূপ ঈশ্বর জগতের অশেষ দোষে মিশ্র নহেন, ইহা কহিতেছেন, অন্য অর্থাৎ ঈশ্বর জগৎ হইতে ভিন্ন পদার্থ ॥ ৯১ ॥

তম্মধ্যে জগৎ যে ঈশ্বর হইতে ভিন্ন নহে, ইহা

৫ শ্লোকদ্বারা যুক্তি বিস্তার করিতেছেন

৭ স্কন্ধে ১৫ অধ্যায়ে ৪৬ অবধি ৫০ শ্লোক পর্য্যন্ত

যুধিষ্ঠিরের প্রতি শ্রীনারদবাক্য যথা—॥

দেহাদির আদিতে কারণস্বরূপে এবং অন্তে অবধিস্বরূপে যে বস্তু বর্ত্তমান থাকেন, তাহাতে ভোগ্য ও ভোক্তা, উচ্চ ও নীচ এবং অপ্রকাশ ও প্রকাশ স্বরূপ, তাহা এই জ্ঞানী জীবই অর্থাৎ জীবব্যতীত অন্য কোন বস্তুই নাই, কি সে মুগ্ধ হইবে? ॥৬২ । ৯২ ॥

জনানাং দেহাদীনাং আদৌ কারণত্বেন অন্তে চাবধিত্বেন যৎ পরমাত্ম-লক্ষণং চৈতন্যং সর্ব্বকারণং বস্তু সদ্বর্ত্তমানং তদেব স্বয়ং বহি র্ভোগ্যং অন্তর্ভোক্তৃ পরমবরং চোচ্চনীচং তমোঽপ্রকাশঃ জ্যোতিঃ প্রকাশশ্চ স্ফুরতি নান্যৎ। অন্যস্য তদ্বিনা স্বতঃ স্ফুরণানিরূপ্যত্বাদিতি ভাবঃ ।। ৯৩ ॥

ননু কথং তর্হি তস্মাদত্যন্ত পৃথগিবার্থজাতং প্রতীয়তে তত্রাহ ।।

আবাধিতোঽপি হ্যাভাসো যথা বস্তুতয়া স্মৃতঃ ।

দুর্ঘটত্বাদৈন্দ্রিয়কং তদ্বদর্থবিকল্পিতং ।। ৬৩ ।। ৯৪ ।।

আবাধিত স্তর্কবিরোধেন সর্ব্বতো বাধিতঃ স্বাতন্ত্র্যসত্তায়াঃ সকা-শান্নিরস্তোঽপি যথা আভাসঃ সূর্য্যাদি প্রতিরশ্মি র্বালাদিভিঃ পৃথক্ প্রকাশমানতা দর্শনাদ্বস্তুতয়া স্বতন্ত্রপদার্থতয়া স্মৃতঃ কল্পিতঃ তদ্ব-দৈন্দ্রিয়কং সর্ব্বং মূঢ়ৈঃ স্বতন্ত্রার্থত্বেন বিবিধং কল্পিতং তত্ত্ব ন তত্ত্বদৃষ্ট্যা স্বাতন্ত্র্যানিরূপণস্য দুর্ঘটত্বাদিত্যর্থঃ ।। ৯৫

সন্দর্ভ ব্যাখ্যা ॥

জনের অর্থাৎ দেহাদির প্রথমে কারণ রূপে, শেষে ও অবধি রূপে যে পরমাত্মা স্বরূপে সর্ব্বকারণ বস্তু, সৎ অর্থাৎ অর্থাৎ বর্ত্তমান থাকেন তিনি স্বয়ং বাহিরে ভোগ্য এবং অন্তরে ভোক্তা, পর অবর অর্থাৎ উচ্চ নীচ, তম অর্থেৎ অপ্রকাশ। জ্যোতি অর্থাৎ প্রকাশ যে সমস্ত বস্তু স্ফূর্ত্তি পাইতেছে, তাহা সেই পরমাত্ম লক্ষণ বস্তু হইতে পৃথক্ নহে। যেহেতু তাহা ব্যতিরেকে অন্য কোন বস্তুই আপনা হইতে স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে না, ইহাই ভাবার্থ ।। ৯৩ ।।

অহে! তবে কি প্রকারে অত্যন্ত পৃথকের ন্যায় কার্য্য প্রতীতি হইতেছে এই প্রশ্নে কহিতেছেন যথা—

হে রাজন্! যেমন প্রতিবিম্ব সকল যুক্তি বিরুদ্ধ এ প্রযুক্ত সর্ব্বতোভাবে বাধিত হইলেও বস্তু বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, তেমনি ইন্দ্রিয় সমূহাত্মক দেহ অর্থরূপে কল্পিত হয় সত্য কিন্তু দুর্ঘট প্রযুক্ত বস্তুতঃ অর্থ নহে ।। ৬৩ | ৯৪ ।।

সন্দর্ভব্যাখ্যা ।।

আবাধিত তর্ক বিরোধ দ্বারা সর্ব্বতোভাবে বাধিত অর্থাৎ স্বতন্ত্র সত্তা হইতে নিরস্ত হইয়াও যেমন আভাস অর্থাৎ সূর্য্যাদির প্রতিবিম্ব পৃথক্ প্রকাশমান দর্শন করিয়া বালকাদি কর্ত্তৃক বস্তু বলিয়া স্বতন্ত্র পদার্থ রূপে কল্পিত হয়, তেমনি ইন্দ্রিয় সমূহাত্মক দেহ সকল স্বতন্ত্ররূপে মূঢ় কর্ত্তৃক নানা প্রকার কল্পিত হইয়াছে কিন্তু তাহা তত্ত্বদৃষ্টি দ্বারা স্বতন্ত্র হইতে পারে না, যেহেতু তাহার স্বতন্ত্র নিরূপণ দুর্ঘট হইয়াছে ।। ৯৫ ।।

তদেবাহ ॥

ক্ষিত্যাদীনামিহার্থানাং ছায়া ন কতমাপি হি ।

ন সংঘাতো বিকারোঽপি ন পৃথঙ্‌নান্বিতো মৃষা ॥ ৬৪ ॥ ৯৬ ॥

ক্ষিত্যাদীনাং পঞ্চভূতানাং ছায়া ঐক্যবুদ্ধ্যালম্বনরূপং দেহাদি। সংঘাতারম্ভ পরিণামানাং মধ্যে কতমান্যতমাপি ন ভবতি। ন তাবত্তেষাং সংঘাতঃ। বৃক্ষাণামিব বনং। একদেশাকর্ষণে সর্ব্বাকর্ষণানুপপত্তেঃ। ন ত্বেকস্মিন্ বৃক্ষ আকৃষ্টে সর্ব্বং বনমাকৃষ্যতে। নচ বিকার আরব্ধো ঽবয়বী। অপি শব্দাৎ পরিণামোঽপি কুতঃ। স কিং অবয়বেভ্যঃ পৃথগারভ্যতে পরিণমতে চ। তদন্বিতো বা। ন তাবদত্যন্তং পৃথক্। তথা অপ্রতীতেঃ। নচান্বিতঃ স কিং প্রত্যবয়বমন্বেতি অংশেন বা আদ্যে অঙ্গুলমাত্রেঽপি দেহবুদ্ধিঃ স্যাৎ। দ্বিতীয়ে তস্যাপ্যংশাঙ্গীকারে সত্যনবস্থাপাতঃ স্যাৎ। অতো দেহাদেঃ স্বাতন্ত্র্যেণাবস্থিতি মৃষৈবেতি। এবং দেহাদেঃ স্বাতন্ত্র্যেণানিরূপ্যত্বমুক্ত্বা তদ্ধেতূনাং ক্ষিত্যাদীনামপি তথৈবানিরূপ্যত্বমাহ ॥

এই বিষয় বলিতেছেন যথা— ॥

রাজন্। পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চভুতের ছায়া (ঐক্যাবলম্বন) দেহাদি সংঘাত আরম্ভ ও পরিণাম ইহাদের মধ্যে একটাও হইতে পারে না। যদ্রূপ বৃক্ষ সকলের সংঘাতে বন, তদ্রূপ পঞ্চভুতের সংঘাতে দেহ নহে, কারণ এক দেশের আকর্ষণে সকলের আকর্ষণ দেখা যাইতেছে, একটা বৃক্ষের আকর্ষণে সকল বন আকৃষ্ট হয় না। এইরূপ বিকার অর্থাৎ আরব্ধ অবয়বী অথবা পরিণামও নহে, কারণ তাহা অবয়ব হইতে অত্যন্ত পৃথক নয় এবং কাহারও সহিত অন্বিতও থাকে না, সুতরাং মিথ্যাপদার্থই জানিবে ॥ ৬৪ ॥ ৯৬ ॥

সন্দর্ভব্যাখ্যা ॥

পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চভুতের ছায়া (ঐক্য বুদ্ধি) দ্বারা অবলম্বনরূপ দেহাদি ও দেহাদির সংঘাত আরম্ভ এবং পরিণাম ইহাদের মধ্যে একটাও বস্তু হইতে পারে না। যেমন বৃক্ষ সকলের সংঘাতে বন, তদ্রূপ পঞ্চভুতের সংঘাত নহে। যেহেতু একদেশের আকর্ষণে সকলের আকর্ষণ হয় না, দেহের একদেশের আকর্ষণে সকলের আকর্ষণ দেখা যাইতেছে, বনের এক বৃক্ষ আকর্ষণ করিলে সকল বন আকৃষ্ট হয় না। এইরূপ বিকার আরব্ধ অবয়বই অপি শব্দাধীন পরিণামও কোথা হইতে হইবে। সেই বিকার পরিণাম কি অবয়বরূপ পৃথিব্যাদি হইতে পৃথক্ আরব্ধ কি বিকারিত হইতে পারে অথবা তদযুক্ত হইয়া থাকে না। অত্যন্ত পৃথক্ নহে, যে হেতু সেইরূপ জ্ঞানের অভাব আছে, সেই বিকার পরিণাম অন্বিত নহে, তাহা কি প্রতি

ধাতবো হবয়বিত্বাচ্চ তন্মাত্রাবয়বৈ র্বিনা।
ন স্যুর্হ্যসত্যবয়বিন্যসন্নবয়বোহন্ততঃ ॥ ৬৫ ॥ ৯৭ ॥

ধাবন্তীতি ধাতবঃ মহাভূতানি তন্মাত্রৈঃ সূক্ষ্মৈরবয়বৈর্বিনা ন স্যুঃ অবয়বিত্বাত্তেষামপি। তর্হ্যবয়বঃ স্বতন্ত্র ইতি চেত্তত্রাহ উক্তপ্রকারেণ অবয়বিনি নিরূপয়িতুমসত্যবয়বোহপ্যন্ততো নিরূপয়িতুমসন্নেব স্যাৎ অবয়বি প্রতীত্যন্যথাহনুপপত্তিং বিনা পরমাণুলক্ষণাবয়ব সদ্ভাবে প্রমাণাভাবাদিত্যর্থঃ ॥ ৯৮ ॥

তদুক্তং পঞ্চমে ॥

এবং নিরুক্তং ক্ষিতিশব্দবৃত্তমিত্যাদি ॥ ৯৯ ॥

অবয়বযুক্ত হয়, কি অংশদ্বারা হয়। প্রথমে অঙ্গুলি দর্শনমাত্রেই দেহবুদ্ধি হয়। দ্বিতীয়ে তাহাকে দেহের অংশ স্বীকার করিলে দেহের অংশ হইতে পারে না। অতএব দেহাদির স্বতন্ত্ররূপে অবস্থান মিথ্যাই হইল।

এই প্রকারে দেহাদির স্বতন্ত্ররূপে অনিরূপণ উক্ত করিয়া দেহাদির কারণরূপ পৃথিব্যাদিতে সেইরূপ অনিরূপণ কহিতেছেন॥

রাজন্! দেহাদি যদ্রূপ মিথ্যা, সে সকলের হেতুস্বরূপ পৃথিব্যাদিও তদ্রূপ মিথ্যা, কারণ মহাভূত সকল অবয়বী, সুতরাং সূক্ষ্ম অবয়ব ব্যতিরেকে সে সকল হইতে পারে না, পরন্তু অবয়বী উক্তপ্রকারে অসৎ অর্থাৎ মিথ্যা হইলে অবয়বও অসৎ অর্থাৎ মিথ্যা হইয়া পড়িল। ॥ ৬৫ ॥ ৯৭ ॥

গমন করেন বলিয়া ধাতুশব্দে পঞ্চ মহাভূত সূক্ষ্ম অবয়বরূপ তন্মাত্র ব্যতিরেকে তাহারাও থাকিতে পারে না, যে হেতু মহাভূত সকলও অবয়বই হইয়াছে, তবে অবয়ব সকলই স্বতন্ত্র হউক, যদি কেহ ইহা কহে এই প্রশ্নে কহিতেছেন, উক্তপ্রকারে অবয়বি বস্তু নিরূপণ করিতে হইলে মিথ্যা হওয়াতে সুতরাং অবয়বও নিরূপণ করিতে অসত্যই হইবে। অবয়বজ্ঞানের অন্য প্রকার উপপত্তি না হওয়াতে পরমাণুস্বরূপ অবয়বই সত্য হইবে, যে হেতু অন্য প্রমাণের অভাব হইয়াছে, তাৎপর্য্যার্থ এই যে, যে স্থলে মিথ্যা পরমাণুই অবয়ব হইল, সে স্থলে তৎ সমস্ত জগৎ যে মিথ্যা হইবে তাহা অসম্ভব কি? ॥ ৯৮ ॥

এই বিষয় ৫ স্কন্ধে ১২ অধ্যায়ে ৯ শ্লোকে
উক্ত হইয়াছে যথা॥

এইরূপ যাহাতে পৃথিবী শব্দের ব্যবহার আছে তাহাকেও মিথ্যা বলিয়া নিরূপণ করিও, যে হেতু তাহাও আপনার কারণীভূত সূক্ষ্ম পরমাণুতে লয় পাইয়া থাকে। রাজন্! ইহাতে এমত মনে করিও না "তবে পরমাণু সকল নিত্য" অহে বীর! মনোদ্বারা কার্য্যের অনুপপত্তি হেতু পরমাণু সকল বাদিগণ কর্ত্তৃক কল্পিত হয়,

তস্মাদৈক্যবুদ্ধ্যালম্বনং রূপং যৎ প্রতীয়তে তৎ সর্ব্বত্র পরমাত্ম-চৈতন্যমেবেতি সাধুক্তং আদাবন্তে জনানাং সদিত্যাদিনা ॥ ১০০ ॥

এবমেব তৃতীয়েঽপ্যুক্তং।

ইতি তাসাং স্বশক্তীনাং সতীনামসমেত্য সঃ।
প্রসুপ্ত লোকতন্ত্রাণাং নিশাম্য গতিমীশ্বরঃ।
কালসংজ্ঞাং ততো দৈবীং বিভ্রচ্ছক্তিমুরুক্রমঃ।
ত্রয়োবিংশতিতত্ত্বানাং গণং যুগপদাবিশৎ।
সোঽনুপ্রবিষ্টো ভগবান্ চেষ্টারূপেণ তং গণং।
ভিন্নং সংযোজয়মাস সুপ্তং কর্ম্ম প্রবোধয়ন্নিতি ॥ ১০১ ॥

অতএব যস্য পৃথিবী শরীরমিত্যাদৌ শ্রুতৌ সর্ব্বস্য পরমাত্ম-শরীরত্বেন প্রসিদ্ধিঃ পরমাত্মনস্তু শরীরিত্বেন। তদেবমবয়বরূপেণ

তাহাদের সমূহেতেই অর্থাৎ পৃথিবী ইত্যাদি বোধে অবলম্বনেই বিশেষ পদার্থ বিরচিত হয়। মহারাজ। এই প্রপঞ্চ ভগবানের মায়া বিলসিত মাত্র একারণ পরমাণু সকলও অবিদ্যা কল্পিত হইতে পারে,, কিন্তু যেরূপ হউক, কোনরূপেই যে সকল সত্য নহে ॥ ৯৯ ॥

সেই হেতু ঐক্য বুদ্ধিদ্বারা অবলম্বনরূপে দেহাদি জানা যাইতেছে, সে সমস্তই পরমাত্মস্বরূপ সর্ব্ব কারণ বস্তু এই যাহা ৭ স্কন্ধের ১৫ অধ্যায়ে "আদাবন্তে জনানাং সৎ" ইত্যাদি ৪৬ শ্লোকদ্বারা যে উক্ত হইয়াছে তাহা সর্ব্বোত্তম ॥ ১০০ ॥

এই প্রকারই ৩ স্কন্ধে ৬ অধ্যায়ের ১ অবধি
৩ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যথা ॥

মৈত্রেয় মুনি কহিলেন ঈশ্বরের শক্তিস্বরূপ মহত্তত্ত্বাদি পরস্পর অমিলিত হওয়াতে বিশ্বচরচনায় সামর্থ্যহীন হইয়া রহিয়াছে, ভগবান্ তাহাদের প্রমুখাৎ তাহাদের এই গতি অবগত হইয়া ॥

সে সময় কালদ্বারা যাহার উদ্বোধ হয় তাদৃশী অবলম্বন পূর্ব্বক অর্থাৎ সংহনন-কারিণী প্রকৃতির সহিত অন্তর্যামিস্বরূপে একেবারে ত্রয়োবিংশতিতত্ত্বে অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার তত্ত্ব, তথা শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, স্বরূপ পঞ্চতন্মাত্র এবং পঞ্চ মহাভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয়, এই ত্রয়োবিংশতিগণে প্রবিষ্ট হইলেন ॥

ক্রিয়াশক্তিদ্বারা ঐ সকল তত্ত্বে প্রবেশান্তর তাহাদের ক্রিয়া অথবা জীবের অদৃষ্ট, যাহা বিলীন ছিল তাহা প্রকাশ করিয়া সেই সকল ভিন্ন ২ তত্ত্বকে একত্র সংযুক্ত করিলেন ॥ ১০১ ॥

অতএব পৃথিবী যাহার শরীর ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণে এই সমস্ত জগৎ পরমাত্মার শরীররূপে প্রসিদ্ধ কিন্তু পরমাত্মা শরীরী হইয়াছেন। অতএব এই প্রকারে অবয়বরূপে

প্রধানপরিণামঃ সর্ব্বত্রাবয়বি পরমাত্ম-চৈতন্যমেবেতি সিদ্ধং ততো হপ্যমিথ্যাত্বমেব জগৎ উপপদ্যেত। ননু যদি পরমাত্ম চৈতন্যমেব সর্ব্বত্রাবয়বী দেহঃ স্যাৎ। ততশ্চ তত্রৈব ব্রাহ্মণত্বাদি সংজ্ঞাপ্রাপ্তেগুণদোষহেতু-বিধিনিষেধাবপি স্যাতাং। তৌচ ন সম্ভবতঃ। তস্মাদন্য এবাবয়বী যুজ্যতে ইত্যাশঙ্ক্যাহ ॥ ১০২ ॥

স্যাৎ সাদৃশ্যভ্রম স্তাবদ্বিকল্পে সতি বস্তুনঃ।
জাগ্রৎস্বপ্নৌ যথা স্বপ্নে তথা বিধিনিষেধতা ॥ ৬৬ ॥ ১০৩ ॥

বস্তুনঃ পরমাত্মচৈতন্যস্য বিকল্পে সংশয়ে সতীতি তস্য তাদৃশত্বেন নির্ণয়ো যাবন্ন স্যাদিত্যর্থঃ। তাবদেব তস্মাৎ সর্ব্বৈক্যবুদ্ধিনিদানাৎ পৃথগ্দেহৈক্যবুদ্ধিঃ সাদৃশ্যভ্রমঃ স্যাৎ। পূর্ব্বপরাবয়বানুসন্ধানে সতি পরস্পরমাসজ্যৈকত্র স্থিতত্বেনাবয়বত্বসাধারণ্যেন চৈক্যসাদৃশ্যাৎ প্রত্যবয়বমেকতয়া প্রতীতেঃ। সোহয়ং দেহ ইতি ভ্রমএব ভবতীত্যর্থঃ। প্রতিবৃক্ষং তদিদং বনমিতিবৎ ॥ ১০৪ ॥

প্রধানের পরিণাম সর্ব্বত্র অবয়বী পরমাত্মা চৈতন্যই প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। সেইহেতুই জগতের মিথ্যাত্ব উপপন্ন হইল। অহে! যদি পরমাত্ম-চৈতন্যই সর্ব্বত্র অবয়বী হইয়া দেহ হইলেন, তবে সেই দেহে ব্রাহ্মণত্বাদি সংজ্ঞা প্রাপ্তির গুণ-দোষের কারণ বিধিনিষেধও আছে, তাহাও সম্ভবে না, সেই হেতু ঈশ্বর হইতে অন্য অবয়বই হউক এই আশঙ্কা করিয়া কহিতেছেন ।। ১০২ ।।

৭ স্কন্ধের ১৫ অধ্যায়ে ৫০ শ্লোকে যথা ।।

যদি বল অবয়বির অসত্তা স্বীকার করিলে আগমাপায়ি বাল্যাদি অবস্থায় "ইনি সেই দেবদত্ত" এরূপ প্রত্যভিজ্ঞান কিরূপে হয়, উত্তর অবিদ্যার বিকল্প থাকাতে পূর্ব্ব ২ আরোপ সাদৃশ্য হেতু "ইনি সেই" এবম্প্রকার ভ্রম হইতে পারে, পরন্তু যাবৎ পর্য্যন্ত অবিদ্যা নিবৃত্তি না হয় তাবৎ পর্য্যন্তই ঐ ভ্রম থাকে। হে রাজন্! যদি সকলই মিথ্যা হইল, তবে শাস্ত্রের বিধি নিষেধতা কি প্রকারে থাকিতে পারে এমত আশঙ্কা করিও না, স্বপ্ন মধ্যে যদ্রূপ কখন কখন জাগ্রৎ ও নিদ্রার ব্যবস্থা হয়, তাহার ন্যায়, শাস্ত্রের বিধি নিষেধতা ব্যবস্থিত হইতে পারে ।। ২০৩ ।।

সন্দর্ভব্যাখ্যা ॥

বস্তু অর্থাৎ পরমাত্ম চৈতন্যের বিবিধ কল্পনার সংশয় হইলে, সেই পরমাত্ম-চৈতন্যের অবয়বত্বরূপে যাবৎ নির্ণয় না হয়, তাবৎ পর্য্যন্তই সকলে এক জ্ঞানস্বরূপ সেই পরমেশ্বর হইতে পৃথক্ সেই ঐক্য বুদ্ধি সাদৃশ্য ভ্রম হইয়া থাকে। পূর্ব্বাপর অবয়বের অনুসন্ধান হইলে পরস্পর মিলিত হইয়া একমাত্র থাকাতে অবয়ব সাধারণ দ্বারা ঐক্য সাদৃশ্য প্রযুক্ত প্রতি অবয়বে এক জ্ঞান হেতু সেই এই দেহ এইরূপ ভ্রম

যথোক্তং স্বয়ং ভগবতা।

সোঽয়ং দীপোঽর্চ্চিষাং যদ্বৎ স্রোতসাং তদিদং জলং। সোঽয়ং পুমানিতি নৃণাং মৃষা ধীগীর্মৃষায়ুষামিতি ॥ ১০৫ ॥

ততশ্চ তত্রৈব ব্রাহ্মণত্বাদ্যভিমানে সতি স্বপ্নবিষয়কৌ জাগ্রৎস্বপ্নাবিব তদ্বিষয়কৌ বিধিনিষেধৌ স্যাতামিত্যাহ জাগ্রদিতি। তথা তেন প্রকারেণ বিধের্বিধিতা নিষেধস্য নিষেধতেত্যর্থঃ। এবং পরস্বভাবকর্ম্মাণি ন প্রসংশেন্নগর্হয়েৎ। বিশ্বমেকাত্মকং পশ্যন্ প্রকৃত্যা পুরুষেণচেত্যাদি-রেকাদশে অষ্টাবিংশতিতমাধ্যায়ে ঽপি জ্ঞেয়ঃ। তত্র চ কিং ভদ্রং কিমভদ্রং বা দ্বৈতস্যাবস্তুনঃ কিয়দিত্যাদিকং। স্যাৎ সাদৃশ্য ভ্রম স্তাবদিত্যাদনুসারেণ এবং ব্যাখ্যেয়ং অবস্তু যৎ দ্বৈতং তস্যেত্যর্থঃ।

হইয়া থাকে। যেমন প্রতিবৃক্ষকেই দেখিয়া সেই এই বন এইরূপ জ্ঞান হয়, তাহার ন্যায় ॥ ১০৪ ॥

১১ স্কন্ধের ২২ অধ্যায়ে ৪৪ শ্লোকে
স্বয়ং ভগবান্ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে যথা—

যেমন তেজের সেই এই দীপ ও স্রোতের সেই এই জল এইরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে, তদ্রূপ জীবিত অবিবেকী মনুষ্যের সেই এই মনুষ্য এইরূপ মিথ্যা জ্ঞান হইয়া থাকে ॥ ১০৫ ॥

সেই হেতুই সেই দেহেতেই ব্রাহ্মণত্বাদি অভিমান হইলে স্বপ্নের বিষয় যে জাগ্রৎ স্বপ্ন তাহার ন্যায় দেহাভিমান বিষয় বিধি নিষেধও হইয়া থাকে ইহা বলিতেছেন।

৭ স্কন্ধে ১৫ অধ্যায়ে ৫০ শ্লোকে জাগ্রদিতি।

তথা সেই প্রকারে বিধির বিধিতা ও নিষেধের নিষেধতা হইয়া থাকে ॥ ১০৬ ॥

এই প্রকার ১১ স্কন্ধের ২৮ অধ্যায়ে ১ শ্লোকে যথা

ভগবান্ কহিলেন, অন্য লোকের শান্ত ঘোরাদি স্বভাবকে বা সদসৎ কর্ম্মকে প্রশংসা বা নিন্দা করিবে না, যেহেতু এই বিশ্বকে প্রকৃতি পুরুষের একাত্মক দর্শন করাই সাধুদিগের কর্ত্তব্য ॥

তথা ১১ স্কন্ধে ২৮ অধ্যায়ে ৪ শ্লোকে যথা—

দ্বৈত বস্তুর মধ্যে কোন্ বস্তু সৎ ও কোন্ বস্তু অসৎ, বা কত বস্তু সৎ ও কত বস্তু অসৎ তাহার নির্ণয় হয় না, কেবল বাক্য দ্বারা কথিত বা মন দ্বারা ধ্যাত অনৃত বস্তুর অবস্তুত্ব নিরূপণ মাত্র হয় ॥

৭ স্কন্ধের ১৫ অধ্যায়ের ৫০ শ্লোক ।।

"স্যাৎ সাদৃশ্য ভ্রমস্তাবৎ" ইত্যাদি অনুসারে এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। ঈশ্বর হইতে যাহা ভিন্ন তাহাই অবস্তু। সেই হেতু স্বতন্ত্ররূপে নিরূপণের অশক্তি

তস্মাৎ স্বাতন্ত্র্যেণ নিরূপণাশক্ত্যা পরমাত্মনো ঽনন্যদেবেদমিতি প্রকরণার্থঃ ॥ ৭ ॥ ১৫ ॥ শ্রীনারদো যুধিষ্ঠিরং ॥ ১০৭ ॥

অত আহ ॥

ত্বং বায়ুরগ্নিরবনির্বিয়দম্বুমাত্রা
প্রাণেন্দ্রিয়াণি হৃদয়ং চিদনুগ্রহশ্চ ।
সর্ব্বং ত্বমেব সগুণো বিগুণশ্চ ভূমন্
নান্যত্তদস্ত্যপি মনো বচসোনিরুক্তং ॥ ৬৭ ॥ ১০৮ ॥

হৃদয়মন্তরিন্দ্রিয়ং মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তাত্মকং চিৎ শুদ্ধো জীবো ঽনুগ্রহঃ স্বসম্মুখীকরণশক্তিঃ। কিং বহুনা সগুণমায়িকঃ বিগুণশ্চামায়িকঃ সর্ব্বার্থস্ত্বমেবেতি ॥ ৭ ॥ ৯ ॥ শ্রীপ্রহ্লাদঃ শ্রীনৃসিংহং ॥ ১০৯ ॥

অথ তস্যা মায়াশক্তিকার্য্যমায়াজীবেভ্যোঽন্যত্বঞ্চ স্পষ্টয়তি ॥

যথোল্মুকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাৎ ধূমাদ্বাঽপি স্বসম্ভবাৎ ।
অপ্যাত্মত্বেনাভিমতাদ্‌যথাঽগ্নিঃ পৃথগুল্মুকাৎ ।

দ্বারা পরমাত্মা হইতে এই সমস্ত জগৎ ভিন্ন নহে, ইহাই এই প্রকরণের যথাবৎ অর্থ ॥ ১০৭ ॥

অতএব কহিতেছেন ৭ স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে ৪৭ শ্লোকে
নৃসিংহদেবের প্রতি শ্রীপ্রহ্লাদের বাক্য যথা ॥

বায়ু, অগ্নি, পৃথিবী আকাশ, জল, পঞ্চতন্মাত্র, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন, চিত্ত এবং অহঙ্কার এই সকলই আপনি, মন ও বাক্য দ্বারা প্রকাশিত কোন বস্তু আপনা হইতে ভিন্ন নাই ॥ ৬৭ ॥ ১০৮ ॥

সন্দর্ভব্যাখ্যা ॥

হৃদয় শব্দে অন্তরিন্দ্রিয় অর্থাৎ মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্তস্বরূপ। চিৎ শব্দে শুদ্ধজীব। অনুগ্রহ শব্দে নিজসম্মুখীকরণ শক্তি। অধিক কি বলিব সগুণমায়িক ও বিগুণ অমায়িক, সমস্ত বস্তুই আপনি ॥ ১০৯ ॥

অনন্তর সেই ঈশ্বরের মায়া শক্তির কার্য্য, মায়া ও জীব সকল হইতে ভিন্নত্বকে স্পষ্ট করিতেছেন ॥

৩ স্কন্ধের ২৮ অধ্যায়ে ৪০। ৪১ শ্লোকে
কপিলদেবের বাক্য যথা ॥

এই বিষয়ের দৃষ্টান্ত এই যে, যেমন জলন্তকাষ্ঠ ও অগ্নি হইতে উৎপন্ন ধূম, যদিও অত্যন্ত অবিবেকি-জন কর্ত্তৃক অগ্নি স্বরূপে অভিমত হয়, তথাচ দাহক ও প্রকাশক অগ্নি যেমন ঐ ধূম ও জলন্তকাষ্ঠ হইতে পৃথক্ এরূপ বোধ হয়, তাহার ন্যায় ॥

ভূতেন্দ্রিয়ান্তঃকরণাৎ প্রধানাজ্জীবসংজ্ঞিতাৎ।
আত্মা তথা পৃথগ্দ্রষ্টা ভগবান্ ব্রহ্মসংজ্ঞিতঃ ॥ ৬৮ ॥ ১১০ ॥

অয়মর্থঃ ॥

স্বসংভবাৎ স্বোপাদানকারণাৎ উল্মুকাৎ কাষ্ঠমুষ্ট্যুপাধিকাদগ্নে হেঁতো যো বিস্ফুলিঙ্গঃ যশ্চ ধূম স্তস্মাত্তস্মাৎ যথা তত্তদুপাদানমগ্নিঃ পৃথক্ যথাচ তস্মাদপ্যুল্মুকাত্তদুপাদানমগ্নিঃ পৃথক্। কীদৃশাদপি তত্তয়াদপ্যাত্মত্বেনাভিমতাৎ। তাপকতয়া ধূমেহপ্যগ্ন্যংশসদ্ভাবেনাগ্নি-স্বরূপতয়া প্রতীতাদপি। তথা বিস্ফুলিঙ্গস্হানীয়াজ্জীবসংজ্ঞিতাৎ জীবাৎ উল্মুকস্হানীয়াৎ প্রধানাৎ প্রধানোপাধিক ভগবত্তেজসঃ। ধূম-স্হানীয়াদ্ভূতাদেঃ সর্ব্বোপাদানরূপো ভগবান্ পৃথক্। য এবাত্মাংশেন তত্তদন্তর্যামিতয়া পরমাত্মা ক্বচিদধিকারিণে নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্রতয়া স্ফুরন্ ব্রহ্মসংজ্ঞিতশ্চ। যতএব দ্রষ্টা তেষামাদিমধ্যান্তাবস্হাসাক্ষীতি ॥ ৩ ॥ ২৮ ॥ শ্রীকপিলদেবঃ ॥ ১১১ ॥

তত্র যেষাং মনঃ পরমাত্মনি নাস্তি তে পরমাত্মাত্মকেঽপি জগতি

ভূত, ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ এবং যাহার নাম জীব সেই প্রধান এ সকল হইতে দ্রষ্টা আত্মা পৃথক্।

মা! জীবসংজ্ঞিত আত্মা হইতে ব্রহ্মসংজ্ঞিত আত্মা পৃথক্। এইরূপ প্রধান অপেক্ষা আবার তাহার প্রবর্ত্তক ভগবান্ পৃথক্ ॥ ৬৮ ॥ ১১০ ॥

সন্দর্ভ ব্যাখ্যা। ইহার অর্থ এই ॥

স্বসম্ভব অর্থাৎ স্বীয় উপাদান কারণ। উল্মুক অর্থাৎ কাষ্ঠমুষ্টি-উপাধিক অগ্নি হেতুক যে বিস্ফুলিঙ্গ (অগ্নিকণা) ও যে ধূম তাহা হইতে যেমন তাহার তাহার উপাদান অগ্নি পৃথক্। যেমন উল্মুক হইতে তাহার উপাদান অগ্নি পৃথক্, কাষ্ঠ, ধূম ও স্ফুলিঙ্গ এই তিন আত্মত্বরূপে অভিমত। এই তিন হইতে তাপকতারূপে ধূমেও অগ্ন্যংশের সম্ভাব হেতু অগ্নিস্বরূপতারূপে জ্ঞান হওয়াতেও যেমন ঐ সকল হইতেও অগ্নি পৃথক্ হইয়াছে, তেমনি বিস্ফুলিঙ্গস্থানীয় জীবসংজ্ঞিত জীব হইতে উল্মুক স্থানীয় প্রধান হইতে, প্রধানোপাধিক ভগবত্তেজ হইতে এবং ধূম স্থানীয় ভূতাদি হইতে সকলের উপাদানরূপে ভগবান্ পৃথক হইয়াছেন। যে ভগবান্ স্বীয় অংশদ্বারা আত্মা ও সমস্তের অন্তর্যামিরূপে পরমাত্মা হইয়াছেন এবং কোথাও অধিকারি বিশেষে নির্ব্বিশেষ জ্ঞানমাত্র দ্বারা স্ফূর্তি করত ব্রহ্মসংজ্ঞাকেও প্রাপ্ত হইয়াছেন। যেহেতু উক্ত সমস্তের দ্রষ্টা অর্থাৎ আদি, মধ্য ও শেষাবস্থার সাক্ষী হইয়াছেন ॥ ১১১ ॥

তন্মধ্যে যাহাদের মন পরমাত্মাতে নাই, তাহারা পরমাত্মাস্বরূপ জগতের

অসদংশমেব গৃহ্ণন্তি। যে তু পরমাত্মবিদস্তে সদংশমেব গৃহ্ণন্তী-ত্যাহুঃ ॥ ১১২ ॥

সদিব মনস্ত্রিবৃত্ত্বয়ি বিভাত্যসদামনুজাৎ
সদভিমৃষন্ত্যশেষমিদমাত্মতয়াত্মবিদঃ।
নহি বিকৃতিং ত্যজন্তি কনকস্য তদাত্মতয়া
স্বকৃতমনুপ্রবিষ্টমিদমাত্মতয়াবসিতং ॥ ৬৯ ॥ ১১৩ ॥

ত্বয়ি অসৎ অবর্ত্তমানং যন্মনস্তৎ খলু ত্রিবৃৎ ত্রিগুণকার্য্যে জগতি বর্ত্তমানং সৎ ত্বয়ি সদিব বর্ত্তমানমিব বিভাতীত্যর্থঃ। দর্ব্বীসূপরস-ন্যায়েন স্বাবগাঢ়ে জগতি সতোঽপি পরমাত্মনো গ্রহণাভাবাৎ নতু বর্ত্তমানমেব বিভাতীত্যর্থঃ। অতএবাসদংশস্য ত্রিগুণমায়াময়ত্বং মনোময়ং চোক্তং ॥ ১১৪ ॥

যদিদং মনসা বাচা চক্ষুর্ভ্যাং শ্রবণাদিভিঃ।
নশ্বরং গৃহ্যমাণঞ্চ বিদ্ধি মায়া মনোময়মিতি ॥ ১১৫ ॥

অসদংশকেই গ্রহণ করিয়া থাকে কিন্তু যাহারা পরমাত্মবিৎ তাহারা জগতে সদংশই গ্রহণ করিয়া থাকেন. ইহাই কহিতেছেন ॥ ১১২ ॥

১০ স্কন্ধে ৮৭ অধ্যায়ে ২২ শ্লোকে শ্রুতিবাক্য যথা— ॥

মনুসংহিতা অবধি এই ত্রিগুণাত্মক সমুদায় জগৎ মনোমাত্র বিলাসতরূপে অনিত্য হইয়াও তোমার অধিষ্ঠান মাত্রে নিত্যরূপে প্রকাশমান হইতেছে, আর আত্মজ্ঞানিরা এই ভোক্তৃভোগ্য রূপ অশেষ জগৎকে আত্মা হইতে অভিন্নরূপে সৎ বলিয়া নির্ণয় করেন, যেমন সুবর্ণার্থী ব্যক্তি স্বর্ণ বিকৃত হইয়া কুণ্ডলাদি হইলেও তাদাত্ম্য প্রযুক্ত তাহাকে অসুবর্ণ বলিয়া পরিত্যাগ করে না, অতএব স্বকৃত এই বিশ্বেতে অন্তর্যামিরূপে আপনিই অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন, ইহা সিদ্ধ হইল ॥ ১১৩ ॥

সন্দর্ভব্যাখ্যা ॥

তোমাতে অসৎ অর্থাৎ আবর্ত্তমান যে মন সেই নিশ্চয় ত্রিবিৎ অর্থাৎ ত্রিগুণকার্য্য জগতে বর্ত্তমান হইয়া তোমাতে সতের ন্যায় বর্ত্তমানরূপে প্রকাশ পায়। দর্ব্বী অর্থাৎ হাত যেমন সুপরসের আস্বাদ জানে না, তাহার ন্যায় স্বীয় আস্বাদিত জগতে বিদ্যমান থাকিলেও পরমাত্মার গ্রহণ হয় না অর্থাৎ বর্ত্তমান থাকিলেও প্রকাশ পায়েন না। অতএব অসদংশের ত্রিগুণ মায়াময়ত্ব ও মনোময়ত্ব উক্ত হইল অর্থাৎ জগৎ ত্রিগুণ মায়াময় ও মনোময় মাত্র ॥ ১১৪ ॥

এই বিষয় ১১ স্কন্ধের ৭ অধ্যায়ে ৫ শ্লোকে
উক্ত হইয়াছে যথা ॥

যে তু আত্মবিদ স্তত্ত্বেত্তার স্তে আমনুজাৎ সোপাধিক জীবস্বরূপমভি-ব্যাপ্য ইদমশেষং জগদেব। আত্মতয়া ত্বদ্রূপতয়া সদভিমৃষন্তি তেষাং সদংশ এব দৃষ্টি নান্যত্রেত্যর্থঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ। নহি বিকৃতিমিতি তেষাং কনকমাত্রং মৃগয়মাণানাং কনকবণিজাং হি কনকবিকারে সুন্দর-কুরূপাকারতায়াং দৃষ্টি নাস্তি শুদ্ধ কনকমাত্র গ্রাহিত্বাৎ তথা আত্ম-বিদামপীতি ভাবঃ ॥ ১১৬ ॥

দার্ষ্টান্তিকেঽপি তদাত্মত্বে হেতুত্রয়মাহ ॥

ইদং জগৎ স্বেন সচ্ছক্তিবিশিষ্টেন সতা উপাদানরূপেণ ত্বয়া কৃতং পশ্চাৎ সিদ্ধেঽপি কার্য্যে কারণাংশাব্যভিচারিতয়া অন্তর্যামিতয়া চ স্বেন ত্বয়া প্রবিষ্টং পুনঃ প্রলয়েঽপি আত্মতয়া সচ্ছক্তিবিশিষ্ট-সদ্রূপং ত্বয়ৈব অবসিতং পর্য্যবসিতঞ্চেতি। এবং দৃষ্টান্তেঽপি বিবেচনীয়ং ॥ ১১৭ ॥

তদেতৎ সর্ব্বমভিপ্রেত্যোবোক্তং বৈষ্ণবে ॥

জ্ঞানস্বরূপমখিলং জগদেতদবুদ্ধয়ঃ।

মন, বাক্য, চক্ষু এবং শ্রবণাদিদ্বারা এই জগতের যাহা কিছু গ্রহণ করা যায় সমুদায়ই মনোময় ও মায়ারূপে গ্রহণ করিয়া নশ্বর বলিয়া জান ॥ ১১৫ ॥

কিন্তু যাঁহারা আত্মবিৎ অর্থাৎ তোমাকে জানেন তাহারা আমনুজ অর্থাৎ উপাধির সহিত জীবকে ব্যাপিয়া এই অশেষ জগৎকেই আত্মরূপে অর্থাৎ তোমার স্বরূপে সৎ বলিয়া জানেন, যেহেতু তাঁহাদের সদংশেই দৃষ্টি হইয়াছে, অন্যত্রে অর্থাৎ অসদংশে দর্শন নাই। তাহাতে দৃষ্টান্ত "নহি বিকৃতিমিতি" যেমন সুবর্ণ অন্বেষণকারি সুবর্ণবণিকের সুবর্ণমাত্রেই দৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু সুবর্ণের বিকারে সুন্দর কি কুরূপ তাহাতে দৃষ্টি নাই, যেহেতু তাহারা কেবল সুবর্ণমাত্র গ্রহণ করিয়া থাকে ইহাই ভাবার্থ ॥ ১১৬ ॥

দার্ষ্টান্তিকেও ঈশ্বর স্বরূপ জগতে
তিনটী হেতু কহিতেছেন যথা—

এই জগৎ নিজশক্তি বিশিষ্ট ও সৎসকলের উপাদানরূপে যে আপনি আপনা কর্ত্তৃক কৃত হইয়াছে, পশ্চাৎ কার্য্য সিদ্ধিতে ও কারণাংশের অব্যভিচারি অন্তর্যামি-রূপে অপনি প্রবেশ করিয়াছেন পুনর্ব্বার প্রলয়কালেও নিজরূপে সচ্ছক্তিবিশিষ্ট সদ্রূপে যে আপনি আপনার দ্বারাই অবসিত অর্থাৎ পর্য্যবসিত হইয়াছেন ইহার তাৎপর্য্য এই যে আপনি এই জগৎকে প্রথমে নিজশক্তি দ্বারা উপাদানরূপে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, পরে কার্য্য সিদ্ধি হইলে কারণরূপে অংশদ্বারা ও অন্তর্যামিরূপে প্রবেশ করিয়া রহিয়াছেন, পুনর্ব্বার প্রলয়কালেও নিজরূপে বিদ্যমান-শক্তিবিশিষ্ট স্বরূপে আপনাতেই লয় হইয়া থাকে। এই প্রকারে দৃষ্টান্তেও বিবেচনা করিতে হইবে ॥ ১১৭ ॥

অর্থস্বরূপং পশ্যন্তো ভ্রাম্যন্তে মোহসংপ্লবে ॥
যেতু জ্ঞানবিদঃ শুদ্ধচেতসস্তে হখিলং জগৎ ।
জ্ঞানাত্মকং প্রপশ্যন্তি ত্বদ্রূপং পরমেশ্বরেতি ॥
॥ ১০ ॥ ৮৭ ॥ শ্রুতয়ঃ ॥ ১১৮ ॥

তদেবং পরিণামাদিকং সাধিতং বিবর্ত্তশ্চ পরিহৃতঃ ততো বিবর্ত্ত-বাদিনামিব রজ্জুসর্পবন্নমিথ্যাত্বং কিন্তু ঘটবন্নশ্বরত্বমেব তস্য ততো মিথ্যাত্বাভাবেহপি ত্রিকালাব্যভিচারাভাবাজ্জগতো ন সত্ত্বং। বিবর্ত্ত-পরিণামাসিদ্ধাত্বেন তদ্দোষদ্বয়াববত্যেব হি বস্তুনি সত্ত্বং বিধীয়তে। যথা পরমাত্মনি তচ্ছক্তৌ বা সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদিত্যাদৌ ইদং শব্দোক্ত জগং সূক্ষ্মাবস্থালক্ষণ তচ্ছক্তি ব্রহ্মণোর্মিথ স্তাদাত্ম্যাপন্নয়োঃ সচ্ছব্দ-বাচনাৎ অতঃ সৎকার্য্যবাদশ্চ কার্য্যসূক্ষ্মাবস্থামবলম্ব্যৈব প্রবর্ত্ততে ॥ ১১৯ ॥

তদেবং স্থিতেহপি পুনরাশঙ্কতে। ননু সদুপাদানং জগৎ কথং তদ্বদনশ্বরতামপি ভজন্ন খলু সৎ স্যাৎ যদি চ নশ্বরং স্যাত্তর্হি কথং বা

সেই এই সমস্ত বিষয়কে অভিপ্রায় করিয়া বিষ্ণুপুরাণে ১ অংশে ৪ অধ্যায়ে ৪০। ৪১ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যথা ॥

এই সমস্ত চরাচর জ্ঞানময়। অজ্ঞান ব্যক্তিরা এই মোহময় সংসারে পতিত ও ভ্রান্ত হইয়া ইহাকে প্রকৃত বস্তুবৎ দর্শন করে ॥

হে পরমেশ্বর! যাঁহারা বেদ-বেদান্তেতে কৃতবিদ্য ও জ্ঞানী হইয়া বিশুদ্ধচেতা হইয়াছেন, তাঁহারা এই জগৎ-প্রপঞ্চকে ব্রহ্মরূপ ও জ্ঞানময় দেখিয়া থাকেন ॥ ১১৮ ॥

অতএব এই প্রকারে পরিণামাদি-সাধিত হইল এবং বিবর্ত্তেরও পরিহার করা হইল। অনন্তর রজ্জুতে সর্পবোধের ন্যায় বিবর্ত্তবাদিদিগের মত জগৎও মিথ্যা নহে, কিন্তু ঘটের ন্যায় এই জগৎ নশ্বর হইয়াছে, সুতরাং মিথ্যা না হইলেও যখন তিনকালে বর্ত্তমান না থাকায় জগতের অস্তিত্ব নাই, তখন বিবর্ত্ত ও পরিণামের অসিদ্ধ হেতু সেই দোষদ্বয় রহিত বস্তুতেই সত্যত্ব বিধান হইল। যেমন পরমাত্মার অথবা তাহার শক্তিতে সত্যত্ব বিধান হইয়া থাকে। হে সৌম্য! সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ সদ্রূপেই বর্ত্তমান ছিল, ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণে। ইদং শব্দবাচ্য জগতের সূক্ষ্ম অবস্থাস্বরূপ ঈশ্বরের শক্তি ও ব্রহ্ম ইহারা উভয়ে এক স্বরূপা হওয়ায় সংশব্দের বাচ্য হইয়াছেন। অতএব সতের কার্য্যবাদ সূক্ষ্মকার্য্যের অবস্থাকে অবলম্বন করিয়া প্রবৃত্ত হইয়াছে ॥ ১১৯ ॥

সে যাহাহউক, এইরূপ অর্থ হইলেও পুনর্ব্বার আশঙ্কা করিয়া কহিতেছেন ॥

অহে! সৎ যাহার উপাদান কারণ সেই জগৎ সত্যের ন্যায় কোন অনশ্বরতাকে ভজনা করিয়া কেন সৎ হইল না। যদিও নশ্বর হয়, তবে কেনইবা শুক্তিরজতের ন্যায়

শুক্তিরজতবদব্যভিচারিত্বেন কেবল বিবর্ত্তান্তঃপাতি ন স্যাৎ। তদেতৎ প্রশ্নমুট্টঙ্ক্য পরিহরন্তি ॥ ১২০ ॥

সত ইদমুত্থিতং সদিতি চেন্ননু তর্কহতং
ব্যভিচরতি ক্বচ ক্বচ মৃষা ন তথোভয়যুক্।
ব্যবহৃতয়ে বিকল্প ইষিতোঽন্ধপরম্পরয়া।
ভ্রময়তি ভারতী ত উরুবৃত্তিভিরুক্থজড়ান্ ॥ ৭০ ॥ ১২১ ॥

ইদং বিশ্বং ধর্ম্মি সদিতি সাধ্যোধর্ম্মঃ। সত উৎপন্নত্বাৎ। যৎ যত উৎপন্নং তৎ খলু তদাত্মকমেব দৃষ্টং যথা কনকাদুৎপন্নং কুণ্ডলাদিকং তদাত্মকং তদ্বৎ। অত্রোত্থিতমেব নতু শুক্তৌ রজতমিব তত্রারোপিতমিতি সিদ্ধান্তিনঃ স্বমতনুদিতং। নৈবমিত্যাহুঃ। ননু অর্কহতমিতি অপাদাননির্দ্দেশেন ভেদপ্রতীতে র্বিরুদ্ধহেতুত্বাৎ। ননু নাভেদং সাধয়ামঃ কিন্তু তত উৎপন্নত্বেন কুণ্ডলাদিবদ্ভেদমনূদ্য প্রতিষেধামঃ তত্রাভেদ এব স্যাদিত্যাশঙ্ক্য অনৈকান্তিকত্বেন হেতুং দূষয়ন্তি ব্যভিচরতি

ব্যভিচার দ্বারা কেবল বিবর্ত্তের অন্তঃপাতী না হয়। এই প্রশ্নকে উট্টঙ্কিত করিয়া পরিহার করিতেছেন ॥ ১২০ ॥

১০ স্কন্ধের ৮৭ অধ্যায়ে ৩২ শ্লোকে
শ্রুতিবাক্য যথা।

সৎ হইতে উৎপন্ন বলিয়া এই জগৎকে সৎ মনে করিবে না, যেহেতু তাহা যুক্তি-বিরুদ্ধ অর্থাৎ অপাদান নির্দ্দেশ হেতু তদুভয়ে ভেদ প্রতীত হয় ও পিতৃপুত্রের ভেদ দর্শন জন্য জনকের ভেদ নিষিদ্ধও হইতে পারে না এবং বিবর্ত্তোপাদানের মিথ্যাত্ব প্রসিদ্ধই আছে। অতএব তত্তুল্য সত্য মিথ্যা উভয় যুক্তও নহে, অতএব আপনার বাক্যরূপ বেদ সকল গৌণবৃত্তি দ্বারা কর্ম্মজড় লোকদিগকে অন্ধপরম্পরা ক্রমে ব্যবহারার্থ মিথ্যাজগতে সত্যজ্ঞানে ভ্রমণ করাইতেছে ॥ ৭০ ॥ ১২১ ॥

সন্দর্ভব্যাখ্যা ॥

এই বিশ্ব ধর্ম্মী, সৎ সাধ্যধর্ম্ম, যে হেতু সৎ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, যে যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, নিশ্চয় সে তদ্রূপই দৃষ্ট হইয়া থাকে। যেমন সুবর্ণ হইতে উৎপন্ন কুণ্ডলাদি সুবর্ণস্বরূপ, তাহার ন্যায়, এস্থানে উত্থিত হইয়াছে কিন্তু শুক্তিতে রজতের ন্যায় তাহাতে আরোপিত নহে, এরূপ সিদ্ধান্ত কর্ত্তার নিজমত নহে, ইহা বলিও না। অহে! তর্কহত অপাদানের নির্দ্দেশদ্বারা যে হেতু ভেদজ্ঞান বিরুদ্ধ হইয়াছে। অহে! আমরা ভেদকে সাধন করি নাই কিন্তু ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন হওয়াতে কুণ্ডলাদির ন্যায় ভেদ বলিয়া প্রতিষেধ করিতেছি। তবে অভেদই হউক, এই আশঙ্কা করিয়া অনিশ্চিত দ্বারা হেতুকে দোষ দিয়া কহিতেছেন। ব্যভিচরতি ক্বচেতি। ক্বচ অর্থাৎ কোথাও

ক্বচ ইতি ক্বচ কুত্রাপি কারণধর্ম্মানুগতি র্ব্যভিচরতি কার্য্যং কারণধর্ম্মস্য সর্ব্বাংশেনৈবানুগতং ভবতীতি নিয়মো ন বিদ্যত ইত্যর্থঃ। দহনাদ্যুদ্ভবে প্রভাদৌ দাহকত্বাদিধর্ম্মাদর্শনাদিতি ভাবঃ ॥ ১২২ ॥

দ্বে রূপে ব্রহ্মণস্তস্য মূর্ত্তঞ্চামূর্ত্তমেব চ।
ক্ষরাক্ষরস্বরূপে তে সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতে।
অক্ষরং তৎপরং ব্রহ্ম ক্ষরং সর্ব্বমিদং জগদিতি। অনন্তরং।
একদেশস্থিতস্যাগ্নে র্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা।

পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদমখিলং জগদিত্যেতদেবং ব্যাখ্যাতং শ্রীস্বামিভিরেব বিষ্ণুপুরাণে ॥ ১২৩ ॥

নন্বক্ষরস্য পরব্রহ্মণস্তদ্বিলক্ষণং ক্ষররূপং কথং স্যাদিত্যাশঙ্ক্য দৃষ্টান্তেনোপপাদয়তি একদেশেতি। প্রাদেশিকস্যাপ্যগ্নে র্দীপাদে র্দাহকস্যাপি তদ্বিলক্ষণাজ্জ্যোৎস্না প্রভা যথা তৎ প্রকাশবিস্তারঃ। তথা ব্রাহ্মণঃ শক্তিকৃতবিস্তার ইদমখিলং জগদিতি ॥ ১২৪ ॥

প্রকৃতমনুসরামঃ। ননু তর্হি ব্যভিচারিত্বে শুক্তিরজতবদেবাস্তু তত্রাহুঃ। ক্বচ মৃষেতি ক্বচ শুক্ত্যাদারেব প্রাতীতিকমাত্রসত্তাকং রজতা-

---

কারণ ধর্ম্মের অনুগতি ব্যভিচার হয়। কার্য্যটী কারণ ধর্ম্মের সকল অংশ দ্বারাই অনুগত হইয়াছে, এ নিয়মও নাই। দহনাদি হইতে জাতপ্রভাবাদিতে যেহেতু দাহকাদি ধর্ম্মের অদর্শন হইয়াছে, ইহাই ভাবার্থ ॥ ১১২ ॥

বিষ্ণুপুরাণে ১ অংশে ২২ অধ্যায়ে
৫৩। ৫৪। ৫৫ শ্লোকে যথা ॥

সেই ব্রহ্মের দুইটী রূপ এক সাকার এক নিরাকার, সেই দুই রূপ ক্ষর ও অক্ষর স্বরূপ সকল ভুতেই অবস্থান করিতেছেন, তম্মধ্যে যিনি অক্ষর, তিনি পরমব্রহ্ম, আর যাহা ক্ষর তাহা এই সমস্ত জগৎ। এই প্রমাণের পরে। যেমন এক দেশস্থিত অগ্নির প্রভা সর্ব্বত্র বিস্তারিণী, তদ্রূপ পরব্রহ্মের শক্তি এই সমস্ত জগৎকে ব্যাপিয়া আছে। শ্রীধরস্বামী এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন ॥ ১২৩ ॥

অহে! অক্ষর পরব্রহ্ম হইতে সেই ক্ষররূপ কি প্রকারে অন্যরূপ হইল এই আশঙ্কা করিয়া দৃষ্টান্ত দ্বারা উপপন্ন করিতেছেন। একদেশেতি। প্রাদেশিক অর্থাৎ একদেশস্থিত অগ্নি, দাহক-দীপাদির ও তাহা হইতে অন্যরূপ জ্যোৎস্না অর্থাৎ প্রভা যেমন তাহা প্রকাশ বিস্তার করে তেমনি ব্রহ্মের শক্তিকৃত বিস্তার এই সমস্ত জগৎ হইয়াছে ॥১২৪॥

এক্ষণে প্রকৃতকে অনুসরণ করিতেছি। অহে! তবে ব্যভিচারী হওয়াতে শুক্তি রজতের ন্যায় বিশ্ব অবস্তু হউক, এই প্রশ্নে কহিতেছেন। ক্ব মৃষেতি। কোথাও

দিকং মৃষা অন্যত্র যত্র উভয়ং প্রতীতিমর্থক্রিয়াকারিত্বঞ্চ যুনক্তি ভজতে তত্র ন তথা মৃষেতি। ননু কূটতাম্রিকাদিম্বর্থক্রিয়াকারিতাপি দৃশ্যত ইত্যাশঙ্ক্যাহুঃ। ব্যবহৃতয়ে ইতি। ক্রয়বিক্রয়াদি লক্ষণ ব্যবহারায়ৈব বিকল্পো ভ্রম ইষ্টঃ নতু তত্তৎপ্রসিদ্ধসম্যগর্থক্রিয়াকারিতায়ৈ তদ্দানাদৌ যথাবৎ পুণ্যফলাদিকং ন ভবতীতি তথা শুণ্ঠীতয়া প্রখ্যাপিতং বিষগ্রন্থাদিকং ক্রীত্বা শুণ্ঠীজ্ঞানেন ভক্ষিতমপি নারোগ্যজনকং প্রত্যুতমারকমেবেতি। তস্মাতত্তৎ প্রসিদ্ধসম্যগর্থক্রিয়াকারিতয়ৈব জগতঃ সত্যত্বমঙ্গীক্রিয়তে। একাঙ্গেন সা কূটসর্পাদৌ ভয়াদিরূপাত্বস্ত্যেবেতি নতু তদ্ধেতুঃ ॥ ১২৫ ॥

কিঞ্চ। অন্ধপরম্পরয়েতি স চ ক্রয়বিক্রয়াদিলক্ষণ ব্যবহারোঽপি নতু যথার্থতাম্রিকস্যেব তদ্ব্যবহারকুশলেষ্বপি কিন্ত্বন্ধপরম্পরয়ৈব। অতস্তত্র তদীয়কুশলেষ্বসিদ্ধত্বেন ব্যবহারস্যাভাসমাত্রত্বাত্তস্মাদন্যথানানুমেয়ং ধূমাভাসে হি বহ্নি ব্যভিচারৌচিত্যমেবেদি ভাবঃ। তদেবমর্থক্রিয়াকারিত্বেনাস্ত্যেব ইতরস্য ভ্রমবস্তু বৈলক্ষণ্যাৎ সত্যমিতি বিবর্ত্তবাদিনি নিরস্তে পুনরনশ্বরবাদী প্রত্যুত্তিষ্ঠতে ॥ ১২৬ ॥

শুক্ত্যাদিতেও রজতাদির সত্ত্বা জ্ঞান মাত্র মিথ্যা হইয়াছে। আর অন্য যাহাকে উভয় অর্থাৎ জ্ঞান ও কার্য্য ক্রিয়া কারিত্ব ভজে তাহাতে তেমন মিথ্যা হয় না। অহে! লৌহ তাম্র মুদ্রিকাদিতে কার্য্য ক্রিয়া কারিতাও দৃষ্ট হইতেছে এই আশঙ্কা করিয়া কহিতেছেন। ব্যবহৃতয়ে ইতি। ক্রয়বিক্রয়াদি রূপ ব্যবহারের নিমিত্তই যে বিকল্প ভ্রম তা ইষ্ট হইয়াছে, কিন্তু কুট তাম্র প্রসিদ্ধ সম্যক্ কার্য্যক্রিয়া কারির নিমিত্ত হয় না, কুট তাম্রমুদ্রার দানাদিতে যথাবৎ পুণ্যফলাদি হয় না, তেমনি শুণ্ঠী বলিয়া প্রক্ষাপিত বিষগ্রন্থি ক্রয় করিয়া শুণ্ঠী বলিয়া ভোজন করিলে কখনই আরোগ্য জনক হয় না। সুতরাং তাহা খাইলে মৃত্যু হইয়া থাকে, সেইহেতু তত্তৎ প্রসিদ্ধ সম্যক্ কার্য ক্রিয়াকারিতা দ্বারা সত্যত্ব অঙ্গীকার করা হইয়াছে একাংশ দ্বারা লৌহ সর্পাদিতে সেই অর্থ ক্রিয়াকারিতা হইয়াছে ভয়াদিররূপ প্রযুক্ত বস্তুই হইয়াছে কিন্তু সত্যের কারণ নহে ॥ ১২৫ ॥

আরও বলি। অন্ধপরম্পরয়েতি সেই ক্রয় বিক্রয়াদি স্বরূপ ব্যবহারও যথার্থ তাম্রিকের হইতে পারে না অর্থাৎ যে ব্যক্তি তাম্রিকের পরীক্ষক তাহার নিকটে সেই কূটতাম্রমুদ্রা সত্য হইবে অতএব তাহাতে অর্থাৎ তাম্রব্যবহার নিপুণে অসিদ্ধ দ্বারা ব্যবহারে আভাষ প্রযুক্ত তাম্র ভিন্ন হইলে অন্য প্রকার অনুমান হইবে, ধূমের আভাষে অগ্নি ব্যভিচারের ঔচিত্য আছে ইহাই ভাবার্থ। তাৎপর্য্য, ধূমাভাষ অর্থাৎ পললাদিতে যে ধূম তাহা দেখিয়া অগ্নি থাকা অনুমান হইতে পারে না, সেই হেতু

ননু অপাম সোমমমৃতা অভূম অক্ষয্যং হ বৈ চাতুর্ম্মাস্য যাজিনঃ সুকৃতং ভবতীতি শ্রুত্যৈব কর্ম্মফলস্য নিত্যত্ব প্রতিপাদনান্নশ্বরত্বং ন ঘটত ইত্যাশঙ্ক্যাহুঃ ভ্রময়তীতি। হে ভগবন্ তে তব ভারতী উরুবৃত্তিভি র্বহ্বীভি র্গৌণলক্ষণাদিবৃত্তিভিঃ। উক্থজড়ান্ উক্থানি যজ্ঞে শস্যন্তে তত্র জড়াঃ। কর্ম্মশ্রদ্ধাভরাক্রান্তমন্দমতয় ইত্যর্থঃ তান্ ভ্রময়তি। অয়ং ভাবঃ। ন হি বেদঃ কর্ম্মফলং নিত্যমভিপ্রৈতি কিন্তু লক্ষণয়া প্রাশস্ত্যমাত্রং। অন্যেষাং বাক্যানাং বিধ্যেকবাক্যত্বেন বিধাবেব তাৎপর্য্যাৎ। অন্যথা বাক্যভেদপ্রসঙ্গঃ ॥ ১২৭ ॥

তদ্ যথেহ কর্ম্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে। এবমেবামুত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে ইতি ন্যায়োপবৃংহিতশ্রুত্যন্তরবিরোধাচ্চ। অতঃ কর্ম্মজড়ানামিদং ভ্রমমাত্রং। জগত্তু সত্যমপি পরিণামধর্ম্মত্বেন নশ্বরমেবেতি ॥ ১২৮ ॥

তদুক্তং ভট্টেনৈব ॥

অথ বেতিহাসপুরাণপ্রামাণ্যাৎ সৃষ্টিপ্রলয়াবপীষ্যেতে ইতি। অথবা

এই প্রকারে কার্য্যক্রিয়াকারি দ্বারা ভ্রমময় বস্তুর বৈলক্ষণ্য প্রযুক্ত জগতের সত্যত্ব হইল, এক্ষণে বিবর্ত্তবাদিরা নিরস্ত হওয়াতে পুনর্ব্বার নশ্বরবাদী উপস্থিত হইল ॥ ১২৬ ॥

অহে! আমরা অমৃত পান করিয়া অমর হইব, চাতুর্মাস্য যাজন কর্ত্তার অক্ষয় পুণ্য হয়। এই শ্রুতিপ্রমাণ দ্বারা কর্ম্মফলের নিত্যত্ব প্রতিপাদন প্রযুক্ত জগতের নশ্বর ঘটনা এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন। ভ্রময়তীতি হে ভগবন্। আপনার ভারতী অর্থাৎ বাণী উরুবৃত্তি অর্থাৎ বহু গৌণলক্ষণাদি বৃত্তিদ্বারা উক্থ জড় অর্থাৎ উক্থকর্ম্ম যজ্ঞে প্রশস্ত তাহাতে জড় অর্থাৎ শুদ্ধকর্ম্মের অভাবদ্বারা যাহাদের অল্পবুদ্ধি আক্রান্ত হইয়াছে তাহাদিগকে ভ্রমণ করান। ইহার ভাব এই, বেদ, কর্ম্মের ফলকে নিত্য বলেন নাই কিন্তু লক্ষণ দ্বারা প্রশস্ত মাত্র বলিয়াছেন, যেহেতু অন্য বাক্য সকলের মধ্যে বিবিধ বাক্যদ্বারা বিধিতেই তাৎপর্য হইয়াছে, তাহা না হইলে বাক্য ভেদ হইত তাহা দেখাইতেছেন যথা— ॥ ১২৭

ইহলোকে কর্ম্মদ্বারা উৎপন্ন লোক ক্ষয় হয়, এই প্রকার পরলোকে পুণ্যজিত লোক ক্ষয় হয়। এই ন্যায় পরিবর্দ্ধিতে অন্য শ্রুতির সহিত বিরোধ হয়, অতএব কর্ম্মজড় সকলের সম্বন্ধে এই ভ্রমমাত্র হইয়াছে কিন্তু জগৎ সত্য হইলেও বিকার ধর্ম্ম দ্বারা নশ্বর হইয়াছে ॥ ১২৮ ॥

এই বিষয় ভট্টকর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে যথা ॥

অথবা ইতিহাস ও পুরাণের প্রমাণ প্রযুক্ত জগতে সৃষ্টি ও প্রলয়কে ইচ্ছা করেন, অথবা অভেদকে আমরা সাধন করি নাই। ইত্যাদি আশকা করিয়া প্রসিদ্ধসম্বাদত্রয়ের

নাভেদং সাধয়াম ইত্যাদিকমাশঙ্ক্য প্রসিদ্ধস্য সত্তাত্রয়স্য মিথো বৈলক্ষণ্যাৎ অভেদং পরিহরন্তি। ক্বচ ঘটাদৌ অর্থক্রিয়াকারিণ্যপি ব্যভিচরতি সত্তেতিশেষঃ। বস্ত্বন্তরস্যার্থক্রিয়াকারিতায়ামসামর্থ্যাৎ দেশান্তরে স্বয়মবিদ্যমানত্বাৎ কালান্তরে তিরোভাবিত্বাচ্চ ক্বচ শুক্তিরজতাদৌ তত্রাপি তদানীমপি মৃষা। অর্থক্রিয়াকারিত্বাভাবাৎ। যা তু উভয়যুক্ উভয়ত্র ঘটাদি সত্তায়াং শুক্তি রজতাদিসত্তায়াঞ্চ যুক্ যোগো যস্যাঃ সা সা সত্তালব্ধ পদা ভবতীত্যর্থঃ। সা পরমকারণসত্তা ন তথা কিন্তু সর্ব্বত্রাপি সর্ব্বদাপি তত্তদুপাধ্যানুরূপ সর্ব্বার্থক্রিয়াদ্যধিষ্ঠানরূপেত্যর্থঃ। তস্মাদর্থক্রিয়াকারিত্বেন সত্যমপি পরিণতত্বেন ঘটবন্নশ্বরমেব জগৎ ন প্রতীতমাত্র সত্তাকং নচানশ্বরসত্তাকমিতি। পরস্পরবৈলক্ষণ্যদর্শনাৎ। কথমেকমন্যদ্ভবিতুমর্হতীতি ভাবঃ ॥ ১২৯ ॥

কূটতাম্রিকত্বমাশঙ্ক্যাহুঃ ব্যবহৃতয় ইতি। বিকল্প্যতে অন্যত্রারোপ্যতে বিকল্পঃ স্বতঃসিদ্ধঃ তাম্রিকাদিরর্থঃ স এব ব্যবহৃতয়ে ঈষিতঃ অয়মর্থঃ অত্র কূটতাম্রিকেণ যং ব্যবহারং মন্যসে সোঽপি ন তেন সিদ্ধ্যতি। কিন্তু

অর্থাৎ ব্যবহারিকী প্রাকৃতিকী ও পারমার্থিকীর পরস্পর বৈলক্ষণ্য প্রযুক্ত অভেদকে পরিহার করিতেছেন। কোথাও ঘটাদি কার্য্যক্রিয়াকারী হইলেও ঘটাদির সত্তা ব্যভিচার অর্থাৎ থাকে না অন্য বস্তুর কার্য্যক্রিয়াতে যেহেতু সামর্থ্য নাই ও দেশান্তরে আপনি অবিদ্যমান প্রযুক্ত ও কালান্তরে না থাকা প্রযুক্ত ঈশ্বর হইতে অন্য বস্তুর সত্তা চিরস্থায়ী নহে, কোথাও শুক্তি রজতাদিতে তাহাতেও তদানীন্তন সত্তাও মিথ্যা হইয়াছে, কার্য্যক্রিয়াকারির অভাব প্রযুক্ত যে সত্তা উভয় যোগ হইয়াছে। উভয় যোগেও ঘটাদি সত্বেও শুক্তি রজতাদি সত্তাতেও যাহার যোগ কিম্বা যৎ কর্ত্তৃক যোগ হইয়াছে, সেই সেই সত্তা স্থানকে লাভ করে, ইহার এই অর্থ, সেই পরম কারণ সত্তা সেরূপ নহে কিন্তু সকল স্থানেই সকল কালেই সেই সেই উপাধির অনুরূপ সকল কার্য্য ক্রিয়ার অধিষ্ঠান রূপ হইয়াছে, সেইহেতু কার্য্যক্রিয়াকারি দ্বারা জগৎ সত্য হইলেও বিকারিত হওয়াতে ঘটের ন্যায় নশ্বরই হইয়াছে, জগতের যে সত্তা তাহা জ্ঞানমাত্র সত্তাও নয় ও অনশ্বর সত্তাও নয়। যেহেতু পরস্পরের বৈলক্ষণ্য দর্শন হইতেছে। একবস্তু কেন অন্য হইবার যোগ্য হইবে ॥ ১২৯ ॥

কুট তাম্রিকত্বকে আশংকা করিয়া কহিতেছেন "ব্যবহৃতয়ে" ইতি। অর্থাৎ যাহা অন্যত্র আরোপিত আছা বিকল্প স্বতঃসিদ্ধ তাম্রিকাদি অর্থ, তাহাই ব্যবহারের নিমিত্ত ইচ্ছার বিষয় হইয়াছে, ইহার অর্থ এই। এস্থলে কুট তাম্রিক দ্বার যে ব্যবহারকে মান, তাহাও তাহা দ্বারা সিদ্ধ হয় না, কিন্তু সত্য তাম্রিক দ্বারা হইয়া থাকে। অন্য অর্থ ব্যবহার কর্ত্তার হৃদয়ে, যেহেতু তাহাই প্রত্যক্ষ হইয়াছে। এস্থলে কুটতাম্রিক

সত্য তাম্রিক এব। অর্থান্তর ব্যবহর্ত্তৃহৃদি তস্যৈব প্রত্যক্ষত্বাৎ কূটতাম্রিক-মাত্রোপলক্ষণমেব কুত্রচিৎ তং বিনাপি তব গৃহে তাম্রিকোদত্ত ইতি পশ্চাদ্দাতব্য ইতি বা ছল প্রয়োগে স্মার্য্যমাণেনাপি তেন তথা ব্যবহার-সিদ্ধেঃ। তস্মাদ্ব্যবহাররূপাপ্যর্থক্রিয়াকারিতা তস্যৈব ভবতীতি স সত্যএব। অন্যথা সত্যস্য তাম্রিস্যাভাবে শতমপ্যন্ধানাং পশ্যতি ইতি ন্যায়েন কূটতাম্রিক পরম্পরয়াপি ব্যবহারোঽপি ন সিদ্ধ্যেদিত্যাহুঃ অন্ধপরম্পরয়েতি অন্ধপরম্পরাদোষাৎ। সএব ব্যবহৃতয় ঈষিত ইত্যন্বয়ঃ। যথা অন্ধপরম্পরয়া ব্যবহারো ন সিদ্ধ্যেত তথাকূটতাম্রিকপরম্পরয়া-পীত্যর্থঃ। ইত্থমেব বিজ্ঞানবাদোনিরাকৃতঃ। শঙ্করশারীরকেঽপি অনাদিত্বে হ্যপ্যন্ধপরম্পরান্যায়োনাপ্রতিষ্ঠৈব অনবস্থা ব্যবহারলোপিনী স্যাৎ। নাভিপ্রায়সিদ্ধিরিত্যুক্ত্বা এতদুক্তং ভবতি ॥ ১৩০ ॥

যথেদং সুবর্ণং কেন ক্রীতমিতি প্রশ্নে কশ্চিদাহ অনেনান্ধেনেতি। অনেন কথং পরিচিতমিতি। পুনরাহ তেনান্ধেন পরিচায়িতং। তেন চ কথমিত্যাহ। কেনাপ্য পরেণান্ধেনেত্যন্ধপরম্পয়াপি ন সিদ্ধ্যেৎ ব্যবহারঃ। কিন্তু তত্রান্ধপরম্পরায়াং যদ্যেকোঽপি চক্ষুষ্মান্ সর্ব্বাদি-

---

উপলক্ষণ মাত্র। কোথাও কুটতাম্রিক ব্যতিরেকেও তোমার গৃহে তাম্রমুদ্রা দেওয়া হইয়াছে কিম্বা পশ্চাৎ দিব এই ছল প্রয়োগে স্মর্য্যমাণ সেই তাম্রিকদ্বারা যখন সেইরূপ ব্যবহার সিদ্ধ হইয়া থাকে, তখন তাহারই কার্য্য ক্রিয়াকারী ব্যবহাররূপ হইয়া থাকে, তাহা সত্যই বটে, তাহা না হইলে সত্য তাম্রমুদ্রার অভাবে শত অন্ধেও তাহা দেখিতে পায় না, এই ন্যাশ দ্বারা কুটতাম্র মুদ্রা পরম্পরা দ্বারাও ব্যবহার সিদ্ধ হয় না, ইহা কহিতেছেন। অন্ধপরম্পরয়েতি। অন্ধপরম্পরা দোষ-প্রযুক্ত সেই কুটতাম্র-মুদ্রাই ব্যবহারের নিমিত্ত ইষ্ট হইয়াছে, যেমন অন্ধপরম্পরা দ্বারা ব্যবহার সিদ্ধ হয় না, তেমনি কুটতাম্রিকও পরম্পরা দ্বারা হয় না, এই প্রকারেই জ্ঞানবাদ নিরাকৃত হইল। শঙ্কর শারীরিক গ্রন্থেও জগতের অনাদিত্বে অন্ধপরম্পরা ন্যায় হেতু অপ্রতিষ্ঠাই অনবস্থা ব্যবহার লোপিনী হইয়া থাকে। অভিপ্রায় সিদ্ধিও হয় না, এই বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে, ইহা উক্ত হইয়াছে ॥ ১৩০ ॥

যেমন এই সুবর্ণ, কে ক্রয় করিয়াছে এই প্রশ্নে, কোন ব্যক্তি কহিল যে, এই অন্ধ ক্রয় করিয়াছে, পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল যে, এই অন্ধ কি রূপে স্বর্ণ চিনিল, এই প্রশ্নে উত্তর করিলে যে, অন্য এক অন্ধ ইহাকে জানাইয়া দিয়াছে। তাহাতে উত্তর করিল যে, সে কি রূপে স্বর্ণ চিনিল, এই প্রশ্নে কহিল, সে অন্যকোন অন্ধ কর্ত্তৃক জ্ঞাত হইয়াছে। এইরূপ পরম্পরা ন্যায়ে ব্যবহার সিদ্ধ হয় না, কিন্তু সেই অন্ধ-পরম্পরাতে যদি একজন চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি, সকলের আদি প্রবর্ত্তক হয়, তাহা হইলে

প্রবর্ত্তকো ভবতি তদৈব সিদ্ধ্যতি। যথাচ তত্র সর্ব্বেষ্বপি চক্ষুষ্মত এব ব্যবহারসাধকত্বং তথা কস্মিংশ্চিৎ তাম্রিকে প্রথমং সত্যেব ব্যবহারঃ সিদ্ধ্যতি তত্র চ সত্যস্যৈব ব্যবহারসাধকত্বং তদনুসন্ধানেনৈব তত্র প্রবৃত্তেশ্চক্ষুষ্মত ইব প্রবর্ত্তমানত্বাৎ ততশ্চ কশ্চন তাম্রিকঃ সত্য ইতি স্থিতে যত্র তদ্ব্যবহারকুশলৈঃ পরীক্ষয়া সত্যতাবগম্যতে। স এব কূটতাম্রিকেষ্বারোপ্যমাণঃ সত্যো ভবেৎ। তদেবমর্থক্রিয়াকারিত্বেন তস্য সত্যত্বে তদুপলক্ষিতং বিশ্বমেব ভ্রমবস্তু বিলক্ষণং সত্যমিতিসিদ্ধং। পরমাত্মচৈতন্যস্যৈবাবয়বিত্ব ব্যবহারসাধকত্বেন সাধিতত্বাৎ যুক্তমেব চ তৎ। তথাচ ব্রহ্মাদিভিঃ স্তুতং। সত্যস্য যোনিমিতি তৎ সত্যমিত্যাচক্ষত ইতি শ্রুতিশ্চ শিস্টমন্যৎ সমানং॥ ১৩১॥

এবং জগতঃ সত্যত্বমঙ্গীকৃতং তচ্চ নশ্বরমিতি। তত্র নশ্বরত্বং নাত্যন্তিকং কিন্ত্বব্যক্ততয়াস্থিতেরদৃশ্যতামাত্রমেব সৎকার্যতা সংপ্রতিপত্তেঃ যদ্ভূতং ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চেত্যাদিশ্রুতেঃ। অতএব শুক্তিত্বে রজতত্বমিব তস্যাব্যক্তরূপত্বে তত্ত্বমসন্ন ভবতি পটবচ্চেতি ন্যায়েন জগদেব হি

সিদ্ধ হইতে পারে। যেমন সকলেতেই চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিই ব্যবহারের সাধক হইয়া থাকে, তেমনি কোন তাম্রমুদ্রাতে প্রথমে সত্যতে সত্যতে ব্যবহার সিদ্ধি হয়, তাহাতে সত্যই ব্যবহারের সাধক হইবে, সত্যের অনুসন্ধান দ্বারাই সত্যতে প্রবৃত্ত চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির ন্যায় যখন প্রবর্ত্তক হইয়াছে, তখন কোন তাম্রমুদ্রা সত্য এই বলিয়া স্থির হইলে যাহাতে তদ্ব্যবহার কুশলকর্ত্তৃক পরীক্ষা দ্বারা সত্যতা বোধ হয়, তাহাই কুটতাম্রমুদ্রা সকলে আরোপ্যমাণ সত্য হইয়া থাকে। সুতরাং এই প্রকারে কার্য্যক্রিয়াকারি দ্বারা সেই ঈশ্বরের সত্যত্বে তদুপলক্ষিত জগৎ হইয়াছে, ভ্রমবস্তু বিগত লক্ষণ হইলেও সত্য বলিয়া সিদ্ধ হয়। পরমাত্ম চৈতন্যেরই অবয়বিত্ব ব্যবহার সাধকত্ব দ্বারা জগৎ সাধিত হইয়াছে, তাহাই যুক্তিসঙ্গত হয়। সেই রূপই ব্রহ্মাদি কর্ত্তৃক স্তুত হইয়াছে।

১০ স্কন্ধের ২ অধ্যায়ে ২৩ শ্লোকে যথা

"সত্যস্য" যোনিমিতি। সেই ঈশ্বরই সত্য, ইহা কহিয়াছেন, এই শ্রুতি প্রমাণেও। অবশিষ্ট অন্য পূর্ব্বের ন্যায় সমান॥ ১৩১॥

এই প্রকার জগতের সত্যত্ব অঙ্গীকার করা হইয়াছে, কিন্তু সেই জগৎ নশ্বর, তাহাতে অত্যন্ত নশ্বর নহে, পরন্তু অপ্রকাশ রূপে স্থিতিহেতু অদৃশ্য মাত্র হয়, যে হেতু সৎ হইতেই কার্য্যের প্রবৃত্তি হয়, যাহা হইয়াছে, যাহা হইতেছে ও যাহা হইবে তৎসমুদায়ই ঈশ্বর, ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণ আছে,। অতএব শুক্তিতে রজতের ন্যায় ঈশ্বরের প্রকাশ রূপ হওয়াতে জগৎ মিথ্যা নহে, বস্ত্রের ন্যায় ওত প্রোত এই ন্যায় দ্বারা জগৎ সূক্ষ্মতাকে প্রাপ্ত হইয়া অপ্রকাশ হইয়া থাকে। দৃশ্য দ্বারা ভ্রান্তি রজত তুল্য হইয়াও

সূক্ষ্মতাপন্নমব্যক্তমিতি দৃশ্যত্বেন ভ্রান্তিরজতকক্ষমপি জগত্তদ্বিলক্ষণ-সত্তাকং তথাত্মবাদপরিণতত্বাভাবেন নৈকাবস্থসত্তাকমিতি এবমর্থসিদ্ধয়ে তদনন্তরমেবাহুঃ ॥ ১৩২ ॥

ন যদিদমগ্র আস ন ভবিষ্যদতো নিধনা-
দনুমিতমন্তরা ত্বয়ি বিভাতি মৃষৈকরসে।
অত উপমীয়তে দ্রবিণ জাতি বিকল্পপথৈ-
বিতথমনোবিলাসমৃতমিত্যবযন্ত্যবুধাঃ ॥ ৭১ ॥ ১৩৩ ॥

যৎ যদি ইদং বিশ্বং অগ্রে সৃষ্টেঃ পূর্ব্বং নাস নাসীৎ তদা ন ভবিষ্যন্না ভবিষ্যদেব অত্রাগমাভাব আর্ষঃ। আকাশকুসুমমিবেতি ভাবঃ। শ্রুতয়শ্চাসীদেবেতি বদন্তি। সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ আত্মা বা ইদমগ্র আসীদিত্যাদ্যাঃ। তদেবং সূক্ষ্মতয়াত্বেতত্তাদাত্ম্যেন স্থিতং কারণাবস্থমিদং জগদ্বিস্তৃততয়া কার্য্যাবস্থং ভবতি। অতো যন্নিধনা-ন্নাশমাত্রাদ্ধেতোঃ শুক্তৌ রজতমিব ত্বয়ি তদিদমন্তরাসৃষ্টি মধ্যএব নত্বগ্রে-চান্তে চ বিভাতীত্যনুমিতং তন্মৃষেতি প্রমাণসিদ্ধং ন ভবতীত্যর্থঃ।

জগতের তাহা হইতে বিলক্ষণ সত্তা হইয়াছে, তেমনি আত্মার ন্যায় অধিকারী না হওয়াতে একরূপ অবস্থা জগতের নহে, এই প্রকার অর্থ সিদ্ধির নিমিত্ত জগৎকে সত্য বলিয়াছেন প্রবং তাহার পরেও কহিতেছেন ॥ ১৩২ ॥

১০ স্কন্ধে ৮৭ অধ্যায়ে ৩৩ শ্লোকে
শ্রুতিবাক্য যথা—

সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ কিছুই ছিল না এবং নাশের পরেও ইহার কিছুই থাকিবে না অতএব কেবল মধ্যস্থানে সত্য এক রসস্বরূপ আপনাতে এই মিথ্যা জগৎ কিয়ৎকাল ভাসমান হয়, সুতরাং মৃৎস্বুবর্ণাদি জনিত ঘটকুণ্ডলাদির সহিত উপমা দেওয়া যাইতে পারে অতএব যাঁহারা এই মিথ্যা মনোভিলাষকে সত্য করিয়া জানেন, তাঁহারা অতি অজ্ঞ ॥ ৭১ ॥ ১৩৩ ॥

জগৎ বিশ্ব সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিল না, পরেও থাকিবে না, এস্থলে যে যে আকারের আগম হয় নাই, তাহা আর্ষ। আকাশকুসুমের ন্যায় অর্থাৎ আকাশকুসুম যেমন তিন কালে মিথ্যা তদ্রূপ অভাব ইহাই তাৎপর্য্য। শ্রুতিসকলও কহিয়াছেন, এই জগৎ পূর্ব্বে ছিল। হে সৌম্য! এই জগৎ সৃষ্টির অগ্রে সদ্রূপে বর্ত্তমান ছিল, ইহার অগ্রে আত্মাই ছিলেন, ইত্যাদি শ্রুতি। অতএব এই প্রকারে সূক্ষ্মরূপে আপনার তাদাত্ম্যদ্বারা স্থিত অর্থাৎ কারণাবস্থাকে প্রাপ্ত হইয়া এই জগৎ ছিল, পরে বিস্তার দ্বারা কার্য্যাবস্থাকে প্রাপ্ত হইয়াছে অতএব যে নিধন নাশমাত্র হেতু শুক্তিতে রজতের ন্যায় তোমাতে সেই জগৎ অন্তরা অর্থাৎ সৃষ্টির মধ্যেই দীপ্তি করিতেছে, সৃষ্টির পূর্ব্বে

তত্র হেতুমাহ একরস ইতি অনুভবান্তরা বিষয়ানন্দাস্বাদ ইতি। যস্মিন্নুভূতে সতি বিষয়ান্তর স্ফূর্ত্তির্ন সম্ভবতি তস্মিন্ ত্বয়ি শুক্ত্যাদিনিকৃষ্ট বস্তু লীনবিষয়ারোপঃ কথং স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১৩৪ ॥

দধতি সকৃন্মনস্ত্বয়ি য আত্মনি নিত্যসুখেন পুনরুপাসতে পুরুষসারহারাবসথানিত্যস্মাকমেবোক্তিঃ। অতোঽচিন্ত্য শক্ত্যা স্বরূপাদচ্যুতস্যৈব তব পরিণামস্বীকারেণ দ্রবিণজাতীনাং দ্রব্যমাত্রাণাং মৃল্লোহাদীনাং বিকল্পা ভেদা ঘটকুণ্ডলাদয়স্তেষাং পন্থানো মার্গাঃ প্রকারাঃ তৈরেবাস্মাভিরুপমীয়তে নতু কুত্রাপি ভ্রম-রজতাদিভিঃ। যস্মাদেবং তস্মাদ্বিতথা মনোবিলাসা যত্র তাদৃশমেব ঋতং তদ্রূপং ব্রহ্মৈবেদং জগদিত্যবুধা এবাবয়ন্তি মন্যন্তে তস্য তদধিষ্ঠানত্বাসম্ভবাদিতি ভাবঃ। ঋতশব্দ প্রয়োগস্ত্বত্রমিথ্যা সম্বন্ধরাহিত্য ব্যঞ্জনার্থমেব কৃত ইতি জ্ঞেয়ং ॥ ১৩৫ ॥

অত্র সৎকার্য্যবাদিনাময়মভিপ্রায়ঃ। মৃৎপিণ্ডাদিকারকৈ র্যোঘট উৎপদ্যতে স সন্নসন্ বা আদ্যে পিষ্টপেষণং দ্বিতীয়ে ক্রিয়য়া কারকৈশ্চ তৎ সম্বন্ধস্য খপুষ্পধারণবদ সদ্ভাবাত্তেন চ তেষামন্যথাত্বাৎ কথং তৎ সিদ্ধিরিতিদিক্।

ও পরে দীপ্তি করে না, এই যে অনুমান তাহাও মিথ্যা অর্থাৎ প্রমাণসিদ্ধ নহে। তদ্বিষয়ে হেতু কহিতেছেন এক রস ইতি। অনুভবের পর অন্য বিষয়ে আনন্দাস্বাদ হয় না। যাহা অনুভব হইলে অন্য বিষয়ে স্ফূর্ত্তি সম্ভবে না সেই তোমাতে শুক্তি আদি নিকৃষ্টবস্তুতে যেমন বিষয়ের আরোপ হয়, তদ্রূপ কি প্রকারে হইবে, যেহেতু ইহা আমারাই কহিয়াছি ॥১৩৪॥

১০ স্কন্ধের ৮৭ অধ্যায়ে ৩৩ শ্লোকে যথা ॥

নিত্যসুখ স্বরূপ আপনাতে যাঁহারা একবার মনোনিবেশ করিয়াছেন, তাহাদিগেরই যখন উক্ত কুৎসিতসুখে প্রবৃত্তি হয় না, তখন ঋষিদিগের কথা আর কি বলিব ॥

অতএব অচিন্ত্য শক্তিদ্বারা নিজরূপ হইতে অক্ষরিত আপনার পরিণাম (বিকার) স্বীকার করিয়া দ্রবিণ জাতি অর্থাৎ দ্রব্য মাত্র মৃত্তিকা লোহাদির বিকল্পভেদ যে ঘটকুণ্ড-লাদি তাহাদের যে পন্থা প্রকার তাহারই সহিত উপমা হইয়াছে কোথাও ভ্রমময় রজতাদির সহিত উপমা হয় না, যে হেতু এই প্রকার হইল, সেই হেতু মিথ্যা মনোবিলাস যাহাতে হইয়াছে, তাদৃশ সত্য সেইরূপ ব্রহ্মই এই জগৎ ইহা অজ্ঞেরাই মনে করিয়া থাকে, যে হেতু ব্রহ্মের সেইরূপ অধিষ্ঠান হইতে পারে। ঋত শব্দের যে প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহা কেবল এই জগতে মিথ্যা সম্বন্ধরাহিত্য প্রকাশের নিমিত্ত ইহা জানিতে হইবে ॥১৩৫॥

এ স্থানে সৎকার্য্যবাদিদের এই অভিপ্রায় মৃৎপিণ্ডাদি কারক কর্ত্তৃক যে ঘট উৎপন্ন হইয়াছে তাহা সত্য কি মিথ্যা প্রথমে পিষ্ঠ বস্তুর পেষণ, দ্বিতীয়ে ক্রিয়া ও

তস্মান্ন প্রকটমেব সন্নচাত্যন্তমসন্ কিন্ত্বনাদিতয়া মৃৎপিণ্ডএব স্থিতোঽসৌ যথা কারক তন্নিষ্পন্নক্রিয়াযোগেন ব্যজ্যতে। তথা ত্বয়ি স্থিতং বিশ্বং ত্বং স্বাভাবিকশক্তি তন্নিষ্পন্নক্রিয়াযোগেনেতি। অত্র স্ববেদান্তিত্বপ্রখ্যাপকানামপান্যথা মননং বেদান্তবিরুদ্ধমেব। মনএব ভুতকার্য্যমিতি হি তত্র প্রসিদ্ধং। যুক্তিবিরুদ্ধঞ্চ। মনোঽহঙ্কারাদীনাং মনঃকল্পিতত্বাসংভবাৎ।

তথা সতি বেদবিরুদ্ধো ঽনীশ্বরবাদঃ প্রসজ্জেত।
স চ নিন্দিতঃ ॥ ১৩৬ ॥

পাদ্মে ॥

শ্রুতয়ঃ স্মৃতয়শ্চৈব যুক্তয়শ্চেশ্বরং পরং।
বদন্তি তদ্বিরুদ্ধং যো বদেত্তস্মান্নরাধম ইতি ॥
শ্রীগীতোপনিষদাদি দৃষ্ট্যা কেচিচ্চৈবং ব্যাচক্ষতে ॥
অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরং।
অপরস্পরসংভূতং কিমতঃ কামহৈতুকমিতি ॥ ১৩৭ ॥

কারকের সহিত পেষণ সম্বন্ধের খপুষ্প ধারণের ন্যায় অসম্ভাবপ্রযুক্ত পেষণের সহিতও ক্রিয়াকারকের সম্বন্ধ না থাকা প্রযুক্ত কি প্রকারে পেষণ সিদ্ধ হইবে। সেই হেতু প্রকট হইয়াও জগৎ সত্য নহে ও অত্যন্ত অসত্য নহে, কিন্তু যেমন অপ্রকাশরূপে এই ঘট মৃৎপিণ্ডে স্থিত হইয়া কারক ও কারকনিষ্পন্ন ক্রিয়াযোগ দ্বারা প্রকাশ হয়, তেমনি পরম কারণ রূপে তোমাতে স্থিত হইয়া এই বিশ্ব তোমার স্বাভাবিক শক্তি ও শক্তিনিষ্পন্ন ক্রিয়াযোগদ্বারা প্রকাশ পাইতেছে। এস্থলে নিজের বেদান্তিতা প্রখ্যাপক সকলেরও বিশ্বসংসারে মনোনিবেশ দ্বারা যে মনন তাহা বেদান্ত বিরুদ্ধ, যে মনেরই ভুত কার্য্য ইহাই বেদান্তে প্রসিদ্ধ হইত। তাহাও যুক্তিবিরুদ্ধ, যেহেতু মন ও অহঙ্কারাদি মনঃ কল্পিত হয় না। এইরূপ হইলে বেদবিরুদ্ধ ও অনীশ্বরবাদের প্রসক্তি হইয়া থাকে। তাহাও নিন্দিত ।।১৩৬।।

পদ্মপুরাণের যথা ।।

শ্রুতি, স্মৃতি ও যুক্তি, ইহারা কেবল ঈশ্বরকেই কীর্ত্তন করিতেছেন। যে ব্যক্তি শ্রুতিপ্রভৃতিকে বিরুদ্ধ বলে, একারণ সে নরাধম হয়।

শ্রীভগবদ্‌গীতার ১৬ অধ্যায়ে ৮ শ্লোকের
দৃষ্টিদ্বারা কেহ এইরূপ মানিয়া থাকে যথা—

তাহারা এই জগৎকে অসত্য, অপ্রতিষ্ঠ, অনীশ্বর এবং পরস্পর সম্ভূত (অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষের মিথুন হইতে উৎপন্ন) কাম হেতুক ভিন্ন অন্য কোন হেতুক না হওয়া ব্যক্ত করে ।। ১৩৭ ।।

অসত্যং মিথ্যাভূতং সত্ত্বাসত্ত্বাভ্যামনির্ব্বচনীয়ত্বেনাপ্রতিষ্ঠং নির্দ্দেশশূন্যং স্থাণৌ পুরুষবৎ ব্রহ্মণি ঈশ্বরত্বস্যাপ্যজ্ঞানকল্পিতত্বাৎ। ঈশ্বরাভিমানী তত্র কশ্চিন্নাস্তি ইত্যনীশ্বরমেব জগৎ। অপরস্পরসংভূতমানাদ্যজ্ঞান-পরম্পরাসংভূতং। অপরস্পরাঃ ক্রিয়াসাতত্যে অতঃ কামহৈতুকং মনঃ-সঙ্কল্পমাত্রজাতং স্বপ্নবদিত্যর্থঃ। অত্র প্রবৃত্তিং চেত্যাদিনা তেষাং সংস্কারদোষ উক্তঃ। এতাং দৃষ্টিমিত্যাদিনাতু গতিশ্চ নিন্দিষ্যত ইতি জ্ঞেয়ং ॥ ১৩৮ ॥

এভিরদ্বৈতবাদিভিরেব ব্রহ্মণ ঐশ্বর্য্যোপাধির্মায়াপি জীবাজ্ঞান-কল্পিতা তয়ৈব জগৎসৃষ্টেরিতি মতং ॥

যদুক্তং তদীয়ভাষ্যে ॥

তদনন্যত্বমিত্যাদি সূত্রে সর্ব্বজ্ঞেশ্বরস্য আত্মভূতে ইবা বিদ্যাকল্পিতে নামরূপে তত্ত্বাতত্ত্বাভ্যামনির্ব্বচনীয়ে সংসার প্রপঞ্চবীজভূতে-সর্ব্বজ্ঞেশ্বরস্য মায়াশক্তিঃ প্রকৃতিরিতি। শ্রুতিস্মৃত্যোরভিলপ্যেতে ইতি। কিন্তু বিদ্যাবিদ্যে মম তনূ ইত্যাদি শ্রীভগবদ্বাক্যে নতু বিরুদ্ধমিতি অতো মায়াবাদতয়া অয়ং বাদঃ খ্যায়তে ॥ ১৩৯ ॥

অসত্য মিথ্যাস্বরূপ, বিদ্যমান ও অবিদ্যমান দ্বারা অনির্ব্বচনীয় হেতুক অপ্রতিষ্ঠ, নির্দ্দেশশূন্য অর্থাৎ যাহা নির্দ্দেশ করা যায় না, যে হেতু স্থাণুরন্যায় ব্রহ্মে যে ঈশ্বরত্ব তাহাও অজ্ঞানকল্পিতমাত্র হইয়াছে, সেই জগতে ঈশ্বরাভিমানী কেহই নাই, এই হেতু এই জগৎ ঈশ্বরশূন্য হইয়াছে। অপরস্পরসম্ভূত অর্থাৎ অনাদি অজ্ঞানপরম্পরাজাত। অপরস্পরশব্দের অর্থ নিরন্তর ক্রিয়া, অতএব জগৎ কামহেতু অর্থাৎ স্বপ্নের ন্যায় মনঃ-সংকল্পমাত্রজাত স্বপ্নের ন্যায় এই অর্থ। শ্রীভগবদ্‌গীতায় ১৬ অধ্যায়ে "প্রবৃত্তিং চেত্যাদিনা" ৭ শ্লোকে তাহাদিগের সংস্কারদোষ কথিত হইয়াছে। ঐ অধ্যায়ের "এতাং দৃষ্টিমিত্যাদিনা" তাহাদের গতি নিন্দিত হইয়াছে ইহা জানিতে হইবে ॥১৩৮॥

এই সকল অদ্বৈতবাদি প্রমাণদ্বারাই ব্রহ্মের ঐশ্বর্য্য যাহার উপরি সেই মায়াও জীবের অজ্ঞান কল্পিত, সেই মায়াদ্বারাই জগতের সৃষ্টি হইয়াছে, ইহাই জ্ঞানিসকলের মত।

গীতাভাষ্যে উক্ত হইয়াছে যথা।

ঈশ্বর হইতে জগৎ ভিন্ন নহে ইত্যাদি সূত্রে ॥

সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের আত্মস্বরূপের ন্যায় অজ্ঞান কল্পিত তত্ত্ব ও অন্য তত্ত্বদ্বারা অনির্ব্বচনীয় সংসার প্রপঞ্চে বীজস্বরূপ নাম ও রূপকে শ্রুতি ও স্মৃতিতে সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের মায়াশক্তি প্রকৃতি ইহা কীর্ত্তন করিয়াছেন, কিন্তু এস্থলে বিদ্যা ও অবিদ্যা

তদেবং পাদ্মোত্তরখণ্ডে দেবীং প্রতি পাষণ্ডশাস্ত্রগণনে শ্রীমহাদেবে-নোক্তং ॥

মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব কল্পিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণরূপিণা।
ব্রহ্মণশ্চাপরং রূপং নির্গুণং বক্ষ্যতে ময়া।
সর্ব্বস্য জগতোপ্যস্য মোহনার্থং কলৌ যুগে ॥
বেদান্তে তু মহাশাস্ত্রে মায়াবাদমবৈদিকং।
ময়ৈব বক্ষ্যতে দেবি জগতাং নাশকারণাদিতি।
তচ্চাসুরাণাং মোহনার্থং ভগবত এবাজ্ঞয়েতি।
তত্রৈবোক্তমস্তি ॥ ১৪০ ॥
তথাচ পাদ্ম এবান্যত্র শৈবে চ ॥
দ্বাপরাদৌ যুগে ভূত্বা কলয়া মানুষাদিষু।
স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুর্ব্বিতি
শ্রীভগবদ্বাক্যমিতি দিক্ ॥
অত এবোক্তং শ্রীনৃসিংহপুরাণে যমবাক্যে ॥ ১৪১ ॥
বিষধর কণভক্ষ শঙ্করোক্তী
দর্শবল পঞ্চশিখাঽক্ষপাদবাদান্।

আমারই দেহ, ইত্যাদি শ্রীভগবদ্বাক্যদ্বারা বিরুদ্ধ অতএব মায়াবাদ দ্বারা এই বাদ কহিয়াছেন ।।১৩৯।।

ঐ বাদকে পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে দেবীর প্রতি পাষণ্ডশাস্ত্রগণনাকারি মহাদেব কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে যথা—

হে দেবি! বুদ্ধমতাবলম্বী প্রছন্ন মায়াবাদ যে অসৎ শাস্ত্র উক্ত হইয়াছে, তাহা আমি কলিকালে ব্রাহ্মণমূর্ত্তি হইয়া কহিয়াছি। কলিযুগে ব্রহ্মের যে অপর নির্গুণ-রূপ আমি বলিয়াছি, তাহা কেবল এই সমস্ত জগতের মোহনের নিমিত্ত। হে দেবি! মহাশাস্ত্র বেদান্তেও যে অবৈদিক মায়াবাদ আমা কর্ত্তৃক কল্পিত হইয়াছে, তাহা জগতের নাশের নিমিত্ত।

তাহাও অসুর সকলের মোহনের নিমিত্ত ভগবানেরই আজ্ঞাদ্বারা সেই পদ্মপুরাণে এইরূপ উক্ত হইয়াছে ।। ১৪০ ।।

পদ্মপুরাণে ও শিবপুরাণে যথা ।।

দ্বাপরাদি অর্থাৎ দ্বাপর যাহার আদি সেই কলিযুগে কলাদ্বারা মানুষাদিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া কল্পিত নিজ আগমদ্বারা তুমিই জন সকলকে আমা হইতে বিমুখ কর। ইহাই ভগবানের বাক্য ।। ১৪১ ।।

মহদপি সুবিচার্য্যলোকতন্ত্রং
ভগবদুপাস্তি মৃতে ন সিদ্ধিরস্তীতি।

সর্ব্বেঽত্র বাদগ্রন্থা এব নির্দ্দিষ্টা নতু মন্ত্রগ্রন্থা ইতি নামাক্ষরমেব সাক্ষাৎ নির্দ্দিষ্টমিতি চ নান্যথা মননীয়ং আনন্দময়োঽভ্যাসাদিত্যাদিষু বেদান্তসূত্র কারমতং। তত্র দূষ্যত ইতি অতো যৎ ক্বচিত্তত্তৎ প্রশংসা বা স্যাত্তদপি নিতান্ত নাস্তিকবাদং নিজ্জির্ত্যাংশেনাপ্যাস্তিকবাদঃ স্থাপিত ইত্যপেক্ষয়া জ্ঞেয়ং। তস্মাৎ স্বতন্ত্র ঈশ্বর এব সর্ব্বস্রষ্টা নতু জীবঃ। স্বাজ্ঞানেন স্বশক্ত্যৈব বেত্যায়াতং। তদুক্তং শ্রীবাদরায়ণেনাপি বহুত্র॥

সংজ্ঞা মূর্ত্তি কৢপ্তি স্তু ত্রিবৃৎ কুর্ব্বত উপদেশাদিত্যাদিষু॥ ১৪২॥

অতস্তন্মনো ঽসৃজত মনঃ প্রজাপতিমিত্যাদৌ। মনঃ শব্দেন সমষ্টি মনোঽধিষ্ঠাতা শ্রীমাননিরুদ্ধ এব। বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি তৎসংকল্প এব বাচ্যঃ স চ সত্যস্বাভাবিকাচিন্ত্যশক্তিঃ পরমেশ্বর স্তুচ্ছং মায়িকমপি

অতএব নৃসিংহপুরাণে যমবাক্যে উক্ত হইয়াছে যথা—

বিষধর (পতঞ্জল) কণভক্ষ (কণাদভাষ্য) শঙ্করোক্তি (মায়াবাদ) দশবল (বুদ্ধ) পঞ্চশিখ (মীমাংসা) অক্ষপাদ (গৌতম) এই সকলের যে বাদ অর্থাৎ গ্রন্থ ও শ্রেষ্ঠ-লোকতন্ত্র এই সকলকে সুন্দররূপে বিচার করিলে ভগবানের উপাসনা ব্যতিরেকে সিদ্ধি হয় না।

এস্থলে সমস্ত বাদগ্রন্থই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে মন্ত্রগ্রন্থ অর্থাৎ মন্তব্য যে গ্রন্থ তাহা নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, এই হেতুবাদ গ্রন্থকর্ত্তাদের নামের অক্ষরে সাক্ষাৎ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ইহাতে অন্য প্রকার মনন করিও না। প্রসিদ্ধ ব্রহ্মশব্দের অভ্যাসবশতঃ ঈশ্বর আনন্দময় হইয়াছেন, ইত্যাদিতে বেদান্তের সূত্রকারের মত তাহাতে দৃষ্ট হইতেছে, সেই হেতু স্বতন্ত্র ঈশ্বরই সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা, জীব সৃষ্টিকর্ত্তা নহে, হেতু জীব আপনাকে জানে না কিম্বা জীব ঈশ্বরের শক্তি ইহাই প্রাপ্ত হইল।

তাহা বাদরায়ণ কর্ত্তৃক বহু স্থানে উক্ত হইয়াছে যথা—

ত্রিগুণকার্য্য জগৎকর্ত্তার উপদেশ হইতে সংজ্ঞা (নাম) মূর্ত্তি কৢপ্তি অর্থাৎ রূপ প্রকাশ পাইয়াছে ইত্যাদি সূত্রে॥ ১৪২॥

অতএব সেই মনকে সৃষ্টি করিয়াছেন, মনঃ প্রজাপতিকে সৃষ্টি করিয়াছেন ইত্যাদি প্রমাণে মনঃশব্দ দ্বারা সমষ্টি মনের অধিষ্ঠাতা শ্রীমান্ অনিরুদ্ধই হইয়াছেন। এক আমি অনেক হইয়া জন্মিব, এই কথা তাহার সঙ্কল্পই বাচ্য হইয়াছে, সেই সত্য স্বাভাবিক অচিন্ত্যশক্তি পরমেশ্বর চিন্তামণি সকলের অধিপতি কিম্বা স্বয়ং চিন্তামণি হইয়া কৃত্রিম সুবর্ণাদির ন্যায় তুচ্ছ মায়িক বস্তুকে সৃষ্টি করেন না॥

ন কুর্য্যাৎ। চিন্তামণীনামধিপতিঃ স্বয়ং চিন্তামণিরেব বা কূট কনকাদিবৎ।

তথাচ মাধ্বভাষ্যপ্রমাণিতাশ্রুতিঃ ॥

অথৈনমাহুঃ সত্যকর্ম্মেতি সত্যং হ্যবেদং বিশ্বমসৃজতেতি ॥ ১৪৩ ॥

এবঞ্চ ॥

সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং
সত্যস্যে যোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে।
সত্যস্য সত্যমৃতসত্যনেত্রং
সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ ॥ ১৪৪ ॥

ইত্যত্র সংকল্পত্বং সত্যপরায়ণত্বং সৃষ্টাদি লীলাত্রয়েষু সত্যত্বং সত্যস্য বিশ্বস্য কারণত্বং সত্যএব বিশ্বেঽস্মিন্নন্তর্যামিত্বেন স্হিতত্বং। সত্যস্য

মাধ্বভাষ্যপ্রমাণিতা শ্রুতি যথা ॥

অনন্তর এই পরমেশ্বরকে সত্যকর্ম্মা কহিয়াছেন। এই হেতু নিশ্চয় সত্য স্বরূপ এই বিশ্বকে সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ১৪৩

এই প্রকার ১০ স্কন্ধে ২ অধ্যায়ে ২০ শ্লোকে দেবস্তুতি যথা ॥

ভগবান্ প্রতিশ্রুত সত্য করিলেন, ইহাতে হৃষ্ট হইয়া দেবতারা প্রথমতঃ সত্যস্বরূপে স্তব করিতে লাগিলেন যথা—

ভগবন্! আপনি সত্যব্রত অর্থাৎ আপনকার সঙ্কল্প সত্য, সত্যই আপনাতে শ্রেষ্ঠপ্রাপ্তিসাধন অর্থাৎ সত্যাচারণ দ্বারা আপনাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, আপনি তিনকালেই অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে, প্রলয়ের এবং স্থিতিসময়ে সত্যস্বরূপ অর্থাৎ অব্যভিচারে সর্ব্বদা বর্ত্তমান আছেন, কারণ আপনি সত্যের অর্থাৎ পৃথিবী, জল, তেজ, তথা বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভুতের যোনি সুতয়াং সৃষ্টির পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। এক্ষণেও সত্যে আকাশাদি ঐ পঞ্চভুতে অন্তর্যামিস্বরূপে অবস্থিত রহিয়াছেন, ইহতে সৃষ্টির সময়েও আপনকার সত্যত্ব দৃষ্ট হইতেছে। আর আপনি ঐ সত্যের অর্থাৎ পৃথিব্যাদি পঞ্চভুতের সত্য অর্থাৎ পারমার্থিক স্বরূপ, যেহেতু তাহার বিনাশে আপনিই অবশিষ্ট থাকেন। এতএব প্রলয় সময়েও অবধিত্ব হেতু আপনকার সত্যত্বে নিশ্চয় হয়। অধিকন্তু আপনি সত্যের অর্থাৎ সুনৃতা বাণীর ও সমদর্শনের প্রবর্ত্তক এইরূপ সকল প্রকারেই আপনি সত্যাত্মক হইয়াছেন আমরা সত্যরূপি আপনকার শরণাপন্ন হইলাম ॥ ১৪৪

সত্যসঙ্কল্প সত্যপরায়ন, সৃষ্ট্যাদি তিন লীলাতেই সত্য ও সত্যস্বরূপ বিশ্বের কারণ সত্যই, এই বিশ্বসংসারে অন্তর্যামিরূপে স্থিত এবং সেই সত্যের কারণ সত্যবচনেরও অব্যভিচারি দর্শনের প্রবর্ত্তক সত্যরূপ আপনার শরণাপন্ন হইলাম, এই

তস্য সত্যতাহেতুত্বং সত্যবচনস্যাব্যভিচারিদৃষ্টেশ্চ প্রবর্ত্তকত্বং সত্যরূপত্বং ইত্যেতেষামর্থানামাকূতং পরিপাটী চ সংগচ্ছতে। অন্যথা সত্ত্যস্য যোনি-মিত্যাদৌ ত্রয়ে তত্রাপি নিহিতং সত্য ইত্যত্রাকস্মাদর্দ্ধজরতীয়ন্যায়েন কষ্ট-কল্পনাময়ার্থান্তরে তু ভগবতা স্বপ্রতিশ্রুতং যত্তদ্যুক্তমেবেত্যতো ব্রহ্মাদিভিস্তস্য তথা স্তবে স্বারস্যভঙ্গঃ স্যাৎ প্রক্রমভঙ্গশ্চ। তস্মাৎ সত্যমেব বিশ্বমিতি স্থিতং ॥ ১০ ॥ ৮৭ ॥ শ্রুতয়ঃ শ্রীভগবন্তং ॥১৪৫॥

তদেবং ন যদিদমগ্র আসেত্যনেন প্রাকৃতলয়েঽপি সৎকার্য্যবাদেঽনুগ-মিতঃ। আত্যন্তিকে তু মোক্ষলক্ষণলয়ে ন পৃথিব্যাদীনাং নাশঃ। জীবকৃতেন তথা ভাবনামাত্রেণ স্বাভাবিকপরমাত্মশক্তিময়ানাং তেষাং নাশাযুক্তেঃ। লব্ধমোক্ষেষু শ্রীপরীক্ষিদাদিষু তদ্দেহস্থানামপি পৃথিব্যাদ্যংশানাং স্থিতেঃ শ্রবণাৎ। তথা হিরণ্যগর্ব্ভাংশানাং বুদ্ধ্যা-দীনামপি ভবিষ্যতি। অতস্তেষ্বধ্যাসপরিত্যাগ এবাত্যন্তিকলয় ইত্যুচ্যতে ॥ ১৪৬ ॥

অতএব। ঘটে ভিন্নে ঘটাকাশঃ আকাশঃ স্যাদ্‌যথাপুরা।
এবং দেহে মৃতে জীবো ব্রহ্মসংপদ্যতে পুনরিত্যত্র।

সকলের আকার ও পরিপাটী সঙ্গত হইল, তাহা না হইলে সত্যের যোনি ইত্যাদি তিন বিশেষণেও তাহার মধ্যেও সত্যে নিহিত এস্থলে হঠাৎ অর্দ্ধজরা ব্যক্তি যেমন সম্পূর্ণ-রূপে কার্য্যসাধন না করিতে পারিয়া কষ্টসৃষ্টে একরূপ সম্পাদন করে, তাহার ন্যায় কষ্ট কল্পনাময় অন্য অর্থেও ভগবান্ নিজপ্রতিশ্রুত যে সত্য করিয়াছেন তাহা যুক্তই হইয়াছে, এই হেতু ব্রহ্মাদি কর্ত্তৃক সেই ভগবানের সেইরূপ স্তবে স্বারস্য ভঙ্গ হইত। অতএব বিশ্ব সত্যই বটে, ইহাই স্থির হইল ॥ ১৪৫ ॥

অতএব এই প্রকার ১০ স্কন্ধের ৮৭ অধ্যায়ের ৩৩ শ্লোকে "ন যদিদমগ্র আস" অর্থাৎ এই বিশ্ব যদি অগ্রে ছিল না ইহাদ্বারা প্রাকৃত লয়কেও সৎকার্য্যবাদে অনুগত করা হইয়াছে। আত্যন্তিক প্রলয়েও মোক্ষ স্বরূপ লয়ে পৃথিব্যাদি নাশ হয় না। জীবকৃত সেইরূপ ভাবনামাত্রদ্বারা স্বাভাবিক পরমাত্মার সেই পৃথিব্যাদির যেহেতু নাশ অযুক্ত হইরাছে। লব্ধমোক্ষ শ্রীপরীক্ষিৎ প্রভৃতিতে তাহাদের দেহস্থ হইয়া পৃথিব্যাদি অংশ সকলের যেহেতু স্থিতি শুনা যাইতেছে, সেইরূপ হিরণ্যগর্ব্ভের অংশ বুদ্ধ্যাদিরও লয় হইবে, অতএব পৃথিব্যাদিতে আরোপ পরিত্যাগকেই পণ্ডিতগণ আত্যন্তিক লয় বলিয়া কীর্ত্তন করেন ॥ ১৪৬ ॥

অতএব ১২ স্কন্ধে ৫ অধ্যায়ে ৫ শ্লোকে যথা ॥

যেমন ঘট ভগ্ন হইলে ঘটাকাশ পূর্ব্বের ন্যায় মহাকাশে লীন হয়, তদ্রূপ দেহের মৃত্যু হইলে জীব পরব্রহ্মে সম্পন্ন হয়েন ॥

তথা এবং সমীক্ষ্যাত্মানমাত্মন্যাধায় নিষ্কলে।
দশন্তং তক্ষকং পাদে লেলিহানং বিষাননৈঃ।
ন দ্রক্ষ্যসি শরীরং ত্বং বিশ্বঞ্চ পৃথগাত্মনঃ ॥ ১৪৭ ॥

ইত্যত্রাপি উপাধেঃ সংযোগ এব পরিত্যাজ্যতে নতু তস্য মিথ্যাত্বং প্রতিপাদ্যতে।

তথাহি বুদ্ধীন্দ্রিয়ার্থে'ত্যাদিপ্রকরণং ॥

তত্র তদাশ্রয়ত্ব তৎপ্রকাশ্যত্ব তদব্যতিরিক্তত্বেভ্যো হেতুভ্যো বুদ্ধীন্দ্রিয়াদীনাং পরমাত্মস্বভাবশক্তিময়ত্বমাহ ॥ ১৪৮ ॥

বুদ্ধীন্দ্রিয়ার্থরূপেণ জ্ঞানং ভাতি তদাশ্রয়ং।
দৃশ্যত্বাব্যতিরেকাভ্যামাদ্যন্তবদবস্তু যৎ ॥ ৭২ ॥ ১৪৯ ॥

অন্তঃকরণ-বহিঃকরণ-বিষয়রূপেণ পরমাত্মলক্ষণং জ্ঞানমেব ভাতি। তস্মাদনন্যদেব বুদ্ধ্যাদি বস্ত্বিত্যর্থঃ। যত স্তদাশ্রয়ং তেষামাশ্রয়রূপং তজ্‌জ্ঞানং নপুংসকত্বমার্ষং। তথাপি রাজভৃত্যয়োরিবাত্যন্ত এব ভেদঃ স্যাত্তত্র হেত্বন্তরে ২প্যাহ। দৃশ্যত্বং তৎপ্রকাশ্যত্বং অব্যতিরেকত স্তদ্ব্যতি-

---

এস্থলেও তথা ১২। ১৩ শ্লোকে যথা ॥

আমিই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই আমি এইরূপ অভেদ চিন্তা কর, নিরবয়ব পরমাত্মাতে জীবাত্মার যোগ কর।

তাহা হইলে পদতলে লেলিহান দংশনকারি তক্ষককে ও শরীরাদি বিশ্বকে আত্মা হইতে আর পৃথক্‌ দেখিবে না ॥১৪৭॥

এস্থলেও উপাধির সংযোগই পরিত্যাগ করাইয়াছেন কিন্তু জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন করেন নাই। এই বিষয়ের প্রমাণ বুদ্ধীন্দ্রিয়ার্থ ইত্যাদি প্রকরণ ॥

তাহাতে ঈশ্বরাশ্রিত, ঈশ্বরপ্রকাশ্য ও ঈশ্বরব্যতিরিক্ত কারণ সকল হইতে বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদির পরমাত্মার স্বভাবশক্তিময়ত্ব কহিতেছেন ॥ ১৪৮ ॥

১২ স্কন্ধের ৪ অধ্যায়ে ২২ শ্লোকে যথা ॥

যে কালে গ্রাহক বুদ্ধি ও করণ ইন্দ্রিয় এবং গ্রাহ্য বিষয়ের পৃথক্‌ ব্যবহার না থাকে ও কেবল তদাশ্রয় জ্ঞান মাত্র প্রকাশ পায়, তখন তাহাকে আত্যন্তিক লয় অর্থাৎ মুক্তি বলা যায়, যেহেতু দৃশ্য ও কারণ হইতে অভিন্ন বস্তুমাত্রই আদ্যন্ত বিশিষ্ট ও অবস্তু ॥ ৭২। ১৪৯ ॥

অন্তঃকরণ ও বহিঃকরণ বিষয়রূপ পরমাত্ম স্বরূপ জ্ঞানই দীপ্তি পাইতেছে অর্থাৎ পরমেশ্বর হইতে বুদ্ধ্যাদি বস্তু ভিন্ন নহে, যেহেতু তদাশ্রয় অর্থাৎ বুদ্ধ্যাদির আশ্রয় রূপ তাহার জ্ঞান হইয়াছে, এস্থলে নপুংসকত্ব আর্ষ। তথাপি রাজভৃত্যের ন্যায় অত্যন্ত ভেদ হইবে। তাহাতে অন্য হেতুতেও কহিতেছেন। দৃশ্য অর্থাৎ তৎপ্রকাশ্য

রেকে ব্যতিরেকঃ তাভ্যাং। তস্মাদেকদেশস্থিতস্যাগ্নে র্জ্যোস্নাবিস্তারিণী যথেত্যাদিবৎ বুদ্ধ্যাদীনাং তৎস্বাভাবিক শক্তিময়ত্বমেব সেৎস্যতীতি ভাবঃ। যৎ খল্বাদ্যন্তবৎ শুক্ত্যাদৌ কদাচিদিবারোপিতং রজতং তৎপুনরবস্তু তদাশ্রয়কত্ব তৎপ্রকাশ্যত্ব তদব্যতিরেকাভাবাৎ শুক্ত্যাদি বস্তু ন ভবতি শুক্ত্যাদিভ্যো হনন্যন্ন ভবতীত্যর্থঃ। ততশ্চৈকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞা বিরুদ্ধেতেতি ভাবঃ। এবমসৎকার্য্যবাদান্তরেহপি বিজ্ঞেয়ং। একস্যাপি বস্তুনোহংশভেদেনা শ্রয়াশ্রয়িত্বং স্বয়মেব দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি ॥ ১৫০ ॥

দীপশ্চক্ষুশ্চ রূপঞ্চ জ্যোতিষো ন পৃথগ্ ভবেৎ।
এবং ধীঃ খানি মাত্রাশ্চ ন স্যুরন্যতমাদৃতাৎ ॥ ৭৩ ॥ ১৫১

দীপচক্ষুরূপাণাং মহাভূতজ্যোতিরংশরূপত্বাৎ দীপাদিকং ন ততঃ পৃথক্। এবং ধীপ্রভৃতীনি ঋতাৎ পরমাত্মনো ন পৃথক্ স্যুঃ। তথাপি যথা মহাভূতজ্যোতি দীপাদিদোষেণ ন লিপ্যতে তথা বুদ্ধ্যাদিদোষেণ পরমাত্মাপি। তদ্বদস্যাপ্যন্যতমত্বাদিত্যাহ অন্যতমাদিতি। তদেবং ধীপ্রভৃতীনাং পরমাত্ম স্বাভাবিক শক্তিময়ত্বমুক্ত্বা তথাপি তেভ্যো বহিরঙ্গ-

---

ব্যতিরেকে অর্থাৎ ঈশ্বর ব্যতিরেকে জগতের ব্যতিরেক। তাৎপর্য, ঈশ্বর ভিন্ন জগৎ থাকে না সেই দুইয়ের দ্বারা। অতএব একদেশস্থিত অগ্নির জ্যোৎস্না যেমন সর্ব্ব-ব্যাপিনী হয়, তাহার ন্যায় বুদ্ধ্যাদি ঈশ্বরের স্বাভাবিক শক্তিময়ই হইয়াছে, ইহাই ভাবার্থ। যাহা নিশ্চয় আদ্যন্ত বিশিষ্ট বণিক্‌বীথ্যাদিতে সিদ্ধ, শুক্ত্যাদিতে আরোপিত রজত তাহা কখনই বস্তু নহে, যেহেতু শুক্তিরজতের প্রকাশ্যও রজত হইতে অভিন্ন নহে অর্থাৎ ভিন্ন হইয়াছে। এই হেতু শুক্ত্যাদি বস্তু নহে, অর্থাৎ শুক্ত্যাদি হইতে পৃথক নহে। অতএব একের বিজ্ঞান দ্বারা সমস্তের বিজ্ঞান প্রতিজ্ঞা বিরুদ্ধ হইয়াছে, ইহাই ভাবার্থ। এই প্রকার অসৎ কার্য্যের ন্যায় আদিতে এবং শেষেও জানিতে হইবে। এক বস্তুরই অংশভেদ দ্বারা আশ্রয়াশ্রিত্য আপনিই দৃষ্টান্তদ্বারা তাহাকে স্পষ্ট করিতেছেন ॥ ১৫০ ॥

১২ স্কন্ধে ৪ অধ্যায়ে ২৩ শ্লোকে যথা ॥

যেমন দীপ, চক্ষু ও রূপ এসমুদায় জ্যোতি হইতে পৃথক্ হইয়াও ভিন্ন নহে, তদ্রূপ বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও বিষয় সমুদায় সত্য স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হইয়াও ভিন্ন নহে ॥ ৭৩ ॥ ১৫১ ॥

দীপ, চক্ষু ও রূপ এই সকল মহাভুত জ্যোতির অংশ রূপত্ব প্রযুক্ত দীপাদি মহাভুত জ্যোতি হইতে পৃথক্ নহে। এই প্রকার ধীপ্রভৃতি সত্য স্বরূপ পরমাত্মা পৃথক্

শক্তিময়েভ্যো ঽন্তরঙ্গশক্তি তটস্থশক্তিবিশিষ্ট পরমাত্মনো ঽন্যতমত্বেন তেষাম শুদ্ধত্বব্যঞ্জনয়া সদোষত্বমুক্ত্বা তেষু ধীপ্রভৃতিষু অধ্যাসং পরিত্যাজয়িতুং তিসৃষু ধীবৃত্তিষু তাবচ্ছুদ্ধস্যৈব জীবস্য সকারণমধ্যাসমাহ ॥ ১৫২ ॥

বুদ্ধে র্জাগরণং স্বপ্নঃ সুষুপ্তিরিতি চোচ্যতে।

মায়ামাত্রমিদং রাজন্নানাত্বং প্রত্যগাত্মনি ॥ ৭৪ ॥ ১৫৩ ॥

বুদ্ধিবৃত্তিরূপং জাগরণং স্বপ্নঃ সুষুপ্তিরিতীদং প্রত্যগাত্মনি শুদ্ধজীবে বিশ্বতৈজসপ্রাজ্ঞত্বাখ্যং নানাত্বং মায়ামাত্রং মায়া কৃতাধ্যাসমাত্রেণ জাতমিত্যর্থঃ। ততঃ পরমাত্মনি বুদ্ধ্যাদিময়স্য জগতঃ সতোঽপি সম্পর্কঃ সুতরাং নাস্তীত্যাহ ॥ ১৫৪ ॥

যথা জলধরা ব্যোম্নি ভবন্তি ন ভবন্তিচ।

ব্রহ্মণীদং তথা বিশ্বমবয়ব্যুদয়াপ্যয়াৎ ॥ ৭৫ ॥ ১৫৫ ॥

নহে। তথাপি যেমন মহাভূত জ্যোতি দীপাদির দোষদ্বারা লিপ্ত হয় না তেমনি বুদ্ধ্যাদি দোষদ্বারা পরমাত্মাও লিপ্ত হয়েন না, সেইরূপে এই পরমেশ্বরও জগৎ হইতে অন্যতম হইয়াছেন। "অন্য তমাদিতি"।

অতএব ধীপ্রভৃতির পরমাত্মার স্বাভাবিক শক্তিময়ত্ব উল্লেখ করিয়া তথাপি বহিরঙ্গ শক্তিময় সেই ধী প্রভৃতি হইতে অন্তরঙ্গ শক্তিও তটস্থশক্তি বিশিষ্ট পরমাত্মার অন্যতমত্ব দ্বারা সেই ধীপ্রভৃতির অশুদ্ধ প্রকাশ দ্বারা সদোষত্বকে উল্লেখ করিয়া সেই ধীপ্রভৃতি সকলে আরোপকে পরিত্যাগ করাইবার নিমিত্ত তিন প্রকার বুদ্ধিবৃত্তিতে শুদ্ধ জীবেরই কারণের সহিত আরোপকে কহিতেছেন ॥ ১৫২ ॥

১২ স্কন্ধের ৪ অধ্যায়ে ২৪ শ্লোকে যথা ॥

হে রাজন! জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এসমুদায় বুদ্ধির অবস্থামাত্র, অতএব প্রত্যগাত্মাতে যে নানাত্ব জ্ঞান তাহা কেবল মায়ামাত্র ॥ ৭৪ ॥ ১৫৩ ॥

বুদ্ধিবৃত্তি রূপে জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি ইহা প্রত্যগাত্মা অর্থাৎ শুদ্ধজীবে, বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞত্ব যাহার আখ্যা হইয়াছে সেই নানাত্ব মায়ামাত্র অর্থাৎ মায়াকৃত আরোপ মাত্র দ্বারা জাত হইয়াছে, অতএব জগৎ বুদ্ধ্যাদিময় হইলেও পরমাত্মাতে সুতরাং তাহার সম্পর্ক নাই, ইহা কহিতেছেন ॥ ১৫৪ ॥

১২ স্কন্ধে ৪ অধ্যায়ে ২৫ শ্লোকে যথা ॥

যেমন আকাশমণ্ডলে মেঘ কখন উদিত হয়, কখনও নাও হয়, তদ্রূপে সাবয়ব এই বিশ্ব ব্রহ্মেতে কখন ব্যক্ত হয়, কখনও নাও হয়, অতএব উৎপত্তি বিনাশ হেতু তাহা অনিত্য বস্তু ॥ ১৭৫ ॥

যথাব্যোম্নি ব্যোমকার্য্যবায়ুজ্যোতিঃ সলিলপার্থিবাংশ ধূমপরিণত্য জলধরাঃ স্বেষামেবাবয়বিনামুদয়াদ্ভবন্তিদৃশ্যন্তে অপ্যয়ান্ন ভবন্তি ন দৃশ্যন্তে তেচ তন্ন স্পর্শন্তীত্যর্থঃ।

তথা ব্রহ্মণীদং বিশ্বমিতি যোজ্যং ॥

ততঃ সূক্ষ্মরূপেণ তস্য স্থিতিরস্ত্যেব জগচ্ছক্তিবিশিষ্টকারাণাস্তি-ত্বাৎ। ইত্থমেবোক্তং। সতোঽভিব্যঞ্জকঃ কাল ইতি। তদেবং বক্তুং কারণাস্তিত্বং দৃষ্টান্তেন প্রতিপাদয়তি ॥ ১৫৬ ॥

সত্যং হ্যবয়বঃ প্রোক্তঃ সর্ব্বাবয়বিনামিহ।

বিনার্থেন প্রতীয়েরন্ পটস্যেবাঙ্গতন্তবঃ ॥ ৭৬ ॥ ১৫৭ ॥

সর্ব্বেষামবয়বিনাং স্থূলবস্তুনাং অবয়বঃ কারণং সত্যং সত্যো-ব্যাভিচাররহিতঃ। লোকে তথা দর্শনাদিত্যাহ বিনেতি অর্থেন স্থূলরূপেণ পটেনাপি বিনা তস্মিন্ কার্য্যাস্তিত্বমপি ব্যতিরেকেণ প্রতিপাদয়তি ॥ ১৫৮ ॥

সন্দর্ভব্যাখ্যা।

যেমন আকাশের কার্য্য বায়ু, জ্যোতিঃ, জল ও পার্থিবাংশ ধূম পরিণত অর্থাৎ ধূমের পরিণাম জলধর (মেঘ) সকল নিজের অবয়ব বায়ু প্রভৃতির উদয়াধীন হয় অর্থাৎ দৃষ্ট হয়, ও নাশাধীন হয় না (দেখা যায় না) অর্থাৎ সেই জলধর সকল যেমন সেই আকাশকে স্পর্শ করে না, তেমনি ব্রহ্মেতে এই বিশ্ব যোজনা করিতে হইবে।

সেই হেতু সূক্ষ্মরূপে সেই জগতের স্থিতি হইয়াছে, যে হেতু জগংশক্তিবিশিষ্ট কারণের অস্তিত্ব আছে।

এই প্রকারেই ১১ স্কন্ধের ২৪ অধ্যায়ে ১৯ শ্লোকে
উক্ত হইয়াছে যথা ॥

যিনি গুণক্ষোভ দ্বারা কার্য্যরূপে বিশ্বের প্রকাশক তিনি কাল। তাহা এই প্রকার বলিবার নিমিত্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা কালের অস্তিত্বকে প্রতিপন্ন করিতেছেন ॥ ১৫৬ ॥

১২ স্কন্ধের ৪ অধ্যায়ে ২৬ শ্লোকে যথা ॥

হে রাজন্! সকল প্রকার অবয়বি পদার্থের যে অবয়ব অর্থাৎ কারণ তাহাই সত্য, যেমন বস্ত্রের অবয়বী হইতে অবয়ব সূত্র সকল পৃথক্ রূপে প্রতীত হয় তদ্রূপ ॥৭৬॥১৫৭।

সন্দর্ভব্যাখ্যা।

অবয়ব বিশিষ্ট সমস্ত স্থূল বস্তুর যে অবয়ব অর্থাং কারণ তাহাই সত্য। সত্য শব্দের অর্থ ব্যাভিচার রহিত, লোকেও সেইরূপ দেখিতেছি, ইহাই কহিতেছেন (বিনেতি) অর্থেন অর্থাং স্থূল রূপে পট (বস্ত্র) ব্যতিরেকে। সেই কারণে কার্য্যের অস্তিত্বকেও ব্যতিরেক অর্থাং অভাব দ্বারা প্রতিপন্ন করিতেছেন ॥ ১৫৮ ॥

যৎ সামান্যবিশেষাভ্যামুপলভ্যেত স ভ্রমঃ ॥ ৭৭ ॥১৫৯॥

অয়মর্থঃ। যদ্যেবমুচ্যতে পূর্ব্বং সূক্ষ্মাকারেণাপি জগন্নাসীৎ। কিন্তু সামান্যং কেবলং শুদ্ধং ব্রহ্মৈবাসীৎ। তদেব শক্ত্যা নিমিত্তভূতয়া বিশেষাকারেণ জগদ্রূপেণ পরিণতমিতি তদসৎ। যতঃ যদেবং সামান্য-বিশেষাভ্যামুপলভ্যেত স ভ্রমো বিবর্ত্তবাদ এব। তত্র হি শুদ্ধং ব্রহ্মৈবাজ্ঞানরূপয়া শক্ত্যা জগত্তয়া বিবৃতমিতি মতং। নচাস্মাকং তদভ্যুপপত্তিঃ পরিণামবাদস্য সৎকার্য্যতা পূর্ব্বত্বাদিত্যর্থঃ। নন্বপূর্ব্বমেব কার্য্যমারম্ভবিবর্ত্তবাদিনামিব যুষ্মাকমপি জায়তাং তত্রাহ ॥ ১৬০ ॥

অন্যোন্যাপাশ্রয়াৎ সর্ব্বমাদ্যন্তবদবস্তু যৎ ॥৭৮॥১৬১॥

যদাদ্যন্তবৎ অপূর্ব্বং কার্য্যং তৎ পুনরবস্তু নিরূপণাসহমিত্যর্থঃ তত্র হেতুঃ অন্যোন্যাপাশ্রয়াৎ যাবৎ কার্য্যং ন জায়তে তাবৎ কারণত্বং মৃচ্ছক্ত্যাদের্ন সিদ্ধ্যতি। কারণত্বাসিদ্ধৌ চ কার্য্যং ন জায়তে এব ইতি পরস্পরসাপেক্ষত্বদোষাৎ। ততঃ কারণত্বসিদ্ধয়ে কার্য্যশক্তিস্তত্রাবশ্যমভ্যুপ-

---

১২ স্কন্ধে ৪ অধ্যায়ে ২৭ শ্লোকের প্রথমার্দ্ধ যথা ॥

কার্য্যকারণ রূপে যে বস্তু প্রতীত হয় তাহাকেই ভ্রম বলে ॥ ৭৭ ॥ ১৫৯ ॥

ইহার অর্থ এই। যদি এপ্রকার বল, পূর্ব্বে সূক্ষ্ম আকারে জগৎ ছিল না, কিন্তু সামান্য কেবল শুদ্ধ ব্রহ্মই ছিলেন, সেই ব্রহ্মই কারণ রূপা শক্তি দ্বারা বিশেষাকার জগৎ রূপে পরিণত হইয়াছেন, অতএব ইহা অসৎ। যেহেতু সামান্য ও বিশেষ দ্বারা যাহা এই প্রকার উপলব্ধ হয়, তাহা ভ্রম অর্থাৎ বিবর্ত্তবাদ। সে মতেও শুদ্ধ ব্রহ্মই অজ্ঞান রূপ শক্তি দ্বারা জগৎ রূপে বিস্তৃত হইয়াছেন, ইহাই তাহাদিগের মত, কিন্তু আমাদের তাহা অভিমত নহে, যেহেতু পরিণামবাদের সৎকার্য্য পূর্ব্বতা আছে। অহে! কার্য্য অপূর্ব্বই হইয়াছে, আরম্ভ বিবর্ত্তবাদিদের ন্যায় তোমাদেরই কি ভ্রম জন্মিয়াছে? এই প্রশ্নে কহিতেছেন ॥ ১৬০ ॥

১২ স্কন্ধের ৪ অধ্যায়ের ২৭ শ্লোকের দ্বিতীয়ার্দ্ধ যথা ॥

পরস্পরাপেক্ষাভাবে নিরূপণাসহ হইয়া যে বস্তু প্রতীত হয়, তাহাই আদ্যন্ত বিশিষ্ট ও অবস্তু ॥ ৭৮ ॥ ১৬১ ॥

যাহা আদ্যন্ত বিশিষ্ট অপূর্ব্বকার্য্য, তাহা অবস্তু অর্থাৎ নিরূপণ করিতে পারা যায় না, তাহাতে হেতু এই যে, তাহা অন্যান্য অর্থাৎ পরস্পর আশ্রয় হইয়াছে, যাবৎ কার্য্য না হয় তাবৎ মৃচ্ছক্ত্যাদির কারণত্ব সিদ্ধি হয় না ও কারণের অসিদ্ধিতে কার্য্যও হয় না, যেহেতু পরস্পরের অপেক্ষা দোষ আছে, সেই হেতু কারণের সিদ্ধি-নিমিত্ত কার্য্যশক্তি তাহাতে অবশ্যই জ্ঞান করিতে হইবে ও সেই কার্য্যশক্তি সূক্ষ্ম-

গন্তব্যা। সা চ কার্য্যস্য সূক্ষ্মাবস্থৈবেতি কার্য্যাস্তিত্বং সিদ্ধ্যতি। তথাপি স্থূলরূপতাপাদকত্বান্মৃদাদেঃ কারণত্বমপি সিদ্ধ্যতীতি ভাবঃ। তদেবং স্বাভাবিকশক্তিময়মেব পরমাত্মনো জগদিত্যুপসংহরতি ॥ ১৬২ ॥

বিকারঃ খ্যায়মানোঽপি প্রত্যগাত্মানমন্তরা।

ন নিরূপ্যোঽস্ত্যণুরপি স্যাচ্চেচ্চিৎসম আত্মবৎ ॥৭৯॥১৬৩॥

যদ্যপি খ্যায়মানঃ প্রকাশমানএব তথা স্বল্পোঽপি বিকারঃ প্রত্যগাত্মানং পরমাত্মানং বিনা তদ্ব্যতিরেকেণ স্বতন্ত্রতয়া ন নিরূপ্যোঽস্তি। তদুক্তং। তদনন্যত্ববিবরণএব। যদিচ তং বিনাপি স্যাৎ তদা চিৎসমঃ স্যাৎ চিদ্রূপেণ সমঃ স্বপ্রকাশএবাভবিষ্যৎ। আত্মবং পরমাত্মবন্নিত্যৈকাবস্থশ্চাভবিষ্যৎ ॥

ননু যদি পরমাত্মানং বিনা বিকারো নাস্তি তর্হি পরমাত্মনঃ সোপাধিত্বে নিরুপাধিত্বং ন সিদ্ধ্যতি। তস্মাৎসোপাধে র্নিরুপাধিরন্য এব কিমিত্যত্রাহ ॥ ১৬৪ ॥

নহি সত্যস্য নানাত্বমবিদ্বান্ যদি মন্যতে।

নানাত্বং ছিদ্রয়ো র্যদ্বজ্জ্যোতিষো র্বাতয়োরিব ॥ ৮০ ॥ ১৬৫

কার্য্যাবস্থাই বটে, সেই হেতু কার্য্যের অস্তিত্ব সিদ্ধ হইল, এইরূপে স্থূলরূপের আপাদকত্ব প্রযুক্ত মৃত্তিকাদির কারণত্বও সিদ্ধ হইল, ইহাই ভাবার্থ। অতএব এই প্রকার জগৎ পরমাত্মার স্বাভাবিক শক্তিময় ইহা সমাপন করিতেছেন॥ ১৬২ ॥

১২ স্কন্ধের ৪ অধ্যায়ে ২৮ শ্লোকে যথা ॥

বিক্রিয়মাণ পপঞ্চপদার্থ সকল প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান হইলেও আত্মপ্রকাশ ব্যতিরেকে তাহাদিগের অণুমাত্রও নিরূপণ করা যায় না, যদি কেহ নিরূপিত হয় বলিয়া স্বীকার করেন, তবে তাহাকেই চিদ্রূপ আত্মার সহিত অভেদ বলা যায় ॥ ৭৯ ॥ ১৬৩ ॥

যদ্যপি খ্যায়মান অর্থাৎ প্রকাশমান হইয়াছে তথাপি অল্প বিকারও প্রত্যাগাত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা ব্যতিরেকে স্বতন্ত্ররূপে নিরূপণীয় হয় না। তাহার অভিন্ন বিবরণেই তাহা উক্ত হইয়াছে। যদিচ সেই পরমাত্মা ব্যতিরেকেও নিরূপিত হয় তথাচ চিৎসম অর্থাৎ চিদ্রূপের সমান স্বপ্রকাশই হইবে। আত্মবৎ অর্থাৎ পরমাত্মার ন্যায় নিত্য এক রূপেই হইবে।

অহে! যদি পরমাত্মা ব্যতিরেকে বিকার নাই, তবে সোপাধিক জগতে পরমাত্মার নিরুপাধিত্ব সিদ্ধ হয় না। অতএব স্যোপাধিক-জগৎ হইতে নিরূপাথিক-পরমাত্মা কি অন্য? এই প্রশ্নে কহিতেছেন ॥ ১৬৪ ॥

১২ স্কন্ধে ৪ অধ্যায়ে ২৯ শ্লোকে যথা ॥

সত্যপদার্থে কখনই কিছুমাত্র নানাত্ব নাই, ইহাতেও যদি অজ্ঞানী ব্যক্তি তাহাতে

সত্যস্য পরমাত্মনো নানাত্বং নহি বিদ্যতে। যদি তস্য নানাত্বং মন্যতে তর্হ্যবিদ্বান্। যতস্তস্য নিরুপাধিত্বলক্ষণং সোপাধিত্বলক্ষণং নানাত্বং মহাকাশঘটাকাশয়োর্যদ্বৎ তদ্বৎ। গৃহাঙ্গণ গত সর্ব্বব্যাপি তেজসোরিব বাহ্য শরীরবায্বোরিব চেতি॥

যস্মাদ্বিকারঃ খ্যায়মানোঽপি প্রত্যগাত্মানমন্তরা। ননিরূপ্যোঽস্ত্য-ণুরপি তস্মাৎ সর্ব্বশব্দবাচ্যোঽপি স এবেতি সদৃষ্টান্তমাহ॥ ১৬৬॥

যথা হিরণ্যং বহুধা প্রতীয়তে
নৃভিঃ ক্রিয়াভির্ব্যবহারবর্ত্মসু।
এবং বচোভির্ভগবানধোক্ষজোব্যাখ্যায়তে লৌকিকবৈদিকৈর্জ্জনৈঃ
॥ ৮১ ॥ ১৬৭ ॥

ক্রিয়াভি স্তত্তদ্রচনাভেদৈর্ব্বহুধা কটককুণ্ডলাদিরূপেণ যথা সুবর্ণমেব বচোভি স্তত্তন্নামভিঃ প্রতীয়তে তথা লৌকিকবৈদিকৈঃ সর্ব্বৈরেব

নানাত্ব স্বীকার করে, তবে সে কেবল ঘটাকাশ মহাকাশের ন্যায় ও ঘট শরাবস্থজলে সূর্য্যের ন্যায় এবং বাহ্য ও দেহস্থ বায়ুর ন্যায় ভেদ ভ্রান্তিমাত্র ॥৮০॥১৬৫॥

সন্দর্ভব্যাখ্যা।

সত্যরূপ পরমাত্মার নানারূপতা বিদ্যমান নাই, যদি কেহ পরমাত্মার অনেক রূপতা স্বীকার করে, তবে সে অবিদ্বান্ অর্থাৎ পরমাত্মার তত্ত্ব জানে না, যেহেতু পরমাত্মার সোপাধিত্ব ও নিরুপাধিত্ব স্বরূপ নানাভাবে মহাকাশ ও ঘটাকাশের যেরূপ তদ্রূপ। অথবা গৃহাঙ্গণপতিত সূর্য্যকিরণ আর সর্ব্বব্যাপী-সূর্য্যকিরণ যেরূপ। কিম্বা বহিঃস্থিত বায়ু আর শরীরস্থিত বায়ু যে প্রকার, সেই প্রকার পরমাত্মার উপাধিগত ভেদ জানিবা। যেহেতু পূর্ব্বোক্ত ২৮ শ্লোকে বিক্রিয়মাণ প্রপঞ্চপদার্থ সকল প্রত্যক্ষ পরি-দৃশ্যমান হইলেও আত্মপ্রকাশ ব্যতিরেকে তাহাদিগের অণুমাত্রও নিরূপণ করা যায় না। অতএব সর্ব্বশব্দ বাচ্যও সেই পরমাত্মা এই বাক্যে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন॥ ১৬৬॥

১২ স্কন্ধের ৪ অধ্যায়ে ৩০ শ্লোকে যথা॥

যেমন একমাত্র স্বুবর্ণ মনুষ্যদিগের ক্রিয়াভেদে অলঙ্কারাদি ব্যবহার কর্ম্মে নানা প্রকারে প্রতীত হয়, তবে সেইরূপ একমাত্র ভগবান্ লৌকিক বৈদিক ব্যবহার পথে লোক কর্ত্তৃক বাক্য দ্বারা বহু প্রকারে ব্যাখ্যাত হয়েন॥৮১॥১৬৭॥

সন্দর্ভব্যাখ্যা॥

ক্রিয়া সকলের দ্বারা অর্থাৎ নানা প্রকার দ্রব্য রচনা ভেদ দ্বারা বহুপ্রকার কটক কুণ্ডাদি আকারে যেরূপ স্বর্ণই সেই সকল নাম ধারণ করিয়া লৌকিক ব্যবহারে প্রতীত হইতেছে, সেইরূপ লৌকিক বৈদিক সমস্ত শব্দ দ্বারা ভগবানই কথিত হইতেছেন॥

বচোভির্ভগবানের ব্যাখ্যায়তে। তদুক্তং। সর্ব্বনামাভিধেয়শ্চ সর্ব্ব-বেদেড়িতশ্চ স ইতি স্কান্দে ॥ ১৬৮ ॥

তদেবং জগতঃ পরমাত্মস্বাভাবিকশক্তিময়ত্বমুক্ত্বা তেন চ জীবকর্ত্তৃকেন জ্ঞানেন তন্নাশনাসামর্থ্যং ব্যজ্য মোক্ষার্থং তদধ্যাসপরিত্যাগমুপদেষ্টুং পরমাত্মশক্তিময়স্যাপি তস্যোপাধ্যধ্যাসাত্মকস্যাহংকারস্য জীবস্বরূপ প্রকাশাবরকত্বরূপং দোষং সদৃষ্টান্তমুপপাদয়তি ॥ ১৬৯ ॥

যথা ঘনোঽর্কপ্রভবো ঽর্কদর্শিতো-
ঽহ্যর্কাংশ ভূতস্যচ চক্ষুচস্তমঃ।
এবন্ত্বহং ব্রহ্মগুণস্তদীক্ষিতো
ব্রহ্মাংশকস্যাত্মন আত্মবন্ধনঃ ॥ ৮২ ॥ ১৭০ ॥

অর্করশ্ময় এব ঘনরূপেণ পরিণতা বর্ষন্তি। অগ্নৌ প্রাপ্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে। আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজা ইত্যাদি বচনাৎ। অয়মর্থঃ। যথা অর্কপ্রভবঃ অর্কেণৈব দর্শিতঃ প্রকাশিতশ্চ ঘনো নিবিড়োমেঘোঽর্কাংশভূতস্য চক্ষুষস্তমো দিবি ভূমৌ

ইহা স্কন্দ পুরাণে কথিত হইয়াছে যথা ॥

ভগবান্ সকল নামেতে কথিত হইয়াছেন, তিনি সকল বেদ দ্বারাও কথিত হইয়াছেন ॥ ১৬৮ ॥

সেই হেতু এই প্রকারে জগৎকে পরমাত্মার স্বাভাবিক শক্তি কার্য্য বলিয়া সেই কথন হেতু জীব নিজ জ্ঞান দ্বারা পরমাত্মার সেই স্বাভাবিক শক্তিকে বিনাশ করিতে পারে না ব্যঙ্গার্থ দ্বারা প্রকাশ করিয়া মোক্ষের নিমিত্ত তত্ত্বমস্যাদি আরোপ পরিত্যাগ উপদেশ করিবার জন্য জীব পরমাত্মশক্তি রূপ হইয়াও উপাধি অরোপকারি অহঙ্কারের জীবের স্বরূপ প্রকাশাবরণ দোষকে দৃষ্টান্তের সহিত সিদ্ধান্ত করিতেছেন ॥ ১৬৯ ॥

১২ স্কন্ধের ৪ অধ্যায়ে ৩১ শ্লোকে যথা ॥

যেমন মেঘ সকল সূর্য্য হইতে উৎপন্ন হইয়া পরে সূর্যের অংশভূত চক্ষুর আবরক তমোরূপে তদ্দর্শনের প্রতিবন্ধক হয়, তদ্রূপ অহঙ্কার ব্রহ্মকার্য্য হইতে উৎপন্ন হইয়া পরে ব্রহ্মের অংশীভূত জীবাত্মার বন্ধনরূপে তাহার আবরক হইয়া থাকে ॥ ৮২ ॥ ১৭০ ॥

সন্দর্ভব্যাখ্যা।

সূর্যের কিরণাবলিই মেঘরূপে পরিণত হইয়া বর্ষণ করে অতদ্বিষয়ে পুরাণবাক্য প্রমাণ দিতেছেন। সরল ভাবে অগ্নিকুণ্ডে আহুতি প্রদান করিয়া ব্রাহ্মণগণ আদিত্যকে উপাসনা করেন, সেই উপাসিত দিবাকর হইতে বর্ষণ হয়, বর্ষণ হইতে ভোজনীয় দ্রব্য হয়, ভোজনীয় দ্রব্য হইতে জন সকল জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে। ইহার অর্থ এই যে।

চ মহান্ধকাররূপো ভবতি। এবমহং প্রাকৃতাহঙ্কারঃ ব্রহ্মগুণঃ পরমাত্মশক্তিকার্য্যভূতঃ তদীক্ষিতস্তেনৈব পরমাত্মনা প্রকাশিতশ্চ ব্রহ্মাংশকস্য তটস্থশক্তিরূপত্বাৎ পরমাত্মনো যোহীনাংশস্তস্য আত্মনো জীবস্যাত্মবন্ধনঃ স্বরূপপ্রকাশাবরোকো ভবতি। সচাধ্যাসপরিত্যাগঃ স্বতো ন ভবতি কিন্তু পরমাত্মজিজ্ঞাসয়া তৎপ্রভাবেনৈবেতি বক্তুং পূর্ব্বদেব দৃষ্টান্তপরিপাটীমাহ ॥ ১৭১ ॥

ঘনো যথার্কপ্রবো বিদীর্য্যতে
চক্ষুঃস্বরূপং রবিমীক্ষতে তদা।
যদাহ্যহঙ্কার উপাধিরাত্মনো
জিজ্ঞাসয়া নশ্যতি তর্হ্যনুস্মরেৎ ॥ ৮৩ ॥ ১৭২ ॥

ঘনো যথা অর্ক প্রভবোবিদীর্য্যত ইতি দৃষ্টান্তাংশে তদ্বিদারণস্য ন চক্ষুঃ শক্তিসাধ্যত্বং কিন্তু সূর্য্যপ্রভাবসাধ্যত্বমিতি ব্যক্তং। অনেন দার্ষ্টান্তিকেঽপ্যাত্মনঃ পরমাত্মনো জিজ্ঞাসয়া জাতেন তৎ প্রসাদেনাহঙ্কারো নশ্যতি পলায়ত ইত্যত্রাংশে পুরুষজ্ঞানসাধ্যত্বমহঙ্কারনাশস্য

সূর্য্য হইতে উৎপন্ন, সূর্য্য কর্ত্তৃক দর্শিত ও সূর্য্যকর্ত্তৃক প্রকাশিত মেঘ। ঘনশব্দ এই শ্লোকে শ্লেষার্থ যুক্ত, সেই শ্লেষার্থ অত্যন্ত গাঢ় মেঘকে বলিতেছে, অতএব তমঃ অর্থাৎ স্বর্গে এবং ভূতলে সূর্যের অংশজাত চক্ষুর মহান্ধকার রূপ হইতেছে। এইরূপ অহং অর্থাৎ প্রকৃতিজাত অহঙ্কার ব্রহ্মগুণ অর্থাৎ পরমাত্মার শক্তি কার্য ও পরমাত্মকর্ত্তৃক দৃষ্ট এবং সেই পরমাত্ম কর্ত্তৃক প্রকাশিত ব্রহ্মাংশকের অর্থ্যৎ তটস্থ শক্তিরূপ প্রযুক্ত পরমাত্মার যে অল্পাংশ তাহার অর্থাৎ জীবাত্মার আত্মবন্ধন অর্থাৎ স্বরূপ প্রকাশের আবরণকারী হয়। কথিতরূপে আরোপ পরিত্যাগেও জীবের নিজজ্ঞান দ্বারা হয় না কিন্তু পরমাত্মজ্ঞানদ্বারা পরমাত্মশক্তিই তাহার কারণ হয় এই বলিবার জন্য দৃষ্টান্ত পরিপাটী বলিতেছেন ॥ ১৭১ ॥

১২ স্কন্ধের ৪ অধ্যায়ে ৩২ শ্লোকে যথা ॥

যেমন সূর্য্যপ্রভ সেই মেঘ কাল-সহকারে যখন বিদীর্ণ হইয়া যায় তখন চক্ষুস্বরূপভূত সূর্য্যকে দেখে, তদ্রূপ আত্মার উপাধিরূপ সেই অহঙ্কার যখন ব্রহ্ম জিজ্ঞাসাদ্বারা বিনষ্ট হয়, তখনই ব্রহ্ম স্বরূপের স্মরণ হয় ॥ ৮৩ ॥ ১৭২ ॥

যেরূপ সূর্য্যজাত অত্যন্ত গাঢ়ান্ধকাররূপ মেঘকে বিদীর্ণ করে এই দৃষ্টান্ত ভাগে সেই অত্যন্ত গাঢ়ান্ধকার রূপ মেঘের বিদারণসাধ্য চক্ষুর শক্তিদ্বারা হয় না কিন্তু সূর্য্যের শক্তিদ্বারা সাধ্য এইটী ব্যক্ত হইল। এই দৃষ্টান্ত দ্বারা দার্ষ্টান্তিক পক্ষেও আত্মার অর্থাৎ পরমাত্মার জ্ঞানজাত পরমাত্ম প্রসন্নতা দ্বারা অহঙ্কার নাশ হয় অর্থাৎ পলায়ন করে। এই অংশে অহঙ্কার নাশ সম্বন্ধে পুরুষজ্ঞান সাধ্যতা খণ্ডিত হইল, এই হেতু বিবর্ত্তবাদ

খণ্ডিতং অতো বিবর্ত্তবাদো নাভ্যুপগতঃ। অত্রচোপাধিরিতি বিশেষণেন স্বরূপভূতোঽহঙ্কার স্ত্বন্য এবেতি স্পষ্টীভূতং ॥ ১৭৩ ॥

এবং যথাদৃষ্টান্তে ঘনময় মহান্ধকারাবরণাভাবাত্তৎ প্রভাবেন যোগ্যতালাভাচ্চ চক্ষুঃ কর্ত্তৃভূতং স্বরূপং কর্ম্মভূতমীক্ষতে স্বস্বরূপপ্রকাশমস্তিত্বেন জানাতি স্বশক্তিপ্রাকট্যং লভত ইত্যর্থঃ কদাচিত্তদীক্ষণোন্মুখঃ সন্ রবিং চেক্ষতে। তথা দার্ষ্টান্তিকেঽপ্যনুস্মরেৎ স্মর্ত্তুমনুসন্ধাতুং যোগ্যো ভবতি। আত্মানং পরমাত্মানঞ্চেতি শেষঃ নিগময়তি ॥ ১৭৪ ॥

যদৈবমেতেন বিবেকহেতিনা
মায়াময়াহঙ্করণাত্মবন্ধনং।
ছিত্ত্বাচ্যুতাত্মানুভবোঽবতিষ্ঠতে
তমাহুরাত্যন্তিকমঙ্গ সংপ্লবং ॥ ৮৪ ॥ ১৭৫ ॥

এতেন পূর্ব্বোক্তেন বিবেকশাস্ত্রেণ মায়াময়েতি বিশেষণং স্বরূপভূতব্যবচ্ছেদার্থং। অবতিষ্ঠতে স্বস্বরূপেণাবস্থিতো ভবতি। ন কেবলমেতাবদেব

স্বীকার হইল না। আর এই দার্ষ্টান্তিক অংশে উপাধি শব্দ অহঙ্কার শব্দের বিশেষণ দ্বারা স্বরূপভুত অহঙ্কার মায়িক অহঙ্কার হইতে ভিন্নই ইহা অস্পষ্ট ছিল তাহা স্পষ্ট হইল ॥ ১৭৩ ॥

এই প্রকার যেরূপ দৃষ্টান্তে মেঘস্বরূপ মহান্ধকারের আবরণাভাবহেতু আর সূর্য্যশক্তি দ্বারা যোগ্যতা লাভহেতু চক্ষুস্বরূপকে অবলোকন করে অর্থাৎ নিজ স্বরূপের প্রকাশকে বিদ্যমানরূপে জানিয়া থাকে, নিজ শক্তির প্রকাশলাভ করে এই অর্থ। কোন সময়ে সূর্য্য দর্শন করিতে উন্মুখ হইলে সূর্য্যকেও দেখিতে পায়। সেই দার্ষ্টান্তিকেও অনুসরণ করিবে। স্মরণ করিবার নিমিত্ত অর্থাৎ অনুসন্ধান করিবার জন্য ক্ষমতাযুক্ত হয়, আপনাকে এবং পরমাত্মাকে উহ্য করিয়া এই বাক্য শেষ হইল। নিশ্চয়রূপে সিদ্ধান্ত করিতেছেন ॥ ১৭৪ ॥

১২ স্কন্ধের ৪ অধ্যায়ে ৩৩ শ্লোকে যথা ॥

হে রাজন্! এইরূপে যখন বিবেকাস্ত্র দ্বারা মায়াময় অহঙ্কার-বন্ধন ছেদন পূর্ব্বক অচ্যুতানুভব উদিত হয়, তখন তাহাকেই আত্যন্তিক-প্রলয় বলা যায় ॥ ৮৪ ॥ ১৭৫ ॥

সন্দর্ভব্যাখ্যা।

মায়াকার্য্য অহঙ্কার জন্য যে নিজবন্ধন তাহাকে পূর্ব্বোক্ত বিবেক-শাস্ত্র দ্বারা ছেদন করিয়া মায়াময় এই বিশেষণ স্বরূপভুত অহঙ্কারকে ত্যাগ করাইবার জন্য জানিতে হইবে। কেবল যে এতাবন্মাত্র রূপেই অবস্থিতি তাহা নহে, অচ্যুতাত্মানুভব হইয়া অর্থাৎ অচ্যুত নামক পরমাত্মাতে অনুভব যুক্ত হইয়া অবস্থিত হয়। হে রাজন্!

অচ্যুতাত্মানুভবঃ অচ্যুতনাম্নি আত্মনি পরমাত্মনি অনুভবো যস্য তথা ভূত এব সন্নবতিষ্ঠতে ॥ ১২ ॥ ৪ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ১৭৬ ॥

তত্রায়মপ্যেকেষাং পক্ষঃ। পরমেশ্বরস্য শক্তিদ্বয়মস্তি। স্বরূপাখ্যা মায়াখ্যা চেতি। পূর্ব্বয়া স্বরূপবৈভবপ্রকাশনং অপরয়াত্বিন্দ্রজালবত্তয়ৈব মোহিতেভ্যো বিশ্বসৃষ্ট্যাদিদর্শনং। দৃশ্যতে চৈকস্য নানাবিদ্যাবতঃ কস্যাপি তথা ব্যবহারঃ। নচৈবমদ্বৈতবাদিনামিবেদমাপতিতং। সত্যেনৈব কর্ত্রা সত্যমেব দ্রষ্ঠারং প্রতি সত্যয়ৈব তয়া শক্ত্যা বস্তুনঃ স্ফোরণাৎ। লোকেঽপি তথৈব দৃশ্যতে ইতি। ভবত্বপীদং নাম ॥ ১৭৭ ॥

যতঃ।

সত্যং ন সত্যং শ্রীকৃষ্ণপদাব্জামোদমন্তরা।

জগৎসত্যমসত্যং বা কোঽয়ং তস্মিন্ দুরাগ্রহঃ।

তদেতন্মতে সত ইদমুত্থিতমিত্যাদি বাক্যানি প্রায়ো যথা টীকা-ব্যাখ্যানমেব জ্ঞেয়ানি। ক্বচিত্তৎকৃতানুমানাদৌ ভেদমাত্রাস্যাসত্ত্বে প্রসক্তে

বেদ সকল তাহাকে আত্যন্তিক প্রলয় বলে দ্বাদশস্কন্ধে চতুর্থ অধ্যায়ে শ্রীশুকদেব এই পূর্ব্বোক্ত শ্লোক সকল বলিয়াছেন ॥ ১৭৬ ॥

এই পরমাত্মশক্তি নিরূপণ প্রকরণে ইহাও অন্য আচার্য্যদিগের মত। যথা—

পরমেশ্বরের দুইটী শক্তি আছে, একের নাম স্বরূপভূত ও অন্যের নাম মায়া। স্বরূপশক্তি দ্বারা বৈকুণ্ঠাদি বৈভবগণ প্রকাশ হয়, মায়াশক্তি দ্বারা ইন্দ্রজাল-ব্যাপারের সদৃশ সেই মায়ামোহিত জীবগণের জগৎসৃষ্টি প্রভৃতি ক্রিয়ার দর্শন হয়। নানাবিদ্যা-বিশিষ্ট কোন এক ব্যক্তির ব্যবহারও দেখিতে পাওয়া যায়। সত্যরূপ কর্ত্তা কর্ত্তৃক সত্যরূপ দর্শনকারির প্রতি সত্য রূপই সেই শক্তিদ্বারা দ্রব্যের প্রকাশ হেতু এইমত অদ্বৈতবাদিদিগের মতের সদৃশ হইতেছে না। লোকেও সেইরূপ দেখা যাইতেছে। এই মতই হউক ॥ ১৭৭ ।

যেহেতু শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মসম্বন্ধীয় সর্ব্বমনোহর গন্ধ যাহাতে নাই এরূপ সত্যও মিথ্যা, তবে জগৎ সত্য হউক বা মিথ্যা হউক এ বিষয়ে আমাদিগের আর কি এ অতিশয় যত্ন ?

সেই হেতু এই মতে দশমস্কন্ধীয় ৮৭ অধ্যায়ে শ্রুতিস্তুতি প্রকরণে ৩২ শ্লোকে "সত ইদমুত্থিততং" ইত্যাদি বাক্যে শ্রীধরস্বামীর টীকার ব্যাখ্যানুসারে জানিতে হইবে। কোন স্থানে শ্রীধরস্বামিটীকাকৃত অনুমানাদিতে ভেদমাত্র না থাকা সিদ্ধান্ত হইলে সেই মতে বৈকুণ্ঠাদি নিত্যধামেরও জগতের সদৃশ সিদ্ধান্ত হইতেছে। এ বিষয়ে শ্রীধরস্বামির অভিপ্রায় এই যে, আমরা লোকপ্রত্যক্ষাদিসিদ্ধ যে দ্রব্য তাহাকে লোক প্রত্যক্ষাদিসিদ্ধ দ্রব্যান্তর দৃষ্টান্তদ্বারা সেইরূপেই সাধন করিয়া থাকি। যে বস্তু লোক-

বৈকুণ্ঠাদীনামপি তথাত্বপ্রসক্তিস্তন্মতে স্যাদিত্যত্রতু তেষাময়মভিপ্রায়ঃ। বয়ং হি যল্লোকপ্রত্যক্ষাদি সিদ্ধং বস্তু তদেব তৎ সিদ্ধবস্ত্বন্তরদৃষ্টান্তেন তদ্ধর্ম্মকং সাধয়ামঃ। যত্তু তদাসিদ্ধং শাস্ত্রবিদ্বদনুভবৈকগম্য তাদৃশ্যত্বং তৎ পুনস্তদ্দৃষ্টান্তপরার্দ্ধাদিনাপ্যন্যথাকর্ত্তুং ন শক্যত এবেতি। তথা জীবেশ্বরাভেদস্থাপনা চ চিদংশমাত্র এবেতি ॥ ১৭৮ ॥

অথ স্বভাবিকময়াশক্ত্যা পরমেশ্বরো বিশ্বসৃষ্ট্যাদিকং করোতি। জীবশ্চ তত্র মুহ্যতীত্যুক্তং। তত্র সন্দেহং প্রশ্নোত্তরাভ্যাং পরিহরতি অষ্টভিঃ ॥ ১৭৯ ॥

শ্রীবিদুর উবাচ ॥

ব্রহ্মন্ কথং ভগবতশ্চিন্মাত্রস্যাবিকারিণঃ।

লীলয়া বাপি যুজ্যেরন্ নির্গুণস্য গুণাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ৮৬ ॥ ১৮০ ॥

হে ব্রহ্মন্ চিন্মাত্রস্য চিন্মাত্রস্বরূপস্য সতঃ। স্বরূপশক্ত্যা ভগবতঃ শ্রীমদ্বৈকুণ্ঠাদিগত—তাদৃশৈশ্বর্য্যাদিযুক্তস্য। অতএব নির্গুণস্য প্রাকৃত-গুণাস্পৃষ্টস্য। অতএব চাবিকারিণঃ তাদৃক্ স্বরূপশক্তিবিলাসভূতানাং ক্রিয়াণামনন্তানামপি সদো দিত্বরানন্তবিধ প্রকাশে তস্মিন্ নিত্যসিদ্ধত্বাৎ

প্রত্যক্ষাদি অসিদ্ধ, শাস্ত্র এবং জ্ঞানিগণের অনুভব দ্বারা কেবলমাত্র জানা যায়, তাহাকে পুনর্ব্বার পরার্দ্ধপরিমিত সেই দৃষ্টান্ত দ্বারাও যেমন অন্যরূপ করিবার জন্য নিশ্চয় ক্ষমতাপন্ন হয় না। সেইরূপ জীবের সহিত ঈশ্বরের অভেদস্থাপনা ও চৈতন্যাংশ মাত্রেই হইয়া থাকে ॥ ১৭৮ ॥

অনন্তর স্বাভাবিক মায়াশক্তিদ্বারা পরমেশ্বর বিশ্বসৃষ্ট্যাদি করেন কিন্তু জীব তদ্বিষয়ে মোহপ্রাপ্ত হয়। এই স্থলে প্রশ্নোত্তররূপে আট শ্লোকদ্বারা সন্দেহ পরিহার করিতেছেন ॥ ১৭৯ ॥

৩ স্কন্ধে ৭ অধ্যায়ে ২ শ্লোকে যথা ॥

বিদুর মৈত্রেয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মন্! ভগবান্ চিন্মাত্ররূপী এবং নির্ব্বিকার, তাঁহার গুণ ও ক্রিয়াসম্বন্ধ কি প্রকার হইল? যদি বলেন লীলাবশতঃ হইয়া থাকে তবে তাহাতেও জিজ্ঞাস্য এই যে, নির্ব্বিকারের ক্রিয়া এবং নির্গুণের গুণ, লীলাদ্বারাই বা কিরূপে যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে? ॥ ৮৫ ॥ ১৮০ ॥

সন্দর্ভব্যাখ্যা ॥

বিদুরমহাশয় মৈত্রেয় মুনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রাহ্মন্! চিন্মাত্র অর্থাৎ চৈতন্যমাত্র স্বরূপ হইয়াও স্বরূপশক্তি দ্বারা ভগবান্ অর্থাৎ বৈকুণ্ঠাদিগত সেই সকল রূপ ঐশ্বর্য্যাদি যুক্ত অতএব নির্গুণ অর্থাৎ মায়াগুণদ্বারা অস্পৃষ্ট অতএব অধিকারী

তত্তৎ ক্রিয়াবির্ভাবকত্ত্বে স্তস্যাবস্থান্তরপ্রাপ্ত্যভাবাৎ প্রাকৃতকর্ত্তুরিব ন বিকারাপত্তিরিতি। নির্বিকারস্য চ কথং সত্ত্বাদয়ঃ প্রাকৃতগুণাঃ। কথং বা তদাসঙ্গহেতুকাঃ স্থিত্যাদয়ঃ ক্রিয়াশ্চ যুজ্যেরন্। ততশ্চিন্মাত্র বস্তু বিরোধ এব প্রশ্নো নতু প্রয়োজনাভাবতঃ অতো লীলয়া যুজ্যেরন্নিত্যাপি ন ঘটত ইত্যাহ লীলয়াবাপীতি ॥ ১৮১ ॥

অত্রাবিকারিত্ব-নির্গুণত্বাভ্যাং সহ চিন্মাত্রত্বং ভগবত্ত্বং চেত্যুভয়মপি স্বীকৃত্যৈব পূর্ব্বপক্ষিণা পৃষ্টং। ততশ্চ তস্য চিন্মাত্রস্বরূপস্য ভবতু ভগবত্ত্বং তত্রাস্মাকং ন সন্দেহঃ কিন্তু তস্য কথমিতরগুণাদিস্বীকারো যুজ্যতে ইত্যেব পৃচ্ছত ইতি বাক্যার্থঃ। ততশ্চিন্মাত্রত্বে ভগবত্ত্বেচ তস্য তুচ্ছা গুণাঃ ক্রিয়াশ্চ ন সম্ভবন্ত্যেবেতি দ্বিগুণীবৈব প্রশ্নঃ। কিঞ্চ অর্ভকবল্লীলাপি ন যুজ্যতে বৈষম্যাদিত্যাহ ॥ ১৮২ ॥

ক্রীড়ায়ামুদ্যমোঽর্ভস্য কামশ্চিক্রীড়িষান্যতঃ।
স্বতস্তৃপ্তস্য চ কথং নিবৃত্তস্য সদান্যতঃ ॥ ৮৬ ॥ ১৮৩ ॥

অর্থাৎ বৈকুণ্ঠাদি স্থানে স্বরূপশক্তির বিলাসরূপ অপরিমিত-ক্রিয়ার ও নিত্য উদয়শীল অসংখ্যপ্রকার প্রকাশ, তাহাতে নিত্যসিদ্ধ হেতু সেই সেই ক্রিয়ার আবির্ভাবকারি, তাহার রূপান্তরপ্রাপ্তির অভাবহেতু প্রাকৃতকর্ত্তার সদৃশ বিকার প্রাপ্তি নাই অতএব নির্বিকার, কি প্রকারে সত্ত্বাদি প্রাকৃতগুণ এবং কি প্রকারেই বা সত্ত্বাদি গুণের যোগহেতু স্থিত্যাদি ক্রিয়াও সঙ্গত হয়? সেই হেতু চিন্মাত্র বস্তুর বিরোধেই এই প্রশ্ন হইয়াছে কিন্তু প্রয়োজন না থাকা হেতু হয় নাই, একারণ লীলাদ্বারা যুক্ত হয় না, প্রশ্নও সঙ্গত হইতেছে না, এই কথা বলিতেছেন "লীলয়াবাপীতি" ॥ ১৮১ ॥

এস্থলে অবিকারিত্ব ও নির্গুণত্বের সহিত চিন্মাত্রত্ব ও ভগবত্ত্ব এই উভয় স্বীকার করিয়াই পূর্ব্বপক্ষকারি কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়াছে। অনন্তর চিন্মাত্র স্বরূপ পরমেশ্বরের ভগবত্তা হউক তদ্বিষয়ে আমাদিগের সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রাকৃত গুণাদির অতীত পরমেশ্বরের কি প্রকারে তুচ্ছগুণাদি স্বীকার যুক্ত হয়, এই মাত্রই জিজ্ঞাসা করিতেছি। এই বাক্যার্থ। অনন্তর চৈতন্যমাত্রত্বে ও ভগবত্তাতে পরমেশ্বরের তুচ্ছগুণ ও তুচ্ছক্রিয়া কদাচ সম্ভব হয় না, এই দ্বিগুণ হইয়াই প্রশ্ন হইল। অপর যাহার কোন ক্রিয়া বিদ্যমান নাই, বৈষম্য হেতু তাঁহার লীলাও সঙ্গত হয় না, এই বিষয় বলিতেছেন ॥ ১৮২ ॥

৩ স্কন্ধে ৭ অধ্যায়ে ৩ শ্লোকে যথা ॥

হে মুনে! বালকের ন্যায়ও তাহার লীলা যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে না, কারণ বালকদের ক্রীড়ায় যে প্রবৃত্তি হয়, তাহার প্রবৃত্তির হেতু অভিলাষ এবং দ্রব্যান্তর অথবা বালকান্তরের প্রবর্ত্তনা থাকে, অর্থাৎ তাহাতেই তাহার ক্রীড়ার প্রবৃত্তি হয়। ঈশ্বর ত স্বতঃ পূর্ণকাম, তাহার কোন বাসনা নাই, তবে কি প্রকারে তাহার অভিলাষ হইল

উদ্যময়তি প্রবর্ত্তয়তীতি উদ্যমঃ। অর্ভকস্য ক্রীড়ায়াং প্রবৃত্তিহেতুঃ কামোঽস্তি অন্যতস্তু বস্ত্বন্তরেণ বালান্তরপ্রবর্ত্তনেন বা তস্য ক্রীড়েচ্ছা ভবতি। ভগবতস্তু স্বতঃ স্বেনাত্মনা স্বরূপবৈভবেন চ তৃপ্তস্য এত-এবান্যতঃ সদা নিবৃত্তস্য চ কথমন্যতো জীবাজ্জগতশ্চ নিমিত্তাচ্চি-ক্রীড়িষেতি। নচ তস্য তে গুণাঃ তাঃ ক্রিয়াশ্চ ন বিদ্যন্ত ইত্যপলপ-নীয়ং। তথৈব প্রসিদ্ধেরিত্যাহ ॥ ১৮৪ ॥

অস্রাক্ষীদ্ভগবান্ বিশ্বং গুণময্যাত্মমায়য়া।
তয়া সংস্থাপয়ত্যেতদ্ভূয়ঃ প্রত্যপি ধাস্যতি ॥ ৮৭ ॥ ১৮৫ ॥

গুণময্যা ত্রৈগুণ্যব্যঞ্জিন্যা আত্মাশ্রিতয়া মায়য়া সংস্থাপয়তি পালয়তি প্রত্যপিধাস্যতি প্রাতিলোম্যেন তিরোহিতং করিষ্যতি ॥ ১৮৬ ॥

জীবস্য চ কথং মায়ামোহিতত্বং ঘটেতেত্যাক্ষেপান্তরমাহ ॥

দেশতঃ কালতো যোঽসাববস্থাতঃ স্বতোঽন্যতঃ।
অবিলুপ্তাববোধাত্মা স যুজ্যেতাজয়া কথং ॥ ৮৮ ॥ ১৮৭ ॥

এবং তিনি সর্ব্বদা অন্য হইতে নিবৃত্ত অর্থাৎ অসঙ্গ প্রযুক্ত অদ্বিতীয়, অতএব তাহার ক্রীড়েচ্ছা কি প্রকারে জন্মিল ॥ ৮৬ ॥ ১৮৩ ॥

সন্দর্ভব্যাখ্যা ॥

"উদ্যময়তি" অর্থাৎ যে প্রবৃত্ত করায় তাহার নাম উদ্যম। বালকের ক্রীড়ায় প্রবৃত্তির হেতু অভিলাষ আছে। অপর দ্রব্যান্তর দ্বারা অথবা বালকান্তরের প্রবর্ত্তনা দ্বারা বালকের ক্রীড়ায় ইচ্ছা হয়। কিন্তু ভগবান্ স্বীয় স্বরূপ দ্বারা এবং স্বরূপ-বৈভবদ্বারা পরিতৃপ্ত অতএব অন্য হইতে সদা নিবৃত্ত, তাহার কি প্রকারে খেলা করিবার ইচ্ছারূপ কাম অন্যজীব অথবা জগৎ কিম্বা কোন কারণ হইতে সম্ভব হইবে? ভগবানের প্রকৃত গুণ এবং প্রাকৃতক্রিয়া বিদ্যমান নাই, ইহা আলাপনীয় হয় না। এরূপ নহে, সেই সমস্ত প্রকারই প্রসিদ্ধ হেতু বলিতেছেন ॥ ১৮৪ ॥

৩ স্কন্ধের ৭ অধ্যায়ে ৪ শ্লোকে যথা ॥

হে মুনে! ভগবান্ নারায়ণ জীবের কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদিরূপ মোহ উৎপাদিকা যে গুণময়ী মায়া তদ্দারা এই বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই মায়াদ্বারাই এই বিশ্বের পালন এবং বিলোম ক্রমে পুনর্ব্বার তাহা তিরোহিত করেন ॥৮৭॥১৮৫॥

সন্দর্ভব্যাখ্যা ॥

গুণময়ী অর্থাৎ ত্রিগুণপ্রকাশিনী নিজাশ্রিতা মায়া দ্বারা ভগবান্ এই বিশ্বকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সংস্থাপন করিতেছেন, অর্থাৎ পালন করিতেছেন, প্রত্যপিধান অর্থাৎ প্রাতিলোম্যে অন্তর্ধান করিবেন ॥ ১৮৬ ॥

যোঽসৌ দেশাদিভিরবিলুপ্তাববোধঃ আত্মা জীবঃ স কথমজয়া অবিদ্যয়া যুজ্যেত। তত্র দেশব্যবধানতো দেশগতদোষতো বা চক্ষুঃ প্রকাশ ইব। কালতো বিদ্যুদিব। অবস্থাতঃ স্মৃতিরিব। স্বতঃ শুক্তিরজতমিব। অন্যতঃ ঘটাদিবস্তিব ন তস্যাববোধোলুপ্যতে অব্যাহত স্বরূপভূত জ্ঞানাশ্রয়ত্বাদেবেত্যর্থঃ ॥ ১৮৮ ॥

তত্রৈব বিরোধান্তরমাহ ॥

ভগবানেক এবৈষ সর্ব্বক্ষেত্রেষ্ববস্থিতঃ।
অমুষ্য দুর্ভগত্বং বা ক্লেশোবা কর্ম্মভিঃ কৃতঃ ॥ ৮৯ ॥ ১৭৯ ॥

জীবের কি প্রকারে মায়ামোহিতত্ব ঘটনা হয় এই অপেক্ষান্তর কহিতেছেন ॥
৩ স্কন্ধের ৭ অধ্যায়ে ৫ শ্লোকে যথা ॥

অপর এই যে জীব তিনিই ব্রহ্মস্বরূপ, এ নিমিত্ত দেশ কাল অবস্থা হইতে এবং আপনা হইতে অথবা অন্য হইতে ইহার বোধশক্তি বিলুপ্ত হয় না, ইনি কি প্রকারে ঐ অবিদ্যায় যুক্ত হইয়া থাকেন ? ফলতঃ ইনি সর্ব্বগতঃ একারণ দীপপ্রভার ন্যায় কোন দেশ হইতে ইহার জ্ঞান বিলুপ্ত হয় না এবং ইনি নিত্য এপ্রযুক্ত বিদ্যুতের ন্যায় কোন কালেই ইহার অভাব নাই. আর ইনি স্মৃতিবৎ অবিক্রিয় একারণ অবস্থা বিশেষেও অবিদ্যমান নহেন, অপর. সত্যত্ব প্রযুক্ত স্বপ্নের ন্যায় স্বতঃ অবর্ত্তমানও নহেন এবং দ্বিতীয় রাহিত্য হেতু ঘটাদির ন্যায় অন্য হইতেও ইহার অভাব হইতে পারে না। অতএব এই সকল দ্বারা যাঁহার বোধশক্তি লুপ্ত হয় না, তিনি কি প্রকারে অবিদ্যায় যুক্ত হইবেন ? ॥ ৮৮ ॥ ১৮৭ ॥

সন্দর্ভব্যাখ্যা ॥

যে এই দেশাদি দ্বারা অবিনাশিত জ্ঞান জীবাত্মা তাহাতে কিরূপে অজা অর্থাৎ অবিদ্যা যুক্ত হয়, সেই যোগ বিষয়ে দেশ-ব্যবধান দ্বারা কিম্বা দেশগত দোষ দ্বারা চক্ষুর প্রকাশ যেরূপ নাশ হয় অথবা বিদ্যুতের যেরূপ নাশ হয়। অবস্থানের স্মরণের যেরূপ নাশ স্বভাবদ্বারা শুক্তিতে রজতভ্রমের যেরূপ নাশ হয়, মুদ্গরাদির অন্য বস্তুদ্বারা ঘটবস্তুর যেরূপ নাশ হয়, সেইরূপ জীবের জ্ঞান নাশ হয় না. যেহেতু জীব অবিনষ্টস্বরূপভূতজ্ঞানাশ্রয় এই অর্থ ॥ ১৮৮ ॥

জীববিষয়ে বিরোধান্তর বলিতেছেন ॥
৩ স্কন্ধে ৭ অধ্যায়ে ৬ শ্লোকে যথা ॥

অপিচ হে মুনে! ভগবান জীবরূপে দেহ সকলে অবস্থিত আছেন, একারণ জীব সকল তাঁহার অংশ। ঐ জীবগণের সংসারই বা কি প্রকারে ঘটিতে পারে ? অর্থাৎ পরমেশ্বর সকল ক্ষেত্রে অবস্থিত হওয়াতে তিনিই ভোক্তা হইতে পারেন অতএব জীব সকলের দুর্ভগত্ব অর্থাৎ আনন্দ ভ্রংশ এবং কর্ম্মনিমিত্ত ক্লেশইবা কোথা হইতে হয় ? ৮৯ ॥ ১৮৯

এষ একএব ভগবান্ পরমাত্মাপি সর্ব্বক্ষেত্রেষু সর্ব্বস্য জীবস্য ক্ষেত্রেষু দেহেষু অবস্থিতঃ। তত্র সতি কথমমুষ্যৈব জীবস্য দুর্ভগত্বং স্বরূপভূতজ্ঞানাদিলোপঃ। কর্ম্মভিঃ ক্লেশশ্চ তস্য বা কথং নাস্তি। নহ্যেকস্মিন্ জলাদৌ স্থিতয়োর্ব্বস্তুনোঃ কস্যাচিত্তৎ সংসর্গঃ কস্যাচিন্নেতি যুজ্যত ইত্যর্থঃ॥ ১৯০॥

তত্র কেবলং চিন্মাত্রত্বং নসম্ভবতীতি ভগবত্ত্বমেবাঙ্গীকৃত্য শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

সেয়ং ভগবতো মায়া যন্নয়েন বিরুধ্যতে।
ঈশ্বরস্য বিমুক্তস্য কার্পণ্যমুত বন্ধনং॥ ৯০॥ ১৯১॥

যয়াবিশ্বসৃষ্ট্যাদিকং ভবতি সেয়ং ভগবতোঽচিন্ত্যস্বরূপশক্তের্মায়াখ্যা শক্তিঃ। যৎ যাচ নয়েন তর্কেণ বিরুধ্যতে। তর্কাতীতা যা সেয়মপ্যচিন্ত্যেত্যর্থঃ। যদ্যপ্যেবং দ্বয়োরপ্যচিন্তত্বং তথাপি ভগবতো মায়েত্যনেন ব্যক্তত্বাৎ স্বরূপশক্তেরন্তরঙ্গাত্বাদ্বহিরঙ্গায়া মায়য়া গুণৈঃ সত্ত্বাদিভিস্তৎকার্য্যৈঃ স্থাপনাদি লীলাভিশ্চ নাসৌ স্পৃশ্যত ইত্যর্থঃ। তত্র কেবলং চিন্মাত্রত্বং ন তন্ত্রেণচায়মর্থঃ॥ ১৯২॥

সন্দর্ভব্যাখ্যা॥

এই এক মাত্র ভগবান্ অর্থাৎ পরমাত্মরূপী সর্ব্বক্ষেত্রে অর্থাৎ সমস্ত জীবদেহে অবস্থিত তিনি জীবদেহে থাকিতে এসমস্ত জীবের দুর্ভগতা অর্থাৎ স্বরূপভূত জ্ঞানাদি লোপ এবং কর্ম্মহেতু ক্লেশ হইতেছে। তবে ঈশ্বরের কেন হয় না, এক জলাদিতে স্থিত বস্তুদ্বয়ের মধ্যে কাহার সেই জলাদিত্যাগ এবং কাহারও অযোগ, ইহা কদাচ যুক্ত হয় না। এই অর্থ॥ ১৯০॥

তদ্বিষয়ে কেবল চৈতন্যমাত্রত্ব সম্ভব হয় না, এই হেতু ভগবত্তাকেই স্বীকার করিয়া মৈত্রেয় মুনি কহিতেছেন॥

৩ স্কন্ধে ৭ অধ্যায়ে ৯ শ্লোকে।

হে বিদুর! বিমুক্তস্বরূপ পরমেশ্বরের অবিদ্যাদ্বারা বন্ধন এবং কার্পণ্যে এই যে তর্কবিরোধ, ইহাই অচিন্ত্যশক্তি ভগবানের সেই মায়া॥ ৯০॥ ১৯১॥

সন্দর্ভব্যাখ্যা॥

যৎ কর্ত্তৃক বিশ্বসৃষ্ট্যাদি হয়, সেই ইনি ভগবানের অচিন্ত্য স্বরূপশক্তিরমায়ানাম্নী শক্তি। যৎ অর্থাৎ যিনি তর্কদ্বারা বিরুদ্ধ হন, আর যিনি তর্কের অতীতা হইয়াছেন, সেই তিনিও অচিন্ত্যা এই অর্থ। যদিচ এই প্রকার দুই শক্তির অচিন্ত্যত্ব হইল তথাপি ভগবানের মায়া, এতদ্দ্বারা ব্যক্ত হেতু স্বরূপ শক্তির অন্তরঙ্গত্বপ্রযুক্ত বহিরঙ্গা মায়ার গুণ অর্থাৎ সত্ত্বাদি এবং তাহাদিগের কার্য্য-স্থাপনাদি লীলাদ্বারাও

যৎ যয়া যেন ভগবতা সহ ন বিরুদ্ধ্যতে নাসৌ বিরোধবিষয়ীক্রিয়তে ইতি যৎ যয়া যেন ভগবতা ন বিরুধ্যতে ন সর্ব্বথা নির্ব্বিষয়ীক্রিয়তে ইতি চ ॥ ১৯৩ ॥

এবমেব ষষ্ঠে নবমাধ্যায়ে দুরববোধ ইবায়মিত্যাদিগদ্যেন তস্য সগুণকর্ত্তৃত্বং বিরুদ্ধ্য পুনরথ তত্র ভবানিত্যাদি গদ্যেনান্তর্যামিতয়া গুণবিসর্গপতিতত্বেন জীববদ্ভোক্তৃত্বযোগং সংভাব্য ন বিরোধঃ উভয়মিত্যাদিগদ্যেন তত্র তত্রাবিতর্ক্য শক্তিত্বমেব চ সিদ্ধান্তে যোজিতং। তত্র চিচ্ছক্তেরতর্ক্যত্বং ভগবতি ইত্যাদিভির্বিশেষণৈঃ মায়ায়াশ্চাত্মমায়ামিত্যনেন দর্শিতং। তত্র স্বরূপদ্বয়াভাবাদিত্যস্য তথাপ্যচিন্ত্যশক্ত্যা তৎকর্ত্তৃত্বং তদন্তঃপাতিত্বং চ বিদ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ১৯৪ ॥

সমবিষমমতীনামিতি গদ্যং।

তথাপ্যুচ্চাবচবুদ্ধীনাং তথা তথা স্ফুরসীতি প্রতিপত্ত্যর্থং জ্ঞেয়ং ॥ ১৯৫ ॥

দুরববোধ ইবেতি প্রাক্তনগদ্যোক্তশরীরর ইতি শরীরচেষ্টাং বিনা।

পরমাত্মা স্পষ্ট হয়েন না। তাহাতে কেবল চিন্মাত্রত্বও নহে, তন্নিবারা ইহার এই অর্থ ॥ ১৯২ ॥

যে মায়া ভগবানের সহিত বিরোধ করিতেছে না, অর্থাৎ মায়া ভগবানকে বিরোধের বিষয় করিতেছে না, আর যে মায়াকে ভগবান্ বিরোধ করিতেছেন না অর্থাৎ মায়াকে সর্ব্বপ্রকারে নির্ব্বিষয় করিতেছেন না ॥ ১৯৩ ॥

এই প্রকারই শ্রীমদ্ভাগবতে ষষ্ঠ স্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে দুরববোধ ইত্যাদি ৩১ গদ্যে। ভগবানের গুণযুক্ত কর্ত্তৃত্বকে বিরোধ না করিয়া, তৎপর "অথ তত্র ভবানিত্যাদি" ৩২ গদ্য দ্বারা অন্তর্যামিত্ব হেতু গুণ সৃষ্টি করত জীবের সদৃশ ভোক্তৃত্বযোগ সম্ভাবনা, করিয়া, তৎপরে, ন বিরোধ উভয়মিত্যাদি ৩৩ গদ্যদ্বারা সেই সেই গুণকার্য্যে যোগাযোগ বিষয়ে বিতর্কের বিষয়ীভূত হয় না, ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সেই গদ্যে বিচ্ছক্তির "অবিতর্কত্ব ভগবতি" ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা আর মায়ার অবিতর্কতা আত্মমায়া এই পদদ্বারা দেখাইয়াছেন। গদ্যে "স্বরূপদ্বয়াভাবাৎ" উহার অর্থ যদিও ভগবান্ সৃষ্ট্যাদিকারী তথাপি অচিন্ত্যশক্তি দ্বারা জগৎকর্ত্তৃত্ব ও জগদন্তঃপাতিত্ব তাঁহার বিদ্যমান আছে। এই অর্থ ॥ ১৯৪ ॥

"সমবিষমমতীনাং" এই গদ্যেও, হে ভগবন্! তুমি অচিন্ত্যশক্তি দ্বারা সর্ব্বত্র নির্লিপ্ত, তথাপি উচ্চনীচ-বুদ্ধি সম্পন্ন জন সকলের সম্বন্ধে সেই প্রকারে প্রকাশ পাইয়া থাক, এই বাক্যসঙ্গতি করিবার নিমিত্ত জানিতে হইবে ॥ ১৯৫ ॥

"দুরববোধ" পূর্ব্বোক্ত এই ৩১ গদ্যেও, অশরীর, এই পদের অর্থ, শরীরচেষ্টা

অশরণ ইতি ভূম্যাদ্যাশ্রয়ং বিনেত্যর্থঃ। অথ তত্রেত্যাদৌ স্বকৃতেতি তস্যাপি হেতুকর্ত্তৃত্বাদেযাজনীয়ং। তস্মাদত্রাপি স্বরূপশক্তেরেব প্রাবল্যং দর্শিতং অতএব ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ইত্যাদৌ মায়ায়া আভাস-স্থানীয়ত্বং প্রদর্শ্য তদস্পৃশ্যত্বমেব ভগবতো দর্শিতং ত্বমাদ্যঃ পুরুষঃ সাক্ষাদিত্যাদৌ মায়াং ব্যুদস্য চিচ্ছক্ত্যেত্যনেন চ তথা জ্ঞাপিতং মায়া পরৈত্যভিমুখে চ বিলজ্জমানেত্যনেন চ ॥ ১৯৬ ॥

তদেবং ভগবতি তদ্বিরোধং পরিহৃত্য জীবেঽপ্য বিদ্যাসম্বন্ধত্ব-মতর্ক্যত্বেন দর্শিতয়া তন্মায়য়ৈব সমাদধাতি ঈশ্বরস্যেতি যদিত্যনেন এবং সম্বধ্যতে। অর্থবশাদত্রচ তৃতীয়য়া পরিণম্যতে যৎ যয়া ঈশ্বরস্য স্বরূপ-জ্ঞানাদিভিঃ সমর্থস্য অতএব বিমুক্তস্য জীবস্য কার্পণ্যং তত্তৎপ্রকাশতি-রোভাবঃ তথা বন্ধনং তদ্দর্শিতগুণময়জাল প্রবেশশ্চ ভবতীতি। তদুক্তং। তৎ সঙ্গভ্রংশিতৈশ্বর্য্যমিতি। তদেতৎ সর্ব্বমভিপ্রেত্য শ্রুতয়ো-ঽপ্যাহুঃ ॥১৯৭॥

ভিন্ন। অশরণ এই পদেরও ভূম্যাদি আশ্রয় ভিন্ন এই অর্থ। "অথ তত্রেত্যাদি" ৩২ গদ্যে স্বকৃত এই পদ ভগবানের হেতু কর্ত্তৃত্ব যোজনা করা কর্ত্তব্য। সেইহেতু এই প্রকরণে স্বরূপশক্তিরই প্রবলতা দেখাইয়াছেন। অতএব "ঋতে ঽর্থং যৎ প্রতীয়েত" ইত্যাদি দ্বিতীয় স্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে ৩৩ শ্লোকে, মায়ার আভাসরূপতা দেখাইয়া ভগবানের মায়াস্পর্শের অযোগ তাই দেখাইয়াছেন। "ত্বমাদ্যঃ পুরুষঃ সাক্ষাৎ" ইত্যাদি প্রথমস্কন্ধের ৭ অধ্যায়ের ২৩ শ্লোকে মায়াকে চিচ্ছক্তি দ্বারা বিদূরে নিক্ষেপ করিয়া অবস্থিত আছে, ভগবানের প্রতি কুন্তীদেবীর এই বাক্যদ্বারা তথা ২ স্কন্ধে ৭ অধ্যায়ে ৪৬ শ্লোকে, মায়াও ভগবানের অভিমুখে অবস্থিতি করিতে লজ্জিতা হইয়া দূরে প্রস্থান করে, এই বাক্য দ্বারাও স্বরূপশক্তির সেই প্রবলতা জানাইয়াছেন ॥ ১৯৬ ॥

এইরূপ সিদ্ধান্ত দ্বারা ভগবানে কথিত বিরোধ ভঞ্জন করিয়া জীবেও অজ্ঞানযোগ তর্কের অবিষয়রূপে দর্শিতা যে ভগবন্মায়া তদ্দ্বারাই সমাধান করিতেছেন "ঈশ্বর-স্যেতি"। এস্থানেও যৎ এই পদের যোগ হইতেছে, প্রয়োজন বশতঃ তৃতীয়াবিভক্তি পরিণত হইতেছে। যে মায়াদ্বারা ঈশ্বরের অর্থাৎ স্বরূপ জ্ঞানাদি দ্বারা সমর্থের অতএব বিমুক্তের কৃপণতা অর্থাৎ সেই সেই প্রকাশের তিরোভাব (অন্তর্দ্ধান) তথা বন্ধন অর্থাৎ গুণময় জালে প্রবেশও হইতেছে।

শ্রীভাগবতে ৬ স্কন্ধে ৫ অধ্যায়ে ১৫ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। জীব মায়াসঙ্গে নিজের ঐশ্বর্য নাশ করিয়া সংসারে গতায়াত করিতেছেন। অতএব এই সমুদায় অভিপ্রায় করিয়া শ্রুতি সকলও বলিয়াছেন ॥ ১৯৭।

স যদজয়াত্বজামিত্যাদৌ অপেত ভগ ইতি চ।

অত্র মূলপদ্যে ভগবতো মায়েত্যনেন ভগবত্তত্ত্বমমায়িকমিত্যায়াতং। ইন্দ্রস্য মায়েত্যত্র যথেন্দ্রত্বমেবং পূর্ব্বত্রাপি জ্ঞেয়ং ॥ ১৯৮ ॥

পুনরপি জীবস্য বস্তুতঃ স্বকীয় তত্তদবস্থত্বাভাবেঽপি ভগবন্মায়ৈব তৎ প্রতীতিরিতি সদৃষ্টান্তমুপপাদয়তি ॥

যদর্থেন বিনামুষ্য পুংস আত্ম বিপর্য্যয়ঃ।
প্রতীয়ত উপদ্রষ্টুঃ স্বশিরশ্ছেদনাদিকঃ ॥ ৯১ ॥ ১৯৯ ॥

যৎ যস্যা মায়ায়া হেতোরর্থেন বিনাপি যদ্যপি তস্য ত্রিকালমেব সোঽর্থো নাস্তি। তথাপি আত্মবিপর্য্যয়ঃ আত্মবিস্মৃতিপূর্ব্বকপরাভিমানেনাহমেব। তদ্ধর্ম্মীত্যেবং রূপঃ সোঽর্থঃ স্যাৎ তথাহি উপদ্রষ্টুর্জীবস্য তৃতীয়ার্থে ষষ্ঠী। স্বপ্নাবস্থায়াং জীবেন স্বশিরশ্ছেদনাদিকোঽতীবাসংভবার্থঃ প্রতীয়তে নহি তস্য শিরশ্ছিন্নং নতু বা স্বশিরশ্ছেদং

---

১০ স্কন্ধে ৮৭ অধ্যায়ে ৩৪ শ্লোকে।

সেই জীব যখন মুগ্ধ হইয়া মায়াকে আলিঙ্গন করেন, তখন দেহেন্দ্রিয়াদি সেবা-করত পশ্চাৎ তদ্ধর্ম্মযুক্ত হইয়া স্বরূপ বিস্মৃতি পূর্ব্বক জন্মমরণ রূপ সংসার প্রাপ্ত হয়েন। এই মূলপদ্যে ভগবানের মায়া এই বাক্যদ্বারা ভগবত্তত্ত্ব অমায়িক ইহা আগত হইয়াছে। ইন্দ্রের মায়া এইস্থানে যেরূপ ইন্দ্রত্ব এরূপ পূর্ব্বস্থানেও জানিবে ॥১৯৮॥

পুনর্ব্বার জীবের বাস্তবিক নিজের সেই সেই অবস্থা রূপতা না থাকিলেও ভগবন্মায়া দ্বারাই সদৃষ্টান্ত সেই প্রতীতিকে উপপাদন করিতেছেন ॥

৩ স্কন্ধের ৭ অধ্যায়ে ১০ শ্লোকে যথা ॥

যেমন স্বপ্নদ্রষ্টা ব্যক্তির শিরশ্ছেদাদি ব্যতিরেকেও স্বপ্নকালীন শিরশ্ছেদাদিবিশিষ্ট আত্মবিপর্য্যয় মিথ্যা অনুভূত হয়, তদ্রূপ জীবের বন্ধন ও কার্পণ্য মিথ্যা হইলেও ঐ মায়াবশতঃ সত্যবং প্রতীয়মান হয়। ৷ ৯১ ॥ ১৯৯ ॥

সন্দর্ভব্যাখ্যা ॥

যে মায়াহেতু অর্থ না থাকিলেও অর্থাৎ যদ্যপি জীবের কোন কালেই সেইরূপ হওয়া নাই, তথাপি আত্মবিপর্য্যয় অর্থাৎ আত্মবিস্মৃতি পূর্ব্বক দেহাভিমান দ্বারা আমিই সুখী আমিই দুঃখী এরূপ সেই অর্থ হয়। সেই প্রকারই দেখাইতেছেন। উপদ্রষ্টার অর্থাৎ জীবের। তৃতীয়া বিভক্তির অর্থে ষষ্ঠী বিভক্তি। স্বপ্নাবস্থায় জীবের নিজ শিরশ্ছেদনাদি রূপ অত্যন্ত অসম্ভব-কার্য্য বোধ হয়। জীবের শিরশ্ছেদও হয় না, কেহ বা নিজের শিরশ্ছেদন দেখেও না, কিন্তু ভগবানের মায়া দ্বারাই অন্যত্র সিদ্ধ সেইরূপ কার্য্য স্বপ্নে আরোপ করে। কথিত অর্থের প্রতি শারীরিক মীমাংসার তৃতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয় পাদে তৃতীয় সূত্রে বলিয়াছেন।

কোঽপি পশ্যেৎ। কিন্তু ভগবন্মায়ৈবান্যত্র সিদ্ধং তদ্রূপমর্থং তস্মিন্নারোপয়তি মায়ামাত্রন্তু কাৎস্নের্ন্যনানভিব্যক্তরূপত্বাদিতি ন্যায়েন ॥ ২০০ ॥

অতএব শুদ্ধস্যাপিসতোজীবস্যোপাধিকেনৈব রূপেণোপাধিধর্ম্মাপত্তিরিতি দৃষ্টান্তান্তরেণ উপপাদয়তি ॥

যথা জলেচন্দ্রমসঃ কম্পাদিস্তৎকৃতো গুণঃ।

দৃশ্যতে ঽসন্নপি দ্রষ্টুরাত্মনো নাত্মনো গুণঃ ॥৯২॥২০১॥

যথা জলে প্রতিবিম্বিতস্যৈব চন্দ্রমসো জলোপাধিকৃতঃ কম্পাদি গুণো ধর্ম্মো দৃশ্যতে নত্বাকাশে স্থিতস্য তদ্বদনাত্মনঃ প্রকৃতিরূপোপাধে র্ধর্ম্মঃ আত্মনঃ শুদ্ধস্যাসন্নপি অহমেব সোঽয়মিত্যাবেশান্মায়োপাধিতাদাত্ম্যাপন্নস্যাহঙ্কারাভাসস্য প্রতিবিম্বস্থানীয়স্য তস্য দ্রষ্টুরাধ্যাত্মিকাবস্থস্যৈব যদ্যপি স্যাত্তথাপি শুদ্ধোঽসৌ তদভেদাভিমানেন তং পশ্যতীত্যর্থঃ ॥ ২০২ ॥

পরস্পর অসঙ্গত বহুবিধ কার্য্য স্বপ্নে যে রচিত হয়, তৎপ্রতি অতর্ক্য ভগবন্মায়াই কারণ, সমস্ত জ্ঞান বিষয়তা দ্বারা কোন ভাগই প্রকাশ না হওয়া হেতু পঞ্চীকৃত, বস্তুজাত, কিম্বা ব্রহ্মাদি দেবতা তাহার কারণ হয় না ॥ ২০০ ॥

অতএব শুদ্ধ হইয়াও জীবের ঔপাধিক রূপদ্বারাই উপাধি ধর্ম্ম প্রাপ্তি, এইটী অন্য দৃষ্টান্ত দ্বারা উপপাদন করিতেছেন ॥

৩ স্কন্ধের ৭ অধ্যায়ে ১১ শ্লোকে যথা ॥

কিন্তু দেহধর্ম্ম যে বন্ধনাদি, তাহা জীবেরই হয়, ঈশ্বরের হয় না, যেমন চন্দ্রমণ্ডল জলে প্রতিবিম্বিত হইলেই জলোপাধিকৃত কম্পনাদি ধর্ম্ম যদিও বস্তুত তাহাতে না থাকুক তথাচ তাহা দৃষ্ট হয়, কিন্তু আকাশস্থ চন্দ্রে তাহা দেখা যায় না, তদ্রূপ অনাত্ম দেহির ধর্ম্ম বস্তুত মিথ্যা হইলেও দেহাভিমানিজীবেই তাহা প্রতীয়মান হয়, দেহাভিমান রহিত ঈশ্বরে তাহা হয় না ॥ ৯২ ॥ ২০১ ॥

সন্দর্ভব্যাখ্যা ॥

যেরূপ জলে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রের জলোপাধিকৃত কম্পাদিগুণ ধর্ম্ম দেখা যায় কিন্তু আকাশস্থ চন্দ্রমার সে সকল ধর্ম্ম দেখা যায় না, সেইরূপ নিজসম্বন্ধীও নয় যে প্রকৃতি রূপ উপাধির ধর্ম্ম শুদ্ধজীবের না থাকিলেও আমি সেই এই আবেশ বশত মায়াদ্বারা উপাধি ধর্ম্মপ্রাপ্ত অহঙ্কারাভাস প্রতিবিম্ব স্থানীয় দ্রষ্টা জীবের আধ্যাত্মিকাবস্থারই যদ্যপি হইতেছে, তথাপি শুদ্ধ জীব মায়োপাধির সহিত অভেদ অভিমান দ্বারা সেই উপাধি ধর্ম্মকে অবলোকন করে ॥ ২০২ ॥

তদুক্তমেকাদশে শ্রীভগবতা।

নৃত্যতোগায়তঃ পশ্যন্ যথৈবানুকরোতি তান্।

এবং বুদ্ধিগুণান্ পশ্যন্ননীহোঽপ্যনুকার্য্যত ইতি।। ২০৩।।

তথৈবোক্তং। শুদ্ধোবিচষ্টেহ্যবিশুদ্ধকর্ত্তুরিতি বিশব্দস্য চাত্র তদাবেশ এব তাৎপর্যাং তস্মাদ্ভগবতো হচিন্ত্য স্বরূপান্তরঙ্গ মহাপ্রবল-শক্তিত্বাদ্বহিরঙ্গয়া প্রবলয়াপ্যচিন্ত্যয়া মায়য়া ন স্পৃষ্টিঃ। জীবস্য তু তয়া স্পৃষ্টিরিতি সিদ্ধান্তিতং।। ৩।। ৭।। শ্রীশুকঃ।। ২০৪।।

এবং সৃষ্ট্যাদি লীলাত্রয়ে সামান্যতো যোজিতেঽপি পুনর্ব্বিশেষতঃ সংশয্য সিদ্ধান্তঃ ক্রিয়তে স্থূণানিখননন্যায়েন। ননু পালনলীলায়াং যে যে হবতারাঃ তথা তত্রৈব স্বপ্রসাদব্যঞ্জকস্মিতাভয়মুদ্রাদিচেষ্টয়া সুর-পক্ষপাতো যুদ্ধাদিচেষ্টয়া দৈত্যসংহার ইত্যাদিকা যা যা লীলাঃ শ্রূয়ন্তে। তেচ তাশ্চ স্বয়ং পরমেশ্বরেণ ক্রিয়ন্তে ন বা। আদ্যে

উক্ত বিষয় ১১ স্কন্ধে ২২ অধ্যায়ে ৫২ শ্লোকে

শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে যথা।।

যেমন নৃত্যকারি মনুষ্যদিগের সেই সকল বিষয় দর্শন করত লোকে তাহার অনুকরণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ বুদ্ধির গুণ অবলোকন করত তদ্গুণে আকৃষ্ট হইয়া নিরীহ জীবও তাহার অনুকরণ করেন।। ২০৩।।

৫ স্কন্ধের ১১ অধ্যায়ে ১২ শ্লোকে উক্ত আছে।

জীব মায়ার অতীত হইয়াও ভগবদ্বহির্মুখতা জনক অন্তঃকরণের বৃত্তিবিশেষ রূপ দেখিয়া তাহাতে আবিষ্ট হয়। এস্থানে বিশব্দের তদাবেশেই তাৎপর্য্য। সেই হেতু ভগবানের অচিন্ত্য স্বরূপা অন্তরঙ্গা মহাপ্রবলা শক্তি থাকা জন্য বহিরঙ্গরূপা মায়াশক্তি প্রবলা এবং অচিন্ত্যা হইলেও ভগবান্কে স্পর্শ করিতে পারে না, কিন্তু জীবকে স্পর্শ করে, এই সিদ্ধান্ত হইল।। ২০৪।।

এই প্রকার সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়লীলায় সামান্যরূপে সিদ্ধান্ত হইলেও পুনর্ব্বার বিশেষ রূপে পূর্ব্বপক্ষ করিয়া স্থূণাকে একবার উত্তোলন করিয়া দ্বিতীয়বার তাহাকে যেরূপ নিখনন করে সেইরূপ যুক্তিদ্বারা সিদ্ধান্ত করিতেছেন। পূর্ব্ব সিদ্ধান্তের প্রতি বিরোধ হইতেছে। পালন লীলায় যে যে অবতার এবং সেই লীলাতেই নিজ প্রসন্নতা প্রকাশক হাস্য ও অভয় মুদ্রাদি চেষ্টাদ্বারা দেবতাপক্ষপাত এবং যুদ্ধাদি চেষ্টাদ্বারা অসুরবিনাশ ইত্যাদি যে যে লীলা শ্রুত হইতেছে, সেই সকল অবতার, আর সেই সকল লীলা স্বয়ং পরমেশ্বর করিতেছেন কি না। প্রথম পক্ষে অর্থাৎ যদি করিতেছেন তবে পূর্ব্বপক্ষ সেই অবস্থাতেই থাকিল অর্থাৎ পরমেশ্বর বহিরঙ্গা মায়া-যুক্তই থাকিলেন। আরও পক্ষপাতাদি দ্বারা পরমেশ্বরের অসমানতাও হইল।

পূর্ব্বপক্ষ স্তদবস্থএব। প্রত্যুত পক্ষপাতাদিনা বৈষম্যঞ্চ। অন্ত্যে তেষামবতারাণাং তাসাং লীলানাঞ্চ ন স্বরূপভূততা সিদ্ধ্যতীতি স প্রতিপত্তিভঙ্গঃ ॥ ২০৫ ॥

অত্রোচ্যতে। সত্যং বিশ্বপালনার্থং পরমেশ্বরো ন কিঞ্চিৎ করোতি কিন্তু স্বেন সহৈবাবতীর্ণান্ বৈকুণ্ঠপার্ষদান্ তথাধিকারিকদেবাদ্যন্তর্গতান্ তথা তটস্থাননন্যাংশ্চ ভক্তানানন্দয়িতুং স্বরূপশক্ত্যাবিষ্কারেণৈব নানাবতারান্ লীলাশ্চাসৌ প্রকাশয়তি ॥ ২০৬ ॥

তদুক্তং পাদ্মে।

মুহূর্ত্তেনাপি সংহর্ত্তুং শক্তো যদ্যপি দানবান্।
মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ।
দর্শনধ্যানসংস্পর্শৈর্ম্মৎস্যকূর্ম্মবিহঙ্গমাঃ।
স্বান্যপত্যানি পুষ্ণন্তি তথাহমপি পদ্মজেতি ॥ ২০৭ ॥

হরিভক্তিসুধোদয়ে।

নিত্যঞ্চ পূর্ণকামস্য জন্মানি বিবিধানি মে।
ভক্তসর্ব্বেষ্টদানায় তস্মাৎ কিন্তে প্রিয়ং বদেতি ॥ ২০৮ ॥

শেষপক্ষে অর্থাৎ পরমেশ্বর যদি না করিতেছেন, তবে সে সকল অবতার ও সেই সকল লীলা স্বরূপভুত হইতেছে না, এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল ॥ ২০৫ ॥

এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত করিতেছেন যথা ॥

সত্য, বিশ্বপালনের নিমিত্ত পরমেশ্বর কিছুই করেন না, কিন্তু নিজের সহিত অবতীর্ণ বৈকুণ্ঠপার্ষদগণ, আর অধিকার প্রাপ্ত দেবাদির মধ্যগতগণ তথা জগন্মধ্যগত অন্যও যে সকল ভক্তগণ, এই সকল লোকের আনন্দ দানের জন্য স্বরূপ শক্তির আবিষ্কার দ্বারাই নানারূপ অবতার এবং লীলাকেও পরমেশ্বর প্রকাশ করিতেছেন ॥ ২০৬ ॥

পদ্মপুরাণে শ্রীভগবান্ কহিয়াছেন যথা ॥

যদিও মুহূর্ত্তদ্বারা দানবগণকে বিনাশ করিতে ক্ষমতা আছে, তথাপি আমার ভক্তগণের সুখের নিমিত্ত অনেক প্রকার ক্রীড়া করিয়া থাকি, দর্শন দ্বারা মৎস্যগণ, চিন্তন দ্বারা কূর্ম্মগণ, সম্যক্ স্পর্শদ্বারা পক্ষিগণ নিজ সন্তানাদিগকে পোষণ করিয়া থাকে, হে পদ্মযোনে! আমিও সেইরূপ নিজভক্তগণকে প্রতিপালন করিয়া থাকি ॥ ২০৭ ॥

হরিভক্তিসুধোদয়ে যথা ॥

নৃসিংহদেব কহিলেন, হে প্রহ্লাদ! আমি সর্ব্বদাই পূর্ণকাম, আমার নানাবিধ অবতার ভক্তজনের সর্ব্বপ্রকার অভীষ্টদানের নিমিত্ত হয়, অতএব জিজ্ঞাসা করি, তোমার প্রিয় কি তাহা বল ॥ ২০৮ ॥

তথা কুন্তীদেবীবচনঞ্চ ।

ভক্তিযোগবিধানার্থং কথং পশ্যেমহি স্ত্রিয় ইতি ।

অত্র ভক্তিযোগবিধানার্থং তদর্থমবতীর্ণং ত্বামিতি টীকানুমতঞ্চ ॥ ২০৯ ॥

শ্রীব্রহ্মবচনঞ্চ ।

প্রপঞ্চং নিষ্প্রপঞ্চোঽপি বিড়ম্বয়সি ভূতলে ।

প্রপন্নজনতানন্দসন্দোহং প্রথিতুং প্রভো ইতি ॥ ২১০ ॥

স্বরূপশক্ত্যেবাবিষ্কারশ্চ ব্রহ্মণৈব দর্শিতঃ ।

এষ প্রপন্নবরদো রময়াত্মশক্ত্যা

যদ্‌যৎ করিষ্যতি গৃহীতগুণাবতার ইত্যাদিনা ।

গৃহীতা গুণাঃ করুণাদয়ঃ যত্র তথাভূতোঽবতারো যস্যেত্যর্থঃ ॥ ২১১ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ১ স্কন্ধে ৭ অধ্যায়ে ১৯ শ্লোকে শ্রীকুন্তীদেবীর বাক্যও যথা ॥

কুন্তীদেবী কহিলেন তোমার এতাদৃশ মহত্ত্ব যে, আত্মানাত্ম বিবেকী পরমহংস, তথা মননশীল রাগ দ্বেষ রহিত মুনিগণও তোমাকে দেখিতে পান না, একারণ তাঁহাদিগের ভক্তিযোগবিধানার্থ তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ, আমরা স্ত্রীজাতি তোমাকে দেখিতে পাইব, তার সম্ভাবনা কি ? ।

এই শ্লোকের টীকাতেও ভক্তিযোগ-বিধানার্থ অর্থাৎ ভক্তিযোগের নিমিত্ত তোমাকে ইহা শ্রীধরস্বামির টীকার অনুমত ॥ ২০৯ ॥

১০ স্কন্ধে ১৪ অধ্যায়ে ৩৫ শ্লোকে শ্রীব্রহ্মবাক্যও যথা ॥

কিন্তু আপনি তজ্জন্য ইহাদের পুত্ররূপে বর্ত্তমান নহেন, আপনি বস্তুতঃ নিষ্প্রপঞ্চ, কেবল ভক্তজনের আনন্দ বিস্তারার্থ এইরূপ প্রপঞ্চ বিস্তার করিতেছেন, প্রভো ! কপট পুত্রত্বাদি কি তাদৃশী ভক্তি বিনিময় হইবে ? ॥ ২১০ ॥

স্বরূপ শক্তির সহিত প্রকটনও ব্রহ্মাই দেখাইয়াছেন ।

৩ স্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে ২৩ শ্লোকে যথা ॥

সেই ভগবান্ শরণাগত জনগণের বরপ্রদ, তিনি আত্মশক্তি রূপ মায়ার সহিত যে যে কার্য্য করেন, আমি তদাজ্ঞায় তাঁহার প্রভাবান্বিত এই বিশ্বসৃষ্টিতে প্রবর্ত্তমান থাকিলেও আমার চিত্তকে সেই সমস্ত কর্ম্মে নিযুক্ত করুন, আমি যেন ঐ সকল কর্ম্মে আসক্তি এবং তৎকৃত বৈষম্যাদিরূপ পাপ পরিত্যাগ করিতে পারি ॥

যাহাতে, করুণাদিগুণ গৃহীত হইয়াছে এইরূপ যাঁহার অবতার, গুণাবতারের এই অর্থ ॥ ২১১ ॥

তদেবং ভক্তানন্দার্থমেব তান্ প্রকটয়তস্তস্যাননুসন্ধিতমপি সুর-পক্ষপাতাদি বিশ্বপালনরূপং তন্মায়াকার্য্যং স্বতএব ভবতি লোকে যথা কেচিদ্ভক্তাঃ পরস্পরং ভগবৎপ্রেমসুখোল্লাসায় মিলিতাস্তদনভিজ্ঞানপি কাংশ্চিন্মার্দ্দঙ্গিকাদীন্ সংগৃহ্য তদ্গুণ গানানন্দেনোম্মত্তবন্নৃত্যন্তো বিশেষামেবামঙ্গলং ঘ্নন্তি মঙ্গলমপি বর্দ্ধয়ন্তীতি ॥ ২১২ ॥

তদুক্তং।

বাগ্গদ্গদেত্যাদৌ মদ্ভক্তিযুক্তো ভুবনং পুনাতীতি ॥ ২১৩ ॥

এবমেবোক্তং।

সৃষ্ট্যাদিকং হরেনৈব প্রয়োজনমপেক্ষ্য তু।

কুরুতে কেবলানন্দাদ্যথা মত্তস্য নর্ত্তনমিতি ॥ ২১৪ ॥

নচ বক্তব্যং স্বেন স্বেয়াং তৈরপি স্বস্যানন্দনে স্বতস্তৃপ্ততাহানিঃ স্যাৎ তথান্যান্ পরিত্যজ্য তেষামেবানন্দনে বৈষম্যান্তরমপি স্যাদিতি। তত্রাদ্যে বিশুদ্ধোর্জ্জিত সত্ত্বতনুমাশ্রিতেঽপি মুনিজনে স্বতস্তৃপ্তপরা-কাষ্ঠাং প্রাপ্তে ভক্তবাৎসল্যদর্শনাৎ তদনুচর এবাসৌ গুণো নতু তৎ-প্রতিঘাতীতি লভ্যতে ॥ ২১৫ ॥

অতএব এই প্রকারে ভক্তের আনন্দ নিমিত্তই সেই সকল অবতার প্রকাশ করিতেছেন যে ভগবান্ তাঁহার আনুষঙ্গিক হইলেও দেবপক্ষপাতাদি বিশ্বপালনরূপ বহিরঙ্গমায়ার কার্য্য আপনা হইতেই হইতেছে। যেরূপ লোকে কতকগুলিন ভক্ত পরস্পর ভগবৎ-প্রেমসুখের নিমিত্ত মিলিত হইয়া সেই সুখের অনভিজ্ঞ কতকগুলি মৃদঙ্গবাদক সংগ্রহ করিয়া ভগবদ্গুণগানানন্দে উন্মত্তের সদৃশ নৃত্য, করত সকলেরই বিনাশ করিতেছেন এবং মঙ্গলও বর্দ্ধন করিতেছেন ॥ ২১২ ॥

১১ স্কন্ধে ১৪ অধ্যায়ে ২৩ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যথা ॥

ভগবান্ কহিলেন, হে উদ্ধব! আমার কথা শ্রবণে যাহার বাক্য গদগদ ও চিত্ত দ্রবীভূত হয়, কখন রোদন, কখন হাস্য, কখন লজ্জাশূন্য হইয়া গান করে ও নৃত্য করে, এরূপ মদ্ভক্তিযুক্ত ব্যক্তি ত্রিজগৎ পবিত্র করেন ॥ ২১৩ ॥

এই প্রকারই পুরাণান্তরে উক্ত হইয়াছে।

হরি কেবল আনন্দ হেতু কোন প্রয়োজন অপেক্ষা করিয়া সৃষ্ট্যাদি কার্য্য করেন না, যেরূপ উন্মত্তের নৃত্য ॥ ২১৪ ॥

আর নিজভক্তের আনন্দদানে এবং ভক্তকর্ত্তৃক নিজের আনন্দদানে স্বতস্তৃপ্ততার হানি হইতেছে ইহা বলা যায় না, এই উভয় পক্ষের মধ্যে প্রথমপক্ষে অর্থাৎ স্বতস্তৃপ্ততা হানি পক্ষে বিশুদ্ধ বলবত্তর সত্ত্বগুণাশ্রিত হইলেও স্বতস্তৃপ্তি পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত মুনিজনে

যথা সর্ব্বান্ মুনীন্ প্রতি শ্রীপরীক্ষিদ্বাক্যং।
নেহাথ বামুত্র চ কশ্চনার্থ
ঋতে পরানুগ্রহমাত্মশীলমিতি ॥ ২১৬ ॥
তথা জড়ভরতচরিতাদৌ।
সিন্ধুপতয় আত্মসতত্ত্বং বিগণয়তঃ। পরানুভাবঃ পরমকারুণিকতয়োপদিশ্যেত্যাদি ॥ ২১৭ ॥
শ্রীনারদপূর্ব্বজন্মনি।
চক্রুঃ কৃপাং যদ্যপি তুল্যদর্শনাঃ
শুশ্রূষমাণে মুনয়োঽল্পভাষিণীতি চ ॥ ২১৮ ॥
তথা শ্রীকুন্তীস্তবে।
নমোঽকিঞ্চনবিত্তায় নিবৃত্তগুণবৃত্তয়ে।
আত্মারামায় শান্তায় কৈবল্যপতয়ে নম ইতি ॥ ২১৯ ॥

ভক্তবৎসলতা দর্শন হেতু, এই গুণ তাহার অনুকুলই হয়, তাহার প্রতিঘাতী নহে, এই লাভ হইতেছে ॥ ২১৫ ॥

১ স্কন্ধে ১৯ অধ্যায়ে ২১ শ্লোকে সমস্ত মুনিগণের প্রতি শ্রীপরীক্ষিতের বাক্য যথা ॥

পরীক্ষিৎ কহিলেন, হে মুনিগণ! আপনাদের ঐহিক বা পারত্রিক কোন প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না, কেবল পরের প্রতি অনুগ্রহ করাই আপনাদিগের প্রয়োজন, তাহাও আবার আত্মার্থে বোধ হয় না, যে হেতু তাহাই আপনাদিগের স্বভাব ॥ ২১৬ ॥

সেইরূপ ৫ স্কন্ধে ১৩ অধ্যায়ে ২৪ গদ্যে জড়ভরতচরিতাদিতেও ॥

শুকদেব কহিলেন, হে উত্তরাসুত পরীক্ষিৎ! সিন্ধুদেশাধিপতি রাজা রহুগণ যদিও অপমান করিয়াছিল, তথাচ ব্রহ্মর্ষিতনয় মহাত্মা ভরত পরম কারুণিক প্রযুক্ত দয়া প্রকাশ পুরঃসর তাহাকে আত্মতত্ত্ব উপদেশ করিলেন ইত্যাদি ॥ ২১৭ ॥

১ স্কন্ধে ৫ অধ্যায়ে ২৪ শ্লোকে শ্রীনারদপূর্ব্বজন্মবৃত্তান্তে শ্রীনারদবাক্য যথা ॥

আমি বাল্যচাপল্য, বাল্যক্রীড়া এবং লোভাদি ত্যাগ পূর্ব্বক ইন্দ্রিয় সকল সংযত করিয়া সর্ব্বদা অনুকুলে থাকিয়া শুশ্রূষা করিলে পর তাহারা যদিও সর্ব্বত্র সমদর্শী, তথাপি আমার প্রতি কৃপা করিয়াছিলেন ॥ ২১৮ ॥

তথা ১ স্কন্ধে ৮ অধ্যায়ে ২৬ শ্লোকে কুন্তীস্তবে যথা ॥

কুন্তী কহিলেন, হে শ্রীকৃষ্ণ! ভক্তজনই তোমার সর্ব্বস্ব, ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এ সকল বিষয়ে তোমার অভিলাষ নাই, তুমি আত্মারাম এবং শান্ত অর্থাৎ রাগাদি রহিত, আর তুমি লোক সকলকে মুক্তি প্রদান করিয়া থাক, অতএব তোমাকে নমস্কার ॥ ২১৯ ॥

অকিঞ্চনা ভক্তাএব বিত্তং সর্ব্বস্বং যস্যেতি টীকাচ তচ্চান্যথা চাকৃতজ্ঞতা দোষশ্চ নির্দ্দোষে ভগবত্যাপততি। ততঃ সিদ্ধে তথাবিধস্যাপি ভক্তবাৎসল্যে ভক্তানাং দুঃখহান্যা সুখপ্রাপ্ত্যা বা স্বানন্দো ভবতীত্যায়াতমেব। কিঞ্চ। পরমসারভূতায়া অপি স্বরূপশক্তেঃ সারভূতা হ্লাদিনী নাম যা বৃত্তিস্তস্যা এব সারভূতো বৃত্তিবিশেষো ভক্তিঃ। সাচ রত্যপরপর্য্যায়া ভক্তির্ভগবতি ভক্তেষু চ নিক্ষিপ্তনিজোভয়কোটিঃ সর্ব্বদা তিষ্ঠতি ॥ ২২০ ॥

অতএব উক্তং। ভগবান্ ভক্তভক্তিমানিতি। তস্মাৎ ভক্তস্থয়া তয়া ভগবস্তৃপ্তৌ ন স্বতন্তৃপ্ততা হানিঃ প্রত্যুত শক্তিত্বেন স্বরূপতো ভিন্নাভিন্নায়া অপি তস্যাঃ "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহ" মিতি ন্যায়েন ভক্তচিত্তস্ফুরিতায়াঃ ভেদবৃত্তেরেব স্ফুরণাৎ ভগবতো মাং হ্লাদয়ত্যস্য ভক্তিরিত্যানন্দচমৎকারাতিশয়শ্চ ভবতি। শক্তিতদ্বতো র্ভেদমতেঽপি বিশিষ্টস্যৈব স্বরূপত্বং সংপ্রতিপন্নং ॥ ২২১ ॥

এবং শ্রীধরস্বামির টীকাও এইরূপ যে, অকিঞ্চন ভক্তগণ যাহার বিত্ত অর্থাৎ সর্ব্বস্ব হইয়াছেন। ভক্তপর্ক্ষপাতী না হইলে দোষ রহিত ভগবানে অকৃতজ্ঞতাদি আসিতেছে। সেই হেতু স্বতস্তৃপ্ত ভগবানেরও ভক্তবৎসলতা সিদ্ধ হইলে ভক্তগণের দুঃখবিমোচন দ্বারা কিম্বা ভক্তের সুখলাভ দ্বারা নিজানন্দ হয় ইহা নিশ্চয় আগত হইল। অপিচ, উৎকৃষ্ট স্থিরাংশরূপ স্বরূপশক্তির সাররূপ হ্লাদিনীনাম্মী যে বৃত্তি তাহারও সাররূপ বৃত্তিবিশেষ ভক্তি সেই ভক্তি রতি নামে খ্যাতা হয়েন। ভক্তি ভগবানে ভক্তগণে প্রেরিত নিজের উভয় কোটি হইয়া সর্ব্বদা অবস্থিত আছেন। ২২০ ॥

১০ স্কন্ধের ৮৬ অধ্যায়ে শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যথা—

হে রাজন্ ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে উভয় ভক্তকে শ্রুতি সকলের ব্রহ্মপরত্ত্বরূপ মুক্তি উপদেশ করিয়া পুনরায় দ্বারকায় গমন করিলেন ॥

অতএব ভক্তস্থ ভক্তিদ্বারা ভগবানের তৃপ্তি হইলে স্বতস্তৃপ্ততার ব্যাঘাত হইল না। আরও শক্তিত্ব হেতু স্বরূপতঃ ভিন্না হইয়াও অভিন্না যে স্বরূপশক্তি তাহার—

শ্রীভগবদ্গীতার ৪ অধ্যায়ে ১১ শ্লোকে।

যে ব্যক্তি যে প্রকারে আমাকে প্রাপ্ত হয়, আমি তাহার নিকট সেইরূপেই ভজনীয় হই।—এই যুক্তিযুক্ত ভগবদ্বাক্য দ্বারা ভক্ত-চিত্ত-স্ফুরিত ভেদরূপেরই প্রকাশ হেতু আমাকেই আহ্লাদিত করিতেছে এই ভক্তের ভক্তি ভগবানের এই আনন্দ চমৎকারাতিশয়ও হইতেছে। শক্তি আর শক্তিমানের ভেদমতেও বিশিষ্টেরই স্বরূপতা সিদ্ধ হইল ॥ ২২১ ॥

তদেতৎ সর্ব্বমভিপ্রেত্য ভণিতং দুর্ব্বাসসং প্রতি শ্রীবিষ্ণুনা।
অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভি গ্র্স্তহৃদয়ো ভক্তৈ র্ভক্তজনপ্রিয়ঃ॥
নাহমাত্মানমাশাসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভি র্বিনা।
শ্রিয়ং চাত্যন্তিকীং ব্রহ্মন্ যেষাং গতিরহং পরা॥
যে দারাগারপুত্রাপ্তান্ প্রাণান্ বিত্তমিমং পরং।
হিত্বা মাং শরণং যাতাঃ কথং তাংস্ত্যক্তুমুৎসহে॥
ময়ি নির্ব্বদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শিনঃ।
বশে কুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা॥
মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ং।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎ কালবিপ্লুতং॥
সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধুনাং হৃদয়ন্ত্বহং।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥ ইতি॥ ২২২
অত্র যে দারাগারেতি ত্রয়ং অকৃতজ্ঞতানিবারণে। সাধবো হৃদয়ং

অতএব এই সমুদয় দুর্বাসা মুনির প্রতি শ্রীবিষ্ণু বলিয়াছেন॥
৯ স্কন্ধের ৪ অধ্যায়ে ৪৬। ৪৭। ৪৮। ৪৯ শ্লোকে যথা॥
ভগবান্ কহিলেন, হে দ্বিজ! আমি ভক্তপরাধীন, সুতরাং অস্বতন্ত্রের (পরাধীনের) তুল্য, ভক্তজন আমার প্রিয় এ প্রযুক্ত সাধুভক্তেরা আমার হৃদয় গ্রাস করিয়াছে॥
হে মুনিবর! যে সকল মুনিবদের আমিই পরাগতি সেই সমস্ত সাধু-ভক্তজন ব্যতীত আমি আপনার আত্মাকে এবং আত্যন্তিকী শ্রীকেও ভাল বাসি না॥
ফলতঃ যে সকল ব্যক্তি পুত্র, কলত্র, গৃহ, স্বজন, ধন, প্রাণ এবং ইহলোক ও পরলোক সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণাপন্ন, হয়, আমি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে কি প্রকারে উৎসাহী হইতে পারি? অহে! সর্ব্বত্র সমদর্শী সাধু-পুরুষেরা আমার প্রতি স্ব স্ব হৃদয় বন্ধন করিয়া যেমন সাধ্বী-স্ত্রী সৎপতিকে বশীভূত করে তাহার ন্যায় আমাকে স্ব স্ব বশতাপন্ন করিয়াছে॥
অপর তাহারা আমার সেবাদ্বারা সালোক্যাদি পদার্থ চতুষ্টয় উপস্থিত হইলেও তাহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে না, সেবাতেই পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে, তাহাতে কালনাশ্য অন্য বস্তুতে তাহাদের অভিলাষ হইবে সম্ভাবনা কি? অপর যে সকল পুরুষ আমাতে স্ব স্ব হৃদয় অর্পণ করিয়া থাকে, আমি তাহাদিগের হৃদয় অবগত আছি, তাহারা আমা ব্যতীত অন্য কাহাকেও জানে না, আমিও তাহাদের ব্যতীত অন্য কিছু জানি না॥২২২॥
এই সকল শ্লোকের মধ্যে "যে দারাগার" ইত্যাদি শ্লোকত্রয় অকৃতজ্ঞতা দোষ নিবারণে। "সাধবো হৃদয়ং মহ্যং" এই শ্লোকে স্বতন্ত্রতা হানি পরিহারে। এবং

মহ্যমিতি স্বতন্ত্রত্বতাহানিপরিহারে। ভক্তেঃ স্বরূপশক্তি-সারাহ্লাদিনীসারত্বে 'চ অহং ভক্তপরাধীন ইতি দ্বয়ং। তত্রৈব ভক্তেস্বপি ভক্তিরূপেণ তত্রপ্রবেশে বিশেষতো মৎসেবয়া প্রতীতমিত্যাপি জ্ঞেয়ং ॥ ২২৩ ॥

ততো ন প্রাক্তনো দোষঃ। দ্বিতীয়েহপ্যেবমাচক্ষ্মহে পরমানন্দনে প্রবৃত্তি দ্বির্বধা জায়তে। পরতো নিজাভীষ্টসংপত্ত্যৈ ক্বচিত্তদভীষ্টমাত্রসংপত্ত্যে চ। তত্র প্রথমো নাত্রাপ্যুপযুক্তঃ। স্বাত্মার্থমাত্রতয়া কুত্রাপি পক্ষপাতাভাবাৎ। অথোত্তরপক্ষেতু পরসুখস্য পরদুঃখস্য চানুভবেনৈব পরমানুকূল্যে প্রবৃত্তীচ্ছা জায়তে নতু যৎ কিঞ্চিজ্জ্ঞানমাত্রেণ। চিত্তস্য পরদুঃখাদ্যস্পর্শে কৃপারূপবিকারাসংভবাৎ ॥ -২৪ ॥

যথা কণ্ঠকবিদ্ধাঙ্গো জন্তোর্নেচ্ছতি তাং ব্যথাং।
জীবসাম্যং গতো লিঙ্গৈ নর্ তথাবিদ্ধকণ্ঠকঃ ॥
ইতি ন্যায়াৎ ।। ২২৫ ।।

ততশ্চ সদা পরমানন্দৈকরূপে অপহতকল্মষে ভগবতি প্রাকৃতস্য

"অহং ভক্ত পরাধীনঃ" ইত্যাদি শ্লোকদ্বয় স্বরূপশক্তির সাররূপ যে হ্লাদিনীশক্তি তাহারও সাররূপ ভক্তি নিরূপণে। আর এই শ্লোকদ্বয় ভক্তগণেও ভক্তিরূপে ভগবানের প্রবেশে। "মৎসেবয়া প্রতীতং তে" এই শ্লোকও এতদ্বিষয়ে জানিতে হইবে ।।২২৩

অতএব ভগবানের স্বতন্ত্রত্বতাহানি রূপ দোষ হইল না। আর, অন্যকে উপেক্ষা করিয়া ভক্তগণের আনন্দদানে আমরা এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতেছি, অন্যের আনন্দ প্রদানে প্রবৃত্তি দুই প্রকারে জন্মে, এক প্রকার অন্য হইতে নিজের অভীষ্ট সম্পাদানের নিমিত্ত। দ্বিতীয় প্রকারে কোন স্থানে অপরের অভীষ্ট সম্পাদনের নিমিত্ত। এই উভয় পদ মধ্যে কেবল নিজের নিমিত্তই ভগবানের কোন স্থানেই পক্ষপাত না থাকা হেতু প্রথম পক্ষ ভগবানে সঙ্গত হয় না। আর দ্বিতীয় পক্ষেও পরদুঃখাদি অস্পর্শনে চিত্তে কৃপারূপ বিকারের অসম্ভব হেতু পরসুখের কিম্বা পরদুঃখের অনুভবদ্বারাই পরোপকার প্রবৃত্তির ইচ্ছা জন্মে, যথাকথঞ্চিত জ্ঞানমাত্র দ্বারা তাহা হয় না ।। ২২৪ ।।

এই বিষয়ে শ্রীমদ্ভগবতের ১০ স্কন্ধের অধ্যায়ের
১২ শ্লোকদ্বারা যুক্তি দেখাইতেছেন যথা ।।

ফলতঃ যে ব্যক্তির অঙ্গে কণ্টক বিদ্ধ হয় সেই লোকই মুখাম্লানতাদি চিহ্ন দ্বারা সকল জীবেরই সুখদুঃখ সমান ইহা জানিতে পারে, সুতরাং সকল জীবেরই সমান বোধ করাতে সেই ব্যক্তি যেমন অন্য প্রাণীর কণ্টকবেধার জন্য অন্য ইচ্ছা করে না, যাহার অঙ্গে কখন কণ্টক বিদ্ধ হয় নাই তাহার তদ্রূপ বাঞ্ছা হয় না ।। ২২৫ ।।

সেই হেতু সর্ব্বদা পরমানন্দময়রূপ অপগত দোষ ভগবানে প্রাকৃত সুখ নামক দুঃখের এবং প্রসিদ্ধ দুঃখেরও সূর্য্যে পেচক চক্ষুর জ্যোতির সদৃশ কিম্বা সূর্য্যে

সুখাভিধদুঃখস্য প্রসিদ্ধদুঃখস্য চ সূর্য্যে পেচকচক্ষুজ্জ্যোতিষ ইব তমস ইব চাত্যন্তাভাবাৎ। তত্তদনুভবো নাস্ত্যেব। যত্তু ভগবতি দুঃখ-সম্বন্ধং পরিজিহীর্ষন্তোঽপি কেচিদেবং বদন্তি তস্মিন্ দুঃখানুভব-জ্ঞানমস্ত্যেব তচ্চ পরকীয়ত্বেনৈব ভাসতে নতু স্বকীয়ত্বেনেতি। তদপি ঘট্টকুট্যাং প্রভাতং। দুঃখানুভবো নাম হি অন্তঃকরণে দুঃখস্পর্শঃ সচ স্পর্শঃ স্বস্মাদ্ভবতু পরস্মাদ্বেতি। দুঃখ-সম্বন্ধাবিশেষাৎ। অসর্ব্বজ্ঞতা-দোষশ্চ সূর্য্যদৃষ্টান্তেনৈব পরিহৃতঃ প্রত্যুত গুণত্বেনৈব দর্শিতশ্চ। তস্মা-ত্তস্মিন্ যৎকিঞ্চিদ্দুঃখজ্ঞানমস্তু দুঃখানুভবো নাস্ত্যেব। যতএব কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথাকর্ত্তুং সমর্থে পরমকরুণাময়নিচয়শিরোমণৌ তস্মিন্ বিরাজমানেঽদ্যাপি জীবাঃ সংসারদুঃখমনুভবন্তীত্যত্র নৈর্ঘৃণ্যাপরিহারশ্চ ভবতি। যত্তু ভক্তানাং সুখং তত্তস্য ভক্তিরূপমেব তথা তেষাং দুঃখঞ্চ ভগবৎ প্রাপ্ত্যন্তরায়েণৈব ভবতি। তত্র চাধিকা ভগবত্যেব চিত্তার্দ্রতা জায়তে সা ভক্তিরেবেতি ॥ ২২৬ ॥

ক্বচিদ্গজেন্দ্রাদীনামপি প্রাকৃত এব দুঃখে স এব মম শরণমিত্যাদিনা তথৈব ভক্তিরুদ্ভূতৈবেতি। ক্বচিদ্যমলার্জ্জুনাদিষু শ্রীনারদাদিভক্তানাং

অন্ধকারের সদৃশ অত্যন্ত অভাব হেতু সেই সকল প্রাকৃত সুখ দুঃখের অনুভব কদাচই নাই। যে ভগবানে দুঃখ সম্বন্ধ পরিহার করিবার নিমিত্ত ইচ্ছুক হইয়া কতিপয় ব্যক্তি এইরূপ বলেন। ভগবানে যে দুঃখ অনুভবজ্ঞান আছে, তাহা পরকীয়রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে স্বীয়স্বরূপে নহে। তাহাও যেরূপ ঘট্টপালকে বঞ্চনা করিবার ইচ্ছুক হইয়া ঘট্টকুটীর-সমীপেই প্রভাত, ভগবানে দোষ পরিহার ইচ্ছুক হইয়া সেইরূপ হইল। দুঃখানুভব-অন্তঃকরণে দুঃখস্পর্শ। সেই দুঃখ-স্পর্শ নিজে হইতেই হউক বা পর হইতেই হউক, যেহেতু উভয় প্রকারেই দুঃখ সম্বন্ধের সমানরূপ ভগবানে অসর্ব্বজ্ঞতাদি দোষও সূর্য্যদৃষ্টান্ত দ্বারা পরিহার হইল এবং গুণরূপেই দর্শিত হইল। সেই হেতু ভগবানে যে কিছু দুঃখজ্ঞান থাকুক, কিন্তু দুঃখানুভব কখনই নাই, সেই হেতুই কিছু করিবার নিমিত্ত, না করিবার নিমিত্ত এবং অন্য কিছু করিবার নিমিত্ত সমর্থ পরমকরুণাময় সমূহের শিরোমণি ভগবান্ বিরাজমান থাকিলেও অদ্যাপি জীব সকল সংসার সম্বন্ধীয় দুঃখানুভব করিতেছে। এই স্থানে ঈশ্বরের নির্দ্দয়তা পরিহারও হইতেছে। কিন্তু যে ভগবানের সুখ তাহা ভগবানের ভক্তিরূপই জানিবে। সেইরূপ ভগবানের দুঃখও ভগবানের প্রাপ্তির ব্যাঘাত জন্য হইতেছে। সেই দুঃখও অধিকরূপ ভগবানেই চিত্তের আর্দ্রতা জন্মে, এবং সেই আর্দ্রতাও ভক্তি ॥ ২২৬ ॥

কোন স্থানে গজেন্দ্রাদিরও প্রাকৃত দুঃখে সেই ভগবানই আমার রক্ষিতা ইত্যাদি-দ্বারা নিশ্চয় সেইরূপই ভক্তি জন্মিয়াছে, কদাচিৎ যমলার্জ্জুনাদিতে শ্রীনারদাদি ভক্তের

ভক্তিঃ স্ফুটৈবেতি। সর্ব্বথা দৈন্যাত্মক-ভক্ত-ভক্ত্যনুভব এবং তং করুণয়তি নতু প্রাকৃতং দুঃখং যোগ্যে কারণে সত্যযোগ্যস্য কল্পনানৌচিত্যাৎ। দুঃখসম্ভাবেঽস্যৈব কারণত্বে সর্ব্বসংসারোচ্ছিত্তেঃ। অথ তস্য পরম্পরা-কারণত্বমস্ত্যেবেতি চেদস্তু ন কাপি হানিরিতি। তস্মাদুভয়থা ভক্তা-নন্দনে তদ্ভক্ত্যনুভবএব ভগবন্তং প্রবর্ত্তয়তীতি সিদ্ধং। তত এতদুক্তং ভবতি। যদ্যন্যস্য সুখদুঃখমনুভূয়াপি তৎ পরিত্যাগেনেতরস্য সুখং দুঃখহানিং বা সম্পাদয়তি তদৈব বৈষম্যমাপততি শ্রীভগবতি তু প্রাকৃত-সুখদুঃখানুভবাভাবান্নতদাপততি। যথা কল্পতরৌ।। ২২৭ ।।

তদুক্তং শ্রীমদক্রূরেণ ।।

ন তস্য কশ্চিদ্দয়িতঃ সুহৃত্তমো
ন চাপ্রিয়ো দ্বেষ্য উপেক্ষ্য এব বা।
তথাপি ভক্তান্ ভজতে যথা তথা
সুরদ্রুমো যদ্বদুপাশ্রিতোঽর্থদঃ।

অত্র ভক্তাদন্যএব কশ্চিদ্বিতি জ্ঞেয়ং ।। ২২৮ ।।

ভক্তি স্পষ্টই আছে। সর্ব্বপ্রকারে দৈন্যাত্মক ভক্তভক্তির অনুভব ভগবান্‌কে দয়াযুক্ত করে। প্রাকৃত দুঃখ ভগবান্‌কে দয়াযুক্ত করে না। যে হেতু অন্য কারণ বিদ্যমান থাকিতে অযোগ্যের কল্পনা উচিত হয় না। দুঃখ সম্ভাবই ভগবৎ করুণার কারণ হইলে সমস্ত জীবের সংসার বিনাশ হইত। দুঃখানুভবের পরম্পরা কারণত্ব আছেই, ইহা যদি হয় হউক, তাহাতে ক্ষতি কি। অতএব সুখ দুঃখ প্রকারে ভক্তসুখদানে ভক্ত-ভক্তির অনুভবই ভগবান্‌কে প্রবর্ত্ত করে, এই সিদ্ধান্ত হইল। সেই হেতু এই কথিত হইতেছে, যদি অন্যের সুখ দুঃখ অনুভব করিয়াও তাহাকে যোগ করত অপরের সুখ কিম্বা দুঃখ বিনাশ সম্পাদন করেন, তবে সেই সময়েই বৈষম্য আগত হয়, কিন্তু শ্রীভগবানে প্রাকৃত সুখদুঃখানুভবের অভাব হেতু সেই বৈষম্যদোষ আসিতেছে না, যেমন কল্পতরুতে তদ্রূপ ।। ২২৭ ।।

১০ স্কন্ধে ৩৮ অধ্যায়ে ২১ শ্লোকে
অক্রূর কহিয়াছেন ।।

যদিও তাঁহার প্রিয়, অপ্রিয়, সুহৃদ্, অসুহৃদ্ এবং হিত, অহিত অথবা উপেক্ষ্য কেহ নাই সত্য, তথাপি কল্পবৃক্ষ যদ্রূপ যে ব্যক্তি যে প্রকারে আশ্রিত হয় তাহাকে সেই প্রকারে ফল দেয়, তদ্রূপ তিনিও যে ভক্ত যেরূপে ভজনা করেন তাঁহাকে সেইরূপেই অভীষ্ট প্রদান করিয়া থাকেন ।।

এই শ্লোকে কশ্চিৎ শব্দে ভক্ত ভিন্ন অন্য কোন জনকে জানিতে হইবে ।। ২২৮ ।।

কঃ পণ্ডিতস্ত্বদপরং শরণং সমীয়াদ্ভক্তপ্রিয়াদৃতগিরঃ সুহৃদঃ কৃতজ্ঞাৎ। ইত্যেতদ্বাক্যেনৈব তৎপ্রিয়ত্বপ্রোক্তেঃ ॥ ২২৯ ॥

শ্রীমহাদেবেনাপ্যুক্তং ॥

ন হ্যস্যাস্তি প্রিয়ঃ কশ্চিন্নাপ্রিয়ঃ স্বঃ পরোঽপি বা।
আত্মত্বাৎ সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বভূতপ্রিয়ো হরিঃ।
তস্য চায়ং মহাভাগশ্চিত্রকেতুঃ প্রিয়োঽনুগঃ।
সর্ব্বত্র সমদৃক্ শান্তো হ্যহঞ্চৈবাচ্যুতপ্রিয় ইতি ॥ ২৩০ ॥

তথোক্তং প্রহ্লাদেনাপি ॥

চিত্রং তবেহিতমহো ঽমিতযোগমায়ালীলাবিসৃষ্টভুবনস্য বিশারদস্য।
সর্ব্বাত্মনঃ সমদৃশোঽবিষমস্বভাবো ভক্তপ্রিয়ো যদসি কল্পতরু-স্বভাব ইতি ॥ ২৩১ ॥

অর্থশ্চ যত্ত্বং ভক্তপ্রিয়ো ঽসি সমদৃশস্তব স্বভাবঃ। অবিষমৈর্বিষমো ন ভবতি। তত্র হেতুগর্ভবিশেষণং কল্পতরুস্বভাব ইতি। তস্মাদ্বিষমতয়া

এই বিষয় ১০ স্কন্ধে ৪৮ অধ্যায়ে ২২ শ্লোকে
অক্রূর বলিয়াছেন যথা—

আপনি ভক্তপ্রিয়, সত্যবাদী, সুহৃৎ এবং কৃতজ্ঞ, কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি আপনা ভিন্ন অন্যকে শরণ প্রাপ্ত হইবে? কেহই হইবে না। আপনি ভজনাকারি সুহৃজ্জনের প্রতি সর্ব্বকাম এবং আপনাকেও প্রদান করিয়া থাকেন, অপর আপনকার উপচয় ও অপচয় নাই। এই বাক্য দ্বারাই তাঁহার প্রিয়ত্ব উক্ত হইয়াছে ॥ ২২৯ ॥

৬ স্কন্ধে ১৭ অধ্যায়ে ২৮। ২৯ শ্লোকে
শ্রীমহাদেবও বলিয়াছেন যথা—

মহাদেব কহিলেন প্রিয়ে! সেই হরির প্রিয় কেহ নাই, আত্মীয় ও পরও কেহ নাই, তিনি সকল ভূতের আত্মা এই নিমিত্ত, তিনি সকলের প্রিয় ॥

কিন্তু এই মহাভাগ চিত্রকেতু সেই ভগবান্ অনন্তের প্রিয় এবং অনুচর, কারণ এ ব্যক্তি শান্ত এবং সর্ব্বত্র সমদর্শী, হে সতি! আমিও সেই অচ্যুতপ্রিয়, একারণ এই ব্যক্তির উপর আমার ক্রোধ জন্মিল না ॥ ২৩০ ॥

৮ স্কন্ধে ২৩ অধ্যায়ে ৬ শ্লোকে
প্রহ্লাদ সেই প্রকার বলিয়াছেন যথা—

প্রহ্লাদ কহিলেন হে ভগবন্! আপনার চেষ্টা অতিশয় আশ্চর্য! এ কি? আপনি অচিন্ত্য যোগমায়াদ্বারা অবলীলাক্রমে ভুবনরচনা করেন এবং সর্ব্বাত্মা ও সর্ব্বজ্ঞ এ প্রযুক্ত আপনি সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি, আপনার এরূপ অবিষম-স্বভাব যে, ভক্তের প্রতি প্রীতিবশতঃ কল্পতরুস্বভাব হইলেন? ॥ ২৩১ ॥

প্রতীতেঽপি ত্বয্যবৈষম্যমিত্যতীব চিত্রমিতি। অথবা। পরত্রাপি কল্পবৃক্ষাদিলক্ষণে সমান এবাশ্রয়ণীয়ে বস্তুনি ভক্তপক্ষপাতরূপবৈষম্যদর্শনাত্তদ্বৈষম্যমপি সমস্যৈব স্বভাব ইতি লব্ধে তদপরিহার্য্যমেবেতি সিদ্ধান্তয়িতব্যং। ততশ্চাবিষমঃ স্বভাব ইত্যেবং ব্যাখ্যেয়ং। তথা পূর্ব্বত্রাপি তথাপি ভক্তান্ ভজতে ইতি বৈষম্যএব যোজনীয়মিতি ॥ ২৩২ ॥

বস্তুতস্তু শ্রীভগবত্যচিন্ত্যমৈশ্বর্য্যমেব মুখ্যস্তদবিরোধে হেতুঃ।

যদুক্তং ॥

নমো নমস্তেঽস্ত্বৃষভায় সাত্বতামিত্যাদৌ দ্বিতীয়স্য চতুর্থে টীকায়াং তদেবং বৈষম্যপ্রতীতাবপ্যদোষত্বায়াচিন্ত্যৈশ্বর্য্যমোহেতি ॥ ২৩৩ ॥

তদুক্তং শ্রীভীষ্মেণ ॥

সর্ব্বাত্মনঃ সমদৃশো হ্যদ্বয়স্যানহঙ্কৃতেঃ।

তৎকৃতং মতিবৈষম্যং নিরবদ্যস্য ন ক্বচিৎ।

সন্দর্ভব্যাখ্যা ॥

যে তুমি ভক্তপ্রিয় হও তাহাও তোমার সমদর্শিতার স্বভাব, অবিষম অর্থাৎ বিষম হইতেছ না, তাহার প্রতি হেতুগর্ভ বিশেষ। যা কল্পতরুস্বভাব অর্থাৎ কল্পবৃক্ষের যেরূপ অপক্ষপাতিনী প্রকৃতি সেইরূপ তোমার প্রকৃতি। সেই হেতু বিষমস্বভাবত্ব রূপে প্রতীত হইলেও তোমাতে অবৈষম্য ইহা অতীব আশ্চর্য। পক্ষান্তর অর্থে ভগবদ্ভিন্ন স্থানও কল্পবৃক্ষাদিতে সমান আশ্রণীয় বস্তুতে ভক্তপক্ষপাতি বৈষম্য দর্শন হেতু সেই বৈষম্যও অসমবস্তুর স্বভাব ইহা প্রাপ্ত হইলে ভক্তপক্ষপাতিত্ব অপরিহার্য্য ইহাই সিদ্ধান্ত করা কর্ত্তব্য হয়। সেই হেতুই বিষমস্বভাব ইহা ব্যাখ্যা করা উচিত। সেইরূপ, নচাস্য কশ্চিৎ ইত্যাদি শ্লোকে যদিও কোনস্থানে পক্ষপাত নাই তথাপি ভগবান্ ভক্তগণকে ভজন করেন, এই বৈষম্যেই যোজনীয়।

বাস্তবিক শ্রীভগবানে অচিন্ত্য-ঐশ্বর্য্যই অবিরোধে মূলকারণ ॥

এই বিষয় ২ স্কন্ধের ৪ অধ্যায়ে ॥

"নমোনমস্তেঽস্ত্বৃষভায় সাত্বতাং" এই ১৩ শ্লোকের টীকায়, সেই হেতু এইরূপে বৈষম্য প্রতীত হইলেও অদোষতার নিমিত্ত অচিন্ত্যৈশ্বর্য্য বলিতেছেন, ইহা শ্রীধরস্বামী বলিয়াছেন ॥ ২৩৩ ॥

তথা ১ স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে ১৮। ১৯ শ্লোকে

শ্রীভীষ্ম কহিয়াছেন যথা—

শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বাত্মা সমদর্শী, অদ্বয়, অনহঙ্কৃতি এবং রাগাদিশূন্য, ইঁহার নীচোচ্চ কর্ম্ম দ্বারা মতির বৈষম্য অর্থাৎ ইহা আমার যোগ্য, ইহা অযোগ্য এমত বৈষম্যবুদ্ধি নাই, সুতরাং দৌত্য প্রভৃতি কার্য্যে দোষ বোধ করেন নাই ॥

তথোপ্যেকান্তভক্তেষু পশ্য ভূপানুকম্পিতং।
যন্মেঽসূংস্ত্যজতঃ সাক্ষাৎ কৃষ্ণো দর্শনমাগত ইতি ॥২৩৪॥
তথা স্বয়ং শ্রীভগবতা।
সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহমিতি ॥ ২৩৫ ॥

তদেবং তত্তদদোষে ভক্তপক্ষপাতস্য স্বরূপশক্তিসারভূতত্বে ভক্তবিনোদার্থমেব স্বরূপশক্ত্যৈব স্বয়মেব চ তত্তদবতারলীলাঃ করোতি ভগবান্। ততো বিশ্বপালনং তু স্বয়মেব সিদ্ধ্যতীতি স্থিতে ন বিদুর প্রশ্নস্তদবস্থঃ ॥ ২৩৬ ॥

অত্র দেবাদীনাং প্রাকৃতত্বেন তৈঃ সহ লীলায়াং স্বতন্তৃপ্ততাহানিঃ। তেষু তদংশাবেশাদি স্বীকারেণাগ্রে পরিহর্ত্তব্যা তথা নচাবতারাদীনাং স্বরূপশক্ত্যাত্মকতাহানিঃ। তথা ভক্তবিনোদৈকপ্রয়োজনকস্যৈব লীলাকৈবল্যেন চান্যত্র রাগদ্বেষাভাবান্ন বৈষম্যমপি। প্রত্যুত পিত্তদূষিতজিহ্বানাং খণ্ডাদ্বৈরস্য ইব। তস্মান্নিগ্রহেঽপ্যনুভূয়মানে তেষাং দুষ্টতাদিক্ষ-পণলক্ষণং হিতমেব ভবতি ॥ ২৩৭ ॥

হে রাজন্! সর্ব্বত্র সমান হইলেও একান্ত ভক্তের প্রতি ইহাঁর অনুকম্পা দেখ, আমি প্রাণত্যাগ করিব বলিয়া আমার সম্মুখে আগমন পূর্ব্বক দর্শন দিলেন ॥২৩৪॥

সেই প্রকার স্বয়ং ভগবান্ কহিয়াছেন।

শ্রীভগবদ্গীতার ৯ অধ্যায়ে ২৯ শ্লোকে যথা—

ভগবান্ কহিলেন আমি সকল ভুতগণের প্রতি সমান, আমার দ্বেষ্য কিম্বা প্রিয় কেহ নাই, কিন্তু যে সাধকেরা আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক ভজনা করেন, তিনি আমাতে এবং আমি তাহাতে বিদ্যমান, জানিবে ॥ ২৩৫ ॥

সেই হেতু এই প্রকারে ভক্তগণের প্রিয়কার্য্যে ভগবানের কোন দোষ না হইলে ভক্তপক্ষপাতের স্বরূপশক্তি-সাররূপত্বে ভক্তানন্দ নিমিত্তই স্বরূপশক্তি দ্বারা স্বয়ং ভগবানই সেই সেই অবতার লীলা করিতেছেন, সেই সেই অবতার লীলাহেতু বিশ্বপালন আপনা হইতেই সিদ্ধ হইতেছে, এই সিদ্ধান্ত হইলে, "ব্রহ্মন্ কথং ভগবতঃ" ইত্যাদি ৩ স্কন্ধের ৭ অধ্যায়ের ২ শ্লোকে বিদুরের প্রশ্ন বিরুদ্ধ হইল না ॥ ২৩৬ ॥

এই প্রকরণে দেবাদির প্রাকৃত রূপকতা হেতু তাহাদিগের সহিত লীলাতে স্বতন্তৃপ্ততা হানি, দেবতাদিতে ভগবানের অংশাবেশাদি স্বীকার দ্বারা পরে পরিহার করা হইবে। সেই প্রকার অবতারাদির স্বরূপশক্তি রূপকতা হানি হইল না। তথা ভক্তের আনন্দদানই একমাত্র প্রয়োজনক, স্বচ্ছন্দলীলার কেবলতা দ্বারা অন্য স্থানে রাগ দ্বেষের অভাব হেতু বৈষম্যদোষও নাই। বাস্তবিক পিত্তদ্বারা যাহাদের জিহ্বা দূষিত হইয়াছে

ন হ্যস্য জন্মনো হেতুঃ কর্ম্মণো বা মহীপতে।
আত্মমায়াং বিষেশস্য পরস্য দ্রষ্টুরাত্মনঃ।
যন্মায়াচেষ্টিতং পুংসঃ স্থিত্যুৎপত্ত্যপ্যয়ায় হি।
অনুগ্রহস্তন্নিবৃত্তেরাত্মলাভায় চেষ্যতে॥
ইতি নবমান্তস্থ শ্রীশুকবাক্যানুসারেণ॥ ২৩৮॥

প্রলয়ে লীনোপাধেজীবস্য ধর্ম্মাদ্যসম্ভবাদুপাধিসৃষ্ট্যাদিনা ধর্ম্মাদি-সংপাদনেনানুগ্রহ ইতি তদীয়-টীকানুসারেণ চ।

তথা।
লোকে ভবান্ জগদিনঃ কলয়াবতীর্ণঃ
সদ্রক্ষণায় খলনিগ্রহণায়চান্যঃ।
কশ্চিত্ত্বদীয়মতিযাতি নিদেশমীশ
কিম্বা জনঃ স্বকৃতমৃচ্ছতি তন্ন বিদ্মঃ॥
ইতি জরাসন্ধবদ্ধরাজবৃন্দনিবেদনেহপি।

ঈশ্বরে ত্বয়ি সদ্রক্ষণার্থমবতীর্ণেহপি চেদস্মাকং দুঃখং স্যাৎ তর্হি

তাহাদের খণ্ড (শর্করাবিকার) হইতে যেরূপ বিরসতা জন্মে, তদ্রূপ ভগবান্ হইতে নিগ্রহও অনুভব করিলে তাহাদিগের দুষ্টতাদি বিনাশরূপ হিতই হইতেছে॥ ২৩৭॥

এই বিষয়ে ৯ স্কন্ধে ২৪ অধ্যায়ে ২৭ | ২৮ শ্লোকে

নচেৎ যিনি মায়ানিয়ন্তা, সঙ্গবিহীন, সর্ব্বসাক্ষী এবং সর্ব্ব গত, তাঁহার মায়া-বিনোদ ব্যতিরেকে জন্ম অথবা কর্ম্মের হেতু অন্য কি হইতে পারে॥

অপর যাঁহার মায়াচেষ্টা জীবের পক্ষে অনুগ্রহ স্বরূপ, যেহেতু তাহাই সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের নিদান, অতএব যিনি সর্ব্বজীবের অনুগ্রাহক, তাঁহার কর্ম্মাদি পারতন্ত্র্য হেতু জন্মাদি সম্বন্ধের সম্ভাবনা কি? সে যাহাহউক, ঐ মায়াচেষ্টিত শ্রূয়মাণ হইলে তদ্দ্বারা সৃষ্টি প্রভৃতি নিবৃত্তি হওয়াতে তাহা জীবের পক্ষে মোক্ষের কারণ হইয়া থাকে॥ ২৩৮॥

প্রলয়ে লীনোপাধি জীবের ধর্ম্মাদি অসম্ভব হেতু উপাধি সৃষ্ট্যাদি করত ধর্ম্মাদি সম্পাদন দ্বারা অনুগ্রহ এই শ্লোকের শ্রীধরস্বামী টীকায় এইরূপ ব্যাখ্যাও করিয়াছেন॥

তথা ১০ স্কন্ধের ৭০ অধ্যায়ে ২২ শ্লোকে
জরাসন্ধবন্দিরাজগণ নিবেদনেতেও যথা॥

হে ঈশ! তুমি জগদীশ্বর, সাধুজনের রক্ষা ও খলের নিগ্রহ নিমিত্ত তুমি লোকে অংশরূপে অবতীর্ণ হইয়াছ, তথাপি যে আমরা এত দুঃখ পাইতেছি তাহাতে জরাসন্ধাদিরা কি তোমার নির্দেশ অতিক্রম করিতেছে, কিম্বা আমরা স্বকৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করিতেছি? ইহা বুঝিতে পারিতেছিনা?

কিমন্যঃ কশ্চিজ্জরাসন্ধাদিস্ত্বদাজ্ঞামপি লঙ্ঘয়তি। কিঞ্চ। ত্বয়া বক্ষ্যমাণোঽপি জনঃ স্বকর্ম্মদুঃখং প্রাপ্নোত্যেবেতি ন বিদ্মঃ। ন চৈতদুভয়মপি যুক্তমিতি ভাব ইতি তদীয়টীকানুসারেণ চ ॥ ২৩৯ ॥

লীলায়াঃ স্বৈরত্বেঽপি দুর্ঘটঘটনী মায়া এব তদা তদা দেবাসুরাদীনাং তত্তৎকর্ম্মোদ্বোধসন্ধানমপি ঘটয়তি। যয়া স্বস্বকর্ম্মণা পৃথগেব চেষ্টমানানাং জীবানাং চেষ্টাবিশেষাঃ পরস্পর শুভাশুভকুনতয়া ঘটিতা ভবন্তীত্যাদিকং লোকেঽপি দৃশ্যতে। যত্রতু ক্বচিদেষা তল্লীলাজবমনুগন্তুং ন শক্নোতি তত্রৈব পরমেশিতুঃ স্বৈরতা ব্যক্তীভবতি।

যথা।

গুরুপুত্রমিহানীতং নিজকর্ম্মনিবন্ধনং।
আনয়স্ব মহারাজ মচ্ছাসনপুরস্কৃতঃ ॥
ইতি যমবিষয়ক-শ্রীভগবদাদেশাদৌ ॥

ততশ্চ তস্যাতিবিরলপ্রচারত্বান্ন সর্ব্বত্র কৃতহান্যকৃতাভ্যাগমপ্রসঙ্গশ্চ। অথ যদি কেচিদ্ভক্তানামেব দ্বিষন্তি তদা ভক্তপক্ষপাতান্তঃপাতিত্বাদ্ভগবতা স্বয়ং তদ্দ্বেষেঽপি ন দোষঃ। প্রত্যুত ভক্তবিষয়ক-তদ্রতেঃ পোষকত্বেন হ্লাদিনীবৃত্তিভূতানন্দোল্লাসবিশেষ এবাসৌ। যেন হি দ্বেষেণ প্রতি-

---

এই শ্লোকে শ্রীধরস্বামির টীকা ব্যাখ্যা যথা ॥

ঈশ্বর তুমি সাধুজনের নিমিত্ত অবতীর্ণ হইলেও যদি আমাদিগের দুঃখ হয় তবে অন্য কোন জরাসন্ধাদি তোমার আজ্ঞাও উল্লংঘন করিতেছে। আরও। তোমার রক্ষিত লোকও নিজকর্ম্ম জন্য দুঃখ লাভ করিতেছে, ইহা জানিতেছিনা। এই উভয়ই যুক্ত হয় না, ইহাই ভাবার্থ ॥ ২৩৯ ॥

লীলার স্বতন্ত্রতা থাকিলেও দুর্ঘটঘটনী মায়াই সেই সময়ে দেবাসুরাদির সেই সেই কর্ম্মের জ্ঞানসন্ধানও ঘটনা করিতেছে, যে মায়া হেতু স্ব স্ব কর্ম্ম দ্বারা পৃথক্‌রূপে চেষ্টমান লোক সকলের চেষ্টা বিশেষ পরস্পর শুভাশুভের সূচকতা দ্বারা ঘটিত হইতেছে, ইত্যাদি কার্য্যও লোকের দেখা যাইতেছে। যেস্থানে মায়া ভগবল্লীলাবেশের পশ্চাৎ গমন করিতে পারে না, সেই স্থানেই পরমেশ্বরের স্বচ্ছন্দতা প্রকাশ পাইতেছে ॥

১০ স্কন্ধে ৪৫ অধ্যায়ে ৩৪ শ্লোকে যমের
প্রতি ভগবানের আজ্ঞা যথা ॥

ভগবান্ কহিলেন, আমার গুরুপুত্র নিজকর্ম্মের কারণ এখানে আনীত হইয়াছেন আমার আজ্ঞা পুরঃসর তাঁহাকে শীঘ্র আনিয়া দাও (ইহার তাৎপর্য্য যদিও তিনি নিজ কর্ম্ম প্রযুক্ত পরিগৃহীত হইয়াছেন, তথায় আমার আদেশে আনয়ন করিয়া দিলে তোমার দোষ হইবে না) ॥

পদপ্রোন্মীলৎসান্দ্রানন্দ-বৈচিত্রীসমতিরিক্ত-ভক্তিরস-মরুস্থল-ব্রহ্মকৈবল্যা-পাদানরূপত্বেন তদীয়ভক্তিরসমহাপ্রতিযোগিতয়া ততোহন্যথা দুশ্চিকিৎসতয়া চ তত্রোচিতং তদুত্থভগবত্তেজসা তৎস্বরূপশক্তেরপি তিরস্কারেণ ধ্বংসাভাবতুল্যং স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ ইতি ন্যায়েন অন্যেষামতীব দুঃষহং তেষামপি কামুকানাং নিকামমনভীষ্টমুদ্দণ্ডদণ্ডবিশেষং কুর্ব্বত্যেব ভগবতি সর্ব্বাহিতপর্য্যবসায়িচারিত্রস্বভাবত্বাদেব তত্তদ্দুর্ব্বারদুর্ব্বাসনাময়াশেষসংস্কার ক্লেশনাশো ভবতি। যঃ খল্বভেদোপাসকানামতিকচ্ছ্রসাধ্যঃ পুরুষার্থঃ। ক্বচিচ্চ পরমার্থবস্ত্বভিজ্ঞানাং নরকনির্ব্বিশেষং তেষাং কামিনাং তু নিকামমভীষ্টং বিট্কীটানামিবামেধ্য বর্গবিশেষং তেভ্যো দদাতি স পরমেশ্বর ॥ ২৪০ ॥

অতএবোক্তং নাগপত্নীভিঃ।

রিপোঃ সুতানামপি তুল্যদৃষ্টির্ধৎসে দমং ফলমেবানুশংসন্ ॥ ইতি ॥

অতএব ভগবদাজ্ঞার অতিবিরলপ্রচারতা হেতু সর্ব্বত্র কৃতকার্য্যের স্বীকার প্রসঙ্গও হইল না। আর যদি কেহ ভক্তগণকে দ্বেষ করে সেই সময় ভক্তপক্ষপাতের অন্তঃপাতিতা হেতু ভগবান্ স্বয়ং তাহাদের হিংসা করিলেও দোষ হইতেছে না, অধিকন্তু ভক্তবিষয়ক ভগবৎপ্রীতির পোষকতা হেতু হ্লাদিনী শক্তির বৃত্তিরূপ আনন্দের উল্লাস বিশেষই এই দ্বেষ। যে দ্বেষ দ্বারা প্রতিক্ষণে প্রকৃষ্টরূপে প্রকাশিত নিবিড়ানন্দ বিচিত্রতারও অতিরিক্ত যে ভক্তিরস তাহার মরুভূমি যে ব্রহ্মকৈবল্য লাভ করাইয়া ভক্তিরস সম্বন্ধীয় মহাবিরোধিতা হেতু তাহার অন্য প্রকার দুশ্চিকিৎসতা হেতু সেই সকল ভক্তদ্বেষিতে উচিত যে ভক্তদ্বেষজাত ভগবত্তেজ দ্বারা ভগবৎ স্বরূপ শক্তি ও অন্তর্ধান হেতু ধ্বংসাভাব সদৃশ ॥

নারায়ণ পরায়ণ ব্যক্তিগণ স্বর্গ, অপবর্গ (মুক্তি) ও নরক এই তিনে তুল্য প্রয়োজন দর্শন করিয়া থাকেন। ৬ স্কন্ধের ১৭ অধ্যায়ে ২৩ শ্লোকের এই যুক্তিদ্বারা ভক্তগণের অত্যন্ত দুঃসহ সেই সকল স্বর্গাভিলাসি কামুকগণের অতিশয় অনভীষ্ট উদ্দণ্ড দণ্ডবিশেষ যে ভগবান্ করিতেছেন তাঁহার সমুদায় হিতে পর্য্যবসায়ি স্বভাব হেতুই সেই সেই দুর্ব্বার সর্ব্ববাসনাময় অশেষ সংসার ক্লেশও নাশ হইতেছে। যাহা ব্রহ্মের সহিত জীবের অভেদ উপাসকগণের অতিকষ্টসাধ্য পুরুষার্থ বস্তুর অভিজ্ঞ ভক্তগণের নরক নির্ব্বিশেষ, বিষ্ঠাকীটদিগের অমেধ্য বিষ্ঠাদি যাদৃশ প্রিয়তম, তাদৃশ সেই সকল কামিগণের অতিশয় অভীষ্ট স্বর্গ বিশেষ কোন কোন অবতারে সেই সকল ভক্তদ্বেষিগণকে প্রদান করেন ॥ ২৪০ ॥

অতএব নাগপত্নীগণ বলিয়াছেন।

১০ স্কন্ধে ১৬ অধ্যায়ে ২৯ শ্লোকে যথা ॥

অত্র সুতানাং সুতবৎ পাল্যানাং দেবানামিত্যর্থঃ। দমমিতি যতো-দমমপীত্যর্থঃ। যত্তু পূতনাদাবুত্তমভক্তগতিঃ শ্রূয়তে তদ্ভক্তানুকরণা-দিমাহাত্ম্যেনৈবেতি তত্র তত্র স্পষ্টমেব যথা সদ্বেষাদিব পূতনাপি সকুলে-ত্যাদি ॥ ২৪১ ॥

অথ যদি কেচিদ্ভক্তা এব সন্তো ভক্তান্তরেষু কথঞ্চিদ পরাধ্যন্তি তদা তেনৈবাপরাধেন ভক্তেষু ভগবতি চ বিবর্ত্তমানং দ্বেষ-বাড়বানল জ্বালা-কলাপমনুভূয় চিরাৎ কথঞ্চিৎ পুনঃসদ্বেষেণাপি ভগবৎসংস্পর্শাদিনা সপরিকরে তদপরাধদোষে বিনষ্টে স্বপদমেব প্রাপ্নুবন্তি নতু ব্রহ্ম-কৈবল্যং। ভক্তিলক্ষণবীজস্যানশ্বরস্বভাবত্বাৎ। তেষু ভগবতঃ ক্রোধশ্চ বালেষু মাতুরিবেতি তস্মাৎ সর্ব্বং সমঞ্জসং ॥ ২৪২ ॥

তথাহি শ্রীরাজোবাচ ॥

সমঃ প্রিয়ঃ সুহৃদ্‌ব্রহ্মন্ ভূতানাং ভগবান্ স্বয়ং।
ইন্দ্রস্যার্থে কথং দৈত্যানবধীদ্বিষমো যথা ॥ ৯৩ ॥ ২৪৩ ॥

প্রভো! শত্রু এবং পুত্রেতে আপনকার সমান দৃষ্টি, আপনি ফলই আলোচনা করিয়া দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন ॥

এই শ্লোকে "সুতানাং" অর্থাৎ সন্তানের ন্যায় পাল্যদেবগণের, এই অর্থ। দম এই পদের যে হেতু দমই (দণ্ডই) এই অর্থ। কিন্তু পূতনাদিতে উত্তম ভক্তগতি শুনা যাইতেছে, তাহা কেবল ভক্তরূপের অনুকরণাদি মাহাত্ম্যেই জানিতে হইবে। সেই সেই স্থানে ইহা স্পষ্টই রহিয়াছে ॥

১০ স্কন্ধে ১৪ অধ্যায়ে ৩৩ শ্লোকে যথা ॥

ব্রহ্মা কহিলেন, প্রভো! আপনার ভক্তদিগের বেষের অনুকরণ মাত্র করিয়া যখন পাপিষ্ঠ পূতনাও বন্ধুবান্ধব সহিত আপনাকে প্রাপ্ত হইয়াছে। তখন যাহাদের গৃহ, ধন, সুহৃত, প্রিয়, আত্মা, তনয়, প্রাণ ও আশয় সমুদায় আপনাতে অর্পিত, তাহাদিগকে তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠফল না দিলে পর্য্যাপ্ত হইবে কেন? ॥ ২৪১ ॥

অপর যদি কোন কোন ব্যক্তি ভক্ত হইয়াও অন্যভক্তগণেতে কোন রূপ অপরাধ করে, তবে সেই ভক্তাপরাধ দ্বারাই ভক্তগণে এবং ভগবানে বিশেষ রূপে বর্ত্তমান দ্বেষ-রূপ বাড়বানলজ্বালাসমূহ অনুভব করত বহুকালের পর কোন প্রকারে পুনর্ব্বার সদ্বেষ হেতু ও ভগবৎস্পর্শাদি করত সমূল সেই সেই বৈষ্ণবাপরাধ বিনষ্ট হইলে ভগবচ্চরণারবিন্দই লাভ করে। ভক্তিলক্ষণবীজের অবিনাশি স্বভাব হেতু কদাচ ব্রহ্মকৈবল্য লাভ করে না, নিজবালকে মাতার যেরূপ ক্রোধ, সেই সকলে ভগবানেরও তদ্রূপ ক্রোধ জানিতে হইবে অতএব সমস্ত অবিরোধ হইল ॥ ২৪২ ॥

পরমাত্মত্বেন সমঃ সুহৃৎ হিতকারী প্রিয়ঃ প্রীতিবিষয়ঃ ভগবান্। এবং সতি সাম্যেনৈবাপকর্ত্তৃত্বেন প্রীতিবিষয়ত্বেন চ সর্ব্বেষ্বেব প্রাপ্তেষু কথং বিষম ইব দৈত্যানবধীৎ। বিষমত্বমপলক্ষণং অসুহৃদিবাপ্রিয় ইব চেতি। কিঞ্চ যস্য যৈঃ প্রয়োজনং সিধ্যতি স তৎপক্ষপাতী ভবতি যেভ্যো বিভেতি তান্ দ্বেষেণ হন্তি ॥ ২৪৪ নতু তদত্রাস্তীত্যাহ ॥

ন হ্যস্যার্থং সুরগণৈঃ সাক্ষান্নিঃশ্রেয়সাত্মনঃ।
নৈবাসুরেভ্যো বিদ্বেষো নোদ্বেগশ্চাগুণস্য হি ॥ ১৪ ॥ ২৪৫ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ ৭ স্কন্ধের ১ অধ্যায়ে ১ শ্লোকে
রাজা পরীক্ষিতের প্রশ্ন যথা ॥

পূর্ব্ব স্কন্ধান্তে ভগবান্ বিষ্ণুর সাহায্যে দেবরাজ কর্ত্তৃক পুত্র বিনষ্ট হওয়াতে দিতি পরিতাপ করিতেছিলেন, এতৎশ্রবণে রাজা পরীক্ষিত বিস্ময় প্রকাশ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মন্। ভগবান্ বিষ্ণু সর্ব্বভূতে সমান, স্বয়ং সকলের সুহৃদ্ ও প্রীতির বিষয়, তিনি বিষম ব্যক্তির ন্যায় হইয়া ইন্দ্রের নিমিত্ত দৈত্যদিগকে কি প্রকারে বিনষ্ট করিলেন ? যিনি সর্ব্বত্র সম ও সকলের সুহৃদ, তাঁহার বৈষম্য কিরূপে সম্ভব হয়, আর প্রিয়কারিদের প্রতি প্রিয় ব্যক্তির বৈষম্য উপযুক্তও নহে ॥ ১৩ ॥ ২৪৩ ॥

সন্দর্ভব্যাখ্যা ॥

পরমাত্ম রূপে সমান এবং সর্ব্বসুহৃৎ অর্থাৎ হিতকারী, প্রিয় অর্থাৎ প্রীতি বিষয়ীভূত ভগবান্ এই প্রকারে সমান ভাব হেতু, উপকারিত্ব হেতু এবং প্রীতি বিষয়ত্ব হেতুও সমস্ত জনেই প্রাপ্ত হইবে, কি প্রকারে বিপরীতকারি লোকের সদৃশ ইন্দ্রের নিমিত্ত স্বয়ং দৈত্যগণকে বধ করিয়াছেন। এস্থলে বিষমতা উপলক্ষ্যমাত্র, বস্তুতঃ অসুহৃদ্ অর্থাৎ অপ্রিয়ের সদৃশ ॥

আরও ॥

যাহার যে সকল লোক দ্বারা প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, সে তাহারই পক্ষপাতী হয়, যে সকল লোক হইতে ভয় পায় তাহাদিগকে দ্বেষ করত বিনাশ করে ॥ ২৪৪ ॥

এই উভয়ই ভগবানে নাই।

এই বিষয় উক্ত প্রকরণের ২ শ্লোকে যথা—

অপর হে মুনে ! যাহার যাহাতে প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, সে তাহার পক্ষপাতী হইয়া থাকে এবং যাহা হইতে ভয় সম্ভাবনা হয়, বিদ্বেষ করিয়া তাহাকে বধ করিয়া থাকে সত্য, কিন্তু এস্থলে পক্ষপাত অথবা ভয়ের কারণ কিছুই দৃষ্ট হয় না, যে ভগবান্ সাক্ষাৎ পরমানন্দ স্বরূপ, তাহার দেবগণ হইতে কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে; আর যিনি স্বয়ং অগুণ, তাহার অসুরসমূহ হইতে ভয় হইবারই সম্ভাবনা কি ? অপর তাঁহার কাহারও সহিত বিদ্বেষ নাই, তবে ইন্দ্রের সাহায্যার্থে ভগবান্ ঐরূপ গর্হিত কর্ম্ম কেন করিলেন ? ॥ ১৪ ॥ ২৪৫ ॥

নিঃশ্রেয়সং পরমানন্দঃ।

অতঃ।

ইতি নঃ সুমহাভাগ নারায়ণগুণান্ প্রতি।

সংশয়ঃ সুমহান্ জাতস্তদ্ভবাংশ্ছেত্তুমর্হতি ॥ ৯৫ ॥ ২৪৬ ॥

গুণান্ অনুগ্রহনিগ্রহাদীন্ প্রতি। তৎ তৎ সংশয়ং।

তত্র শ্রীঋষিরুবাচ ॥

সাধু পৃষ্টং মহারাজ হরেশ্চরিতমদ্ভুতং।

যদ্ভাগবতমাহাত্ম্যং ভগবদ্ভক্তিবর্দ্ধনং ॥ ৯৬ ॥ ২৪৭ ॥

হে মহারাজ ইদং যৎ পৃষ্টং তৎসাধু সুবিচারিতমেব। কিন্তু হরেশ্চরিতং অদ্ভুদং অপূর্ব্বং। অবৈষম্যেঽপি বিষমতয়া প্রতীয়মানত্বেন বিচারাতীতত্বাৎ। যদ্ যত্র হরেশ্চরিতে ভগবদ্ভক্তিবর্দ্ধনং ভাগবতমাহাত্ম্যং ভাগবতানাং প্রহ্লাদোপলক্ষিতভক্তবৃন্দানাং মাহাত্ম্যং বর্ত্ততে। অনেন ভাগবতার্থমেব সর্ব্বং করোতি ভগবান্ ন ত্বন্যার্থমিত্যস্যৈবার্থস্য পর্য্যবসানং ভবিষ্যতীতি ব্যঞ্জিতং। টীকাচ।

নিশ্রেয়স শব্দের অর্থ পরমানন্দ।

এই হেতু কহিতেছেন, উক্ত প্রকরণের ৩ শ্লোকে যথা—

হে মহাভাগ! নারায়ণের অনুগ্রহ নিগ্রহাদি গুণের প্রতি আমাদের এই সুমহৎ সংশয় জন্মিতেছে, আপনি অনুগ্রহ প্রকাশপূর্ব্বক এই সংশয় ছেদন করিয়া দিউন ॥ ৯৫ ॥ ২৪৬ ॥

গুণ সকলের অর্থ, অনুগ্রহ নিগ্রহাদি। তৎ শব্দের অর্থ, সেই সংশয় ॥

উক্ত প্রকরণে তদ্বিষয়ে শ্রীশুকদেব প্রত্যুত্তর
প্রদান করিতেছেন যথা—

শুকদেব কহিলেন, মহারাজ। ভাল জিজ্ঞাসা করিয়াছ, ভগবান্ হরির চরিত অতি অদ্ভুত, যে হেতু ভগবানের ভক্ত যে প্রহ্লাদ, তাঁহারও এমন মাহাত্ম্য যে তাহাতে ভগবদ্ভক্তি বৃদ্ধিশীলা হয় ॥ ৯৬ ॥ ২৪৭ ॥

হে মহারাজ! এই যে জিজ্ঞাসিত হইয়াছে তাহা সাধু অর্থাৎ সুন্দর বিচারই বটে, কিন্তু হরিচরিত্র বৈষম্য দোষ না থাকিলেও বিষমরূপে প্রতীয়মানতা দ্বারা বিচারাতীত হেতু অদ্ভুত অর্থাৎ অপূর্ব্ব। যে হরিচরিতে ভগবদ্ভক্তি বর্দ্ধনকারি ভাগবতগণের মাহাত্ম্য অর্থাৎ প্রহ্লাদপ্রভৃতি ভক্তবৃন্দের মহিমা আছে। এতদ্দ্বারা ভগবান্ সমস্ত ভক্তজনের নিমিত্ত সমুদায় কার্য্য করিতেছেন কিন্তু অন্যার্থ অর্থাৎ অন্যের নিমিত্ত করিতেছেন না, এই অর্থেরই পর্য্যবসান হইবে, ইহা প্রকাশিত হইল। শ্রীধরস্বামির টীকাতেও এইরূপ বর্ণিত আছে ॥

স্বভক্তপক্ষপাতেন তদ্বিপক্ষবিদারণং।
নৃসিংহমদ্ভুতং বন্দে পরমানন্দবিগ্রহং ॥ ইত্যেষা ॥ ২৪৮ ॥

অতঃ।
গীয়তে পরমং পুণ্যমৃষিভির্নারদাদিভিঃ।
নত্বা কৃষ্ণায় মুনয়ে কথয়িষ্যে হরেঃ কথাং ॥ ৯৭ ॥ ২৪৯ ॥

পরমং পুণ্যং যথা স্যাত্তথা যা গীয়তে তাং কথামিতি যত্তদোরধ্যাহারেণান্বয়ঃ। অত্র চ তৈর্গীয়মানত্বেন ভক্তৈকসুখপ্রয়োজনত্বমেব ব্যঞ্জিতং ॥ ২৫০ ॥

তত্র তাবদ্ব্যঞ্জিতার্থানুরূপমেব প্রশ্নোত্তরমাহ।
নির্গুণোঽপি হ্যজোঽব্যক্তো ভগবান্ প্রকৃতেঃ পরঃ।
স্বমায়াগুণমাবিশ্য বাধ্যবাধকতাং গতঃ ॥ ৯৮ ॥ ২৫১ ॥

যস্মাৎ প্রকৃতেঃ পরঃ তস্মান্নির্গুণঃ প্রাকৃতগুণ-বিরহিতঃ। অতএবাজো নিত্যসিদ্ধঃ তত এবচাব্যক্তঃ প্রাকৃতদেহেন্দ্রিয়াদিরহিতত্বা-

---

নিজভক্তপক্ষপাত দ্বারা ভক্তদ্বেষিগণের বিনাশকারী পরমানন্দ মূর্ত্তি অদ্ভুত শ্রীনৃসিংহকে আমি বন্দনা করি ॥ ২৪৮ ॥

অতএব উক্ত প্রকরণের ৫ শ্লোকে যথা—

এই কারণে নারদাদি মহর্ষিগণ পরম পবিত্র ভগবচ্চরিত্র সর্ব্বদাই গান করিয়া থাকেন। তুমি সেই ভগবানের চরিত্র শুনিতে অভিলাস করিতেছ, বড় ভালকথা, আমি মহর্ষি বেদব্যাসকে প্রণাম করিয়া হরিকথা কহিতেছি, মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর ॥ ৯৭ ॥ ২৪৯ ॥

পরমপুণ্য যে প্রকারে হয়, সেই প্রকারে যে কথা গান করিয়াছেন, আমি সেই কথা গান করিতেছি। এস্থানে যৎ শব্দ ও তৎ শব্দ অধ্যাহার করিতে হইবে। এই শ্লোকেও নারদাদি ভক্তজন কর্ত্তৃক গীয়মানত্ব হেতু ভক্তসুখমাত্র প্রয়োজনই ব্যঞ্জিত হইইল ॥২৫০॥

জিজ্ঞাসিত বিষয়ে ব্যঞ্জিতার্থের অনুরূপই প্রশ্নের উত্তর বলিতেছেন—

উক্ত প্রকরণের ৬ শ্লোকে যথা—

রাজন্! ভগবান্ বিষ্ণু প্রকৃতির পর অতএব নির্গুণ, অজ ও অব্যক্ত অর্থাৎ রাগদ্বেষাদির নিমিত্তভুত দেহেন্দ্রিয়াদি রহিত, কিন্তু এরূপ হইয়াও স্বীয় মায়ার গুণ যে সত্ত্বাদি তাহাতে অধিষ্ঠান করিয়া বাধ্য ব্যক্তিদের প্রতি বাধকতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, অথবা দেব ও দানবদিগের পরস্পর যে বাধ্য-বাধকতা তাহার হেতু হয়েন ॥৯৮॥২৫১॥

যে হেতু ভগবান্ প্রকৃতির পর, সেই হেতু নির্গুণ অর্থাৎ প্রাকৃত গুণ রহিত, সুতরাং আজ অর্থাৎ নিত্যসিদ্ধ, অতএব অব্যক্ত অর্থাৎ প্রাকৃতদেহেন্দ্রিয়াদি রহিত, এজন্য

ন্নান্যেন ব্যজ্যত ইতি স্বয়ংপ্রকাশদেহাদিরিত্যর্থঃ। ততশ্চ প্রকৃতিগুণোত্থ-রাগদ্বেষাদি রহিতশ্চেতি ভাবঃ। এবমেবম্ভূতোঽপি স্বেষু ভক্তেষু যা মায়া কৃপা তদ্রোচিতো যো গুণঃ লীলাকৌতুকময়ঃ বিশুদ্ধোর্জ্জিত-সত্ত্বাখ্যঃ তং আবিশ্য আলম্ব্য ভগবান্ নিত্যমেব প্রকাশিতষড়্গুণৈশ্বর্য্যঃ সন্, এতদপ্যুপলক্ষণং, কদাচিদত্যাদৌ জাতঃ সন্ লোকেন্দ্রিয়েষু ব্যক্তোঽপি সন্ বাধ্যবাধকতাং গতঃ নিজদৃষ্টিপথেঽপি স্থাতুমসমর্থেষ্বতি-ক্ষুদ্রেষু দেবাসুরাদিষু স্বসাহায্যপ্রতিযোদ্ধৃত্বসম্পাদনায় স্বয়ং সঞ্চারিতং কিঞ্চিত্তদংশলক্ষণমেব তেজঃ সমাশ্রিত্য বাধ্যতাং বাধকতাঞ্চ গতঃ। যুদ্ধ-লীলাবৈচিত্র্যায় তাং প্রতি যোদ্ধৃষু তদানীং স্বস্মিন্ প্রকাশমানাদপি তেজসো ঽধিকং তেজোঽংশং সঞ্চার্য্য বাধ্যতাং পরাজয়ং কদাচিত্তু তস্য ন্যূনং সঞ্চার্য্য বাধকতাং জয়ং প্রাপ্ত ইত্যর্থঃ। স্যাৎ কৃপাদম্ভয়োর্মায়েতি বিশ্বপ্রকাশঃ ॥ ২৫২ ॥ অত্র সত্যপ্যর্থান্তরে ভাগবতানুগ্রহপ্রয়োজনত্বেনৈ-বোপক্রান্তত্বাৎ উপসংহরিষ্যমাণত্বাচ্চ গতিসামান্যাচ্চ ছলময়মায়য়া তত্তৎকর্ত্তৃত্বেঽপি অধিকদোষাপাতাচ্চ তন্নাপেক্ষ্যতে তস্মাদ্ভক্তবিনোদৈক প্রয়োজন-স্বৈরলীলাকৈবল্যেনান্যত্র রাগদ্বেষাভাবান্নাত্র বৈষম্যমিতি ভাবঃ।

অন্য কর্ত্তৃক ব্যক্ত হয়েন না, স্বয়ং প্রকাশ দেহাদি এই অর্থ। সেই কারণেও প্রকৃতি গুণজাত রাগদ্বেষাদি রহিতও হয়েন, ইহাই ভাবার্থ। এইরূপ হইয়াও স্বভক্ত জনের যে মায়া অর্থাৎ কৃপা তদ্বিষয়ে যোগ্য যে গুণ অর্থাৎ লীলাদি কৌতুকময় বিশুদ্ধ বলবত্তর সত্ত্ব নামক, তাহাকে অবলম্বন করত ভগবান্ অর্থাৎ নিত্যই প্রকাশিত ষড়্গুণ হইয়া। ইহাও উপলক্ষণ। কদাচিৎ অদিতি-প্রভৃতিতে জাত হইয়া লোকের ইন্দ্রিয়া-দিতে প্রকাশও হইয়া পুনর্ব্বার বিশুদ্ধ সত্ত্ব গুণকে আশ্রয় করত বাধ্য বাধকতা প্রাপ্ত হইয়াছেন অর্থাৎ নিজদৃষ্টিপথেও থাকিবার নিনিত্ত অতিক্ষুদ্র দেবাসুরাদিতে নিজ-সাহায্য প্রতি যোদ্ধৃভাবসম্পাদনের নিনিত্ত স্বয়ং সঞ্চারিত নিজাংশ রূপ তেজঃ সমাশ্রয় করত বাধ্যতা এবং বাধকতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। যুদ্ধলীলার বিচিত্রতার নিমিত্ত প্রতিযোদ্ধৃ অসুরাদিতে তৎকালে আপনাতে প্রকাশ পাইতেছে যে সামর্থ্য তদপেক্ষাও অধিক সামর্থ্যাংশও সঞ্চার করত পরাজয় প্রাপ্ত হইতেছেন, কোন সময়ে নিজাপেক্ষায় অসুরাদিতে অল্প সামর্থ্য সঞ্চার করত জয় প্রাপ্ত হইতেছেন এই অর্থ। কৃপাতে আর ছলেতে মায়া শব্দ বর্ত্তমান হয় বিশ্বপ্রকাশ অভিধানে এই কথা বলিয়াছেন ॥ ২৫২ ॥

এই শ্লোকে অর্থান্তর থাকিলেও ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রয়োজনত্বই উপক্রম উপসংহার হেতু সমস্ত স্থানেই এক সিদ্ধান্ত হেতু আর ছলময় মায়া দ্বারা সেই সেই কর্ত্তৃত্বেও অধিক দোষ পতিত হেতু সিদ্ধান্তের অনুপযোগ হেতু ও সেই অর্থান্তর অপেক্ষা হইতেছে না। অতএব ভক্তানন্দ মাত্র প্রয়োজন স্বচ্ছন্দ লীলার শুদ্ধতা দ্বারা

অতএব বাধ্যতামপি যাতীতি বাধকতয়া সহৈবোক্তং। তথা নিজস্বরূপ-শক্তি-বিলাসলক্ষণ-লীলাবিষ্কারেণ সর্ব্বেষামেব হিতং পর্য্যবস্যতীতি সুহৃত্ত্বাদিকঞ্চ নাপযাতীতি ধ্বনিতং ॥ ২৫৩ ॥

অথ কথং সোঽপি বিশুদ্ধসত্ত্বাখ্যো গুণঃ প্রাকৃতো ভবতীতি কদা বা কুত্র তং বীর্য্যাতিশয়ং সঞ্চারয়তি। কথং বা কৃতহান্যকৃতাভ্যাগম-প্রসঙ্গো ন ভবতি ইত্যাদিক মাশঙ্ক্যাহ দ্বাভ্যাং ॥

সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতের্নাত্মনো গুণাঃ।

ন তেষাং যুগপদ্রাজন্ হ্রাস উল্লাস এব বা ॥ ৯৯ ॥ ২৫৪ ॥

সত্ত্বাদয়োগুণাঃ প্রকৃতেরেব নাত্মনঃ আত্মনঃ পরমেশ্বরস্য তস্য তু যে সর্ব্বেঽপি নিত্যমেবোল্লাসিনো গুণাস্তে তু তে ন ভবন্তীত্যর্থঃ। তদুক্তং। সত্ত্বাদয়ো ন সন্তীশইতি। হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতাবিতি চ ॥ ২৫৫ ॥

দেবাসুরাদিতে রাগ দ্বেষের অভাব হেতু ভগবানে বৈষম্য দোষ নাই, এই তাৎপর্য্যার্থ।' অতএব বাধ্যতাও প্রাপ্ত হইতেছে ইহা বাধকতার সহিত উক্ত হইয়াছে, তৎপ্রকারে নিজ স্বরূপ শক্তির বিলাসরূপ লীলার আবিষ্কার দ্বারা সমস্তেরই হিতপর্য্যবসান হইতেছে, এই হেতু ভগবানের সুহৃত্ত্বাদিও বিনষ্ট হইতেছে না ইহা ধ্বনিত হইল ॥ ২৫৩ ॥

অপর প্রশ্ন হইতেছে, কিহেতু সেই বিশুদ্ধ সত্ত্ব নামক গুণ প্রাকৃত হইতেছে। কোন্ কালে বা কোন্ স্থানে ভগবান্ বীর্য্যাতিশয় সঞ্চার করিতেছেন, কিহেতুই বা কৃতকার্য্যের হানি ও অকৃত কার্য্যের স্বীকার হইতেছে না, এই সকল আশংকা করিয়া উক্ত প্রকরণের দুই শ্লোকদ্বারা কহিতেছেন ॥

৭ স্কন্ধে ১ অধ্যায়ে ৭ শ্লোকে যথা—

হে রাজন্! সত্ত্ব, রজ, তম এই তিনটী গুণ মায়ার আত্মার নহে, অতএব গুণ সকল স্বীয় না হওয়াতে ভগবান্‌কে প্রাকৃত পুরুষের ন্যায় বিষম বলিতে পারা যায় না, হে মহারাজ! এই গুণ সকলের একেবারে হ্রাস অথবা বৃদ্ধি হয় না ॥ ৯৯।২৫৪ ॥

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ প্রকৃতিরই পরমেশ্বরের নহে। আত্মার অর্থাৎ পরমেশ্বরের যে সমস্ত নিত্য উল্লাসি গুণ সে সকল কিন্তু মায়িক হইতেছে না, এই অর্থ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ বিষ্ণুপুরাণের ১ অংশে

৯ অধ্যায়ে ৪৩ শ্লোকে যথা—

যে পরমেশ্বরে প্রাকৃত সত্ত্বাদি গুণ বিদ্যমান নাই, তিনি সকলের আদিপুরুষ ও সমুদায় শুদ্ধ পদার্থ হইতেও শুদ্ধতর তিনি প্রসন্ন হউন ॥

যস্মান্নাত্মনস্তে তস্মাদেব যুগপৎ হ্রাস এব বা উল্লাস এব বা নাস্তীতি কিন্তু বিকারিত্বেন পরস্পরমভ্যুপমর্দ্দিত্বাৎ কস্যচিৎ কদাচিদ্ধ্রাসঃ কস্যচিৎ কদাচিদুল্লাসো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২৫৬ ॥

ততশ্চ দেবাদীনাং তৎসাহায্যেঽসুরাদীনাঞ্চ তদ্‌যুদ্ধে যোগ্যতাং দর্শয়তি। যথা সত্ত্বাদ্যুল্লাসকালেন তল্লীলায়াস্তদধীনত্বমেব যৎ প্রতীয়তে তদনুবদন্ পরিহরতি।

জয়কালে তু সত্ত্বস্য দেবর্ষীন্ রজসোঽসুরান্।
তমসো যক্ষরক্ষাংসি তৎকালানুগুণোঽভজৎ ॥ ১০০ ॥ ২৫৭

সত্ত্বস্য জয়কালে দেবান্ ঋষীংশ্চাভজৎ ভজতি ভগবাংস্তৎপ্রকৃতি-তত্তদ্দেহেষু সত্ত্বোপাধিকং নিজতেজঃ সঞ্চারয়তি। যেন চ তান্ সহায়মানান্ করোতীত্যর্থঃ। এবং রজসো জয়কালে অসুরেষু রজ-উপাধিকং তমসো জয়কালে যক্ষরক্ষঃসু তম উপাধিকমিতি যোজনীয়ং।

উক্ত প্রকরণের ১২ অধ্যায়ে ৭৯ শ্লোকে যথা—

হে ভগবান্! তুমি সকলের আধার, তোমাতে হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ এই ত্রিবিধ শক্তি সাম্যাবস্থায় অবস্থিতি করিতেছে ॥ ২৫৫ ॥

যে হেতু পরমাত্মার সেই সত্ত্বাদিগুণ নহে সেই কারণে, এককালে হ্রাস বা উল্লাস হয় না, বিকারিত্ব হেতু পরস্পর পরাভবকারী পরাভাব্যত্ব হেতু কোন গুণের কোন কালে হ্রাস ও কোন গুণের কোন কালে উল্লাস হইতেছে এই অর্থ ॥ ২৫৬ ॥

সেই হেতুই দেবাদির সেই সাহায্যে অসুরাদির সেই যুদ্ধে যোগ্যতা দেখাইতেছেন। যে প্রকারে সত্ত্বাদিগুণের উল্লাস কালে সেই লীলার সত্ত্বাদির অধীনতার ন্যায় যে প্রতীতি হইতেছে, তাহা অনুবাদ করত পরিহার করিতেছেন ॥

৭ স্কন্ধের ১ অধ্যায়ের ৭ শ্লোকে যথা—

সত্ত্বগুণ আপনার বৃদ্ধিসময়ে দেব ও ঋষিগণকে ভজনা করে অর্থাৎ তত্তৎ দেহে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে বর্দ্ধিত করিয়া থাকে, এইরূপ রজোগুণ আপনার বৃদ্ধি-কালে অসুরদিগকে এবং তমোগুণ স্বীয় উন্নতি সময়ে কালের অনুগুণ হইয়া যক্ষ ও রাক্ষস প্রভৃতিকে অবলম্বন করে ॥ ১০০ ॥ ২৫৭ ॥

সত্ত্বগুণের উৎকর্ষকালে দেবতা ও ঋষিগণকে ভজনা করিতেছেন, অর্থাৎ ভগবান্ সেই সেই দেহে সত্ত্বোপাধিক নিজতেজকে অতিশয় রূপে সঞ্চার করিতেছেন, যে হেতু দেবতাগণকে সাহায্য করিতেছেন। এইরূপ রজোগুণের উৎকর্ষকালে অসুরগণে রজ উপাধিক নিজতেজ অতিশয়রূপে সঞ্চার করিতেছেন। তমোগুণের উৎকর্ষকালে যক্ষ রাক্ষসাদিতে তম উপাধিক নিজতেজ অতিশয় রূপে সঞ্চার করিতেছেন। অতএব তেজঃসঞ্চার দ্বারা সেই সকল যক্ষাদিকে প্রতিযোদ্ধা করিয়া দেবতাদিগকে পরাজয়

ততশ্চ যেন তান্ যক্ষাদীন্ প্রতিযোদ্ধৄন্ কুর্ব্বন্‌দেবাদীন্ পরাজিতান্ করোতি স্বমপি তথা দর্শয়তীত্যর্থঃ। তদেবং ভক্তরস-পোষকলীলাবৈচিত্র্যায় বাধ্যবাধকতাং যাতীতি দর্শিতং ॥ ২৫৮ ॥

যচ্চ ক্ষীরোদমথনে শ্রূয়তে।

তথাসু .।বিশদাসুরেণ রূপেণ তেষাং বলবীর্য্যমীরয়ন্। উদ্দীপয়ন্ দেবগণাংশ্চ বিষ্ণুর্দৈবেন নাগেন্দ্রমবরোধরূপইতি ॥ ২৫৯ ॥

অত্রাপি তদ্বৈচিত্র্যার্থমেব তথা তত্তদাবেশস্তস্যেতি লভ্যতে। নন্বায়াতা তস্য তত্তদ্‌গুণোদ্বোধকালপারবশ্যেন স্বৈরলীলতা হানিঃ ততশ্চ গুণ-সম্বন্ধাতিশয়ে বৈষম্যাদিকঞ্চ স্পষ্টমেবেত্যাশঙ্ক্যাহ তৎকালানুগুণইতি। তেষাং সত্ত্বাদীনাং কাল এবানুগুণোযস্য স ভগবচ্ছরণ ইতিবৎ সমাসঃ। স্বৈরমেব বিক্রীড়তি তস্মিন্ নিত্যমেব তদনুগতিকয়া মায়য়া তদনুসারে-ণৈবানাদিসিদ্ধপ্রবাহং তং তং জগৎকর্ম্মসমুদায়ং প্রের্য্য স্ববৃত্তিবিশেষ-রূপত্বেন প্রবর্ত্ত্যমানঃ সত্ত্বাদিগুণানাং কালএব তদধীনো ভবতীত্যর্থঃ। কালস্য মায়াবৃত্তিত্বমুদাহৃতং। কালো দৈবমিত্যাদৌ ত্বন্মায়ৈবেতি।

করিতেছেন এবং আপনাকেও সেইরূপ পরাজিত দেখাইতেছেন। সেই হেতু এইরূপে ভক্তরস পোষক লীলার বিচিত্রতা নিমিত্ত ভগবান্ বাধ্য বাধকতা প্রাপ্ত হইতেছেন, ইহা দর্শিত হইল ॥ ২৫৮ ॥

ক্ষীরসাগরমন্থনে ঐবিষয় শ্রুত হওয়া যাইতেছে ॥

৮ স্কন্ধের ৭ অধ্যায়ে ৮ শ্লোকে যথা—

সেই প্রকারে ভগবান্ অসুরাকারে অসুর মধ্যে আবিষ্ট হইয়া তাহাদের বলবীর্য্য বর্দ্ধিত করিয়া দিলেন, আর দেবাকারে দেবগণমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহাদিগকে উদ্দীপিত করিলেন, অপর অবোধরূপে নাগেন্দ্রে আবিষ্ট হইয়া তাহাকেও সবল করিলেন ॥ ২৫৯ ॥

এই স্থানেও সেই সেই অসুরাদির বিচিত্রতা নিমিত্তই সেই সেই প্রকারে ভগবানের সেই সেই আবেশ ইহাই লাভ হইতেছে। এবিষয়ে পূর্ব্বপক্ষ এই। ভগবানের সেই সেই গুণোদ্বোধ কালের অধীনতা হেতু স্বতন্ত্রলীলতার হানি হইতেছে, সেই হেতু গুণ সম্বন্ধের অতিশয়ে ভগবানের বৈষম্যাদিও স্পষ্টই হইতেছে, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন। সেই সত্ত্বাদির কালই অনুগুণ অর্থাৎ যাহার অনুগত সেই ভগবান্ ভগবৎ-শরণ ইত্যাদি স্থলে যেরূপ সমাস বাক্য, এস্থলেও সেইরূপ। যে ভগবান্ স্বচ্ছন্দরূপে ক্রীড়া করিতেছেন তাঁহাতে নিত্যই অনুগতা যে মায়া তাহার দ্বারা কিম্বা মায়ানুসার দ্বারা অনাদি সিদ্ধ প্রবাহে সেই সেই জগৎকর্ম্ম সমুদায় প্রেরণা করত মায়াবৃত্তি বিশেষরূপে প্রবর্ত্তিত সত্ত্বাদি গুণের কালই ভগবানের অধীন হইতেছে এই

যদ্বা। তেষাং কালোঽপি সদানুগতো ভক্তানুগ্রহমাত্রার্থস্বৈরচেষ্টাত্মক-প্রভাবলক্ষণঃ গুণো যস্য স ইত্যর্থঃ। ততোঽপি তচ্চেষ্টানুসারেণৈব মায়য়া তত্তৎপ্রবর্ত্তনমিতি ভাবঃ॥ ২৬০॥

তদুক্তং॥

যোঽয়ং কালস্তস্য তেঽব্যক্তবন্ধো
চেষ্টামাহুশ্চেষ্টতে যেন বিশ্বমিতি।
তথাচোভয়থাপি ন পারবশ্যমিত্যায়াতং॥ ২৬১॥

ইত্থমেব শ্রীকপিলদেবোঽপি। যঃ পঞ্চবিংশক ইতি। প্রভাবং পৌরুষং প্রাহুঃ কালমেকে যতো ভয়মিতি চ তত্র মায়াব্যঙ্গত্বপুরুষগুণত্ব-লক্ষণং মতদ্বয়মুপন্যস্তবান্ অত্র তস্য চেষ্টাপ্রভাবস্য ভক্তবিনোদায়ৈব মুখ্যা প্রবৃত্তিঃ। গুণোদ্বোধাদিককার্য্যং তু তত্র স্বতএব ভবতীতি তত্র

অর্থ। কালের মায়াবৃত্তিতা উদাহৃত হইয়াছে। ৩ স্কন্ধের ২৯ অধ্যায়ে ৩১ শ্লোকে কালোদৈবং ইত্যাদি শ্লোকে, এই তোমার মায়াই ভগবান্‌কে এই বলিয়াছেন। কিম্বা তৎকালানুগুণ এই পদের ব্যাখ্যান্তর করিতেছেন, সেই সকল সত্ত্বাদির কালও সর্ব্বদা অনুগত ভক্তানুগ্রহ মাত্র নিমিত্ত চেষ্টাত্মক প্রভাব নাম গুণ যাহার সেই ভগবান্ এই অর্থ। সেই হেতু কাল চেষ্টানুসার দ্বারাই মায়া কর্ত্তৃক সেই সেই কর্ম্ম প্রবর্তন হইতেছে, এই তাৎপর্য্যার্থ॥ ২৬০॥

এই বিষয় ১০ স্কন্ধে ৩ অধ্যায়ে ২৩ শ্লোকে
উক্ত হইয়াছে যথা—

দেবকী কহিলেন, হে প্রকৃতি প্রবর্ত্তক ভগবন্! নিমেষাদি বৎসর পর্য্যন্ত দ্বিপরার্দ্ধ রূপ এই কাল, যে কাল কর্ত্তৃক বিশ্বের চেষ্টা হয়, তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলেন ঐ কাল তোমার লীলামাত্র। প্রভো! তুমি এতাদৃশ এবং অভয় স্থান, আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম। তাহা হইলেও উভয় প্রকারেই ভগবান্ কালের অধীন হইলেন না॥ ২৬১॥

৩ স্কন্ধে ২৬ অধ্যায়ে ১৪। ১৫ শ্লোকে কপিলদেবও বলিয়াছেন॥

এতদ্ভিন্ন কাল পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব অর্থাৎ প্রকৃতির অবস্থা বিশেষ, এই কালের প্রতি দুই প্রকার মতভেদ আছে, কোন কোন পণ্ডিতেরা ঈশ্বরের বিক্রমকেই কাল বলিয়া থাকেন, ঐ কাল হইতে প্রকৃতিপ্রাপ্ত দেহে অহঙ্কার দ্বারা বিমূঢ় জীবের ভয় উৎপন্ন হয়।

সেই সকল স্থানে মায়া ব্যঙ্গত্বরূপ, আর পুরুষ গুণত্বরূপ মতদ্বয় স্থাপিত করিয়াছেন। এই মতদ্বয়ে ভগবানের চেষ্টা আর প্রভাবের ভক্তানন্দ নিমিত্তই মুখ্যা বৃত্তি সত্ত্বাদিগুণ প্রকাশক কার্য্যও ভক্তানন্দে স্বতই হইতেছে, এই নিমিত্ত গুণো-দ্বোধাদি কার্য্যে প্রবৃত্তির আভাস জানিতে হইবে। সেই হেতুই মুখ্যপ্রবৃত্তিরূপ স্বতন্ত্রই, এই কারণ স্বরূপ-শক্তিরই বিলাস। কিন্তু প্রবৃত্ত্যাভাস স্বরূপ-শক্তির আভাস

প্রবৃত্ত্যাভাসএব ততশ্চ পূর্ব্বোঽংশঃ স্বয়মেবেতি স্বরূপশক্তেরেব বিলাসঃ পরন্তু তদাভাসরূপ এব ইত্যাভাসশক্তের্মায়ায়া এবান্তর্গতঃ। যোঽয়ং কাল ইত্যাদৌ নিমেষাদিরিত্যুক্তিস্তু দ্বয়োরভেদবিবক্ষয়ৈবেতি জ্ঞেয়ং ॥ ২৬২ ॥

অত এবং বা বাখ্যেয়ং। যথা ভৃত্যস্যানুগতো ভৃত্যঃ অনুভৃত্যঃ তথা অত্র প্রভাবলক্ষণস্য গুণস্য অনুগত আভাসলক্ষণো গুণোঽনুগুণঃ। তথাচ তেষাং কালোঽপি অনুগুণা নতু সাক্ষাদ্‌গুণো যস্যেতি ॥ ২৬৩ ॥

ননু তেষু তেষু তেন আবেশ্যমানং তেজঃ কথং ন লক্ষ্যতে তত্রাহ।

জ্যোতিরাদিরিবাভাতি সংঘাতান্ন বিবিচ্যতে।
বিদন্ত্যাত্মানমাত্মস্থং মথিত্বা কবয়োঽন্ততঃ ॥ ১০১ ॥ ২৬৪ ॥

যদ্যপি তেষু তেষু নিজতেজোঽংশেনাবিষ্টোঽসৌ সংঘাতাৎ

রূপই, আভাস-শক্তি মায়ারই অন্তর্গত। ১০ স্কন্ধে ৩ অধ্যায়ে দেবকীর স্তবে। নিমেষাদি দ্বিপরার্দ্ধ পর্য্যন্ত যে এই কাল, এই কথন কিন্তু উভয়ের অভেদ বিবক্ষা হেতুই জানিতে হইবে ।। ২৬২ ।।

অতএব এইরূপ ব্যাখ্যা করা কর্ত্তব্য। যেমন ভৃত্যের অনুগত ভৃত্যকে অনুভৃত্য বলে, সেইরূপ এস্থানেও প্রভাব রূপ গুণের প্রবৃত্ত্যাভাস রূপতা হেতু অনুগুণের অর্থ অনুগত গুণ। সেই প্রকারেও সত্ত্বাদির কালও অনুগুণ কিন্তু যাহার সাক্ষাৎ গুণ নহে ।। ২৬৩ ।।

অহে! দেবগণে ও অসুরগণে ভগবান্ কর্ত্তৃক আবেশিত তেজ কেন লক্ষিত হইতেছে না, এই আশংকা করিয়া সিদ্ধান্ত করিতেছেন ।।

৭ স্কন্ধে ১ অধ্যায়ে ৯ শ্লোকে যথা—

অতএব যদিও ভগবান্ সকলের প্রতি সম তথাপি নিমিত্ত ভেদে তাঁহার বৈষম্য হইতে পারে। ফলতঃ যেমন কাষ্ঠাদিতে অগ্নি, পাত্রাদিতে জল এবং ঘটাদিতে আকাশ নানারূপে প্রকাশ পায়, তেমনি গুণভেদে সেই ভগদান্ নানারূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন, অসুরাদি দেহ হইতে বিবেচিত হয়েন না, যদি বল তবে তিনি ঐ সকলকে আশ্রয় করেন ইহা কি প্রকারে জানিব? উত্তর, নিপুণ ব্যক্তিরা স্বভাব কর্ম্ম দ্বারা আত্মস্থ ঐ আত্মাকে মন্থন করিয়া অর্থাৎ কার্য্য দর্শন লিঙ্গ দ্বারা বিচার করিয়া অবগত হইয়া থাকেন। অর্থাৎ যেমন সূর্য্যকান্ত প্রভৃতিতে দাহ দেখিয়া জ্যোতিঃ জানা যায়, তদ্রূপ নিপুণ ব্যক্তিরা অসুরাদি দেহে কার্য্য দেখিয়া পরমাত্মার স্থিতি নিশ্চয় করিয়া থাকেন ।। ১০১ ।। ২৬৪ ।।

যদ্যপি দেবতাদিতে নিজতেজ ভাগ দ্বারা আবিষ্ট ভগবান্ সংঘাত হেতু অর্থাৎ সংমিশ্রণ জন্য বিবেচিত হইতেছে না অর্থাৎ লোক সকল বিবেচনা করিবার নিমিত্ত

সংমিশ্রত্বাৎ ন বিবিচ্যতে লোকৈ র্বিবেক্তুং ন শক্যতে। তথাপি কবয়ো বিবেকনিপুণাঃ অন্ততো মথিত্বা তস্যাপি সাহায্যং তেনাপি যুদ্ধমিত্যাদিকাসম্ভবার্থনিষেধেন বিবিচ্য তদংশেনাত্মস্থং তত্তদাত্মনি প্রবিষ্টং আত্মানং ঈশ্বরং বিদন্তি জানন্তি। তত্র হেতুগর্ভো দৃষ্টান্তঃ। যস্মাৎ তত্তেজঃ জ্যোতিরাদিপদার্থ ইবাভাতি দ্রষ্টৄষ্বিতি শেষঃ ॥ ২৬৫ ॥

অয়মর্থঃ। যথা নেদং মণেস্তেজঃ পূর্ব্বমদর্শনাৎ কিন্তু তদাতপসংযোগেন সৌরং তেজঃ এবাত্র প্রবিষ্টমিতি সূর্য্যকান্তাদৌ তৃণাদিদাহেন তদনুভবিষু তদা ভাতি। যথাচ পূর্ব্ববদেব বায়ৌ অয়ং গন্ধঃ পার্থিব এব প্রবিষ্ট ইতি তেষ্বাভাতি তথাত্রাপীতি ॥ ২৬৬ ॥

অথবা নন্বেবং তত্র তত্রাবেশিতৈঃ স্বতেজোভিরেব ক্রীড়তীতি আয়াতং। কথং তর্হি ক্রীড়তীতি দৃশ্যতে তত্রাহ জ্যোতিরিতি। যথাচ চক্ষুরাদিজ্যোতির্ভিঃ স্বাংশে রূপমাত্রেঽপি প্রকাশ্যমানে গন্ধাদিগুণপঞ্চকা মৃদেবাসৌ প্রকাশতে ইতি প্রতীয়তে। তথাচ কর্ণামিনভসা

সক্ষম হইতেছে না, তথাপি কবিসকল অর্থাৎ বিবেক-নিপুণগণ শেষ পর্যন্ত্য মন্থন করত অর্থাৎ ভগবানেরও সাহায্যে ও ভগবানের সহিতই যুদ্ধ এই সকল অসম্ভবার্থ নিষেধদ্বারা বিবেচনা করত নিজ তেজের অংশ দ্বারা আত্মস্থ অর্থাৎ সেই সেই দেহে প্রবিষ্ট আত্মাকে অর্থাৎ ঈশ্বরকে জানিতেছেন। তদ্বিষয়ে হেতুগর্ভ দৃষ্টান্ত। যে হেতু সেই তেজ জ্যোতি প্রভৃতি পদার্থের সদৃশ প্রকাশ হইতেছে দ্রষ্টৃগণে এই শেষ পদ ॥ ২৬৫ ॥

অর্থ এই যে, যেরূপ পূর্ব্বে এতাদৃশ অদর্শন হেতু মণির তেজ এই নয় সূর্য্যকিরণ সংযোগ হেতু সূর্য তেজই মণিতে প্রবিষ্ট এই হেতু সূর্য্যকান্তাদি মণিতে তৃণাদি দাহ-জন্য তদ্বিষয়ানুভব কারি লোকে তাহা প্রকাশ পাইতেছে। যেমন পূর্ব্বের ন্যায় বায়ুতে এই পৃথিবীর গন্ধই প্রবিষ্ট হইয়াছে, এই হেতু তদনুভবি ব্যক্তিগণে প্রকাশ পাইতেছে। তদ্রূপ এস্থানেও জানিতে হইবে ॥ ২৬৬ ॥

এই শ্লোকের পক্ষান্তরার্থ কহিতেছেন। অহে! যদি এই প্রকার হইল তাহা হইলে সেই সেই স্থানে অর্থাৎ দেবাসুরাদিতে আবেশিত নিজ তেজোদ্বারাই ভগবান্ ক্রীড়া করিতেছেন, ইহা সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। কি হেতু তবে ভগবান্ ক্রীড়া করিতেছেন ইহা দেবাসুরাদিও দেখিতেছেন, এই আশংকা হেতু এতদ্বিষয়ে বলিতেছেন জ্যোতিরিত্যাদি। যেমন চক্ষুরাদি জ্যোতিঃ কর্ত্তৃ নিজাংশ রূপ মাত্রও প্রকাশ করিলে গন্ধাদি পঞ্চগুণ বিশিষ্ট মৃত্তিকাই এই প্রকাশ পাইতেছে। তদ্রূপ কর্ণাদি আকাশ দ্বারা নিজাংশ শব্দ মাত্রও গ্রহণ হইলে দুন্দুভি নামক বাদ্য দ্রব্য বিশেষই এই ইহা প্রতীত হইতেছে, সেই মৃত্তিকাদি দ্রব্যের প্রকাশ সেই সমস্ত গুণের

স্বাংশে শব্দমাত্রেঽপি গৃহ্যমাণে দ্বন্দ্বৈরেবাসাবিতি প্রতীয়তে। তচ্চ তদ্গুণানাং সংমিশ্রত্বাদেব ভবতি ন বস্তুতঃ। তথা কবয় আত্মানং ঈশ্বরং তত্তৎসঙ্ঘাতস্থত্বেনান্যৈব বিবিক্তমপি আত্মস্থং স্বাংশতেজোভিরেব ক্রীড়ন্তং জানন্তীত্যর্থঃ। তদেবং যুদ্ধাদিনিজলীলাভির্ভক্তবিনোদনমেব প্রয়োজনং বিশ্বপালনন্তু স্বতএব ততঃ সিদ্ধ্যতীত্যুক্ত্বা সৃষ্টিপ্রলয়য়োঃ প্রকৃতীক্ষণাদাবপি সর্ব্বাশঙ্কানিরাসার্থমতিদিশন্ ত্রিষ্বপ্যবিশেষমাহ ॥ ২৬৭ ॥

যদা সিসৃক্ষুঃ পুর আত্মনঃ পরো
রজঃ সৃজত্যেষ পৃথক্ স্বমায়য়া।
সত্ত্বং বিচিত্রাসু রিরংসুরীশ্বরঃ
শয়িষ্যমাণস্তম ঈরয়ত্যসৌ ॥ ১০২ ॥ ২৬৮ ॥

যদা যত্র স্বচেষ্টালক্ষণে কালে এষ পরঃ পরমেশ্বরঃ স্বমায়য়া ভক্তকৃপয়া আত্মনঃ পুরঃ প্রাচীনসৃষ্টিগত-সাধকভক্তরূপাণি স্বস্যাধিষ্ঠানানি

সংমিশ্রণ হেতুই হইতেছে কিন্তু বাস্তবিক হইতেছে না। সেইরূপ পণ্ডিতসকল আত্মাকে অর্থাৎ ঈশ্বরকে সেই সেই দেহাদি সমূহে স্থিতি হেতু অন্য কর্ত্তৃক অবিবেচিত হইলেও আত্মস্থ অর্থাৎ স্বাংশ তেজোদ্বারাই ক্রীড়া করিতেছেন এই অর্থ। সেই হেতু এই প্রকার যুদ্ধাদি নিজলীলা দ্বারা ভক্তবিনোদনই প্রয়োজন, বিশ্বপালন কিন্তু স্বতই পরমেশ্বর হেতু সিদ্ধ হইতেছে। এই বলিয়া সৃষ্টি ও প্রলয়ে প্রকৃতীক্ষণাদিতেও সমস্ত শংকা নিরাসের নিমিত্ত অতিদেশ করত সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়েই একরূপ বলিতেছেন ॥ ২৬৭ ॥

সপ্তমস্কন্ধে ১ অধ্যায়ে ১০ ।কে যথা —

হে রাজন্! যদিও পরমপুরুষের ঐরূপ বৈষম্য মায়াগুণ বশতঃ হইয়া থাকে তাহা স্বাভাবিক নহে, তথাপি গুণ পরতন্ত্র বলিয়া তাঁহার অনীশ্বরত্ব আশংকা করিও না, সেই পরমেশ্বর জীবের ভোগ নিমিত্ত যখন স্বীয় মায়া দ্বারা পুর (দেহ) সকল সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক হয়েন, তখন সাম্যাবস্থায় স্থিত রজোগুণকে পৃথক্ সৃজন করিয়া থাকেন। পরে ঐ সকল বিচিত্র পুরে ক্রীড়া করিতে ইচ্ছা করিয়া সত্ত্ব গুণকে পৃথকরূপে সৃজন করেন, তাহার পর শয়ন (সংহার) করিবে বলিয়া তমোগুণকে প্রেরণ করেন ॥ ১০২ ॥ ২৬৮ ॥

যদা অর্থাৎ যে নিজচেষ্টারূপ কালে এই পর অর্থাৎ পরমেশ্বর স্বমায়া অর্থাৎ ভক্তকৃপা হেতু আপনার পুর অর্থাৎ প্রাচীন সৃষ্টিগত সাধক ভক্তরূপ নিজাধিষ্ঠান সমূহ সৃষ্টি করিবার ইচ্ছুক হয়েন অর্থাৎ প্রকৃতির সহিত সাধক ভক্তগণ লীন হইলে তাঁহাদিগের আবির্ভাব করিবার নিমিত্ত প্রকৃতির প্রতি অবলোকন করেন, তৎকালে পৃথক্

সিসৃক্ষুর্ভবতি প্রকৃত্যা সহ তেষু লীনেষু আবির্ভাবনার্থমীক্ষাং করোতি তদা পৃথক্ স্বরূপশক্তেরিতরা অসৌ জবীমায়াখ্যা শক্তিঃ পূর্ব্ববৎ তচ্চেষ্টাত্মক প্রভাবাসোদ্দীপ্তা রজঃ সৃজতি স্বাংশভূতাৎ গুণত্রয়সাম্যাদ-ব্যক্তাত্তদ্বিক্ষিপতি উদ্বোধয়তীতি বা। যদ্বা। পৃথক্ মায়ানুগত এষ কালএব সৃজতি। তথা অসৌ পদেন চ কাল এবোচ্যতে। অথ বিচিত্রাসু নানাগুণবৈচিত্রীমতিষু তল্লক্ষণাসু পুষু রন্তুমিচ্ছুর্ভবতি তদাসৌ সত্ত্বং সৃজতি। যদা পুনস্তাভিরেব মিলিত্বা শয়িষ্যমাণঃ শয়িতুমিচ্ছু র্ভবতীত্যর্থঃ তদাসৌ তমঃ সৃজতীতি। ততো ভক্তনিমিত্তমেব সর্ব্বা এব সৃষ্ট্যাদিক্রিয়াঃ প্রবর্ত্তন্ত ইতি ভাবঃ। যথাঙ্গীকৃতমেকাদশস্য তৃতয়ে টীকাকৃদ্ভিরপি। কিমর্থং সসর্জ্জ স্বমাত্রাত্ম প্রসিদ্ধয়ে স্বং মিমীতে য উপাস্তে স স্বমাতা তস্য আত্মনোজীবস্য প্রকৃষ্টায়ৈ সিদ্ধয়ে ইতি। শয়নমত্র পুরুষাবতারস্য কদাচিৎ প্রলয়োদধৌ যোগনিদ্রা কদাচিৎ ভগবৎ-প্রবেশো বা। যদ্যপি সর্ব্বেষ্বপি জীবেষু অন্তর্যামিতয়া পরমেশ্বর-স্তিষ্ঠতি তথাপি তত্রাসংসক্তত্বাদস্থিত এব ভবতি। তদ্ভক্তেষু তু

অর্থাৎ স্বরূপ শক্তি হইতে ভিন্না এই জীব মায়ানাম্নী শক্তি ভগবচ্চেস্টাত্মক প্রভাবের আভাসরূপ কাল দ্বারা উজ্জ্বলিতা হইয়া রজোগুণকে সৃষ্টি করিতেছেন অর্থাৎ নিজাংশ গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থরূপ প্রকৃতি হইতে রজোগুণ বিক্ষিপ্ত হয় কিম্বা রজোগুণ উদ্বোধ করান্। পক্ষান্তরার্থে। পৃথক্ অর্থাৎ মায়ানুগত এই কালই রজোগুণ সৃষ্টি করিতেছেন। তথা 'অসৌ' এই পদও কালকেই বলিতেছে। অনন্তর নানাগুণ বিচিত্রতা প্রযুক্ত সাধক ভক্তরূপ পুরসমূহে যে কাল ক্রীড়া করিবার জন্য ইচ্ছুক হইতেছেন তৎকালে এই কাল সত্ত্বাদি গুণকে সৃষ্টি করিতেছেন। যে কালে পুনর্ব্বার সেই সকল সাধক ভক্তরূপ পুরের সহিত মিলিত হইয়া শয়িষ্যমান অর্থাৎ শয়ন করিবার নিমিত্ত ইচ্ছুক হইতেছেন, এই অর্থ। তখন এই কাল তমোগুণকে সৃজন করেন। সেই হেতু ভক্ত নিমিত্তই ভগবানের সমস্ত সৃষ্ট্যাদি কার্য্য প্রবর্ত্তিত হইতেছে, ইহাই ভাবার্থ ॥

১১ স্কন্ধের ৩ অধ্যায়ে ৩ শ্লোকে টীকাকার
শ্রীধরস্বামী অঙ্গীকার করিয়াছেন যথা—

কি হেতু সৃষ্টি করিয়াছেন এই জিজ্ঞাসায় বলিয়াছেন। আপনাকে যে উপাসনা করে সে স্বমাতা, সেই আত্মার অর্থাৎ জীবের প্রকৃষ্ট সিদ্ধি নিমিত্ত। শয়ন এস্থানে পুরুষাবতারের কোন সময়ে প্রলয় সমুদ্রে যোগনিদ্রা, কোন সময়ে বা ভগবানে প্রবেশ। যদিও সমস্ত জীবে অন্তর্যামিরূপে পরমেশ্বর স্থিত আছেন, সেই সকল জীবে অনাসক্ত-হেতু সেরূপ নাথাকা হইতেছে না। আর সেই সেই জীবে আসক্ত আনাসক্ত হেতু না

সমাসক্তত্বান্ন তথেতি। নচ তৎসঙ্গাদৌ তস্যেচ্ছেতি। যথোক্তব্যাখ্যানমেব বলবৎ ॥ ২৬৯

তথাচ শ্রীভগবদুপনিষদঃ।

মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি নচাহং তেষ্ববস্থিতঃ।

নচ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরং।

যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহমিতি চ ॥ ২৭০

উক্তঞ্চ হরিভক্তিসুধোদয়ে ॥

ভক্তানাং হৃদয়ং শান্তং সশ্রিয়ো মে প্রিয়ং গৃহং।

বসামি তত্র শোভৈব বৈকুণ্ঠাখ্যাদিবর্ণনা ॥ ইতি ॥ ২৭১ ॥

এবং প্রসঙ্গেন সৃষ্টিপ্রলয়াবপি ব্যাখ্যায় পুনঃ পালনমেব ব্যাচক্ষাণঃ প্রকরণমুপসংহরতি সার্দ্ধেন।

কালং চরন্তং সৃজতীশ আশ্রয়ং

প্রধানপুংভ্যাং নরদেব সত্যকৃৎ।

থাকাই হইতেছে, ভক্তজনে কিন্তু সম্যক্ আসক্ত হেতু সেরূপ নাথাকা হইতেছে না। আর সেই সেই জীবে আসক্ত অনাসক্তে ভগবানের ইচ্ছা কারণ হইতেছে না এই হেতু যথোক্ত ব্যাখ্যানই বলবৎ ॥ ২৬৯ ॥

সেই প্রকারই শ্রীভগবদুপনিষৎ ভগবদ্গীতার
৯ অধ্যায়ে ৪। ৫। ২৯ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যথা—

হে অর্জ্জুন! সকল মহাভুত আমাকে আশ্রয় করিয়া থাকে, আমি তাহাদিগকে অবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করি না। অথচ আমার ঐশ্বরিক যোগ (অর্থাৎ সংঘটন) দর্শন কর যে, ঐ সকল ভুত আমাতে নাই এবং আমি ভুতগণের ধারণও পালন করিয়াও ভূতস্থ হই না। যে সাধকেরা আমাকে ভক্তি পূর্ব্বক ভজনা করেন, তিনি আমাতে এবং আমি তাহাতে বিদ্যামান জানিবে ॥ ২৭০ ॥

হরিভক্তিসুধোদয়েতেও উক্ত হইয়াছে যথা—

ভক্তগণের স্নিগ্ধ হৃদয়ই আমার হৃদয়ঙ্গম বাসস্থান, বৈকুণ্ঠাদি স্থানে লক্ষ্মীর সহিত আমার যেরূপ শোভা বর্ণিত আছে, সেইরূপ আমি ভক্তহৃদয়ে বাস করি ॥ ২৭১ ॥

এই প্রকার প্রসঙ্গ দ্বারা সৃষ্টি ও প্রলয় ব্যাখ্যা করিয়া পালনকেও ব্যাখ্যান করিয়া প্রকরণের উপসংহার করিতেছেন ॥

৭ স্কন্ধে ১ অধ্যায়ে সার্দ্ধ অর্থাৎ একাদশ শ্লোকের
অর্দ্ধ ও দ্বাদশ শ্লোকে কহিতেছেন যথা—

হে নরদেব! সেই পরমাত্মা কালেরও পরতন্ত্র নহেন, তিনি ঈশ, সত্যকারী অর্থাৎ অমোঘকর্ত্তা, প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুই নিমিত্ত দ্বারা এই দুইয়ের সহকারিত্ব প্রযুক্ত

য এষ রাজন্নপি কাল ঈশিতা
সত্ত্বং সুরানীকমিবৈধয়ত্যত।
তৎপ্রত্যনীকানসুরান্ সুরপ্রিয়ো
রজস্তমস্কান্ প্রমিণোত্যুরুশ্রবাঃ ॥ ১০৩ ॥ ২৭২ ॥

সত্যকৃৎ স্বরূপশক্তিবিলাসেনৈব স্বয়ং পরমার্থসত্যক্রিয়াবির্ভাবক এব সন্ স্বচেষ্টারূপং কালং সৃজতি ব্যঞ্জয়তি, কিং কুর্ব্বন্তং, প্রধানপুংভ্যাং চরন্তং তত্তৎসম্বন্ধানাং সাধকভক্তানাং সাহায্যহেতোরেব সৃজ্যমানতয়া উৎপত্তেবাব্যক্তজীবসংঘাতাভ্যাং চরন্তং। অতএব সন্নিধানেনৈব তয়োস্তত্ত-দবস্থানামাশ্রয়মুদ্ভবহেতুঞ্চ। নরদেবেতি সম্বোধনেন যথা নিজেহয়া মুখ্যমেব কার্য্যং কুর্ব্বতস্তব তয়ৈবান্যদন্যদপি ক্ষুদ্রতরং স্বয়মেব সিদ্ধ্যতি। তদ্বদিহাপীতি বোধিতং। ততো য এষ চেষ্টারূপঃ কালঃ স সত্ত্বং সত্ত্বপ্রধানং সুরানীকমেধয়তীব। ততএব তৎপ্রত্যনীকান্ রজস্তমঃপ্রধানানসুরান্ প্রমিণোতীব হিনস্তীব। যেতু দেবেষু ভক্তাঃ

আশ্রয় স্বরূপে বর্ত্তমান যে কাল তাহাকে আপনিই সৃজন করেন অতএব কাল তাহার চেষ্টা স্বরূপ হওয়াতে তিনি কালেরও পরতন্ত্র নহেন।।

হে রাজন্! যে হেতু এই কাল সত্ত্বগুণকে বর্দ্ধিত করে, সেই হেতু তাহা ঈশ্বর হইয়াও সত্ত্বপ্রধান দেবসমূহকে বর্দ্ধিত ও তাঁহাদের প্রতিপক্ষ অসুরসকলকে হিংসা করিয়া থাকে। হে মহারাজ! এই কারণে ঐ কালের যশ অতিশয় মহৎ। হে নরদেব! উল্লিখিত প্রকরণের তাৎপর্য্য এই যে, কোন শক্তি দ্বারা গুণ সকল ক্ষুভিত হওয়াতে তজ্জন্য যে বৈষম্য হয়, সেই বৈষম্য সন্নিধানমাত্রে তাহার অধিষ্ঠাতায় স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে ॥ ১০৩ ॥ ২৭২ ॥

সত্যকৃৎ অর্থাৎ স্বরূপ শক্তি বিলাস দ্বারাই স্বয়ং পরমার্থ সত্য ক্রিয়াবির্ভাবক হইয়া নিজচেষ্টারূপ কালকে সৃষ্টি করেন অর্থাৎ প্রকাশ করেন, কি কার্য্যকারি কালকে প্রকাশ করিতেছেন, এই অভিপ্রায়ে কালের বিশেষণ বলিতেছেন। প্রকৃতি পুরুষের সহিত বিচরণকারি অর্থাৎ সেই সেই ভগবদবতার সম্বন্ধীয় সাধক ভক্তগণের সাহায্য হেতুই সৃজ্যকার্য্য জন্য আদি হইতে অব্যক্ত আর জীবসমূহের সহিত বিচরণকারি। অতএব সন্নিধান দ্বারাই প্রকৃতি আর জীবসমূহের সেই সেই অবস্থার আশ্রয় উদ্ভব হেতুও। নারদের এই সম্বোধন দ্বারা হে মহারাজ! যেরূপ নিজচেষ্টা দ্বারা আপনি মুখ্য মুখ্য কার্য্য করিতেছেন, আপনার সেই চেষ্টা দ্বারা অন্যান্যও ক্ষুদ্রতর কার্য্য আপনা হইতেই সিদ্ধ হইতেছে, সেইরূপ পরমেশ্বরেতে ইহা বোধিত হইল। সেই হেতু যে, এই চেষ্টারূপ কাল, সেই সত্ত্ব অর্থাৎ সত্ত্বপ্রধান দেবতা সমূহকে যেন বর্দ্ধিত করিতেছেন সেই হেতুই যেন দেবগণ বিরোধি রজস্তমঃপ্রধান অসুরগণকে বিনাশ করিতেছেন।

অসুরেষু ভক্তদ্বেষিণস্তান্ স্বয়ং পালয়তি হিনস্তি চ এবেতি পূর্ব্বমেবোক্তং। যস্মাত্তচ্চেষ্টালক্ষণস্য কালস্যৈবং বার্ত্তা তস্মাদীশিতাপি এধয়তীব প্রমিণোতীব চেতি হে রাজন্নিতি পূর্ব্বাভিপ্রায়মেব ॥ ২৭৩ ॥

ননু যদি চেশিতুঃ প্রয়োজনং ন ভবতি তর্হি কথং কদাপ্যসুরানপি স্বপক্ষান্ বিধায় দেবৈ র্নযুদ্ধ্যতেতি তত্রাহ। সুরপ্রিয়ঃ সুরেষু বর্ত্তমানাঃ প্রিয়া ভক্তা যস্য সঃ। সত্ত্বপ্রধানেষু সুরেষু যেষাং সর্ব্বেষামনুগমনেনৈব তস্যানুগমনং কদাচিৎ বৃহস্পত্যাদিষু মহৎস্বপরাধে তু তেষাং মালিন্যেন সুরত্বাচ্ছাদনাত্তেষাং তস্য তেষ্বনুগমনং স্যাদিতি জয়কালে তু সত্ত্বস্যেত্যাদ্যুক্তমিতি ভাবঃ। ননু কথং তেঽপি তান্নানুগচ্ছন্তি তত্রাহ রজস্তমস্কানিতি। অত্যন্ত—ভগবদ্বহির্মুখতাকরয়োস্তয়োররোচকত্বাদেবেতি ভাবঃ। তর্হ্যসৌ সদৈবাসুরাণাং নিগ্রহমেব

কিন্তু যাঁহারা দেবতাদিগের মধ্যে ভক্ত তাঁহাদিগকে সাক্ষাৎ পালন করিতেছেন, আর যাহারা অসুর মধ্যে ভক্তদ্বেষী, তাহাদিগকে বধ করিতেছেন, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, যে হেতু ভগবচ্চেষ্টা রূপ কালেরই এইরূপ বৃত্তান্ত, সেই হেতু ভগবান্ সমস্তের নিয়ন্তা হইয়াও যেন দেবগণকে বর্দ্ধিত করিতেছেন এবং অসুরগণকে বিনাশ করিতেছেন। হে রাজন্ ! এই সম্বোধন পদও পূর্ব্বের অভিপ্রায়ই জানিতে হইবে ॥ ২৭৩

যদি পরমেশ্বরের প্রয়োজন না হইতেছে, তবে কেন কখনও অসুরগণকেও স্বপক্ষ করত দেবতাগণের সহিত যুদ্ধ করিতেন না। এই বিরোধে বলিতেছেন, সুরপ্রিয় অর্থাৎ দেবতা মধ্যে বর্ত্তমান প্রিয় অর্থাৎ যাঁহার ভক্ত, তিনি সত্ত্বগুণ প্রধান দেবগণ মধ্যে যে সকল ভক্তের অনুগমন দ্বারা ভগবানেরও অনুগমন হয়। কখন বৃহস্পতি প্রভৃতি মহৎ সকলে অপরাধেতেও তাঁহাদিগের মালিন্য দ্বারা দেবত্ব আচ্ছাদন হেতু তাঁহাদের এবং ভগবানের অনুগমন হয়। "জয়কালেতু সত্ত্বস্য" অর্থাৎ সত্ত্বগুণ আপনার বৃদ্ধি সময়ে পূর্ব্বে ৮ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে, এই ভাবার্থ। অপর কি হেতু অসুরগণও সেই সকল ভক্তগণের অনুগত হইতেছে না, এই আশংকায় বলিতেছেন, তাহারা রজস্তমঃপ্রধান। অত্যন্ত ভগবদ্বহির্মুখতা জনক রজস্তম গুণের জনকতা হেতুই ভগবানের বা ভক্তের অনুগত হয় না, এই তাৎপর্য। তবে ভগবান সর্ব্বদাই অসুরগণের কেবল নিগ্রহ করিতেছেন, এই হেতুও অসমঞ্জস হইতেছে, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন। উরুশ্রবাঃ। অর্থাৎ বৈরতা দ্বারা শিশুপাল প্রভৃতি নৃপতিগণও যাঁহাকে লাভ করিয়াছে, ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ॥

আর ৩ স্কন্ধে ২ অধ্যায়ে ২৩ শ্লোকে ॥

শ্রীকৃষ্ণের দয়ালুতা আশ্চর্য্য, দুষ্ট পূতনা তাঁহার প্রাণ বিনাশ বাসনা করিয়া আপনার স্তনদ্বয়ে বিষ লেপন করত তাহাকে পান করাইয়াছিল। তাহাতেও সে

করোতীত্যথাপ্যসামঞ্জস্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ উরুশ্রবাঃ বৈরেণ যং নৃপতয় ইতি। অহো বকী যং স্তনকালকূটমিত্যাদিভিঃ। উরু সর্ব্বতো বিস্তৃতং মহত্তমং বা শ্রবঃ কীর্ত্তির্যস্য সঃ। তেষামপ্যনুগ্রহমেব করোতীতি ভাবঃ ॥ ২৭৪ ॥

তদেবং সিদ্ধান্তং প্রদর্শ্য তত্র স্বভক্তানুগ্রহমাত্রপ্রয়োজনস্তত্তৎ করোতি। পরেশ ইতি প্রতিজ্ঞাতার্থোদাহরণায় প্রহ্লাদ-জয়বিজয়াদি-কৃপাসূচকমিতিহাসবিশেষমাহ ॥

অত্রৈবোদাহৃতঃ পূর্ব্বমিতিহাসঃ সুরর্ষিণা।
প্রীত্যা মহাক্রতৌ রাজন্ পৃচ্ছতেঽজাতশত্রবে ॥
ইত্যাদি ॥ ১০৪ ॥

টীকেব দৃশ্যা ৭। ২ শ্রীশুকঃ ॥ ২৭৫ ॥

তদেবং সর্ব্বেঽপি বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে পরিহৃতে। ঈশ্বরস্তু পর্য্যন্যব-

---

যশোদার সদৃশী গতি লাভ করে অর্থাৎ সেই শ্রীকৃষ্ণ তাহার ভক্তবেশ মাত্র দেখিয়া তাহাকে সদ্গতি প্রদান করেন অতএব তাঁহা হইতে অন্য কোন্ দয়ালুর শরণাপন্ন হইয়া সেবা করিবে? ইত্যাদি বাক্য দ্বারাও উরু অর্থাৎ সর্ব্বদিগ্গত কিম্বা উৎকৃষ্টতম শ্রবঃ অর্থাৎ যাঁহার কীর্ত্তি, সেই ভগবান্ অসুরগণকেও অনুগ্রহ করিতেছেন, এই ভাবার্থ ॥ ২৭৪ ॥

সেই হেতু এই প্রকারে সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করাইয়া তদ্বিষয়ে নিজ ভক্তানুগ্রহ মাত্র প্রয়োজন পরমেশ্বর সেই সেই কার্য্য করিতেছেন, এই প্রতিজ্ঞাতার্থ উদাহরণের নিমিত্ত প্রহ্লাদ ও জয় বিজয়াদির প্রতি কৃপা সূচক ইতিহাস বলিতেছেন ॥

৭ স্কন্ধে ১ অধ্যায়ে ১৩ শ্লোকে যথা—

হে রাজন্! রাজসূয় মহাযজ্ঞে দীক্ষিত মহারাজ যুধিষ্ঠিরের জিজ্ঞাসার পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদ এই বিষয়েই (দ্বেষাদি বিহীন ভগবানের দৈত্যবধ প্র সঙ্গেই) একটি ইতিহাস দৃষ্টান্ত স্বরূপে কহিয়া ছিলেন ॥ ১০৪ ॥

উক্ত শ্লোকে শ্রীধরস্বামির টীকাতেই বিশেষ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। (পাঠকগণ তাহা) দৃষ্ট করিবেন। হে রাজন্! রাজসূয় নামক মহাযজ্ঞে অতীব আশ্চর্য্য দর্শন করত জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, অজাতশত্রু অর্থাৎ আপনার পিতামহ, তাঁহার প্রীতি নিমিত্ত দেবর্ষি নারদ প্রীতি পূর্ব্বক এতদ্বিষয়েই অগ্রে একটি ইতিবৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়াছেন। ৭ স্কন্ধে ১ অধ্যায়ে শ্রীশুকদেব রাজা পরীক্ষিৎকে এই পূর্ব্বোক্ত শ্লোক সকল কহিয়াছেন ॥ ২৭৫ ॥

সেই সকল পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত হেতু এইরূপ হইলে মেঘ যেরূপ অবিষম ভাবে সর্ব্বত্র বর্ষণ করিতেছে, কিন্তু মেঘ বারি আধার ভেদে কাল বশতঃ নানারূপে প্রতীয়-

দ্দ্রষ্টব্য ইত্যস্য ব্রহ্মসূত্রনির্গলিতার্থন্যায়স্যাপ্যত্রৈবান্তর্ভাবসিদ্ধেঃ। ইতি ব্রহ্ম-ভগবৎ-পরমাত্মানো বিবৃতাঃ। তদেবং ত্রিব্যূহত্বমেব ব্যাখ্যাতং। ক্বচিদ্ বাসুদেবাদি-চতুর্ব্যূহাদিত্বঞ্চ দৃশ্যতে সচ ভেদঃ কস্যচিৎ কেনচিদ-ভেদবিবক্ষয়া ভেদবিবক্ষয়ানাযুক্তঃ।

তদুক্তং মোক্ষধর্ম্মে নারায়ণীয়ে ॥

একব্যূহবিভাগো বা ক্বচিৎ দ্বিব্যূহসংজ্ঞিতঃ।
ত্রিব্যূহশ্চাপি সংখ্যাতশ্চতুর্ব্যূহশ্চ দৃশ্যতে ইতি ॥

শ্রুতিশ্চ ॥

স একধা ভবতি দ্বিধা ভবতীত্যাদ্যা ॥ ২৭৬ ॥

অথ পূর্ব্বরীত্যা চতুর্ব্যূহত্বাদ্যবিসম্বাদিতয়া যদত্র ত্রিব্যূহত্বং দর্শিতং।

তত্র প্রথমব্যূহস্য শ্রীভগবত এব মুখ্যত্বং যৎপ্রতিপাদকত্বেনৈবাস্য মহাপুরাণস্য শ্রীভাগবতমিত্যাখ্যা।

যথোক্তং ॥

ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতমিতি ॥ ২৭৭ ॥

মান হইতেছে, সেইরূপ পরমেশ্বরও সর্ব্বত্র সমভাবে দয়া করিতেছেন, কিন্তু সেই দয়াকে সত্ত্ব প্রকৃতি দেবগণ হিতরূপে জানিতেছেন, রজস্তমঃপ্রকৃতি অসুরগণ অহিতরূপে জানিতেছে। এই ব্রহ্মসূত্র নির্গলিতার্থ যুক্তিরও এই স্থানেই অন্তর্ভূততা সিদ্ধি হেতু সমস্ত বিষমত্তা ও নির্দ্দয়তা ঈশ্বরে নিবারিত হইল। এই প্রকরণে ব্রহ্ম, ভগবান্ ও পরমাত্মা বিবরিত হইলেন। সেই হেতু এই প্রকারে ত্রিব্যূহতাও হইল। কোন স্থানে বাসুদেবাদি চতুর্ব্যূহাদি ভাবও দৃষ্ট হইতেছে, সেই ভেদও অযুক্ত হইতেছে না, কোন কোন ব্যূহের সহিত অভেদ বিবক্ষতা দ্বারা ত্রিব্যূহ, ভেদ বিবক্ষা দ্বারা চতুর্ব্যূহ ॥

মোক্ষধর্ম্মে নারায়ণীয়ে তাহাও উক্ত হইয়াছে।

কোন স্থানে এক ব্যূহরূপে প্রকটিত, কোন স্থানে দ্বিব্যূহ নামে প্রাপ্ত, কোন স্থানে ত্রিব্যূহরূপে পরিগণিত এবং কোন স্থানে চতুর্ব্যূহ রূপও দৃষ্ট হইতেছে ॥

শ্রুতিও ॥

সেই পরমাত্মা একরূপ হইতেছেন ও দুইরূপ হইতেছেন ইত্যাদি ॥ ২৭৬ ॥

অপর প্রকরণ আরম্ভ হইতেছে ॥

পূর্ব্ব রীতি দ্বারা চতুর্ব্যূহ ভাবাদির অবিরোধে যে এই শ্রীভগবতগ্রন্থে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ এইরূপ ত্রিব্যূহত্ব দর্শিত হইল, তন্মধ্যে প্রথমব্যূহ শ্রীভগবানেরই মুখ্যত্ব, যাহার প্রতি পাদকতা হেতুই এই মহাপুরাণের শ্রীভাগবত এই নাম হইয়াছে ॥

তস্য হি প্রাধান্যে ষড়্বিধেন লিঙ্গেন তাৎপর্য্যমপি পর্য্যায়েনোচ্যতে।
উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোঽপূর্ব্বতাফলং ।
অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্য্যনির্ণয়ঃ ॥
ইত্যুক্ত প্রকারেণ ॥
তাবদুপক্রমোপসংহারয়োরৈক্যেন ॥ ২৭৮ ॥
জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গো মৃষা
ধাম্না স্বেন নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥ ২৭৯ ॥

---

২ স্কন্ধে ১ অধ্যায়ে ৮ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যথা—

শুকদেব কহিলেন, মহারাজ! আমি তোমার নিকট যে পুরাণ কহিতেছি ইহা ভগবানের কথিত, ইহার নাম ভাগবত, এ অতি প্রধান পুরাণ, সর্ব্ববেদের তুল্য, অতএব ইহা অতিঅপূর্ব্ব। দ্বাপর যুগের প্রথমে আমার পিতা কৃষ্ণদ্বৈপায়নের নিকট আমি এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি ।। ২৭৭ ।।

সেই ভগবানের প্রধানতা স্থাপনে ষড়্বিধ লিঙ্গ দ্বারা শাস্ত্রের তাৎপর্য্য সর্ব্বতোভাবে আলোচনা করিতেছি ।।

ষড়্বিধ লিঙ্গ যথা—

আরম্ভ, শেষ, বারম্বার কথন, অদ্ভুত রূপ দর্শন, প্রশংসাবাদ, পর্য্যাপ্তি ও শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নিশ্চয়, এই ছয় পরিচায়ক উপক্রম ও উপসংহারের ঐক্য দ্বারা সেইরূপেই স্থাপনা করিতেছেন ।। ২৭৮ ।।

১ স্কন্ধে ১ উপক্রম শ্লোকে যথা—

এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় যাঁহা হইতে হইতেছে, যে হেতু তিনি সৃষ্ট বস্তু মাত্রে সদ্রূপে বর্ত্তমান থাকাতেই সে সকলের সত্তা স্বীকার করা যাইতেছে, এবং ব্যতিরেক হেতু অবস্তু-খপুষ্পাদিতে তাঁহার অন্বয় নাই অথবা অন্বয় শব্দে অনুবৃত্তি, ইতর শব্দে ব্যাবৃত্তি, অনুবৃত্ত হেতু মৃত্তিকা সুবর্ণের ন্যায় জগৎ কার্য্য, কিম্বা জগৎ সাবয়ব হেতু জন্মাদি যাঁহা হইতে হইতেছে, সুতরাং যিনি জগতের সৃজনাদির হেতু এবং অভিজ্ঞ অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ, তদ্রূপ স্বরাট্ অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান, আর যে বেদে জ্ঞানিসকল মুগ্ধ হন, সেই বেদ যিনি আদি কবি ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রকাশ করিয়াছেন, অপর, তেজঃ, জল ও মৃত্তিকার বিকার কাচ এই তিনের পরস্পর ব্যত্যাস অর্থাৎ এক বস্তুতে অন্য বস্তু বলিয়া যে প্রতীতি, যথা—তেজে জলজ্ঞান, জলে পাষাণজ্ঞান এবং কাচে জলবুদ্ধি ইত্যাদি ভ্রম যেমন অধিষ্ঠানের সত্যতা জন্য সত্য বলিয়া বোধ হয়, তদ্রূপ যাঁহার সত্যতায় সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই গুণত্রয়ের ভূত, ইন্দ্রিয় ও দেবতা

কস্মৈ যেন বিভাষিতোঽয়মতুলো জ্ঞানপ্রদীপঃ পুরা তদ্রূপেণ চ নারদায় মুনয়ে কৃষ্ণায় তদ্রূপিণা।

যোগীন্দ্রায় তদাত্মনা ঽথ ভগবদ্রাতায় কারুণ্যতস্তচ্ছুদ্ধং বিমলং বিশোকমমৃতং সত্যং পরং ধীমহি ॥ ১০৫ ॥

অত্র পূর্ব্বস্যার্থঃ ॥

অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণামিতি গারুড়োক্তেরস্য মহাপুরাণস্য ব্রহ্মসূত্রা-কৃত্রিমভাষ্যাত্মকত্বাৎ প্রথমং তদুপাদায়ৈবাবতারঃ। তত্র পূর্ব্বমথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসেতি ব্যাচষ্টে তেজোবারিমৃদামিত্যাদ্যর্দ্ধেন যোজনীয়ং প্রাথমিকত্বাদস্য পূর্ব্বত্বং তত্র ব্রহ্মজিজ্ঞাসেতি ব্যাচষ্টে পরং ধীমহীতি পরং শ্রীভগবন্তং ধীমহি ধ্যায়েন। তদেব মুক্তপ্রগ্রহয়া যোগবৃত্ত্যা বৃহত্ত্বাৎ ব্রহ্ম যৎ সর্ব্বাত্মকং তদ্বহিশ্চ ভবতি। তত্তু নিজরশ্ম্যাদিভ্যঃ সূর্য্য ইব সর্ব্বেভ্যঃ পরমেব স্বতো ভবতীতি মূলরূপভগবৎপ্রদর্শনায়

সৃষ্টি, বস্তুতঃ মিথ্যা হইলেও সত্যরূপে প্রতীতি হইতেছে, অথবা তেজে জলভ্রম ইত্যাদি যেমন বাস্তবিক অলীক, তদ্রূপ যাঁহা ব্যতিরেকে এই গুণত্রয়ের সৃষ্টি সকলই মিথ্যা এবং স্বীয় তেজ প্রভাবে যাঁহাতে কুহক অর্থাৎ মায়িক উপাধি সম্বন্ধ নিরস্ত হইয়াছে, সেই সত্য স্বরূপ পরমেশ্বরকে ধ্যান করি ।। ২৭৯ ।।

১২ স্কন্ধে ১৩ অধ্যায়ে ১৪ উপসংহার শ্লোকে যথা—

পূর্ব্বকালে যিনি এই অতুল্য জ্ঞানপ্রদীপ ব্রহ্মার নিকট প্রকাশ করিয়াছেন, পরে নারদমুনিকে ও কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে এবং যোগীন্দ্র শুকদেবকে আর বিষ্ণুরাত পরীক্ষিৎকে যিনি কৃপা করিয়া উপদেশ দিয়াছেন, সেই শুদ্ধ নির্ম্মল শোক রহিত অমৃত পরম সত্যকে আমরা ধ্যান করি ।। ১০৫ ।।

উভয় শ্লোক মধ্যে পূর্ব্ব শ্লোকার্থ ।।

এই ভাগবত গ্রন্থ ব্রহ্মসূত্রের অর্থাৎ উত্তরমীমাংসা নামক বেদান্তের অর্থ, এই গরুড়-পুরাণের উক্তি হেতু এই মহাপুরাণ ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্যস্বরূপ, এই হেতু প্রথম ব্রহ্মসূত্রকে উপাদান করত ভাগবতের প্রকটন হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্রের পূর্ব্ব সূত্র "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এই সূত্রকে "তেজো বারিমৃদাং" ইত্যাদি শ্লোক দ্বারা ব্যাখ্যা করিতেছেন। কর্ত্তৃপদাদি যোজনায় প্রথমোপস্থিত হেতু পরভাগের পূর্ব্বভাব হইতেছে। সেই পরার্দ্ধে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা এই পদের "পরং ধীমহি" এই ব্যাখ্যা হইতেছে। পরশব্দ দ্বারা কথিত ভগবান্‌কে আমরা ধ্যান করি এই পরপদের এইরূপ মুক্তপ্রগ্রহ যোগবৃত্তি দ্বারা অর্থাৎ চরম কোটিগত অভিধাবৃত্তি দ্বারা বৃহত্ত্বহেতু ব্রহ্ম যে সর্ব্বাত্মক, সে সমস্ত ভিন্নও হইতেছে। সেই ব্রহ্ম কিন্তু নিজকিরণ প্রভৃতি হইতে

পরপদেন ব্রহ্মপদং ব্যাখ্যায়তে তচ্চাত্র ভগবানিবেত্যভিমতং পুরুষস্য তদংশত্বান্নির্ব্বিশেষব্রহ্মণো গুণাদিহীনত্বাৎ ॥ ২৮০ ॥

উক্তঞ্চ শ্রীরামানুজচরণৈঃ ॥

সর্ব্বত্র বৃহত্ত্বে গুণযোগেন হি ব্রহ্ম শব্দঃ। বৃহত্ত্বঞ্চ স্বরূপেণ গুণৈশ্চ যত্রানবধিকাতিশয়ঃ সোঽস্য ব্রহ্ম শব্দস্য মুখ্যার্থঃ স চ সর্ব্বেশ্বর এবেতি ॥ ২৮১ ॥

উক্তঞ্চ প্রচেতোভিঃ ॥

নহ্যন্তো যদ্বিভূতীনাং সোঽনন্ত ইতি গীয়সে ইতি ॥ ২৮২ ॥

অতএব বিবিধ মনোহরানন্তাকারত্বেঽপি তত্তদাকারাশ্রয় পরমাদ্ভুত-মুখ্যাকারত্বমপি তস্য ব্যঞ্জিতং। তদেবং মূর্ত্তত্বে সিদ্ধে তেনৈব পরত্বেন তস্য বিষ্ণ্বাদিরূপ-ভগবত্ত্বমেব সিদ্ধং তস্যৈব ব্রহ্মশিবাদিপরত্বেন দর্শিতত্বাৎ। অত্র জিজ্ঞাসেত্যস্য ব্যাখ্যা ধীমহীতি।

যতস্তজ্জিজ্ঞাসায়াস্তাৎপর্য্যং তদ্ধ্যান এব ॥ ২৮৩ ॥

সূর্য্য যেরূপ সেইরূপ সমস্ত হইতে পরই অর্থাৎ ভিন্নই হইতেছেন। এই হেতু সকলের মূলস্বরূপ ভগবানের প্রদর্শন নিমিত্ত পরপদ দ্বারা ব্রহ্মপদকে ব্যাখ্যা করিতেছেন, সেই ব্রহ্মও শ্রীভাগবতে ভগবান্‌কে বলিয়াছেন। পুরুষের অর্থাৎ পরমাত্মা ভগবানের অংশত্ব হেতু নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের গুণাদি হীনত্ব হেতু এই অভিমতই হইল ॥ ২৮০ ॥

শ্রীরামানুজস্বামি কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে যথা—

সমস্ত স্থানে বৃহত্ব গুনযোগ হেতুই ব্রহ্মশব্দ প্রযোজিত হয়। বৃহত্বও স্বরূপ এবং গুণ দ্বারা যাহাতে সমানাতিশয় রহিত সেই ব্রহ্ম শব্দের মুখ্যার্থ। সেই মুখ্যার্থও সর্ব্বেশ্বর ॥ ২৮১ ॥

৪ স্কন্ধে ৩০ অধ্যায়ে ৩০ শ্লোকে প্রচেতাগণ
ভগবান্‌কে বলিয়াছেন যথা—

হে ভগবন্! তোমার বিভূতির অন্ত নাই, এই কারণে লোকে তোমাকে অনন্ত বলিয়া থাকে ॥ ২৮২ ॥

অতএব বিবিধ মনোহর অনন্ত আকার থাকিলেও সেই সেই আকারের আশ্রয় পরমাদ্ভুত মুখ্যাকারত্বও ভগবানের ব্যঞ্জিত হইল। সেই হেতু এই প্রকার মূর্ত্তি বিশিষ্টতা সিদ্ধি হইলে রূপশব্দ দ্বারাই মূর্ত্তি বিশিষ্টের বিষ্ণু প্রভৃতি আকার যুক্ত ভগবত্তাই বিষ্ণু আদি রূপেই ব্রহ্ম শিবাদির শ্রেষ্ঠতা রূপে দর্শিত হেতু সিদ্ধ হইল। শ্রীভাগবতে "জিজ্ঞাসা" এই পদের ব্যাখ্যা "ধীমহি" এই পদ। যে হেতু জিজ্ঞাসার তাৎপর্য্য ভগবানের ধ্যানই জানিতে হইবে ॥ ২৮৩ ॥

তদুক্তং একাদশে স্বয়ং ভগবতা ॥

শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতো ন নিষ্ণায়াৎ পরে যদি।

শ্রমস্তস্য শ্রমফলো হ্যধেনুমিব রক্ষত ইতি ॥ ২৮৪ ॥

ততো ধীমহিত্যনেন শ্রীরামানুজমতজিজ্ঞাসাপদং নিদিধ্যাসনপরমেবেতি স্বীয়ত্বেনাঙ্গীকরোতি শ্রীভাগবতনামা সর্ব্ববেদাদিসাররূপোঽয়ং গ্রন্থ ইত্যায়াতং। ধীমহীতি বহুবচনং কালদেশপরম্পরাস্থিতস্য সর্ব্বস্যাপি তৎকর্ত্তব্যতাভিপ্রায়েণ অনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডান্তর্যামিণাং পুরুষাণামংশি ভূতে ভগবত্যেব ধ্যানস্যাভিধানাৎ। অনেনৈক জীববাদ জীবনভূতো বিবর্ত্তবাদোঽপি নিরস্তঃ ॥ ২৮৫ ॥

ধ্যায়তিরপি ভগবতোমূর্ত্তত্বমেব বোধয়তি ॥

ধ্যানস্য মূর্ত্ত এবাকণ্টার্থত্বাৎ। সতি চ সুসাধে পুমর্থোপায়ে দুঃসাধস্য পুরুষাপ্রবৃত্ত্যা স্বত এবাপকর্ষাৎ। তদুপাসকস্যৈব যুক্ততমত্বনির্ণয়াচ্চ ॥ ২৮৬ ॥

তথাচ গীতোপনিষদঃ ॥

ময্যাবেশ্য মনো যে সাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।

শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥

---

১১ স্কন্ধে ১১ অধ্যায়ে ১৮ শ্লোকে স্বয়ং ভগবান্
এই বিষয় কহিয়াছেন যথা—

হে উদ্ধব! যে ব্যক্তি কেবল শব্দব্রহ্ম অভিজ্ঞ, অথচ পরব্রহ্মের ধ্যানাদি করে না, তাহার শাস্ত্রেতে যে শ্রম সে কেবল বন্ধ্যা গোরক্ষণের ন্যায় শ্রম ফলমাত্র ॥ ২৮৪ ॥

জিজ্ঞাসা পদ নিদিধ্যাসন পরই, এই রামানুজ মতকে শ্রীভাগবত নাম সর্ব্ববেদান্ত সাররূপ এই গ্রন্থ নিজত্বরূপে অঙ্গীকার করিয়াছেন। "ধীমহি" এই পদদ্বারা ইহা আগত হইল। আর কাল দেশ পরম্পরাস্থিত সমস্ত জনেরও ধ্যান কর্ত্তব্যতা অভিপ্রায়ে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামি সঙ্কর্ষণাদি পুরুষগণের অংশিরূপ ভগবানেই ধ্যানের কথন হেতু "ধীমহি" এস্থানে বহুবচন হইয়াছে। এই কথন দ্বারা এক জীববাদ জীবনভূত বিবর্ত্তবাদও খণ্ডিত হইল ॥ ২৮৫ ॥

ধ্যানের মূর্ত্তি বিশিষ্ট বস্তুতেই সুখার্থতা হেতু আর সুসাধ্য পুরুষার্থোপায় থাকিতে দুঃখসাধ্যের সম্বন্ধে পুরুষের অপ্রবৃত্তি জন্য আপনা হইতে অপকর্ষ হেতু, আর মূর্ত্তি বিশিষ্ট বস্তুর উপাসকেরই যুক্ততমত্ব নির্ণয় হেতুও "ধৈ" ধাতুরও ভগবানের মূর্ত্তিবিশিষ্টতাই বোধ করাইতেছে ॥ ২৮৬ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীভগবদ্গীতার ১২ অধ্যায়ে
২।৩।৪।৫ শ্লোকে যথা—

যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতেরতাঃ ॥
ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাং।
অব্যক্তাহি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ইতি ॥ ২৮৭ ॥
ইদমেব চ বিবৃতং ব্রহ্মণা ॥
শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্‌যথা স্থূলতুষাবঘাতিনামিতি ॥ ২৮৮ ॥

অতএবাস্য ধ্যেয়স্য স্বয়ং ভগবত্ত্বমেব সাধিতং শিবাদয়শ্চ ব্যাবৃত্তাঃ। তথা ধীমহিতি লিঙ্‌দ্যোতিতা পৃথগনুসন্ধানরহিতা প্রার্থনা ধ্যানোপলক্ষিতং ভগবদ্ভজনমেব পুরুষার্থত্বেন ব্যনক্তি ততো ভগবতস্তু তথাত্বং স্বয়মেব ব্যক্তং ॥ ২৮৯ ॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন, অর্জ্জুন! যাঁহারা আমাতে মন সমর্পণ করিয়া নিত্য সমাহিত হইয়া আমার উপাসনা করেন, সেই শ্রদ্ধাযুক্ত যোগিরাই আমার নিকট যোগিশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হয়েন ॥

কিন্তু যাঁহারা আমাকে অক্ষর, অনির্দ্দেশ্য ও অব্যক্ত সর্ব্বত্রগামী, অচিন্ত্য, কুটস্থ এবং অচল ও নিত্য বলিয়া উপাসনা করেন ॥

তাঁহারা সকল প্রাণির হিতচেষ্টাতে রত এবং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি হইয়া ও ইন্দ্রিয় দমন করিয়া আমাকেই প্রপ্তে হয়েন ॥

পরন্তু সেই অব্যক্ত পুরুষে আসক্ত চিত্ত যোগিদিগের অধিকতর ক্লেশ হয়, কারণ দেহধারির পক্ষে অব্যক্তগতি দুঃখের বিষয় হইয়া প্রাপ্তব্য হয় ॥ ২৮৭ ॥

১০ স্কন্ধের ১৪ অধ্যায়ে ৪ শ্লোকে ইহাই ব্রহ্মা
প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যথা—

যে সকল দুর্ভাগ্য লোক পরম শ্রেয়ের বর্ত্মস্বরূপ ভক্তি পরিত্যাগ করিয়া কেবল বোধ লাভার্থ ক্লেশ করে তাহাদিগের তুষাবঘাতিলোকদের ন্যায় ক্লেশই অবশিষ্ট থাকে অর্থাৎ যেমন অল্প প্রমাণ ধান্য পরিত্যাগ করিয়া অন্তরে কণামাত্র হীন স্থূলতুষ যাহা ধান্যবৎ প্রকাশ পায়, তাহা লইয়া অবঘাত করিলে কোন ফললব্ধ হয় না, তেমনি ভক্তিকে তুচ্ছ করিয়া কেবল বোধ লাভার্থ যত্ন কারিদের কিঞ্চিন্মাত্র ফল লাভ হয় না, ক্লেশমাত্র পর্য্যবসান হইয়া থাকে ॥ ২৮৮ ॥

অতএব এই ধ্যেয় বস্তুর স্বয়ং ভগবত্তাই সাধিত হইল। শিবাদি দেবতাও এই ধ্যানের বিষয় হইলেন না। তথা "ধীমহি" এই লিঙ্‌প্রত্যয় দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে,

ততশ্চ যথোক্ত-পরম-মনোহর মূর্ত্তিত্বমেব লক্ষ্যতে।

তথাচ সাম্নি ॥

বৃহদ্ধাম বৃহৎপার্থিবং বৃহদন্তরীক্ষং বৃহদ্দিবং বৃহদ্বামং বৃহদ্ভ্যো বামং বামেভ্যো বামমিতি। তদেবং ব্রহ্মজিজ্ঞাসেতি ব্যাখ্যাতং ॥ ২৯০ ॥

অথাত ইত্যস্য ব্যাখ্যামাহ সত্যমিতি ॥

যতস্তত্রাথশব্দ আনন্তর্য্যে অতঃ শব্দো বৃত্তস্য হেতুভাবে বর্ত্ততে। তস্মাদথেতি স্বাধ্যায়ক্রমতঃ প্রাক্‌প্রাপ্ত কর্ম্মকাণ্ডে পূর্ব্বমীমাংসয়া সম্যক্‌ কর্ম্মজ্ঞানাদনন্তরমিত্যর্থঃ। অত ইতি। তৎক্রমতঃ সমনন্তর-প্রাপ্ত-ব্রহ্ম-কাণ্ডে তূত্তরমীমাংসয়া নির্ণেয় সম্যগর্থেঽধীতচরাদ্‌যৎকিঞ্চিদনুসংহিতার্থাৎ কুতশ্চিদ্বাক্যাদ্ধেতোরিত্যর্থঃ। পূর্ব্বমীমাংসায়াঃ পূর্ব্বপক্ষত্বেনোত্তরমীমাংসানির্ণয়োত্তরপক্ষেঽস্মিন্নবশ্যাপেক্ষ্যত্বাদবিরুদ্ধাংশে সহায়ত্বাৎ কর্ম্মণঃ শান্ত্যাদি—লক্ষণ—সত্ত্বশুদ্ধিহেতুত্বাচ্চ। তদনন্তরমিত্যেব লভ্যং ॥ ২৯১ ॥

যে পৃথক্‌ অনুসন্ধান-শূন্য-প্রার্থনা, সে ধ্যানোপলক্ষিত ভগবদ্ভজনই পরম পুরুষার্থ রূপে প্রকাশ করিতেছে, অতএব ভগবানের পরম পুরুষার্থ রূপত্ব স্বতই প্রকাশ হইল ॥ ২৮৯ ॥

পরম পুরুষার্থতা প্রযুক্ত ভগবানের যথোক্ত পরম মনোহর মূর্তিবিশিষ্টতাই লক্ষিত হইতেছে ॥

ভগবানের পরম মনোহর মূর্ত্তিবিশিষ্টতাও সামবেদে
উক্ত হইয়াছে যথা—

ব্রহ্ম লোকাতীত-মূর্ত্তিবিশিষ্ট, পৃথিবী-সম্বন্ধীয় বস্তু হইতে বৃহৎ, আকাশ হইতেও অতিবৃহৎ, যাঁহার অতিবৃহৎ অর্থাৎ লোকাতীত মনোহর বৈকুণ্ঠস্থান, যিনি বৃহৎ সুন্দর এবং বৃহদ্‌ বস্তু হইতেও যিনি সুন্দর ও সৌন্দর্য্যাদি গুণবিশিষ্ট সুন্দর বস্তু হইতেও যিনি পরম সুন্দর, এইরূপে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা পর্য্যন্ত ব্যাখ্যাত হইল ॥২৯০॥

প্রথম ব্রহ্মসূত্রের "অথাতঃ" এই পদের ব্যাখ্যা বলিতেছেন,

"জন্মাদ্যস্য" এই শ্লোকের সত্য এই পদ যথা—

হে হেতু ব্রহ্মসূত্রে অথ শব্দ আনন্তর্য্যার্থে। "অতঃ" শব্দ পূর্ব্ব কথনের হেতু ভাবে হয়। সেই হেতু বেদপাঠক্রমে প্রথম প্রাপ্ত কর্ম্মকাণ্ডে পূর্ব্বমীমাংসা দ্বারা সমস্ত কর্ম্মজ্ঞানের পর, অথ শব্দের এই অর্থ। বেদপাঠক্রমে পর পর প্রাপ্ত ব্রহ্মকাণ্ডে, কিন্তু উত্তরমীমাংসা দ্বারা স্থিরীকৃত সমস্তার্থে পূর্ব্বাধীত যে কোন অনুসংহিতার্থ কোন কোন বাক্য হেতু, "অতঃ" শব্দের এই অর্থ। পূর্ব্ব মীমাংসার পূর্ব্ব পক্ষত্ব হেতু, উত্তর মীমাংসার নির্ণয় যোগ্য, এই উত্তর পক্ষে অবশ্য অপেক্ষত্ব হেতু, সমান

বাক্যানিচৈতানি ॥

তদ্‌যথেহ কর্ম্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামুত্র পুণ্যজিতোলোকঃ ক্ষীয়তে। অথ য ইহাত্মানমনুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যকামাংস্তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতীতি। ন স পুনারাবর্ত্ততে ইতি। সচানন্ত্যায় কল্পত ইতি। নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতীতি ॥ ২৯২ ॥

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চেতি চ ॥ ২৯৩

তদেতদুভয়ং বিবৃতং শ্রীরামানুজশারীরকে।

মীমাংসাপূর্ব্বভাগজ্ঞাতস্য কর্ম্মণোঽল্পাস্থিরফলত্বং তদুপরিতন-ভাগাবসেয়স্য ব্রহ্মজ্ঞানস্যত্বনন্তাক্ষয়ফলত্বং শ্রূয়তে। ততঃ পূর্ব্ববৃত্তাৎ কর্ম্মজ্ঞানাদনন্তরং ব্রহ্মজ্ঞাতব্যমিত্যুক্তং ভবতি।

তদাহ সর্ব্বাদি বৃত্তিকারো ভগবান্ বৌধায়নঃ।

রূপ স্থলে সহায়ত্ব হেতু, আর কর্ম্মের শান্ত্যাদি রূপ চিত্তশুদ্ধি হেতু, তদনন্তর এই লভ্য হইল ॥ ২৯১ ॥

বেদবাক্যসকলও এইরূপ যথা—

যেমন ইহলোকে কোন কর্ম্ম নিমিত্ত প্রাপ্ত মনুষ্যাদি দেহ কালে নাশ হয়, পরলোকেও এইরূপ যজ্ঞাদি পুণ্য দ্বারা প্রাপ্ত দেবাদিদেহ নাশ হইয়া থাকে। কর্ম্মানুষ্ঠানাদি দ্বারা চিত্ত শুদ্ধির পর যে সকল পরমাত্মাকে জানিতে পারে তাহারা ইহলোকেই সেই সমস্ত সত্যসঙ্কল্পতাকে লাভ করে, আর তাহারা ইচ্ছানুরূপ সমস্ত স্থানেই বিচরণ করিতে পারে, যে পরমাত্মাকে জ্ঞাত হয়, সে আর এই জন্ম মৃত্যু প্রবাহে আবর্ত্তিত হয় না। যে পরমাত্মাকে জ্ঞাত হয়, সে অপরিমিত গুণের নিমিত্ত কল্পিত হয় অর্থাৎ জন্ম, জরা ও মৃত্যু প্রভৃতিকে অতিক্রম করত নিত্যসিদ্ধ গুণগণের আশ্রয় হয়। নিরুপাধি হইলে পরমাশান্তি অর্থাৎ মুক্তিকে লাভ করে ॥ ২৯২

শ্রীভগবদ্‌গীতার ১৪ অধ্যায়ে ২ শ্লোকে যথা—

মুনিগণ এই জ্ঞান আশ্রয় করিয়া আমার সারূপ্য প্রাপ্ত হওত সৃষ্টিকালেও উৎপন্ন হয়েন না এবং প্রলয়কালেও ব্যথা পায়েন না ॥ ২৯৩ ॥

কর্ম্ম জ্ঞান আর ব্রহ্মজ্ঞান শ্রীরামানুজশারীরক-
ভাস্যে বিস্তারিত আছে যথা—

মীমাংসার পূর্ব্বভাগে জানা গিয়াছে, যে সকল কর্ম্ম তাহার অল্প ফল এবং তাহা চিরস্থায়িত্ব নহে। সেই মীমাংসায় উপরিগত ভাগদ্বারা স্থিরীকৃত ব্রহ্মজ্ঞানের অনন্ত অক্ষয় ফলত্ব শ্রুত হইতেছি। পূর্ব্বজাত কর্ম্ম ও জ্ঞানের পর ব্রহ্মকে জানা কর্ত্তব্য, ইহাই উক্ত হইয়াছে ॥

বৃত্তাৎ কর্ম্মাধিগমাদনন্তরং ব্রহ্ম বিবিদিষেতি। এতদেব পুরঞ্জনোপাখ্যানে চ দক্ষিণ-বামকর্ণয়োঃ পিতৃহূ-দেবহূ শব্দনিরুক্তৌ ব্যক্তমস্তি। তদেবং সম্যক্ কর্ম্মকাণ্ডজ্ঞানানন্তরং ব্রহ্মকাণ্ডগতেষু কেষু চিদ্বাক্যেষু স্বর্গাদ্যানন্দস্য বস্তুবিচারেণ দুঃখরূপত্ব ব্যভিচারি-সত্তাত্বজ্ঞানপূর্ব্বকং ব্রহ্মণস্ত্বব্যভিচারি—পরমত্বমানন্দত্বেন সত্যত্বজ্ঞানমেব ব্রহ্মজিজ্ঞাসায়াং হেতুরিত্যথাত ইত্যস্যার্থে লব্ধে তন্নির্গলিতার্থমেবাহ সত্যমিতি। সর্ব্বসত্তাদাবব্যভিচারি সত্তাকমিত্যর্থঃ পরমিত্যনেনান্বয়াৎ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেত্যত্র শ্রুতৌ চ ব্রহ্মেত্যনেন। তদেবমন্যস্য তদিচ্ছাধীন সত্তাকত্বেন ব্যভিচারি-সত্তাকত্বমায়াতি। তদেবমত্র তদেতদবধি ব্যভিচারী-সত্তাকমেব ধ্যাতবন্তো বয়মিদানীং ত্বব্যভিচারি সত্তাকং ধ্যায়েমেতি ভাবঃ ॥ ২৯৪ ॥

অথ পরত্বমেব ব্যনক্তি ধাম্নেতি। অত্র ধাম শব্দেন প্রভাব উচ্যতে প্রকাশো বা। গৃহ-দেহ-ত্বিট্-প্রভাবা ধামানীতি অমরাদি-নানার্থবর্গান্ন তু স্বরূপং। তথা কুহক-শব্দেনাত্র প্রতারণকৃদুচ্যতে। তচ্চ জীবস্বরূপাবরণবিক্ষেপকারিত্বাদিনা মায়াবৈভবমেব। ততশ্চ স্বেন ধাম্না স্বপ্রভার-

---

উত্তর মীমাংসা সকলের আদিবৃত্তিকার ভগবান্ বোধায়ন মুনি বলিয়াছেন ॥

পূর্ব্বজাত কর্ম্ম ও জ্ঞানের পর ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা হয়। ইহাই ৪ স্কন্ধে ২৫ অধ্যায়ে ৪৮ শ্লোকে পুরঞ্জনোপাখ্যানে, দক্ষিণ-বামকর্ণে পিতৃহূ দেবহূ শব্দের ব্যাখ্যায় ব্যক্ত আছে অর্থাৎ পূর্ব্বমীমাংসা রূপে কথিত হইয়াছে, সেই হেতু এই প্রকারে সমস্ত কর্ম্মকাণ্ড জ্ঞানানন্তর ব্রহ্মকাণ্ডগত কিয়ৎ বাক্যতে স্বর্গানন্দের দ্রব্য বিচারদ্বারা দুঃখ-রূপতঃ এবং ব্যভিচারি সত্তা রূপত্ব জ্ঞান পূর্ব্বক ব্রহ্মের কিন্তু অব্যভিচারি পরমত্ব আনন্দরূপতা হেতু সত্যত্ব জ্ঞানই ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় কারণ হয়। "অথাতঃ" পদের এই অর্থলাভ হইলে, তাহার নির্গলিতার্থই বলিতেছেন, সত্য ইতি। পরপদের সহিত অন্বয় হেতু আর সত্য জ্ঞান অনন্ত ব্রহ্ম এই শ্রুতিতেও ব্রহ্ম এই পদের সহিত অন্বয় হেতু সকলের সত্তাদিতে যাঁহার অব্যভিচারি সত্তা হইয়াছে, সেই সত্য পদের এই অর্থ। অতএব এইরূপ হইলে অন্যের ভগবৎ ইচ্ছাধীন সত্তা হেতু ব্যভিচারি সত্তা লাভ হইতেছে। সেই হেতু এই প্রকার দ্বারা জগতে তদবধি অচিরস্থায়ি সত্তাকেই আমরা ধ্যান করিতে ছিলাম, সম্প্রতি কিন্তু ত্রিকালে অব্যভিচারি সত্তাকে ধ্যান করিতেছি, এই ভাবার্থ ॥ ২৯৪ ॥

অনন্তর "ধাম্না" ইত্যাদি পরত্বকেই প্রকাশ করিতেছেন। ধাম শব্দের বাচ্য গৃহ, দেহ, প্রকাশ ও প্রভাব, এই অমরকোষাদির নানার্থবর্গহেতু, এস্থানে ধামশব্দ প্রভাবকে কিম্বা প্রকাশককে বলিতেছে, স্বরূপকে বলিতেছে না। সেইরূপ কুহকশব্দ এস্থানে

রূপয়া স্বপ্রকাশরূপয়া বা শক্ত্যা সদা নিত্যমেব নিরস্তং কুহকং মায়া-বৈভবং যস্মাত্তং ॥ ২৯৫ ॥

তদুক্তং ॥

মায়াং ব্যুদস্য চিচ্ছক্ত্যেতি তস্যা অপি শক্তেরাগন্তুকত্বেন স্বেন ইত্যস্য বৈয়র্থ্যং স্যাৎ। স্বস্বরূপেণেত্যেব ব্যাখ্যানে তু স্বেনেত্যনেনৈব চরিতার্থতা স্যাৎ। যথাকথঞ্চিত্তথা ব্যাখ্যানেঽপি কুহকনিরসনলক্ষণাশক্তিরেবাপদ্যতে। সাচ সাধকতমতা রূপা তৃতীয়য়া ব্যক্তেতি। এতেন মায়া তৎকার্য্য বিলক্ষণং যদ্বস্তু তত্তস্য স্বরূপমিতি স্বরূপলক্ষণমপি গম্যং। তচ্চ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেতি বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্মেতি শ্রুতিপ্রসিদ্ধমেব। এতচ্ছ্রুতি লক্ষকমেব চ সত্যমিতি বিন্যস্তং। তদেবং স্বরূপশক্তিশ্চ সাক্ষাদেবোপক্রান্তা অতঃ সুতরামেবাস্য ভগবত্ত্বং স্পষ্টং ॥ ২৯৬ ॥

অথ সত্যত্বে যুক্তিং দর্শয়তি যত্রেতি ॥

ব্রহ্মত্বাৎ সর্ব্বত্র স্থিতে বাসুদেবে ভগবতি যস্মিন্ স্থিতত্রয়াণাং

প্রতারণাকারিকে বলিতেছে। কুহকও জীবস্বরূপের আবারণ বিক্ষেপ ক্রিয়াদি দ্বারা মায়াবৈভবই জানিতে হইবে। সেই হেতু যাঁহার স্বীয় ধাম অর্থাৎ নিজ প্রভাবরূপ কিম্বা স্বপ্রকাশরূপ শক্তিদ্বারা সদা অর্থাৎ নিত্যই কুহক অর্থাৎ মায়াবৈভব নিরস্ত হইয়াছে, তিনিই পরম সত্য ॥ ২৯৫ ॥

এই বিষয় ১ স্কন্ধে ৭ অধ্যায়ে ২৩ শ্লোকে

অর্জ্জুন কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে যথা—

অর্জ্জুন কহিলেন, তুমিই চিচ্ছক্তিদ্বারা মায়ার অভিভব করিয়া পরমানন্দরূপে অবস্থিত। সেই শক্তির আগন্তুকতায় "স্বেন" অর্থাৎ নিজশক্তি দ্বারা এই পদের ব্যর্থতা হইয়াছে। স্ব স্বরূপ এই ব্যাখ্যানে "স্বেন" এই পদদ্বারাই চরিতার্থ হইতেছে, "ধাম্না" আর এই পদ বলিতে হয় না। যে কোনরূপ কষ্ট কল্পনাময় সেইরূপ ব্যাখ্যানেও কুহক নিবারকত্ব রূপ শক্তি পরমেশ্বরেই উপস্থিত হইতেছে। এস্থানে সেই শক্তি সাধকতমরূপা তৃতীয়া বিভক্তি দ্বারা ব্যক্ত হইতেছে। এতদ্বারা মায়া ও মায়াকার্য্য ভিন্ন যে বস্তু তাহাই পরমেশ্বরের স্বরূপ লক্ষণ, ইহা জ্ঞাত হওয়া গেল। সেই স্বরূপ-লক্ষণ-সত্য-জ্ঞান অনন্ত-ব্রহ্ম এই শ্রুতি বাক্য দ্বারা প্রসিদ্ধই আছে। এই শ্রুতিলক্ষণও সত্য মূল পদ্যে বিন্যস্ত হইয়াছে। সেইরূপ স্বরূপ শক্তিও সাক্ষাৎ বলিয়াছেন। অতএব সুতরাং ইহার ভগবত্তাই স্পষ্ট হইয়াছে ॥ ২৯৬ ॥

অনন্তর মুখ্য সত্যত্বে যুক্তি দেখাইতেছেন।

"যত্র" এই পদে ব্রহ্মত্ব হেতু সর্ব্বত্র স্থিত শ্রীবাসুদেবরূপ ভগবানে স্থিত তিন গুণের ভূত ইন্দ্রিয় দেবতারূপ জগৎসৃষ্টি এই অমিথ্যা অর্থাৎ শুক্ত্যাদিতে রজতাদি

গুণানাং ভূতেন্দ্রিয়দেবতাত্মকো যস্যৈবৈশিত্বঃ সর্গোহপ্যয়মমুষা শুক্ত্যাদৌ রজতাদিকমিবারোপিতো ন ভবতি। কিন্তু যতো বা ইমানীতি শ্রুতিপ্রসিদ্ধে ব্রহ্মণি যত্র সর্ব্বদাস্থিতত্বাৎ সংজ্ঞামূর্ত্তিক্লৃপ্তিস্তু ত্রিবৃৎ কুর্ব্বত উপদেশাদিতি ন্যায়েন যদেককর্তৃত্বাচ্চ সত্যএব ॥ ২৯৭ ॥

তত্র দৃষ্টান্তেনাপ্যমৃষাত্বং সাধয়তি ॥

তেজ আদীনাং বিনিময়ঃ পরস্পরাংশব্যত্যয়ঃ পরস্পরস্মিন্নংশেনাবস্থিতিরিত্যর্থঃ। স যথা মৃষা ন ভবতি কিন্তু যথৈবেশ্বরনির্ম্মাণং তথেত্যর্থঃ। হন্তেমাস্তিস্রো দেবতাস্ত্রিবৃদেকৈকা ভবতি। যদগ্নে রোহিতং রূপং তেজসস্তদ্রূপং যচ্ছুক্লং তদপাং যৎ কৃষ্ণং তদন্যস্যেত্যাদি শ্রুতিঃ। তদেবমর্থস্যাস্য শ্রুতিমূলত্বাৎ কল্পনা মূলস্ত্বন্যোহর্থঃ স্বতএব পরাস্তঃ। তত্র চ সামান্যতয়া নির্দ্দিষ্টানাং তেজ আদীনাং বিশেষত্বে সংক্রমণং ন শাব্দিকানাং হৃদয়মধ্যারোহতি। যদি চ তদেবামংস্যত তদা বার্য্যাদীনি মরীচিকাদিষু যথৈত্যেবা বক্ষ্যতে। কিন্তু তন্মতে ব্রহ্মত স্ত্রিসর্গস্য মুখ্যং জন্ম নাস্তি কিন্ত্বারোপএব জন্মেত্যুচ্যতে স পুনর্ভ্রমাদেব

দ্রব্যের সদৃশ আরোপিত নহে। কিন্তু যাহা হইতে এই সমস্ত ভূত জন্মিয়াছে, এই শ্রুতিপ্রসিদ্ধ জন্য যে ব্রহ্মে সর্ব্বদা স্থিতত্ব হেতু, তথা ক্ষিতি, জল ও তেজ সৃষ্টিকারি পরমেশ্বরের নাম এবং রূপও এককর্ত্তৃক কথন হেতু তাঁহারই বিশেষ ক্রিয়া। এই উত্তর মীমাংসার দ্বিতীয়াধ্যায়ের ৪ পাদের ২০ সূত্রে পরমেশ্বর কর্ত্তৃক ক্ষিত্যাদি, সৃষ্টি এবং নামরূপ সৃষ্টি, এই উভয়ের এক কর্ত্তৃত্ব হেতুও ভূতাদি রূপ জগৎ সৃষ্টি সত্যই হইয়াছে ॥ ২৯৭ ॥

তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত দ্বারা অমিথ্যাত্ব সাধন করিতেছেন ॥

তেজ আদির বিনিময় অর্থাৎ পরস্পরাংশ ব্যত্যয়, অন্যান্য অংশে অন্যান্য অংশ অবস্থিতি এই অর্থ। সে যেমন মিথ্যা হয় না, কিন্তু যেরূপ পরমেশ্বরের রচনা সেইরূপই হয়, এই অর্থ ॥

তাহার প্রতি শ্রুতি বাক্য হেতু দর্শাইতেছেন ॥

হন্ত, সম্বোধনে, এই ভূমি, জল ও তেজরূপ দেবতা, ইহাদের সমষ্টির নাম ত্রিবৃৎ, ইহারা ভিন্ন ভিন্ন রূপ হয়। অগ্নিতে স্থিত যে প্রকাশকতা রূপ, সে তেজের তাহা হইতে যে শুক্ল রূপ তাহা জলের, আর যে কৃষ্ণ রূপ তাহা পৃথিবীর। এই প্রকারে এই অর্থের শ্রুতি মূলকত্ব হেতু কল্পনামূল কিন্তু অন্য অর্থ স্বতই পরাভূত হইল। এই অর্থ সাধারাণরূপে নির্দ্দিষ্ট তেজ আদির বিশেষ রূপে যে ক্রমে নিরূপণ তাহা শাব্দিকগণের হৃদয়ারূঢ় হইতেছে না। যদি সেই অর্থই স্বীকৃত হইত, তাহা হইলে মরীচিকাদিতে জলাদির যেরূপ, ইহাই বলিতেন। কিন্তু কেবল ব্রহ্মবাদি মতে ব্রহ্ম

ভবতি। ভ্রমশ্চ সাদৃশ্যাবলম্বী সাদৃশ্যন্তু কালভেদেনোভয়মেবাধিষ্ঠানং করোতি রজতেঽপি শুক্তিভ্রমসম্ভবাৎ। ন চৈকাত্মকং ভ্রমাধিষ্ঠানং বহ্বাত্মকন্তু ভ্রমকল্পিতমিত্যস্তি নিয়মঃ মিথোমিলিতেষু বিদূরবর্ত্তি ধূমপর্ব্বতবৃক্ষেম্বখণ্ডমেঘভ্রমসম্ভবাৎ। তদেবং প্রকৃতেরপ্যনাদিত এব ত্রিসর্গঃ প্রত্যক্ষং প্রতীয়তে ব্রহ্ম চ চিন্মাত্রতয়া স্বতএব স্ফুরদস্তি। তস্মাদনাদ্যজ্ঞানাক্রান্তস্য জীবস্য যথা সদ্রূপতা সাদৃশ্যেন ব্রহ্মণি ত্রিসর্গ-ভ্রমঃ স্যাত্তথা ত্রিসর্গেঽপি ব্রহ্মভ্রমঃ কথং ন কদাচিৎ স্যাৎ। ততশ্চ ব্রহ্মণ এবাধিষ্ঠানত্বমিত্যনির্ণয়ে সর্ব্বনাশ প্রসঙ্গঃ। আরোপকত্বন্তু জড়স্যৈব চিন্মাত্রস্যাপি ন সম্ভবতি ব্রহ্ম চ চিন্মাত্রমেব তন্মতমিতি ॥ ২৯৮ ॥

ততশ্চ শ্রুতিমূল এব ব্যাখ্যানে সিদ্ধে সোঽয়মভিপ্রায়ঃ। যত্র হি যন্নাস্তি কিন্ত্বন্যত্রৈব দৃশ্যতে তত্রৈব তদারোপঃ সিদ্ধঃ। ততশ্চ বস্তু-তস্তদযোগাত্তত্র তৎসত্তয়া তৎসত্তা কর্ত্তুং ন শক্যতএব ॥

ত্রিসর্গস্য তু তচ্ছক্তিবিশিষ্টাদ্ভগবতো মুখ্যবৃত্ত্যৈব জাতত্বেন শ্রুতত্বাৎ তদ্ব্যতিরেকেণ ব্যতিরেকাত্তত্রৈব সর্ব্বাত্মকে সোঽস্তি ততস্তস্মিন্নচারো-

---

হইতে ত্রিসর্গের মুখ্য জন্ম নাই, পরন্তু আরোপই জন্ম বলিয়া কথিত হয়, তাহা কিন্তু ভ্রমহেতুকই হইয়া থাকে, ভ্রম আবার সাদৃশ্যকে অবলম্বন করে, সাদৃশ্য কিন্তু কাল-ভেদে উভয়েতেই অধিষ্ঠান করে। কেননা কোন সময়ে শুক্তিতে রজতভ্রম হয় এবং কোন সময়ে রজতেও শুক্তিভ্রম সম্ভব হইয়া থাকে। অতিদূরবর্ত্তি ধূম, পর্ব্বত ও বৃক্ষে পরস্পর মিলিত হইলে অখণ্ডমেঘ ভ্রম সম্ভব হয়, একারণ একরূপ ভ্রমাধিষ্ঠান বহুরূপ হইয়া থাকে, কিন্তু ভ্রম কল্পিত এই নিয়ম আছে। সেই হেতু এইরূপে প্রকৃত প্রস্তাবে অনাদিকাল হইতেই ত্রিসর্গ অর্থাৎ ভূত ইন্দ্রিয় ও দেবতারূপ সৃষ্টি প্রত্যক্ষরূপে প্রতীত হইতেছে, ব্রহ্মও চিন্মাত্রতারূপে স্বতই প্রকাশমান আছেন। অতএব অনাদি-সিদ্ধ অজ্ঞানাক্রান্ত জীবের যেরূপ সদ্রূপতা সাদৃশ্য দ্বারা ব্রহ্মেতে ত্রিসর্গ ভ্রম হইতেছে সেইরূপ ত্রিসর্গেও ব্রহ্ম ভ্রম কি হেতু কোন কালে না হইবে? অতএব ব্রহ্মেরই অধি-ষ্ঠানত্ব, এই অনিশ্চয়ে সর্ব্বনাশের প্রসঙ্গ হইল। আরোপকত্ব কিন্তু জড়েরই হয়, চিন্মাত্র বস্তুর সম্ভব হয় না। তাহাদিগের মতে ব্রহ্মই চিন্মাত্র হয়েন ॥ ২৯৮ ॥

অতএব শ্রুতিমূলই ব্যাখ্যান সিদ্ধ হইলে, সেই এই অভিপ্রায়। যাহাতে যাহা নাই কিন্তু অন্য স্থানে দৃষ্ট হইতেছে, সেই স্থানে তাহাই আরোপ হয়। সেই হেতু বাস্তবিক অযোগ হেতু সেই ব্রহ্মেতে ব্রহ্মের সত্তাই আরোপের সত্তা করিবার নিমিত্ত সামর্থ্য নাই। ত্রিসর্গের কিন্তু মায়া শক্তি বিশিষ্ট ভগবান্ হইতে মুখ্য বৃত্তিদ্বারা জন্ম শ্রুত হেতু তাহা ব্যতিরেকে অত্যন্তাভাব প্রযুক্তও সেই সর্ব্বাত্মক ভগবানে ত্রিসর্গ বিদ্যমান আছে। সেই হেতু ভগবানে আরোপও নহে। আরোপ কিন্তু ত্রিসর্গদ্বারা

পিতশ্চ। আরোপস্তু তথাপি ধাম্নেত্যাদি রীত্যোবাচিন্ত্যশক্তিত্বাত্তেন লিপ্তত্বাভাবেঽপি তচ্ছঙ্কারূপএব ॥ ২৯৯ ॥

তথাচ ॥

একদেশস্থিতস্যাগ্নে র্জোৎস্নাবিস্তারিণী যথেত্যনুসারেণ তৎসত্তয়া তৎসত্তা ভবতি। ততো ভগবতো মুখ্যং সত্যত্বং ত্রিসর্গস্য চ ন মৃষাত্বমিতি।

তথাচ শ্রুতিঃ ॥

সত্যস্য সত্যমিতি। তথা প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেব সত্যমিতি। প্রাণশব্দোদিতানাং স্থূলসূক্ষ্মভূতানাং ব্যবহারতঃ সত্যত্বেনাধিগতানাং মূলকারণভূতং পরমসত্যং ভগবন্তং দর্শয়তীতি ॥ ৩০০ ॥

অথ তমেব তটস্থ লক্ষণেন চ তথা ব্যঞ্জয়ন্ প্রথমং বিপদার্থতয়া ব্রহ্মসূত্রাণামেব বিবৃতিরিয়ং সংহিতেতি বিরোধবিষয়া চ তদনন্তরং সূত্রমেব প্রথমমনুবদতি জন্মাদ্যস্য যত ইতি জন্মাদীতি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ং তদ্‌গুণসম্বিজ্ঞানো বহুব্রীহিঃ ।।

পরমেশ্বরের ধাম ইত্যাদি রীতি দ্বারাই অচিন্ত্য শক্তিত্ব হেতু লিপ্ততার অভাবেও ত্রিসর্গের প্রতীতি হইয়া থাকে ।। ২৯৯ ।।

পূর্ব্বোক্ত বাক্যের প্রতি যুক্তি দর্শাইতেছেন যথা—

একদেশস্থিত অগ্নির জ্যোৎস্না বিস্তারের সদৃশ পরমেশ্বরের সত্তা দ্বারা ত্রিসর্গের সত্তা হইতেছে। সেই হেতু ত্রিসর্গের পরম সত্যত্ব কিন্তু মিথ্যাত্ব নহে ।।

এই বিষয়ে শ্রুতিও দর্শাইতেছেন যথা—

সত্যরূপ ত্রিসর্গের পরম সত্য পরব্রহ্ম। অপর শ্রুতিও প্রাণ শব্দে কথিত স্থূল সূক্ষ্ম ভূতগণ সত্য। সেই সত্য সৃষ্টি বস্তু মধ্যে পরমাত্মা পরম সত্য। প্রাণ শব্দে কথিত ব্যবহার দ্বারা সত্যরূপে স্বীকৃত স্থূল সূক্ষ্ম ভূতগণের মূলকারণ রূপ পরম সত্য ভগবান্ পরমাত্মাকে দর্শাইতেছেন ।। ৩০০ ।।

অনন্তর সেই পরমসত্য পরমেশ্বরকে তটস্থ লক্ষণ দ্বারাও অর্থাৎ পরমেশ্বর ভিন্ন হইয়াও পরমেশ্বর বোধক লক্ষণ দ্বারাও পরম সত্যস্বরূপ প্রকাশ করিবার নিমিত্ত, আর প্রথমে নির্ম্মলতার্থ দ্বারা ব্রহ্মসূত্রেরই বিস্তার এই ভাগবতসংহিতা জানাইবার নিমিত্ত প্রথম সূত্রের ব্যাখ্যানন্তর দ্বিতীয়সূত্রকে অনুবাদ করিতেছেন "জন্মাদ্যস্য যত" ইতি ।।

জন্মাদি শব্দ দ্বারা তদ্গুণসম্বিজ্ঞান বহুব্রীহি সমাস, সেই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কে বলিতেছে। ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত অনেক কর্তৃ ভোক্তৃ সংযুক্ত, প্রতিনিয়ত দেশ কাল নিমিত্ত কর্ম্মফলের আশ্রয় মনের দ্বারাও অচিন্ত্য বিবিধ বিচিত্র রচনারূপ এই বিশ্বের

অস্য বিশ্বস্য ব্রহ্মাদি স্তম্বপর্য্যন্তমেককর্ত্তৃ ভোক্তৃসংযুক্তস্য প্রতিনিয়ত দেশকালনিমিত্তক্রিয়াফলাশ্রয়স্য মনসাপ্যাচিন্ত্য বিবিধ রচনা-রূপস্য যতো যস্মাদচিন্ত্যশক্ত্যা স্বয়মুপাদানরূপাৎ কর্ত্রাদিরূপাচ্চ জন্মাদি। তং পরং ধীমহীত্যন্বয়ঃ ॥ ৩০১ ॥

অত্র বিষবাক্যঞ্চ ভৃগুর্বৈ বারুণির্বরুণং পিতরমুপসসার। অধীমহি ভগবো ব্রহ্মেত্যারভ্য যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্মেতি তত্তেজোঽসৃজতেত্যাদি চ ॥ ৩০২ ॥

জন্মাদিকমিহোপলক্ষণং ন তু বিশেষণং ॥

ততস্তদ্ধ্যানে তন্ন প্রবিশতি কিন্তু শুদ্ধমেব তদ্ধ্যেয়মিতি। কিঞ্চাত্র প্রাগুক্তবিশেষণবিশিষ্টবিশ্বজন্মাদি তাদৃশহেতুত্বেন সর্ব্বশক্তিত্বং সত্য-সঙ্কল্পত্বং সর্ব্বজ্ঞত্বং সর্ব্বেশ্বরত্বঞ্চ তস্য সূচিতং ॥

যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ সর্ব্বস্য বশীত্যাদি শ্রুতেঃ ॥ ৩০৩ ॥

অচিন্ত্য শক্তি দ্বারা স্বয়ং উপাদান স্বরূপ এবং কর্ত্তৃ আদি নিমিত্ত রূপও যে পরমেশ্বর হইতে জন্মাদি হইতেছে সেই পরমেশ্বরকে আমরা ধ্যান করি, এই অন্বয়। অর্থাৎ এই পূর্ব্বাপর ক্রমে অর্থ সম্বন্ধ ।। ৩০১ ।।

এস্থানে বিষয়বাক্যও যথা—

বরুণের পুত্র ভৃগু, পিতা বরুণের নিকট গমন করিয়াছিলেন। গমনানন্তর পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন। হে ভগবান্! হে সর্ব্বজ্ঞ! আমাকে ব্রহ্ম অধ্যয়ন করান অর্থাৎ ব্রহ্ম উপদেশ করুন। এই আরম্ভ করত জিজ্ঞাসানন্তর বরুণ পুত্রকে উপদেশ করিতেছেন। যাহা হইতে এই সমস্ত ভূত জন্মাইতেছে, জন্মানন্তর যদ্দ্বারা রক্ষিত হইতেছে এবং অন্তে যাহাতে প্রবিষ্ট হয়, তাহাকেই বিশেষরূপে ব্রহ্ম জানিবে। সেই ব্রহ্ম তেজ সৃষ্টি করিয়াছেন ইত্যাদি শ্রুতি আছে ।। ৩০২ ।।

অহো! এস্থানে জন্মাদি উপলক্ষণ কিন্তু বিশেষণ নহে। সেই হেতু পরমেশ্বরের ধ্যানে জন্মাদি বিশিষ্ট জগৎ প্রবিষ্ট হইতেছে না, কিন্তু সেই শুদ্ধ পর ব্রহ্মই ধ্যানের বিষয় ভূত। অপর এই শ্লোকে পূর্ব্ব কথিত সত্যাদি বিশেষণ বিশিষ্ট পরমেশ্বরের বিশ্বজন্মাদির সম্বন্ধে অচিন্ত্য শক্তি হেতুতা দ্বারা সর্ব্বশক্তিত্ব সত্যসংকল্পত্ব সর্ব্বজ্ঞত্ব সর্ব্বেশ্বরত্ব সূচিত হইল। তাহার প্রতি হেতু, যিনি সর্ব্বজ্ঞ, যিনি সমস্তকে লাভ করেন, যাঁহার জ্ঞানরূপা শক্তি, যিনি সমস্তের বশী অর্থাৎ যাঁহার বশীভূত সমস্ত জগৎ। ইত্যাদি শ্রুতি ।। ৩০৩ ।।

তথা পরত্বেন নিরস্তাখিলহেয়প্রত্যনীকস্বরূপত্বং জ্ঞানাদ্যনন্তকল্যাণ-গুণত্বং চ সূচিতং।

ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ইত্যাদি শ্রুতেঃ ॥

যে তু নির্ব্বিশেষং বস্তু জিজ্ঞাস্যমিতি বদন্তি তন্মতে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসায়াং জন্মাদ্যস্য যত ইত্যসঙ্গতং স্যাৎ।

নিরতিশয় বৃহৎ বৃংহণং চেতি নির্ব্বচনাৎ তচ্চ ব্রহ্ম জগজ্জন্মাদি কারণমিতি বচনাচ্চ। এবমুত্তরেষ্বপি সূত্রেষু সূত্রোদাহৃতশ্রুতিগণে চেক্ষণাদ্যন্বয়দর্শনাৎ সূত্রাণি সূত্রোদাহৃত-শ্রুতয়শ্চ নাত্র প্রমাণং। তর্কশ্চ সাধ্যধর্ম্মাব্যভিচারিসাধনধর্ম্মান্বিতবস্তু বিষয়ত্বাৎ। ন নির্ব্বিশেষ-বস্তুনি প্রমাণং। জগজ্জন্মাদি ভ্রমোযতস্তদ্‌ব্রহ্মেতি সোৎপ্রেক্ষা পক্ষেচ ন নির্ব্বিশেষবস্তু সিদ্ধিঃ। ভ্রমমূলমজ্ঞানসাক্ষি ব্রহ্মেত্যুপগমাৎ ॥ ৩০৪ ॥

সাক্ষিত্বং হি প্রকাশৈকরসতয়োচ্যতে ॥

প্রকাশত্বন্তু জড়াদিব্যাবর্ত্তকং স্বস্য পরস্য ব্যবহারযোগ্যতাপাদান-স্বভাবেন ভবতি তথা সতি সবিশেষত্বং তদভাবে প্রকাশতৈব ন স্যাৎ

তথা তাঁহার পরত্ব দ্বারা দূরীভূত সমস্ত হেয় বিরোধি স্বরূপত্ব জ্ঞানাদি অনন্ত কল্যাণ গুণত্বও সূচিত হইল। তাহার হেতু রূপ শ্রুতি বাক্য বলিতেছেন ।।

পরমেশ্বরের কার্য্য অর্থাৎ প্রাকৃতদেহ কি প্রাকৃত ইন্দ্রিয় পরমেশ্বরে বিদ্যমান নাই। তৎসদৃশ অথবা তাঁহা হইতে অধিক জগতে কোন বস্তুই নাই, যাহা পরমেশ্বরের আছে তাহা সকলই নিত্য ।।

যাহারা নির্ব্বিশেষ বস্তু জিজ্ঞাস্য ইহাই বলেন তাহাদিগের মতে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসাতে জগতের জন্মাদি যাঁহা হইতে হইতেছে ইহা বলা সঙ্গত হয় না। যাঁহা হইতে অধিক বৃহৎ নাই, আর যিনি সমস্ত বৃহতের কারণ, এই ব্রহ্ম শব্দের প্রতি উক্ত নির্ব্বচন হেতু, আর সেই ব্রহ্ম জগতে জন্মাদির কারণ হইয়াছেন এই শ্রুতি বাক্য আছে। এইরূপ উত্তর মীমাংসার পর সূত্রসমূহে এবং সূত্রের উদাহৃত শ্রুতিগণে ব্রহ্মের ঈক্ষণাদি সম্বন্ধে দর্শন হেতু সূত্র সকল ও সূত্রের উদাহৃত শ্রুতি সকল তাঁহাদিগের নির্ব্বিশেষ মতের প্রমাণ হইতেছে না। সাধ্য ধর্ম্মের অব্যভিচারি সাধন ধর্ম্ম বিশিষ্ট বস্তুবিষয়ত্ব হেতু নির্ব্বিশেষ বস্তু স্থাপনে তর্ক প্রমাণ হইতেছে না। যাহা হইতে জগজ্জন্মাদি ভ্রম হইতেছে সেই ব্রহ্মই নিজ কল্পিত পক্ষেও নির্ব্বিশেষ বস্তু সিদ্ধ হইতেছে না। তৎপ্রতি হেতু। ভ্রমের মূল অজ্ঞান, অজ্ঞানের সাক্ষী ব্রহ্ম, ইহাই তাঁহারা স্বীকার করিয়াছেন ।। ৩০৪ ।।

সাক্ষিত্ব ও প্রকাশমাত্র রূপতা দ্বারা কথিত হইতেছে। প্রকাশকতা কিন্তু জড় নিষেধক নিজের ও পরের ব্যবহারজনক স্বভাব দ্বারা হইতেছে। সেইরূপ হইলে

তুচ্ছতৈব স্যাৎ। কিঞ্চ। তেজো বারিমৃদামিত্যনেনৈব তেষাং বিবক্ষিতং সেৎস্যতি জন্মাদ্যস্য যত ইত্যপ্রযোজকং স্যাৎ। অতস্তত্তদ্বিশেষবত্ত্বে লব্ধে স চ বিশেষঃ শক্তিরূপএব শক্তিশ্চান্তরঙ্গা বহিরঙ্গা তটস্থা চেতি ত্রিধা দর্শিতা। তত্র বিকারাত্মকেষু জগজ্জন্মাদিষু সাক্ষাদ্ধেতুতা বহিরঙ্গায়া এব স্যাদিতি। সা মায়াখ্যাচোপক্রান্তা। তটস্থা চ বয়ং ধীমহীত্যনেন। অথ যদ্যপি ভগবতোঽংশাত্তদুপাদানভূতপ্রকৃত্যাখ্যাশক্তি বিশিষ্টাৎ পুরুষাদেবাস্য জন্মাদি তথাপি ভগবত্যেব তদ্ধেতুতা পর্য-বস্যতি। সমুদ্রৈকদেশে যস্য জন্মাদি তস্য সমুদ্র এব জন্মাদীতি ॥ ৩০৫ ॥

তথোক্তং ॥

প্রকৃতির্যস্যোপাদানমাধারঃ পুরুষঃ পরঃ।
সতোঽভিব্যঞ্জকঃ কালো ব্রহ্ম তত্ত্রিতয়ং ত্বহমিতি ॥ ৩০৬

তস্য চ ভগবতো জন্মাদ্যস্য যত ইত্যনেনাপি মূর্ত্তত্বমেব লক্ষ্যতে ॥

যতো মূর্ত্তস্য জগতো মূর্ত্তিশক্তে নিধানরূপ তাদৃশানন্তপরশক্তীনাং নিধানরূপোঽসাবিত্যাক্ষিপ্যতে। তস্য পরমকারণত্বাঙ্গীকারাৎ ন চ তস্য

সবিশেষত্ব হইতেছে, তাহার অভাবে প্রকাশকতাই হয় না, তুচ্ছতাই হইয়া থাকে। অপর, তেজ, বারি ও মৃত্তিকা এই পদ দ্বারা নির্বিশেষ বাদিদিগের অভিলষিত সিদ্ধ হইবে, ইহা হইলে জগতের জন্মাদি যাহা হইতে হইতেছে, ইহা বলায় প্রয়োজন হইতেছে না। এই হেতু সেই সেই বিশেষবত্তা ব্রহ্মের লাভ হইলে, সেই বিশেষ শক্তিরূপই হইয়াছে। শক্তিও অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও তটস্থা, এই তিন প্রকারে দর্শিত হইয়াছে। এই বিকারাত্মক জগজ্জন্মাদিতে সাক্ষাৎ হেতুতা বহিরঙ্গা শক্তিরই হইতেছে। সেই মায়াখ্যা শক্তি উপক্রমে কথিত হইয়াছে। তটস্থাশক্তিও "বয়ং ধীমহি" ইহা দ্বারা কথিত হইয়াছে।

অনন্তর যদিও ভগবানের অংশ জগতের উপাদানরূপ প্রকৃতি নামক শক্তিবিশিষ্ট পুরুষ হইতে জগতের জন্মাদি হইতেছে, তথাপি ভগবানে জগজ্জন্মাদি পর্য্যবসান হইতেছে। সমুদ্রের একদেশে যাহার জন্ম, তাহার সমুদ্রেতেই জন্মাদি জানিতে হইবে ॥ ৩০৫ ॥

১১ স্কন্ধে ২৪ অধ্যায়ে ১৯ শ্লোকে ভগবান্ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে যথা—

ভগবান্ কহিয়াছেন, হে উদ্ধব! যিনি প্রকৃতিরূপে উপাদানকারণ ও আধার রূপ পুরুষ নিমিত্তকারণ তথা কালরূপে অভিব্যঞ্জক, তিনিই ব্রহ্ম এবং সে তিন প্রকারই আমি ॥ ৩০৬ ॥

সেই ভগবানের জগতের জন্মাদি যাহা হইতে হইতেছে, ইহার দ্বারাও মূর্ত্তি-বিশিষ্টতাই লক্ষিত হইতেছে। যে হেতু অবয়ববিশিষ্ট জগতের অবয়বশক্তির আশ্রয়

মূর্ত্তত্বে সত্যন্যতো জন্মাপতেৎ। অনবস্থাপত্তেরেকস্যৈবাদিত্বেনাঙ্গীকারাৎ সাংখ্যানামব্যক্তস্যৈব। সকারণং করণাধিপাধিপো নচাস্যকশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপ ইতি শ্রুতিনিষেধাৎ। অনাদি সিদ্ধা প্রাকৃত স্বাভাবিক মূর্ত্তিত্বেন তস্য তৎপ্রসিদ্ধেশ্চ। তদেবং মূর্ত্তত্বে সিদ্ধে স চ মূর্ত্তো বিষ্ণুনারায়ণাদি সাক্ষাদ্রূপকঃ শ্রীভগবানেব নান্যঃ ॥ ৩০৭ ॥

তথাচ ॥

যথঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ভবন্ত্যাদি যুগাগমে।

যস্মিংশ্চ প্রলয়ং যান্তি পুনরেব যুগক্ষয়ে।

ইত্যাদিকং তৎ প্রতিপাদকসহস্রনামাদৌ তত্রৈবতু যথোক্তমনির্দ্দেশ্য বপুঃ শ্রীমানিতি।

এবঞ্চ স্কান্দে ॥

স্রষ্টা পাতা চ সংহর্ত্তা স একোহরিরীশ্বরঃ।

স্রষ্টৃত্বাদিকমন্যেষাং দারুযোষাবদুচ্যতে।

সেইরূপ অনন্ত অপর শক্তির আশ্রয়রূপ ভগবান্ এই আক্ষেপার্থে লাভ হইতেছে। ভগবানের সমূহের কারণতা স্বীকার হেতু। ভগবানের মূর্ত্তিবিশিষ্টতা হইলে অন্য হইতে জন্মও আসিতেছে না। অনবস্থাপত্তি জন্য একের আদিভাব স্বীকার হেতু, সাংখ্যাচার্য্য যেরূপ প্রকৃতিকে মূলকারণ স্বীকার করেন, সেইরূপ ভগবানেরও সর্ব্বাদি কারণতা স্বীকার করিয়াছেন।

তৎপ্রতি হেতু শ্রুতি দর্শাইতেছেন যথা—

সমস্ত কারণের প্রধান কারণেরও মূলকারণ সেই পরমেশ্বর। পরমেশ্বরের কোন ব্যক্তি জনক নাই ও কোন ব্যক্তি অধিপতি নাই, এই শ্রুতিতে নিষেধ থাকায় আর অনাদিসিদ্ধ প্রাকৃত স্বাভাবিক মূর্ত্তিত্ব হেতু পরমেশ্বরের আদিকারণতা শ্রুতি ও স্মৃতি প্রভৃতিতে প্রসিদ্ধ আছে। এই প্রকার পরমেশ্বরের মূর্ত্তিবিশিষ্টতা সিদ্ধ হইলে, সেই মূর্ত্তিও বিষ্ণু নারায়ণাদি সাক্ষাৎ রূপে শ্রীভগবানই অন্য দেবাদি নহে ॥ ৩০৭ ॥

এই বিষয়ে প্রমাণ। সৃষ্টির আরম্ভে যে ভগবান্ হইতে সমস্ত ভূতগণ হইয়াছে, পুনর্ব্বার প্রলয়কালে সমস্ত ভূতগণ যাঁহাতে প্রলীন হইতেছে। ইত্যাদি ভগবৎ প্রতিপাদক সহস্র নামাদিতে উক্ত হইয়াছে ॥

সহস্র নামগণনেও বলিয়াছেন যথা—

ভগবান্ নির্দ্দেশাতীত শরীর এবং সর্ব্বশোভা যুক্ত।

এইরূপ স্কন্দপুরাণেও উক্ত হইয়াছে যথা—

সেই এক ঈশ্বর হরি সৃষ্টিকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা ও সংহার কর্ত্তা হইয়াছেন। ব্রহ্মাদির যে সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বাদি বর্ণন উক্ত আছে, সে একদেশ ক্রিয়াকারিত্ব হেতু কাষ্ঠময়ী

একদেশক্রিয়াবত্ত্বান্নতু সর্ব্বাত্মনেরিতং।
সৃষ্ট্যাদিকং সমস্তং হি বিষ্ণোরেব পরং ভবেদীতি ॥ ৩০৮ ॥
মহোপনিষদি চ ॥
স ব্রহ্মণা সৃজতি স রুদ্রেণ বিলাপয়তীত্যাদিকং।
অতএব বিবৃতং ॥
নিমিত্তমাত্রমীশস্য বিশ্বসর্গনিরোধয়োঃ
হিরণ্যগর্ভঃ সর্ব্বশ্চ কালস্যারূপিণস্তবেতি ॥

তব যোরূপরহিতঃ কালশক্তিস্তস্য নিমিত্তমাত্রমিতি ব্যধিকরণএব ষষ্ঠী। তথা আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পারস্যেত্যাদি। যদংশতোঽস্য স্থিতি জন্মনাশা ইত্যাদি চ ॥ ৩০৯

তদেবমত্রাপি তথাবিধমূর্ত্তির্ভগবানেবোপক্রান্তঃ। তদেবং তটস্থলক্ষণেন পরং নির্ধার্য্য তদেব লক্ষণং ব্রহ্মসূত্রে শাস্ত্রযোনিত্বাৎ তত্তু সমন্বয়াদিত্যেতৎ সূত্রদ্বয়েন স্থাপিতমস্তি।

তত্র পূর্ব্বসূত্রস্যার্থঃ ॥

কুতো ব্রহ্মণো জগজ্জন্মাদি হেতুত্বং তত্রাহ। শাস্ত্রং যোনিজ্ঞানকারণং যস্য তত্ত্বাৎ। যতো বা ইমানীত্যাদি শাস্ত্রপ্রমাণকত্বাদিতি। নাত্র

স্ত্রীমূর্ত্তির যেরূপ নৃত্যাদি কর্ত্তৃত্ব সেইরূপ, সর্ব্বপ্রকার কর্ত্তৃত্ব ব্রহ্মাদিদেবের কোন কালেই নাই। সমস্ত সৃষ্ট্যাদি কার্য্য কিন্তু কেবল বিষ্ণু হইতেই হইতেছে ॥ ৩০৮ ॥

মহা উপনিষদেও ॥

তিনি ব্রহ্মা দ্বারা সৃষ্টি করিতেছেন, তিনি রুদ্র দ্বারা সংহার করিতেছেন ইত্যাদি ॥

অতএব পুরাণে বিস্তারিত হইয়াছে যথা—

সর্ব্বস্বরূপ তোমার যে রূপ রহিত কালশক্তি তাহার নিমিত্ত মাত্রতা। আর সমস্তের সৃষ্টিতে ও প্রলয়ে ব্রহ্মা ও রুদ্র নিমিত্ত মাত্র। তোমার যে রূপরহিত কাল অর্থাৎ কালশক্তি তাহার নিমিত্ত মাত্রত্ব। এই স্থানে ব্যধিকরণে ষষ্ঠী বিভক্তি ॥

তথা ২ স্কন্ধে ৬ অধ্যায়ে ৪০ শ্লোকে।

প্রকৃতির প্রবর্ত্তক যে পুরুষ তিনিই পরব্রহ্ম ভগবানের আদ্য অবতার ॥

যে পরমেশ্বরের অংশ হইতে এই জগতের স্থিতি, উৎপত্তি ও বিনাশ হইতেছে ইত্যাদি ॥ ৩০৯ ॥

অতএব এই প্রকার এস্থানেও সেইরূপ মূর্ত্তিবিশিষ্ট ভগবানই কথিত হইলেন। সেই প্রকার তটস্থ লক্ষণ দ্বারা পর শব্দবাচ্য পরমেশ্বরকে নির্দ্ধারণ করত সেই তটস্থ লক্ষণ ব্রহ্ম সূত্রে "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" তথা "তত্তু সমন্বয়াৎ" প্রথমাধ্যায়ের প্রথম পাদের তৃতীয় ও চতুর্থ সূত্রদ্বারা স্থাপিত আছে। এই উভয় সূত্রের মধ্যে পূর্ব্ব সূত্রের অর্থ।

দর্শনান্তরবৎ তর্কপ্রমাণকত্বং তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ। অত্যন্তাতীন্দ্রিয়ত্বেন প্রত্যক্ষাদি প্রমাণাবিষয়ত্বাৎ ব্রহ্মণশ্চেতি ভাবঃ ॥ ৩১০ ॥

বৈনাশিকাস্ত্ববিরোধাধ্যায়ে তর্কেণৈব নিরাকরিষ্যন্তে। অত্র তর্কাপ্রতিষ্ঠানঞ্চৈবং। ঈশ্বরঃ কর্ত্তা ন ভবতি প্রয়োজনশূন্যত্বাৎ মুক্তাত্মবৎ। ননু ভুবনাদিকং জীবকর্ত্তৃকং কার্য্যত্বাৎ ঘটবৎ বিমতিবিষয়ঃ কালো ন লোকশূন্যঃ কালত্বাৎ বর্ত্তমানকালবদিত্যাদি। তদেবং দর্শনানুগুণ্যে-নেশ্বরানুমানং দর্শনান্তরপ্রাতিকুল্যপরাহতমিতি শাস্ত্রৈকপ্রমাণকঃ পর-ব্রহ্মভূতঃ সর্ব্বেশ্বরঃ পুরুষোত্তমঃ। শাস্ত্রন্তু সকলেতর-প্রমাণ-পরিদৃষ্ট-সমস্ত-বস্তু-বিজাতীয়-সর্ব্বজ্ঞসত্যসংকল্পত্বাদি-মিশ্রানবধিকাতিশয়া পরি-মিতোদার বিচিত্র-গুণসাগরং নিখিল-হেয়প্রত্যনীকস্বরূপং প্রতিপাদয়-তীতি ন প্রমাণান্তরাবসিতবস্তু সাধর্ম্ম্য-প্রযুক্ত-দোষগন্ধঃ অতএব স্বাভাবিকানন্তনিত্যমূর্ত্তিমত্ত্বমপি তস্য সিদ্ধ্যতি ॥ ৩১১ ॥

অথোত্তরসূত্রস্যার্থঃ ॥

ব্রহ্মণঃ কথং শাস্ত্রপ্রমাণকত্বং তত্রাহ তত্ত্বিতি তু শব্দঃ প্রসক্তাশংকা-

---

কি হেতু ব্রহ্মের জগজ্জন্মাদি হেতুতা তদ্বিষয়ে বলিতেছেন। শাস্ত্রযোনি অর্থাৎ যাঁহার শাস্ত্রই জ্ঞান কারণ তদ্ভাব হেতু। যাহা হইতে এই সকল ইত্যাদি শাস্ত্র প্রমাণকত্ব জন্য এই ব্রহ্ম নিরূপণ সূত্রে সাংখ্যাদি দর্শনান্তরের সদৃশ তর্ক প্রমাণকত্ব হইতেছে না। তর্কের অস্থায়িতা হেতু ব্রহ্মের অত্যন্ত অতীন্দ্রিয়ত্ব জন্য প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিষয় না হওয়া হেতুও। এই ভাব ॥ ৩১০

বৈনাশিক অর্থাৎ নাস্তিকগণ ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ে তর্কদ্বারা নিরস্ত হইবে। সেই স্থানে তর্কের অপ্রতিষ্ঠানও এইরূপ। প্রয়োজনাভাব হেতু মুক্তজীবের ন্যায় ঈশ্বর বিশ্বের কর্ত্তা হইতেছেন না। অহে! কার্য্য হেতু ঘটের ন্যায় জগৎ প্রভৃতি জীবকর্ত্তৃক সৃষ্টি হইয়াছে। কালত্ব হেতু বিবিধ বুদ্ধির বিষয় যে কাল বর্ত্তমান কালের ন্যায় সে লোকাতীত হইতেছে না, ইত্যাদি। এই প্রকার এক দর্শনের অনুগতি দ্বারা ঈশ্বরানুমান দর্শনান্তরের বিরোধিতা হেতু পরাভূত হইল। এই হেতু যাহার শাস্ত্রই প্রধান প্রমাণ সেই পরব্রহ্মরূপ সর্ব্বেশ্বর পুরুষোত্তম! শাস্ত্র কিন্তু সকল ভিন্ন ভিন্ন প্রমাণ পরিদৃষ্ট সমস্ত বস্তু বিজাতীয়, সর্ব্বজ্ঞ সত্য সঙ্কল্পতাদি যুক্ত, অধিকাতিশয় রহিত অপরিমিত মহৎ, বিচিত্র গুণসাগর, সমস্ত হেয়বস্তু বিরোধিস্বরূপ তাঁহাকে প্রতিপাদন করিতেছেন। এই হেতু প্রমাণান্তর দ্বারা নিশ্চিত বস্তুর সমান ধর্ম্মতা প্রযুক্ত পরমেশ্বরে দোষগন্ধ নাই। অতএব স্বাভাবিক অনন্ত নিত্য মূর্ত্তিমত্ত্বও পরমেশ্বরের সিদ্ধ হইতেছে ॥ ৩১১ ॥

অনন্তর তাহার পর সূত্র "তত্তু সমন্বয়াৎ" ইহার অর্থ এই। ব্রহ্মের কি প্রকার

নিবৃত্ত্যর্থঃ। তচ্ছাস্ত্রপ্রমাণকত্বং ব্রহ্মণঃ সম্ভবত্যেব কুতঃ সমন্বয়াৎ অন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যামুপপাদনং সমন্বয়ঃ তস্মাৎ তত্রান্বয়ঃ। যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ। একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম। তৎ সত্যং। স আত্মা তদৈক্ষত। বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি। তত্তেজোঽসৃজত ব্রহ্ম বা ইদমেকমেবাগ্র আসীদাত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ। তস্মাদ্বা এতস্মাৎ আত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। একো হ বৈ নারায়ণ আসীৎ। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। আনন্দো ব্রহ্মেত্যাদিষু ॥ ৩১২ ॥

অথ ব্যতিরেকঃ। কথমসতঃ সজ্জায়তে। কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাদিত্যাদি। একো নারায়ণ আসীন্নব্রহ্মা ন চ শঙ্কর ইত্যাদিষু ॥ ৩১৩ ॥

অন্যেষাং বাক্যানাং সমন্বয়স্তত্রৈব বক্ষ্যতে আনন্দময়োঽভ্যাসাদিত্যাদিনা। সচৈবং পরমানন্দরূপত্বেনৈব সমন্বিতো ভবতীতি তদুপলব্ধ্যৈব পরমপুরুষার্থসিদ্ধের্ন প্রয়োজনশূন্যত্বমপি ॥ ৩১৪ ॥

শাস্ত্র প্রমাণকত্ব তদ্বিষয়ে কহিতেছেন। সূত্রে "তু" শব্দ যে প্রয়োগ হইয়াছে, তাহা শঙ্কা নিবৃত্তির নিমিত্ত। ব্রহ্মের শাস্ত্রপ্রমাণকত্ব সম্ভবই হইতেছে, কি হেতু এই আকাঙ্ক্ষায় বলিতেছেন, সমন্বয় হেতু। অন্বয় ব্যতিরেক দ্বারা উপপাদনের নাম সমন্বয়। সেই হেতু সমন্বয় বলিতেছেন ! যে ব্রহ্ম হইতে এই ভূত সকল জন্মে। হে সাধো ! এই সৎবস্তু ব্রহ্মই সৃষ্টির পূর্বে ছিলেন। ব্রহ্ম একমাত্র, যে হেতু দ্বিতীয় রহিত। সেই ব্রহ্মই সত্য অর্থাৎ নিত্য। সেই আত্মাই তৎকালে প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন। সেই ব্রহ্ম ইচ্ছা করিলেন আমি অনেক হইব, অতএব প্রকৃষ্টরূপে জন্মিব। সেই ব্রহ্ম তেজকে সৃষ্টি করিলেন। এই এক ব্রহ্মই সৃষ্টির পূর্বে ছিলেন, অথবা পুরুষবিধ আত্মাই সৃষ্টির পূর্বে ছিলেন। সেই এই আত্মা হইতে আকাশ হইয়াছে। এক নারায়ণই সৃষ্টির পূর্বে ছিলেন। ব্রহ্মই সত্য জ্ঞানস্বরূপ অনন্ত। ব্রহ্মই আনন্দস্বরূপ। ইত্যাদি শ্রুতিতে বর্ণিত আছে ॥ ৩১২ ॥

অনন্তর ব্যতিরেক মুখে বলিতেছেন। অসৎ হইতে সত্য জগৎ কিরূপে জাত হয়, কেই বা আপন চেষ্টা করে অর্থাৎ কেই বা জীবিত হয়, যদি এই আকাশরূপী পরমাত্মা আনন্দ না হয়েন। একমাত্র প্রসিদ্ধ নারায়ণ পূর্বে ছিলেন, ব্রহ্মা বা শঙ্কর পূর্বকালে ছিলেন না ইত্যাদি শ্রুতি সকলে বর্ণিত হইয়াছে ॥ ৩১৩ ॥

অন্যান বাক্য সকলেরও সমন্বয় বারম্বার কথন হেতু পরমেশ্বরের আনন্দময়ই। ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্রের ১ অধ্যায়ের ১ পাদের ১৭ সূত্র দ্বারা পরব্রহ্মেতেই বলিবেন। সেই পরমেশ্বর পরমানন্দ রূপত্ব জন্যই সর্বত্র সমন্বিত হইতেছেন। সেই পরমানন্দ লাভ দ্বারাই পরম পুরুষার্থ সিদ্ধ হেতু প্রয়োজনাভাবও হইল না ॥ ৩১৪ ॥

তদেবং সূত্রদ্বয়ার্থে সিদ্ধে তদেতদ্ব্যাচষ্টে অন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষু অর্থেষু নানাবিধেষ্বপি বেদবাক্যার্থেষু সৎসু অন্বয়াদন্বয়মুখেন যতো যস্মাৎ একস্মাদস্য জন্মাদি প্রতীয়তে। তথা ইতরতশ্চ ব্যতিরেকমুখেন চ যস্মাদেবাস্য তৎ প্রতীয়তে ইত্যর্থঃ। অতএব তস্য শ্রুত্যন্বয়-ব্যতিরেক-দর্শিতেন পরমসুখরূপত্বেন পরমপুরুষার্থত্বঞ্চ ধ্বনিতং। একো হ বৈ নারায়ণ আসীদিত্যাদি শাস্ত্রপ্রমাণত্বে প্রাক্ স্থাপিতরূপত্বঞ্চেতি ॥ ৩১৫ ॥

অথেক্ষতে নাশব্দমিতি ব্যাচষ্টে অভিজ্ঞ ইতি তত্র সূত্রস্যার্থঃ। ইদমাম্নায়তে ছান্দোগ্যে। সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ। একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি। তত্তেজো হসৃজতেত্যাদি ॥ ৩১৬ ॥

তত্র পরোক্তং প্রধানমপি জগৎকারণত্বেনায়াতি তচ্চনেত্যাহ ঈক্ষতে-রিতি। যস্মিন্ শব্দ এব প্রমাণং ন ভবতীতি তদশব্দমানুমানিকং প্রধানমিত্যর্থঃ। ন তদিহ প্রতিপাদ্যং কুতোঽশব্দত্বং তস্যেত্যাশঙ্কাহ ঈক্ষতেঃ সচ্ছব্দবাচ্যসম্বন্ধি ব্যাপারবিশেষাভিধায়িন ঈক্ষতের্ধাতোঃ

এইরূপে সূত্রদ্বয়ের অর্থ থাকিলে। "অন্বয়াদিরতশ্চার্থেষু" এই পদকে ব্যাখ্যা করিতেছেন। অর্থেতে অর্থাৎ নানারূপ বেদবাক্য থাকিলেও অন্বয় হেতু অর্থাৎ অন্বয়মুখ দ্বারা যে এক হইতে এই জগতের জন্মাদি প্রতীতি হইতেছে, সেইরূপ ইতর হইতে অর্থাৎ ব্যতিরেক মুখ দ্বারাও যাহা হইতে জগতের জন্মাদি প্রতীতি হইতেছে। অতএব পরব্রহ্মের শ্রুতি দ্বারা অন্বয় ব্যতিরেক দর্শিত হেতু পরমসুখরূপত্ব জন্য পরমপুরুষার্থত্বও ধ্বনিত হইল। একমাত্র প্রসিদ্ধ নারায়ণ সৃষ্টির পূর্বে ছিলেন ইত্যাদি শাস্ত্র প্রমাণত্ব হেতু পূর্বস্থাপিত সুখরূপত্বও হইল ॥ ৩১৫ ॥

অনন্তর ব্রহ্মসূত্রের ১ অধ্যায়ের ১ পাদের ৫ সূত্র "ঈক্ষতে নাশব্দং" ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন। অভিজ্ঞ এই পদ। প্রথমত ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা। ছান্দোগ্য উপনিষদে ইহা কথিত আছে ॥

হে সাধো! এই জগৎ কারণরূপে সৃষ্টির পূর্বেই আছে। একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্ম। আমি বহু হইব এবং বহুরূপে জাত হইব এই বলিয়া আলোচনা করেন। সেই এই আত্মা হইতে আকাশ জাত হইয়াছে। সেইরূপ পরব্রহ্ম তেজঃ সৃষ্টি করিয়াছেন ইত্যাদি ॥ ৩১৬ ॥

সেই স্থানে পর শব্দ কথিত প্রধানও জগৎ কারণরূপে প্রাপ্ত হইতেছে। তাহাও নহে। এই বলিতেছেন। "ঈক্ষতেঃ" ইত্যাদি সূত্র। যাহাতে শব্দ মাত্রও প্রমাণ হইতেছে না, সেই অশব্দ অর্থাৎ আনুমাণিক প্রধান এই অর্থ। এস্থানে সেই প্রধান প্রতিপাদ্য নহে। কিহেতু প্রধানের অশব্দতা এই আশঙ্কা করিয়া কহিতেছেন "ঈক্ষতেঃ" অর্থাৎ কারণ শব্দ কথিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট ক্রিয়া বিশেষের বাচক ঈক্ষতি ধাতুর শ্রবণ

শ্রবণাৎ। তদৈক্ষতেতি ঈক্ষণঞ্চাচেতনে প্রধানে ন সম্ভবেৎ। অন্যত্র চেক্ষাপূর্ব্বকৈব সৃষ্টিঃ। স ঐক্ষতলোকানুৎসৃজ্যা ইত্যাদৌ। ঈক্ষণঞ্চাত্র তদশেষ সৃজ্য বিচারাত্মকত্বাৎ সর্ব্বজ্ঞত্বমেব ক্রোড়ীকরোতি তদেতদাহ অভিজ্ঞঃ। ইতি। ননু তদানীমেকমেবাদ্বিতীয়মিত্যুক্তে তস্যেক্ষণসাধনং ন সম্ভবতি তত্রাহ স্বরাড়িতি স্ব স্বরূপেণৈব তথা তথা রাজত ইতি। ন যস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ইত্যাদৌ স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়াচেতি শ্রুতেঃ। এতেনেক্ষণবন্মূর্ত্তিমত্ত্বমপি স্বাভাবিকমিত্যায়াতং। নিশ্বসিতস্যাপ্যগ্রে দর্শয়িষ্যমাণত্বাৎ। তচ্চ যথোক্তমেবেতি চ ॥ ৩১৭ ॥

অথ শাস্ত্রযোনিত্বাদিত্যস্যার্থান্তরং ব্যাচষ্টে তেন ইতি তচ্চার্থান্তরং যথা। কথং তস্য জগজ্জন্মাদিকর্ত্তৃত্বং কথং বা নান্য তন্ত্রোক্তস্য প্রধানস্য নচান্যস্যেতি তত্রাহ। শাস্ত্রস্য বেদলক্ষণস্য যোনিঃ কারণং তদ্রূপত্বাৎ। এবং বা অরে অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্যদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণি উপসূত্রাণি খিলান্যুপখিলানি চ ব্যাখ্যানানীতি শ্রুতেঃ। শাস্ত্রং হি সর্ব্ব-

---

হেতু। সেই ব্রহ্ম ঈক্ষণ করিয়াছেন, এই ঈক্ষণও অচেতন অর্থাৎ জড়রূপ প্রধানে সম্ভব হয় না। অন্য শ্রুতিতেও ঈক্ষণ পূর্ব্বক সৃষ্টি বর্ণিত আছে। সেই পরব্রহ্ম লোকগণকে সৃষ্টি করিব বলিয়া ঈক্ষণ করিয়াছেন, ইত্যাদি শ্রুত হইতেছি। ঈক্ষণও এস্থানে জগৎ সমস্ত সৃজ্য বিচার রূপত্ব হেতু সর্ব্বজ্ঞতা অর্থও তম্মধ্যে লাভ হইতেছে। সেই হেতু বলিতেছেন অভিজ্ঞ এই পদ। অহে ! পূর্ব্বকথনের প্রতি আশঙ্কা হইতেছে। সৃষ্টির পূর্ব্বকালে একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্ম, এই কথনে ব্রহ্মের ঈক্ষণ সাধণ সম্ভব হইতেছে না তদ্বিষয়ে বলিতেছেন স্বরাট্ এই পদ। স্বীয় স্বরূপ দ্বারাই সেই সেই প্রকারে বিরাজমান হইতেছেন। তৎপ্রতি হেতু। সেই পরব্রহ্মের অস্বাভাবিক শরীর কি অস্বাভাবিক ইন্দ্রিয় নাই ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যে তাঁহার স্বাভাবিক বুদ্ধির জ্ঞান শক্তি, স্বাভাবিক শরীরের বল শক্তি ও স্বাভাবিক ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়া শক্তি আছে। ইহা দ্বারা ঈক্ষণের সদৃশ স্বাভাবিক মূর্ত্তি বিশিষ্টতাও লাভ হইল। যে হেতু নিশ্বাসিত ক্রিয়ারও অগ্রে দেখান হইবে। তাহা যথাবৎ প্রকারেই উক্ত আছে ॥ ৩১৭ ॥

অনন্তর "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" এই সূত্রের অর্থান্তর ব্যাখ্যা করিতেছেন। "তেনে" ইত্যাদি পদে। সেই অর্থান্তর যথা— কি প্রকারে তাঁহার জগজ্জন্মাদির কর্ত্তৃত্ব এবং কি প্রকারেই বা অন্য শাস্ত্রোক্ত প্রধানের তথা অন্যেরই বা কি প্রকারে জগৎ কর্ত্তৃত্ব না হয়। তদ্বিষয়ে বলিতেছেন। তদ্রূপত্ব হেতু শাস্ত্রের অর্থাৎ বেদলক্ষণের যোনি অর্থাৎ কারণ হইয়াছেন। এইরূপ হইলে, এই মহাপুরুষের নিশ্বাস প্রকটিত এই ঋক্-বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্বেদ, আঙ্গিরস মন্ত্র, ইতিহাস, পুরাণ, চতুর্দ্দশ বিদ্যা,

প্রমাণাগোচরবিবিধানন্ত-জ্ঞানময়ং তস্য চ কারণং ব্রহ্মৈব শ্রূয়তে ইতি তদেব মুখ্যং সর্ব্বজ্ঞং। তাদৃশং সর্ব্বজ্ঞত্বং বিনা চ সর্ব্বসৃষ্ট্যাদিক-মন্যস্য নোপপদ্যত ইতি প্রোক্তলক্ষণং ব্রহ্মৈব জগৎ কারণং ন প্রধানং নচ জীবান্তরমিতি ॥ ৩১৮ ॥

তদেব বিবৃত্যাহ তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদিকবয়ে ইতি ব্রহ্মবেদমাদি কবয়ে ব্রহ্মণে ব্রহ্মাণং প্রতি হৃদা অন্তঃকরণদ্বারৈব নতু বাগ্দ্বারা তেনে আবির্ভাবিতবান্। অত্র বৃহদ্বাচকেন ব্রহ্মপদেন সর্ব্বজ্ঞানময়ত্বং তস্য জ্ঞাপিতং। হৃদেত্যনেনান্তর্যামিত্বং সর্ব্বশক্তিময়ত্বঞ্চ জ্ঞাপিতং। আদিক-বয়ে ইত্যনেন তস্যাপি শিক্ষানিদানত্বাৎ শাস্ত্রযোনিত্বঞ্চেতি ॥ ৩১৯ ॥

শ্রুতিশ্চাত্র। যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে ইতি ॥ ৩২০ ॥

মুক্তজীবা অপি তৎ কারণং নেত্যাহ। বহ্ন্যতীতি সূরয়ঃ শেষাদয়ো-

উপনিষদ্, শ্লোক, সূত্র, উপসূত্র, খিল, উপখিল ও ব্যাখ্যা সকল ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য। শাস্ত্রও সমস্ত প্রমাণ গোচর বিধির অনন্ত জ্ঞানময় বেদেরও কারণ ব্রহ্মই হইয়াছেন, ইহাই শ্রুত হইতেছি। সেই হেতু এই প্রকার মুখ্য সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মই হইয়াছেন। এতাদৃশ সর্ব্বজ্ঞতা ব্যতিরেকে সমস্ত সৃষ্ট্যাদি কার্য্য অন্যের সম্ভব হইতেছে না। এই হেতু কথিত লক্ষণ ব্রহ্মই জগতের কারণ, প্রধান নহে এবং অন্য জীবও হইতে পারে না ॥ ৩১৮ ॥

"তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদি কবয়ে" এই পদে তাহাই

বিস্তার করিয়া বলিতেছেন যথা—

ব্রহ্ম অর্থাং বেদ। আদি কবি অর্থাৎ ব্রহ্মা, তাঁহার প্রতি হৃদয় দ্বারা অর্থাৎ অন্তঃকরণ দ্বারাই কিন্তু বাক্য দ্বারা নহে। "তেনে" অর্থাৎ আবির্ভাব করিয়াছেন। এস্থানে বৃহদ্বাচক ব্রহ্ম পদ দ্বারা সর্ব্বজ্ঞানময়ত্ব ব্রহ্মের জ্ঞাপিত হইল। "হৃদা" এই পদ দ্বারা অন্তর্যামিত্ব ও সর্ব্বশক্তিময়ত্বও জ্ঞাপিত হইল। "আদিকবয়ে" এই পদ দ্বারা ব্রহ্মার শিক্ষায় আদি কারণতা হেতু শাস্ত্রযোনিত্বও জ্ঞাপিত হইল ॥ ৩১৯ ॥

এতদ্বিষয়ে শ্রুতিও বলিতেছেন ॥

যিনি পূর্ব্বে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি সেই ব্রহ্মার প্রতি বেদ-সমূহ প্রেরণ করিয়াছেন, সেই জীবগণের বুদ্ধিপ্রকাশক প্রসিদ্ধ দেবকে সংসারমোচনেচ্ছু হইয়া আমি শরণাপন্ন হইতেছি ॥ ৩২০ ॥

মুক্ত জীবগণও জগতের প্রতি কারণ নহে, এই বিষয়ে বলিতেন। "মুহ্যন্তি" এই পদ। যে বেদে সূরিগণ অর্থাৎ শেষদেব প্রভৃতি। ইহা দ্বারাও শয়নলীলা ব্যঞ্জিত

হ্যপি অনেন চ শয়নলীলাব্যঞ্জিত নিশ্বসিতময় বেদো ব্রহ্মাদিবিধানচনশ্চ যঃ পদ্মনাভ স্তদাদিমূর্ত্তিকঃ শ্রীভগবানেবাভিহিতঃ ।।

বিবৃতং চৈতৎ ॥

প্রচোদিতা যেন পুরা সরস্বতীত্যাদিনা ॥ ৩২১ ॥

অথ তত্তু সমন্বয়াদিত্যস্যার্থান্তরং যথা শাস্ত্রযোনিত্বে হেতুশ্চ দৃশ্যতে ইত্যাহ তত্ত্বিতি সমন্বয়োঽত্র সম্যক্ সর্ব্বতো মুখোঽন্বয়ো ব্যুৎপত্তির্বেদার্থপরিজ্ঞানং তস্মাৎ তত্তু শাস্ত্রযোনিনিদানত্বং নিশ্চীয়তে ইতি জীবে সম্যক্ জ্ঞানমেব নাস্তি প্রধানং ত্বচেতনমেবেতি ভাবঃ। স বেত্তি বিশ্বং ন হি তস্য বেত্তেত্যাদি শ্রুতেঃ। তদেতদস্য তদীয় সম্যক্ জ্ঞানং ব্যতিরেকমুখেন বোধয়িতুং জীবানাং সর্ব্বেষামপি তদীয় সম্যগ্ জ্ঞানাভাবমাহ মুহ্যন্তীতি সূরয়ঃ শেষাদয়োঽপি যৎ যত্র শব্দ ব্রহ্মণি মুহ্যন্তি ।। ৩২২ ।।

তদেতদ্বিবৃতং স্বয়ং ভগবতা।

কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনূদ্য বিকল্পয়েৎ।

ইত্যস্যাহৃদয়ং লোকে নান্যো মদ্বেদ কশ্চনেতি।

অনেন চ সাক্ষাদ্ভগবানেবাভিহিতঃ ।। ৩২৩ ।।

নিঃশ্বাস কার্য্যরূপ বেদের কর্ত্তা আর ব্রহ্মাদির বিধান দ্বারা খ্যাত যে পদ্মনাভ, তদাদি মূর্ত্তিক শ্রীভগবানই কথিত হইলেন। পূর্ব্বকালে ভগবান্ কর্ত্তৃক বাণী প্রেরিতা হইয়া, এতদ্দারা ইহা বিস্তারিতও হইয়াছে ॥ ৩২১ ॥

অনন্তর "তত্তু সমন্বয়াৎ" এই সূত্রের অর্থান্তর যথা—শাস্ত্রযোনিত্বে হেতুও দৃষ্ট হইতেছে, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন। "তত্তু" ইত্যাদি। সমন্বয় এস্থানে সম্যক্ সর্ব্বতোমুখ, অন্বয় ব্যুৎপত্তি অর্থাৎ বেদার্থপরিজ্ঞান, সেই হেতু, ব্রহ্মই শাস্ত্রের আদিকারণত্ব নিশ্চয় হইল, জীবে সম্যক্ জ্ঞানমাত্র নাই, প্রকৃতি কিন্তু অচেতনই হয়, এই তাৎপর্য্য। সেই পরমেশ্বর সমস্তকে জানেন, তাঁহার জ্ঞাতা কেহ নাই, এই শ্রুতি হেতু। অতএব এই পরব্রহ্মের বেদসম্বন্ধীয় সম্যক্ জ্ঞান ব্যতিরেকমুখদ্বারা বোধ করাইবার জন্য সমস্ত জীবেরও বেদসম্বন্ধীয় সম্যক্ জ্ঞানাভাব বলিতেছেন "মুহ্যন্তি" এই পদ। সূরি সমুদায়ও অর্থাৎ শেষদেবও প্রভৃতি যে শব্দব্রহ্ম বেদে মোহ প্রাপ্ত হইতেছেন ।। ৩২২ ।।

১১ স্কন্ধে ২১ অধ্যায়ে ৪০ শ্লোকে স্বয়ং ভগবান্।

এই বিষয়ে বিস্তার করিয়াছেন যথা—

কর্ম্মকাণ্ডে বিধিবাক্যে কি বিধান করে, দেবতাকাণ্ডে মন্ত্রবাক্যে কি প্রকাশ করে

অথেক্ষতে র্নাশব্দমিত্যস্যার্থান্তরং অভিজ্ঞ ইত্যত্রৈব ব্যঞ্জিতমস্তি। তত্র সূত্রার্থঃ। নন্বশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়মিত্যাদিশ্রুতেঃ কথং তস্য শব্দযোনিত্বং তত্রাহ। প্রকৃতং ব্রহ্ম শব্দহীনং ন ভবতি। কুতঃ ঈক্ষতেঃ তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েত্যত্র বহু স্যামিতি শব্দাত্মকেক্ষধাতোঃ শ্রবণাৎ। তদেতদাহ অভিজ্ঞ বহু স্যামিত্যাদি শব্দাত্মকবিচারবিদগ্ধঃ স চ শব্দাদিশক্তিসমুদায়স্তস্য ন প্রাকৃতঃ প্রকৃতিক্ষোভাৎ পূর্ব্বত্রাপি সদ্ভাবাৎ। তৎ স্বরূপভূত এবেত্যাহ স্বরাড়িতি। অত্র পূর্ব্ববৎ তাদৃশং সধর্ম্মত্বং মূর্ত্তিমত্বমপি সিদ্ধং ॥ ৩২৪ ॥

যথাহুঃ সূত্রকারাঃ। অন্তস্তদ্ধর্ম্মোপদেশাদিতি। অতোঽশব্দত্বাদিকং প্রাকৃতশব্দহীনত্বাদিকমেবেতি জ্ঞেয়ং। অত্রোত্তরমীমাংসাধ্যায়চতুষ্টয়স্যাপ্যর্থো দর্শিতঃ। তত্রান্বয়াদিতরতশ্চেতি সমন্বয়াধ্যায়স্য মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ ইতি অবিরোধাধ্যায়স্য ধীমহীতি সাধনাধ্যায়স্য সত্যং পরমিতি ফলাধ্যায়স্যেতি। তথা গায়ত্র্যর্থোঽপি স্পষ্টঃ ॥ ৩২৫ ॥

এবং জ্ঞানকাণ্ডে তাহাকে আশ্রয় করিয়া তর্ক বিতর্ক করে, এইরূপ ইহার তাৎপর্য্য, ইহলোকে আমা ভিন্ন কেহই জানে না ॥

এই বাক্য দ্বারা সাক্ষাৎ ভগবানই কথিত হইলেন ॥ ৩২৩ ॥

অনন্তর "ঈক্ষতের্না শব্দং" এই সূত্রের অর্থান্তর, অভিজ্ঞ এই স্থানেই প্রকাশিত আছে। তথায় সূত্রার্থ। শব্দ রহিত, স্পর্শরহিত, রূপরহিত, অব্যয়, ব্রহ্ম, ইত্যাদি শ্রুতি জন্য কি প্রকারে ব্রহ্মের শব্দযোনিত্ব এই বিরোধ হেতু তদ্বিষয়ে কহিতেছেন। প্রকরণ লব্ধ ব্রহ্ম শব্দহীন হইতেছেন না। কি হেতু এই আকাঙ্ক্ষায় বলিতেছেন। ঈক্ষতি হেতু। অর্থাৎ আমি বহু হইব, বহুরূপে জাত হইব বলিয়া ব্রহ্ম ঈক্ষণ করিয়াছেন। এই শ্রুতিতে "বহু স্যাং" এই শব্দাত্মক ঈক্ষ ধাতুর শ্রবণ হেতু। সেই কারণে এই বলিতেছেন, অভিজ্ঞ অর্থাৎ বহু হইব ইত্যাদি শব্দাত্মকবিচাররসিক। সেই শব্দাদি শক্তি সমুদায় ব্রহ্মের প্রাকৃত নহে, প্রকৃতি ক্ষোভের পূর্ব্বকালেও থাকা হেতু তাহা স্বরূপভূতই বলিতেছেন। স্বরাট্ এই পদ। এস্থানে পূর্ব্ব সিদ্ধান্তের সদৃশ নিত্যমূর্ত্তিত্বাদিও সিদ্ধ হইল ॥ ৩২৪ ॥

সূত্রকার ব্রহ্মসূত্রের প্রথমাধ্যায়ে প্রথমপাদে একবিংশতি সূত্রে বলিয়াছেন যে, এই প্রকরণে নিত্য অপহত পাপ্মত্বাদি তদ্ধর্ম্মের কথন হেতু সূর্য্যমণ্ডলান্তর্ব্বর্ত্তী হিরণ্যশ্মশ্রুাদি অপ্রাকৃত দেহবিশিষ্ট পরমাত্মাই পুরুষ, জীবাত্মা নহে। অতএব অশব্দত্বাদি অর্থাৎ প্রাকৃত শব্দহীনত্বাদিই জানিবে। "জন্মাদ্যস্য" এই শ্লোকের উত্তর মীমাংসার অধ্যায়চতুষ্টয়ের অর্থ দর্শিত হইল। "অন্বয়াদিতরতশ্চ" এই পদে সমন্বয়াধ্যায়ের। "মুহ্যন্তি যৎসূরয়" এই পদে অবিরোধাধ্যায়ের। "ধীমহি" এই পদে

তত্র জন্মাদ্যস্য যত ইতি প্রণবার্থঃ সৃষ্ট্যাদি শক্তিমত্ত্ববাচিত্বাৎ তদেবমেবাগ্নিপুরাণে গায়ত্রীব্যাখ্যানেচোক্তং। তজ্জ্যোতি র্ভগবান্ বিষ্ণু র্জগজ্জন্মাদিকারণমিতি। যত্র ত্রিসর্গো মৃষেতি ব্যাহৃতিত্রয়ার্থঃ। উভয়ত্রাপি লোকত্রয়স্য তদনন্যত্বেন বিবক্ষিতত্বাৎ। স্বরাড়িতি সবিতৃপ্রকাশকপরমতেজোবাচি। তেনে ব্রহ্মহৃদা ইতি বুদ্ধিবৃত্তিপ্রেরণা প্রার্থনা সূচিতা। তদেব কৃপয়া স্বধ্যানায়াস্মাকং বুদ্ধিবৃত্তীঃ প্রেরয়তাদিতি ভাবঃ। এবমেবোক্তং। গায়ত্র্যা চ সমারম্ভ ইতি। তচ্চ তেজস্তত্র অন্তস্তদ্ধর্ম্মোপদেশাদিত্যাদি সংপ্রতিপন্নং যন্মূর্ত্তং তদাদ্যনন্তমূর্ত্তিমদেব ধ্যেয়মিতি।। ৩২৬ ।।

তথাচাগ্নিপুরাণস্য ক্রমস্থবচনানি।

এবং সন্ধ্যাবিধিং কৃত্বা গায়ত্রীঞ্চ জপেৎ স্মরেৎ।
গায়ত্র্যুক্থানি শাস্ত্রাণি ভর্গং প্রাণাংস্তথৈব চ।
ততঃ স্মৃতেয়ং গায়ত্রী সাবিত্রী যত এব চ।

সাধনাধ্যায়ের। "সত্যং পরং" এই পদে ফলাধ্যায়ের অর্থ দেখান গেল। সেই প্রকারে অর্থও গয়ত্রীর স্পষ্ট হইতেছে।। ৩২৫ ।।

সৃষ্ট্যাদি শক্তিমত্ত্ব বাচিত্ব হেতু "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই পদে প্রণবের অর্থ দেখান হইল, এই প্রকারই অগ্নিপুরাণে গায়ত্রী ব্যাখ্যানে বলিয়াছেন যথা—

সেই জ্যোতি জগজ্জন্মাদিকারণ ভগবান্ বিষ্ণু। "যত্র ত্রিবর্গো মৃষা" এই পদে ব্যাহৃতি ত্রয়ের অর্থ। উভয়ার্থে অর্থাৎ প্রণবার্থে ও ব্যাহৃতি ত্রয়ের অর্থেও লোকত্রয়ের অভিন্নতারূপে বিবক্ষিত হেতু। স্বরাট্ এই পদ সূর্য্য প্রকাশক শ্রেষ্ঠ তেজকে বলে। "তেনে ব্রহ্ম হৃদা" এই পদে বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণা প্রার্থনা সূচিত আছে। সেই পরব্রহ্ম কৃপা দ্বারা নিজ ধ্যানের নিমিত্ত আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ করুন, এই ভাবার্থ। কইরূপ বলিয়াছেন গায়ত্রী দ্বারা সমারম্ভ। সেই তেজ ও "অন্তস্তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ" ব্রহ্মসূত্রের ১ পাদে ১ অধ্যায়ে ২১ সূত্রে প্রতিপাদিত যে মূর্ত্ত হিরণ্য শ্মশ্রবাদি অনন্ত মূর্ত্তিবিশিষ্টই ধ্যেয়।। ৩২৬ ।।

সেই প্রকারই অগ্নিপুরাণের ক্রমস্থ বচন সকল আছে। এইরূপ সন্ধ্যাবিধি করণানন্তর গায়ত্রী জপ ও তদর্থ স্মরণ করিবে। গায়ত্রীর অর্থ বলিতেছেন ।।

যিনি সমস্ত কর্ম্মকে গান করিতেছেন অর্থাৎ গানের সদৃশ সমস্ত কর্ম্মকে সমস্ত জনের প্রীতিনিমিত্ত উচ্চরূপে সঙ্কীর্ত্তন করিতেছেন। এইরূপ সমস্ত ঋক্ প্রভৃতি শাস্ত্রকে এবং ভর্গশব্দবাচ্য সাক্ষাৎ পরব্রহ্মকে এবং প্রাণাদি বায়ুকে গান করিতেছেন। এই হেতু ইহার নাম গায়ত্রী। সবিতার অর্থাৎ সূর্য্যের কিম্বা বিশ্বজনক পরব্রহ্মের প্রকাশিনী এই হেতু সাবিত্রীও। আর বাক্যরূপতা হেতু সরস্বতী নামে খ্যাত

প্রকাশনী সা সবিতু র্বাগ্রূপত্বাৎ সরস্বতী ।
তজ্জ্যোতিঃ পরমং ব্রহ্ম ভর্গস্তেজো যতঃ স্মৃতঃ ।
ভর্গঃ স্যাদ্ভ্রাজত ইতি বহুলং ছন্দসীরিতং ।
বরেণ্যং সর্ব্বতেজোভ্যঃ শ্রেষ্ঠং বৈ পরমং পদং ।
স্বর্গাপবর্গকামৈ র্বা বরণীয়ং সদৈব হি ।
বৃণুতে র্বরণার্থত্বাৎ জাগ্রৎ স্বপ্নাদিবর্জ্জিতং ।
নিত্যং শুদ্ধং বুদ্ধমেকং নিত্যং ভর্গমধীশ্বরং ।
অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতি র্ধ্যায়েমহি বিমুক্তয়ে ।
তজ্জ্যোতি র্ভগবান্ বিষ্ণু র্জগজ্জন্মাদিকারণং ।
শিবং কেচিৎ পঠন্তি স্ম শক্তিরূপং পঠন্তি চ ।
কেচিৎ সূর্য্যং কেচিদগ্নিং দৈবতান্যগ্নিহোত্রিণঃ ।
অগ্ন্যাদিরূপো বিষ্ণু র্হি বেদাদৌ ব্রহ্ম গীয়তে ।
তৎপদং পরমং বিষ্ণো র্দেবস্য সবিতুঃ স্মৃতং ।
দধাতেৰ্ব্বা ধীমহীতি মনসা ধারয়েমহি ।
নোঽস্মাকং যচ্চ ভর্গস্তৎ সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং ধিয়ঃ ।
চোদয়াৎ প্রেরয়াদ্বুদ্ধিং ভোক্তৄণাং সর্ব্বকর্ম্মসু ।

হইয়াছেন। যে হেতু ভর্গশব্দ তেজো বাচি, সেই হেতু পরম জ্যোতির্ব্রহ্ম। "বহুলং ছন্দসি" এই পাণিনি সূত্র দ্বারা-দীপ্তি অর্থাৎ ভ্রাজ ধাতু হইতে ভর্গ এই পদ সিদ্ধ হইয়াছে। "বরেণ্যং" এই শব্দ সর্ব্বতেজ হইতে শ্রেষ্ঠ পরম প্রকাশমান স্থান বাচি। কিম্বা বৃঞ ধাতুর বরণার্থতা হেতু স্বর্গাপবর্গ কামিগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বদা বরণীয়।
কিম্বা বৃঞ ধাতুর বরণার্থতা হেতু স্বর্গাপবর্গ কামিগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বদা বরণীয়।
জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি বর্জ্জিত। নিত্য শুদ্ধ, নিত্য, একমাত্র, জ্ঞানরূপ, অধীশ্বর, ভর্গ, পর, ব্রহ্ম, জ্যোতি, তাঁহাকে অহং শব্দের বহুৎ এই অর্থ অর্থাৎ আমরা সমস্ত জীবগণ বিমুক্তি নিমিত্ত ধ্যান করি। সেই ভগবান্ বিষ্ণু জ্যোতীরূপ জগতের জন্মাদির কারণ, যাঁহাকে শৈবাগমিকেরা শিব বলিয়া থাকেন, শক্ত্যাগমিকেরা শক্তিরূপ বলেন, সৌরাগমিকেরা সূর্য্য বলেন, অগ্নিহোত্রিগণ অগ্নিরূপি বলেন, কর্ম্মিগণ দেবতা বলেন, অগ্ন্যাদিরূপ বিষ্ণুই বেদাদিতে ব্রহ্ম নামে গীত হইতেছেন। সেই বিশ্ব প্রসবকারি বিশ্বরূপি দেবতার পরম স্থান। "ধীমহি" এই ক্রিয়া পদ ধৈ ধাতু সিদ্ধ কিম্বা ধারণার্থ ধা ধাতু সিদ্ধ। ধারণার্থ হেতু যাঁহাকে আমরা মনোদ্বারা ধারণা করি, সেই ভর্গ সমস্ত শুভাশুভ কর্ম্মফল ভোগি আমাদিগের এবং সমস্ত প্রাণির বুদ্ধি সমুদায়—বৈধ-কার্য্যে নিয়োজন দৃষ্টাদৃষ্ট ফলে বিষ্ণুই সূর্য্যাদি রূপকে ভজন করিয়াছেন, অতএব লোক সকল ঈশ্বর প্রেরিত হইয়া স্বর্গ অথবা নরক প্রাপ্ত হয়। ঈশ্বর কর্ত্তৃক পালিত

দৃষ্টাদৃষ্টবিপাকেষু বিষ্ণুঃ সূর্য্যাগ্নিরূপভাক্ ।
ঈশ্বরঃ প্রেরিতো গচ্ছেৎ স্বর্গং বা শ্বভ্রমেব বা ।
ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং মহদাদি জগদ্ধরিঃ ।
স্বর্গাদ্যৈঃ ক্রীড়তে দেবো যো হংসঃ পুরুষঃ প্রভুঃ ।
ধ্যানেন পুরুষোঽয়ঞ্চ দ্রষ্টব্যঃ সূর্য্যমণ্ডলে ।
সত্যং সদাশিবং ব্রহ্ম বিষ্ণো র্যৎ পরমং পদং ।
দেবস্য সবিতু র্দেবো বরেণ্যং হি তুরীয়কং ।
যোঽসাবাদিত্যপুরুষঃ সোঽসাবহমনুত্তমং ।
জনানাং শুভকর্ম্মাদীন্ প্রবর্ত্তয়তি যঃ সদেত্যেতানি ।
যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীং কীর্ত্ত্যতে ধর্ম্মবিস্তরঃ ।
বৃত্রাসুরবধোৎসিক্তং তদ্ভাগবতমুচ্যতে ইত্যাদীনি চ ॥ ৩২৭ ॥

তস্মাদ্ভর্গ ব্রহ্ম-পর-বিষ্ণু-ভগবচ্ছব্দাভিন্নবর্ণতয়া তত্র তত্র নির্দ্দিষ্টা অপি ভগবৎপ্রতিপাদকা এব জ্ঞেয়াঃ। মধ্যে মধ্যেত্বহংগ্রহোপাসনা নির্দ্দেশস্তৎসাম্য ইব লব্ধে হি তদুপাসনাযোগ্যতা ভবতীতি। তথা দশলক্ষণার্থোঽপ্যত্রৈব দৃশ্যঃ। তত্র সর্গবিসর্গস্থাননিরোধা জন্মাদ্যস্য যত ইত্যত্র। মন্বন্তরেশানুকথেতি চ স্থানান্তর্গতে। পোষণং তেন ইত্যাদৌ।

এই মহদাদি জগৎ। যিনি হরি, দেব, হংস, পুরুষ, প্রভু, এই পুরুষকে সূর্য্যমণ্ডলে ধ্যান দ্বারা দর্শন করে। যিনি কোন স্থানে সত্য নামে খ্যাত, কোন স্থানে সদাশিব নামে খ্যাত, কোন স্থানে ব্রহ্ম নামে খ্যাত, কোন স্থানে বিষ্ণুর পরমপদ নামে খ্যাত। কোন স্থানে সবিতা দেবতার পরমপদ নামে খ্যাত। কোন স্থানে বরেণ্য নামে খ্যাত এবং কোন স্থানে বা তুরীয় নামে খ্যাত আছে। যিনি সূর্য্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তি পুরুষ, সেইরূপে আমি পরব্রহ্মের সহিত কোন অংশে সাদৃশ্য গ্রহণ করত কোন কোন লোক যাহাকে উপাসনা করিয়া থাকে। যিনি জন সকলের শুভকর্ম্মাদি সর্ব্বোত্তম রূপে সর্ব্বদা প্রবর্ত্তন করিতেছেন। এই পর্য্যন্ত অগ্নিপুরাণের বচন।

অগ্নিপুরাণের অন্য স্থানেও বলিয়াছেন ॥

যে পুরাণে গায়ত্রীকে অধিকার করত বিস্তর ধর্ম্ম বর্ণিত আছে এবং যাহা বৃত্রাসুর বধ প্রস্তাব যুক্ত, সেই পুরাণ ভাগবত নামে কথিত ॥ ৩২৭ ॥

সেইহেতু ভর্গ, ব্রহ্ম, পর, বিষ্ণু ও ভগবৎ শব্দ সেই সেই স্থানে ভিন্নরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াও ভগবৎ প্রতিপাদকই জানিবে। কিন্তু মধ্যে মধ্যে অহংগ্রহোপাসনা (অহংকারিতা) নির্দ্দেশ ব্রহ্মের সমান ধর্ম্মতা কথঞ্চিৎ অংশে লাভ করত ব্রহ্মোপাসনা যোগ্য হয়। সেই প্রকারে এই শ্লোকেই দশ-লক্ষণ অর্থও দৃষ্ট হইতেছে, "জন্মাদ্যস্য" এই পদে সর্গ, বিসর্গ, স্থান ও নিরোধ বর্ণনা হইয়াছে, মন্বন্তর আর ঈশানুকথা স্থান

ঊতিমর্হ্যন্তীত্যাদৌ। মুক্তির্জীবানামপি তৎসান্নিধ্যে সতি কুহকনিরসনব্যঞ্জকে ধাম্নেত্যাদৌ। আশ্রয়ঃ সত্যং পরমিত্যত্র স চ স্বয়ং ভগবত্ত্বেন নির্ণীতত্বাৎ শ্রীকৃষ্ণ এবেতি পূর্ব্বোক্ত প্রকার এব ব্যক্ত ইতি তদেব যস্মিন্নুপক্রমবাক্যে সর্ব্বেষু পদবাক্যতাৎপর্য্যেষু তস্য ধ্যেয়স্য সবিশেষত্বং মূর্ত্তিমত্ত্বং শ্রীভগবদাকারত্বঞ্চ ব্যক্তং তচ্চ যুক্তং স্বরূপ বাক্যান্তরব্যক্তত্বাৎ।

যোঽস্যোৎপ্রেক্ষক আদি মধ্য নিধনে যোঽব্যক্তজীবেশ্বরো যঃ সৃষ্টেদ-দমনুপ্রবিশ্য ঋষিণা চক্রে পুরঃ সাস্তিতাঃ।

যং সংপদ্য জহাত্যজামনুশয়ী সুপ্তঃ কুলায়ং যথা
তং কৈবল্যনিরস্তযোনিমভয়ং ধ্যায়েদজস্রং হরিমিতি ॥ ৩২৮ ॥

অতো ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতেত্যাদাবনন্তরবাক্যেঽপি কিম্বা পরৈরিত্যাদিনা। তত্রৈব তাৎপর্য্যং দর্শিতং। যথোপসংহারবাক্যাধীনার্থ-ত্বাদুপক্রমবাক্যস্য নাতিক্রমণীয়মেব। কস্মৈ যেন বিভাষিতোঽয়মিত্যাদি দর্শিতং। তস্য তাদৃশবিশেষবত্ত্বাদিকং। যথৈবাত্ম গৃহীতিরিতরবদুত্ত-রাদিত্যত্র শঙ্করশারীরকস্যাপরস্যাং যোজনায়ামুপক্রান্তোক্তস্য সৎশব্দ-বাচ্যস্যাত্মত্বমুপসংহারবশ্হাত্মশব্দান্নলভ্যতে তদ্বাদিহাপি চতুঃশ্লোকী বক্তু

বর্ণনার মধ্যেই বর্ণিত হইয়াছে, "তেনে" এই পদে পোষণ "মুহ্যন্তি" ইত্যাদি পদে ঊতি, "ধাম্না" ইত্যাদি পদে মুক্তি এবং "সত্যং পরং" এই পদে আশ্রয় বর্ণনা হইয়াছে। সেই আশ্রয় ভগবত্ত্বরূপে নির্ণীত হেতু শ্রীকৃষ্ণই হইয়াছেন। অতএব পূর্ব্ব প্রকারই ব্যক্ত হইল। একারণ সেই প্রকারে "জন্মাদ্যস্য" এই উপক্রম বাক্যের সমস্ত পদ বাক্যের তাৎপর্য্যে সেই ধ্যেয় বস্তুর সবিশেষত্ব, মূর্ত্তিবিশিষ্টত্ব এবং শ্রীভগবদাকারত্বও ব্যক্ত হইল। স্বরূপ বাক্যান্তর দ্বারা ব্যক্ততা হেতু তাহাই যুক্ত হইয়াছে ॥

১০ স্কন্ধে ৮৭ অধ্যায়ে ৪২ শ্লোকে যথা—

যিনি বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা, যিনি প্রকৃতি পুরুষের উপাদান কারণ, যিনি ইহা সৃষ্টি করিয়া জীব রূপে অনুপ্রবেশ করিয়াছেন, যিনি ভোগায়তন নির্ম্মাণ করিয়া শাসন করিতেছেন, জীব সকল যাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া চরণ মূলে পতন পূর্ব্বক মায়াকে পরিত্যাগ করেন, যেমন সুপ্ত পুরুষকে অন্যে দেখে কিন্তু সে স্বয়ং দেখিতে পায়না, তদ্রূপ যিনি সমুদায় দেখিতেছেন, সেই কৈবল্য নিরস্ত যোনি অভয় হরিকে নিয়ত ধ্যান করি ॥ ৩২৮ ॥

এই হেতু "ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিত" ইত্যাদি তৎপর বাক্যেও "কিম্বা পরৈঃ" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ভগবানেই তাৎপর্য্য দর্শিত হইয়াছে। সেই প্রকার উপক্রম বাক্যের উপসংহার বাক্যাধীনার্থতা হেতু উপক্রম-বাক্যের অতিক্রম করা হয় না। পর ব্রহ্মের বিশেষবত্ত্বাদি "কস্মৈ যেন বিভাসিতো হয় মিত্যাদি" শ্লোকে দর্শিত হইয়াছে।

র্ভগবত্ত্বং। দর্শিতঞ্চ শ্রীব্যাসসমাধাবপি তস্যৈব ধ্যেয়ত্বং। তদেতদেব চ স্বসুখনিভৃতেত্যাদি শ্রীশুকদেবহৃদয়ানুগতমিতি ॥ ১ ॥ ১ ॥ শ্রীব্যাসঃ ॥ ৩২৯ ॥

অথোপসংহারবাক্যস্যাপ্যয়মর্থঃ। কস্মৈ গর্ভোদকশায়ি পুরুষনাভিকমলস্থায় ব্রহ্মণে তত্রৈব যেন মহাবৈকুণ্ঠং দর্শয়তা দ্বিতীয়স্কন্ধবর্ণিত তাদৃশ শ্রীমূর্ত্ত্যাদিনা ভগবতা বিভাষিতঃ প্রকাশিতঃ নতু তদাপি রচিতঃ। অয়ং শ্রীভাগবতরূপঃ। পুরা পূর্ব্বপরার্দ্ধ্যাদৌ। তদ্রূপেণ ব্রহ্মরূপেণ। তদ্রূপিণা শ্রীনারদরূপিণা। যোগীন্দ্রায় শ্রীশুকায় তদাত্মনা শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নরূপেণ তদাত্মনেত্যস্যোত্তরেণাপ্যন্বয়ঃ। তত্র তদাত্মনা শ্রীশুকরূপেণেতি জ্ঞেয়ং। তদ্রূপেণেত্যাদিভিস্ত্রিভিঃ পদৈঃ ন কেবলং চতুঃশ্লোক্যেব তেন প্রকাশিতা। কিং তর্হি তত্র তত্রাবিষ্টেনাখণ্ডমেব পুরাণমিতি দ্যোতিতং। অত্র মদ্রূপেণ চ যুষ্মভ্যমিতি সংকোচেনানুক্তোঽপি শ্রীসূতবাক্যশেষো গম্যঃ। এবং সর্ব্বস্যাপি শ্রীভাগবতগুরো র্মহিমা-দর্শিতঃ ॥ ৩৩০ ॥

যেরূপ "আত্মগৃহীতিরিতবদুত্তরাৎ" এই উত্তরমীমাংসার তৃতীয়াধ্যায়ের তৃতীয়পাদে সপ্তদশ সূত্রে শঙ্করশারীরকে অপরার্থ যোজনার নিমিত্ত উপক্রমে কথিত সচ্ছব্দ বাচ্যের আত্মত্ব, উপসংহারস্থ আত্ম শব্দ হইতে লভ্য হইতেছে। সেইরূপ এই শ্রীভাগবতেও চতুঃশ্লোকী বক্তার ভগবত্ত্ব দর্শিত হইল। শ্রীব্যাস সমাধিতেও ভগবানেরই ধ্যেয়ত্ব দেখাইয়াছেন। সেই হেতু এই কথন শ্রীশুকদেবের হৃদয়ানুগত হইয়াছে ॥ ১ ॥ ১ ॥

প্রথম স্কন্ধে ১ অধ্যায়ে ১ শ্লোকে শ্রীব্যাসদেব বলিয়াছেন ॥ ৩২৯ ॥

অনন্তর উপসংহার বাক্যেরও এই অর্থ। "ক" অর্থাৎ গর্ভোদশায়ি পুরুষের নাভিকমলস্থ ব্রহ্মার প্রতি সেই নাভিকমল স্থানেই যৎকর্ত্তৃক অর্থাৎ মহাবৈকুণ্ঠদর্শয়িতা দ্বিতীয় স্কন্ধে বর্ণিত সেইরূপ মূর্ত্তিবিশিষ্ট শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক বিভাষিত অর্থাৎ প্রকাশিত কিন্তু তৎকালেও এই শ্রীভাগবতরূপ রচনা করেন নাই। "পুরা" অর্থাৎ পূর্ব্বপরার্দ্ধাদিতে। তদ্রূপ কর্ত্তৃক অর্থাৎ ব্রহ্মরূপ কর্ত্তৃক। সেই রূপবিশিষ্টই হইয়াছেন, যিনি তৎ কর্ত্তৃক অর্থাৎ নারদরূপ কর্ত্তৃক। তদাত্মনা এই পদের পরপদের সহিত অন্বয়। সেই স্থানে তদাত্ম শ্রীশুকরূপ কর্ত্তৃক এই জানিবে। "তদ্রূপেণ" ইত্যাদি এই পদত্রয় দ্বারা কেবল চতুঃশ্লোকী ভগবান্ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা নহে, তৎকালে সেই সেই বক্তাতে আবিষ্ট হইয়া অখণ্ডই পুরাণ প্রকাশ করিয়াছেন। এই শ্লোকে মদ্রূপ কর্ত্তৃক আপনাদিগকে, ইহা সঙ্কোচ হেতু শৌনকাদি মুনিগণকে না বলিলেও, ইহা শ্রীসূতবাক্যশেষ জানিতে হইবে। এইরূপ সমস্ত শ্রীভাগবত গুরুর মহিমা দর্শিত হইল ॥ ৩৩০ ॥

সঙ্কর্ষণ সম্প্রদায় প্রবৃত্তিস্তু কৃষ্ণদ্বৈপায়নকর্তৃক প্রকাশনান্তর্গতৈবেতি পৃথঙ্নোচ্যতে। তৎপরং সত্যং শ্রীভগবদাখ্যং তত্ত্বং ধীমহি। যত্তৎ পরমনুত্তমমিতি সহস্রনাম স্তোত্রাৎ। পরশব্দেন শ্রীভগবানেবোচ্যতে। আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্যেতি দ্বিতীয়াৎ ব্রহ্মাদীনাং বুদ্ধিবৃত্তিপ্রেরকত্বেনাভিধানাৎ। গায়ত্র্যা অর্থোপলক্ষিতেন ধীমহীতি গায়ত্রীপদেনৈব যথোপক্রমমুপসংহরন্ গায়ত্র্যা অপ্যর্থোঽয়ং গ্রন্থ ইতি দর্শয়তি। তদুক্তং। গায়ত্রী ভাষ্যরূপোঽসৌ ভারতার্থবিনির্ণয় ইতি ॥ ১২ ॥ ১৩ ॥ শ্রীসূতঃ ॥ ৩৩১ ॥

অথাভ্যাসেন ॥

কলিমলসংহতিকালনোঽখিলেশো
হরিরিতরত্র ন গীয়তেহ্যভীক্ষ্ণং।
ইহ তু পুন র্ভগবানশেষমূর্ত্তিঃ
পরিপঠিতোঽনুপদং কথাপ্রসঙ্গৈঃ ॥ ১০৬ ॥ ৩৩২ ॥

কালনো নাশন ইতরত্র কর্ম্ম ব্রহ্মাদি প্রতিপাদক শাস্ত্রান্তরে। অখিলেশো বিরাড়ন্তর্যামী নারায়ণোঽপি তৎপালকো বিষ্ণু র্বাপি ন

সঙ্কর্ষণ সম্প্রদায় কিন্তু শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন কর্ত্তৃক প্রকাশনের অন্তর্গতই, এই হেতু পৃথক্‌রূপে কথিত হইতেছে না, সেই প্রসিদ্ধ পর সত্য শ্রীভগবন্নামক তত্ত্বকে আমরা ধ্যান করি। যে কোন অনির্ব্বচনীয় পর এবং অনুত্তম। এই সহস্রনাম স্তোত্র হেতু পর শব্দ কর্তৃক শ্রীভগবানকেই কথিত হইতেছে। আর পদ শব্দবাচ্য ভগবানের আদি অবতার পুরুষ এই দ্বিতীয়স্কন্ধবাক্যও তৎপ্রতি হেতু। ব্রহ্মাদির বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরকতারূপে কথন হেতু গায়ত্রীর অর্থ উপলক্ষিত "ধীমহি" এই গায়ত্রী পদদ্বারাই যেরূপ উপক্রম বাক্য সেইরূপই উপসংহার করত গায়ত্রীরও অর্থ এই গ্রন্থ, ইহা দেখাইতেছেন ॥

এই বিষয় উক্ত হইয়াছে যথা—

এই শ্রীভাগবত গ্রন্থ গায়ত্রীর ব্যাখ্যা রূপ এবং মহাভারতার্থের নির্ণয় স্বরূপ ১২ স্কন্ধে ১৩ অধ্যায়ে শ্রীসূত বলিয়াছেন ॥ ৩৩১ ॥

অনন্তর অভ্যাস দ্বারা বলিতেছেন। ১২ স্কন্ধে
১২ অধ্যায়ে ৪৯ শ্লোকে সূতবাক্য যথা—

কলিকলুষহন্তা অখিলেশ্বর হরির নাম অন্য শাস্ত্রে প্রতিপদে উচ্চারিত হয় নাই কিন্তু এই পুরাণসংহিতাতে প্রতি কথাপ্রসঙ্গে প্রতিপদে অশেষ মূর্ত্তি ভগবানের নাম পরিপঠিত হইয়াছে ॥ ১০৬ ॥ ৩৩২ ॥

কালন অর্থাৎ নাশন। ইতর স্থানে অর্থাৎ কর্ম্ম ব্রহ্মাদি প্রতিপাদক শাস্ত্রান্তরে। অখিলেশ অর্থাৎ বিরাটের অন্তর্যামী শ্রীনারায়ন, অথবা তৎপালক বিষ্ণুই বা কি গীত

গীয়তে তত্রত্বভীক্ষ্ণং নৈব গীয়তে। তু শব্দোঽবধারণে। সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্ পুনরিহ শ্রীভাগবত এবাভীক্ষ্ণং গীয়তে নারায়ণাদয়ো বা যেঽত্র বর্ণিতা স্তেঽপ্যশেষা এব মূর্ত্তয়োঽবতারা যস্য সঃ। তথাভূতএব গীয়তে। নত্বিতরত্রেব তদবিবেকেনেত্যর্থঃ। অতএব তত্তৎ কথাপ্রসঙ্গৈর-প্যনুপদং পদমপি লক্ষীকৃত্য ভগবানেব পরি সর্ব্বতোভাবেন পঠিতো ব্যক্তমেবোক্ত ইতি। অনেনাপূর্ব্বতাপি ব্যাখ্যাতা। অন্যত্রানধিগতত্বাৎ ॥ ১২ ॥ ১২ ॥ শ্রীসূতঃ ॥ ৩৩৩ ॥

অথ ফলেনাপি ॥

পিবন্তি যে ভগবত আত্মনঃ সতাং
কথামৃতং শ্রবণপুটেষু সম্ভৃতং।
পুনন্তি তে বিষয়বিদূষিতাশয়ং
ব্রজন্তি তচ্চরণসরোরুহান্তিকং ॥ ১০৭ ॥ ১৩৪ ॥

সতামাত্মনঃ প্রাণেশ্বরস্য যদ্বা ব্যধিকরণে ষষ্ঠী। সতাং স্বস্য যো ভগবান্ তস্যেত্যর্থঃ। তেষাং ভগবতি স্বামিত্বেন মমতাস্পদত্বাৎ। অত্র কথামৃতং প্রক্রম্যমাণং শ্রীভাগবতাখ্যমেব মুখ্যং। যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়া-মিত্যাদিকং চ তথৈবোক্তমিতি ॥ ২ ॥ ২ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ৩৩৫ ॥

হয়েন নাই অর্থাৎ বারম্বার গীত হয়েন নাই। "তু" শব্দ অবধারণ বাচী, সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্ কিন্তু এই ভাগবতে বারম্বার কথিত হইয়াছেন। আর এই শ্রীভাগবতে শ্রীনারায়ণাদি বা যে বর্ণিত হইয়াছে সে সকলও অশেষ মূর্ত্তি অর্থাৎ শ্রীনারায়ণাদি অনন্তর অবতারগণ যাঁহার সেইরূপেই কথিত হইয়াছেন। কিন্তু অপর শাস্ত্রের সদৃশ তাঁহার অবিবেক দ্বারা এই অর্থ। অতএব সেই সেই কথাপ্রসঙ্গ দ্বারাও প্রতিপক্ষ লক্ষ করত ভগবানই পরি অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে পঠিত অর্থাৎ প্রকাশিত রূপে কথিত। এতাদৃশ বর্ণন অন্য শাস্ত্রে অপ্রাপ্ত হেতু এই শ্লোক দ্বারা অপূর্ব্বতাও ব্যাখ্যাত হইল ॥ ৩৩৩ ॥

অনন্তর ফলদ্বারা বলিতেছেন ॥

২ স্কন্ধে ২ অধ্যায়ে ৩৭ শ্লোকে শ্রীশুকদেবের উক্তি যথা—

ভগবান্ হরি ভক্তগণের আত্মার প্রকাশক, তাঁহার কথারূপ অমৃত শ্রবণপুটে স্থাপন করিয়া যে সকল ব্যক্তি পান করেন, তাঁহাদের অন্তঃকরণ বিষয় দ্বারা দূষিত হইলেও তাহারা তাহা শুদ্ধ করিয়া শ্রীবিষ্ণুর পদপ্রাপ্ত হয়েন ॥ ১০৭ ॥ ৩৩৪ ॥

সাধুগণের আত্মার অর্থাৎ প্রাণেশ্বরের। কিম্বা ব্যধিকরণে ষষ্ঠী বিভক্তি। সৎ সকলের নিজের যে ভগবান্ তাঁহার, এই অর্থ। সাধুগণের ভগবানে স্বামিত্বরূপে

যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতস্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈর্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈ র্গায়ন্তি যং সামগাঃ।

ধ্যানাবস্থিততদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ॥ ১০৮ ॥ ৩৩৬

স্তবৈ র্বেদৈশ্চ স্তুন্বান্তি স্তুবন্তি ধ্যানেনাবস্থিতং নিশ্চলং তদ্গতং যন্মনস্তেন ॥ ১২ ॥ ১৩ ॥ শ্রীসূতঃ ॥ ৩৩৭ ॥

অথোপপত্ত্যা ॥

ভগবান্ সর্ব্বভূতেষু লক্ষিতঃ স্বাত্মনা হরিঃ।
দৃশ্যৈ র্বুদ্ধ্যাদিভি দ্রষ্টা লক্ষণৈরনুমাপকৈঃ ॥ ১০৯ ॥ ৩৩৮ ॥

প্রথমং দ্রষ্টা জীবো লক্ষিতঃ কৈঃ দৃশ্যৈ র্বুদ্ধ্যাদিভিঃ তদেব দ্বেধা

মমতা স্পদতা হেতু। এস্থলে কথামৃত আরভ্যমাণ শ্রভাগবত নামকই মুখ্য। যে শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ শ্রবণ করিতে আরম্ভ করিলে। ইত্যাদি বাক্য সেইরূপে কথিত হইয়াছে ॥ ৩৩৫ ॥

অনন্তর প্রশংসাবাদ দ্বারা বলিতেছেন ॥

১২ স্কন্ধে ১৩ অধ্যায়ে ১ শ্লোকে শ্রীসূত বাক্য যথা—

ব্রহ্মা, বরুণ, ইন্দ্র, মরুৎ, রুদ্র প্রভৃতি দেবতারা যাঁহার স্তব করেন ও সামবেদিরা অঙ্গ, পদ, ক্রম, উপনিষদদের সহিত বেদ দ্বারা যাঁহার স্বরূপ গান করেন এবং যোগিরা ধ্যানাবস্থায় তদগতচিত্ত হইয়া যাঁহাকে হৃদয়ে দর্শন করেন, আর সুরাসুরগণ যাঁহার অন্ত পায়েন না, সেই দেবতাকে প্রণাম করি ॥ ৩৩৬ ॥

স্তব দ্বারা আর বেদ দ্বারা স্তব করিতেছেন। ধ্যান দ্বারা অবস্থিত নিশ্চল তদ্গত যে মন তদ্দ্বারা ॥

অনন্তর উপপত্তি দ্বারা বলিতেছেন ॥ ৩৩৭ ॥

২ স্কন্ধে ২ অধ্যায়ে ৩৫ শ্লোকে শ্রীশুকদেবের উক্তি যথা—

হে রাজন্! অনুভূত পদার্থেই রতি হইতে পারে, অননুভূত ভগবানে কি প্রকারে রতি হইবে এস্থলে এমত আশঙ্কা করিতে পারেন না, যেহেতু ক্ষেত্রজ্ঞ এবং অন্তর্যামিস্বরূপে ভগবান্ হরি সকল প্রাণিতেই দৃষ্ট হইতে পারেন অর্থাৎ বুদ্ধ্যাদির দর্শন দ্রষ্টা ব্যতিরেক ঘটিতে পারে না এবং বুদ্ধ্যাদি করণ হেতুক অধীন, এই অনুপপত্তি ও অনুমাপক দ্বিবিধ লক্ষণ দ্বারা ঈশ্বর স্বতন্ত্র কর্ত্তা আছেন, ইহা অনুভব সিদ্ধ হয় ॥ ১০৯ ॥ ৩৩৮ ॥

প্রথম দ্রষ্টা জীব লক্ষিত হইতেছে, কি সাধন দ্বারা এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন, দৃশ্য বুদ্ধ্যাদি দ্বারা, সেই সাধনকে দুই প্রকারে দেখাইতেছেন। দৃশ্য জড়

দর্শয়তি দৃশ্যানাং জড়ানাং বুদ্ধ্যাদীনাং দর্শনং স্বপ্রকাশং দ্রষ্টারং বিনা ন ঘটত ইত্যনুপপত্তিদ্বারা লক্ষণৈঃ স্বপ্রকাশক দ্রষ্টৃ লক্ষকৈঃ তথা বুদ্ধ্যাদীনি কর্ত্তৃ প্রযোজ্যানি করণত্বাৎ বাস্যাদিবদিতি ব্যাপ্তিদ্বারা অনুমাপকৈরিতি। অথ ভগবানপি লক্ষিতঃ কেন সর্ব্বভূতেষু সর্ব্বেষু ভূতেষু দ্রষ্টৃষু প্রবিষ্টেন স্বাত্মনা স্বরূপেণান্তর্যামিণা। আদৌ সর্ব্বৈ দ্রষ্টৃভিরন্তর্যামী লক্ষিতঃ। ততস্তেন ভগবানপি লক্ষিত ইত্যর্থঃ। সচ সচ পূর্ব্ববৎ দ্বেধৈব লক্ষ্যতে ॥৩৩৯॥

তথাহি ॥

কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বয়োরস্বাতন্ত্র্যদর্শনাৎ কর্ম্মণোঽপি জড়ত্বাৎ। সর্ব্বে ষামপি জীবানাং তত্র তত্র প্রবৃত্তিরন্তঃপ্রযোজকবিশেষং বিনা ন ঘটত ইত্যনুপপত্তি দ্বারা অন্তর্যামী লক্ষ্যতে। এষ হ্যনেনাত্মনা চক্ষুষা দর্শয়তি। শ্রোত্রেণ শ্রাবয়তি মনসা মনয়তি বুদ্ধ্যা বোধয়তি তস্মাদেতাবাহুঃ সুতিরসুতিরিতি ভাল্লবেয় শ্রুতিশ্চ ॥৩৪০॥

অথ তস্মৈচান্তর্যামিত্বৈশ্চর্য্যায় তেষু যদি সর্ব্বাংশেনৈব প্রবিশতি

বুদ্ধ্যাদির দর্শন স্বপ্রকাশ দ্রষ্টা ভিন্ন সম্ভব হয় না, এই অনুপপত্তি দ্বারা পূর্ব্বোক্ত দ্রষ্টা জীব লক্ষিত হইল। লক্ষণ দ্বারা অর্থাৎ স্বপ্রকাশক দ্রষ্টৃ লক্ষকদ্বারা। সেই রূপ বুদ্ধ্যাদি কর্ত্তার প্রযোজ্য করণত্ব হেতু বাস্যাদি অস্ত্রের সদৃশ। এই ব্যাপ্তি জ্ঞানদ্বারা। অনুমাপক দ্বারাও ভগবানও লক্ষিত হয়েন। কি সাধন দ্বারা এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন। সর্ব্বভূতে সমস্ত সেই সকল দ্রষ্টৃতে প্রবিষ্ট সাত্ম দ্বারা অর্থাৎ স্বাংশরূপ অন্তর্যামী দ্বারা। প্রথমতঃ সমস্ত দ্রষ্টৃ জীব কর্ত্তৃক অন্তর্যামী লক্ষিত, তৎপরে অন্তর্যামি দ্বারা ভগবানও লক্ষিত হয়েন, এই অর্থ। অন্তর্যামী আর ভগবান পূর্ব্ববৎ দুই প্রকারে লক্ষিত হইতেছেন ॥ ৩৩৯ ॥

সেই প্রকার বলিতেছেন ॥

কর্ত্তৃত্ব আর ভোক্তৃত্বে অস্বাতন্ত্র্য দর্শন হেতু, কর্ম্মেরও জড়ত্ব হেতু সমস্ত জীবেরও সেই সেই বিষয়ে প্রবৃত্তি মধ্যবর্ত্তি প্রযোজক বিশেষ ভিন্ন সম্ভব হয় না, এই অনুপপত্তি দ্বারা অন্তর্যামী লক্ষিত হইতেছেন। তাহার প্রতি হেতু এই যে, পরমাত্মা জীবাত্মাকে চক্ষুদ্বারা দর্শন করাইতেছেন, শ্রোত্র দ্বারা শ্রবণ করাইতেছেন, মনো দ্বারা অনুভব করাইতেছেন, বুদ্ধি দ্বারা বোধ জন্মাইতেছেন সেই হেতু শ্রুতিগণ জীবাত্মাকে জ্ঞেয় আর পরমাত্মাকে অজ্ঞেয় বলেন। এই ভাল্লবেয়শ্রুতি ॥ ৩৪০ ॥

অনন্তর সেই অন্তর্যামিত্ব ঐশ্বর্য্য নিমিত্ত দ্রষ্টৃ জীবগণে যদি সর্ব্বাংশ দ্বারাই প্রবেশ করিতেছেন, তবে কে তাঁহার পর থাকে, যদি না থাকে তবে স্বভাবতই পূর্ণত্বের

কোঽপি পরস্তদা স্বতঃ পূর্ণত্বাভাবাদনীশ্বরত্বমেব স্যাদিত্যনুপপত্তিদ্বারা অন্তর্যামিরূপেণ তস্যাংশেন ভগবানপি লক্ষিতঃ ॥ ৩৪১ ॥

অতএব গীতোপনিষৎসু ॥

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।

বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগদিতি ॥৩৪২॥

বিষ্ণুপুরাণে চ ॥

স্বশক্তিলেশাবৃতভূতসর্গ ইতি।

তথা জীবাঃ প্রযোজককর্তৃ প্রেরিতব্যাপারাঃ অস্বাতন্ত্র্যাৎ। তক্ষাদি-কর্ম্মকরজনবদিত্যেবমন্তর্য্যামিনি তত্ত্বে ব্যাপ্তি দ্বারাসিদ্ধে। পুনস্তেনৈব ভগবানপি সাধ্যতে। তুচ্ছ বৈভবজীবান্তর্যামি স্বরূপমীশ্বরতত্ত্বং নিজাংশিতত্বাশ্রয়ং তথৈব পর্য্যাপ্তেঃ। রাজপ্রভুত্বাশ্রিত তক্ষাদিকর্ম্মকর প্রযোজক প্রভুত্বাদিতি ॥ ৩৪৩ ॥

অথবাত্র ॥

যথেন্দ্রিয়ৈঃ পৃথগ্দ্বারৈরর্থোবহুগুণাশ্রয়ঃ।

একোনানেয়তে তদ্বদ্ভগবান্ শাস্ত্রবর্ত্মভিরিত্যেবোদাহরণীয়ং। অনেনৈব গতিসামান্যঞ্চ সিদ্ধ্যতীতি ॥ ২ ॥ ২ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ৩৪৪ ॥

প্রত্যবস্থাপিতং বদন্তীত্যাদি পদ্যং ॥

অভাব হেতু অনীশ্বরত্বই হয়। এই অনুপপত্তি দ্বারা অন্তর্যামিরূপ অন্তর্যামি ভগবানের অংশ দ্বারা ভগবানও লক্ষিত হইলেন ॥ ৩৪১ ॥

অতএব গীতোপনিষদে ১০ অধ্যায়ে ৪২ শ্লোকে যথা—

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, অথবা হে অর্জ্জুন! তোমার এত অধিক জ্ঞাত হওয়ার প্রয়োজন কি, ইহাই নিশ্চয় জান যে, এই জগৎ আমার একাংশে অবস্থিতি করিতেছে ॥ ৩৪২ ॥

বিষ্ণুপুরাণেও বলিয়াছেন ॥

স্বীয় শক্তিলেশ দ্বারা সমস্ত জগৎ আবৃত আছে। সেই প্রকারে সমস্ত জীব প্রযোজক কর্ত্তৃক প্রেরিত ক্রিয়া বিশিষ্ট, অস্বাতন্ত্র্য হেতু তক্ষণাদি কর্ম্মকর জন সদৃশ। এই প্রকারে অন্তর্যামি তত্ত্ব ব্যাপ্তি দ্বারা সিদ্ধ হইলে পুনর্ব্বার সেই ব্যাপ্তি দ্বারাই ভগবানও সাধ্য হইতেছেন। হীনবৈভব জীবগণের অন্তর্যামিস্বরূপ ঈশ্বরতত্ত্ব নিজাংশিতত্বাশ্রয়। সেই রূপেই পর্য্যাপ্তি হেতু। রাজার প্রভুতার আশ্রিত তক্ষণাদি কর্ম্মকরের প্রযোজক প্রভুত্ব সদৃশ ॥ ৩৪৩ ॥

কিম্বা উপপত্তির উদাহরণে ॥

৩ স্কন্ধে ৩২ অধ্যায়ে ২৮ শ্লোকে যথা—

কপিলদেব কহিলেন, মা! শাস্ত্র দ্বারা এই বোধগম্য হইতেছে যে, জ্ঞানযোগের

॥ ● ॥ ইতি শ্রীকলিযুগপাবন-স্বভজন-বিভজন প্রয়োজনাবতার শ্রীশ্রীভগবৎ কৃষ্ণচৈতন্যদেবচরণানুচর-বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভা সভাজন-ভাজন শ্রীরূপসনাতনানুশাসন-ভারতীগর্ভে শ্রীভাগবতসন্দর্ভে পরমাত্মসন্দর্ভো নাম তৃতীয়ঃ সন্দর্ভঃ ॥ ● ॥

ফল আত্মলাভ এবং ভক্তিযোগের ফল ভজনীয় ঈশ্বরের প্রাপ্তি, তবে এই দুইয়ের এক প্রয়োজন কিরূপে হইবে এমন আশঙ্কা করিবেন না, যেমন রূপ রসাদি বহুগুণের আশ্রয় ক্ষীরাদির এক এক বিষয় হইলেও পৃথক্ পৃথক্ মার্গে প্রবৃত্ত ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা নানা প্রকারে প্রতীয়মান হয় অর্থাৎ এক দুগ্ধ চক্ষুঃ দ্বারা শুক্ল, রসনা দ্বারা মধুর, ত্বকের দ্বারা শীতল এবং নাসিকা দ্বারা সুগন্ধ, শ্রোত্র দ্বারা ক্ষীরাভিধান ইত্যাদি ভেদ হয়, তাহার ন্যায় ভগবান্ বস্তুতঃ এক ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রবর্ত্ম দ্বারা নানাপ্রকারে প্রতীয়মান হয়েন ॥

ইত্যাদি শ্লোক উদাহরণীয় হইয়াছে। এবং এই শ্লোক দ্বারা গতি সামান্যও সিদ্ধ হইতেছে "বদন্তি" ইত্যাদি পদ্য প্রতিনিয়মিতরূপে স্থাপিত হইল ॥ ৩৪৪ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীকলিযুগপবিত্রকারি নিজভক্তি বিতরণ জন্য অবতার শ্রীশ্রীভগবৎ কৃষ্ণচৈতন্যদেবের চরণকিঙ্কর সমস্ত বৈষ্ণব চূড়ামণিগণ সংকৃত শ্রীরূপসনাতনশিক্ষণ ভারতী (বচন) গর্ভ শ্রীভাগবতসন্দর্ভে শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নানুবাদিতে পরমাত্মসন্দর্ভোনাম তৃতীয়ঃ সন্দর্ভঃ ॥ * ॥ ৩ ॥ * ॥

সমাপ্তোঽয়ং পরমাত্মসন্দর্ভঃ ॥